শ্রীবামন-গোস্বামি-পত্রামৃত

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
নবদ্বীপ (নদীয়া) পশ্চিমবঙ্গ

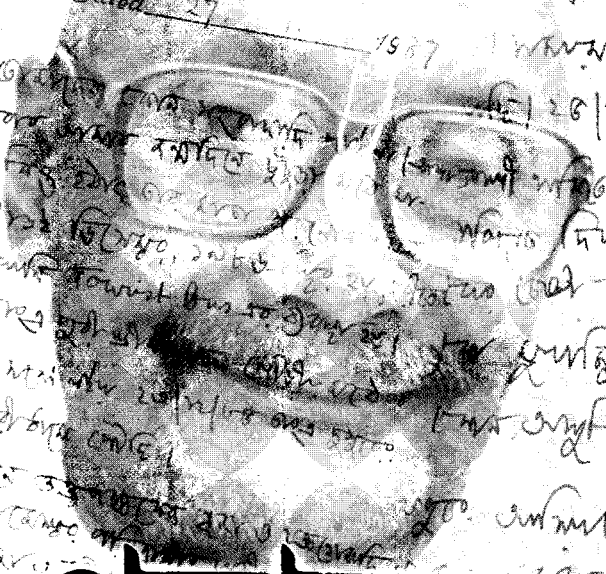

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি-আচার্য্য

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের

স্বলিখিত পত্রাবলী অবলম্বনে

শ্রীবামন-গোস্বামি-পত্রামৃত

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

নিত্যশুদ্ধ-ধারাবস্থিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায় দশমাধস্তনান্বয়বর

১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজানুকম্পিত

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ-সম্পাদিত

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত বুক-ট্রাষ্টের পক্ষে
শ্রীপ্রেমপ্রদীপ দাস ব্রহ্মচারী-কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা প্রেস, শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে মুদ্রিত।

আদি-সংস্করণ—

শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব-তিথি
পৌষী-কৃষ্ণা নবমী
৮ই নারায়ণ, ৫২১ শ্রীগৌরাব্দ;
১৬ই পৌষ ১৪১৪ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার;
১।১।২০০৮

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত
গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঙ্গ।
২। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ
কংসটীলা, পোঃ ও জেলা—মথুরা (উঃ প্রঃ)
৩। শ্রীবিনোদ বিহারী গৌড়ীয় মঠ
২৮, হালদার বাগান লেন, (কলিকাতা-৪)।
৪। শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ
মিলনপল্লী, পোঃ-শিলিগুড়ি (দার্জিলিং)।
৫। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ
পোঃ-তুরা (ওয়েষ্ট গারোহিল্‌স), মেঘালয়।
৬। শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠ
পশ্চিম খাগড়াবাড়ী, পোঃ ও জেলা—কোচবিহার।

ভূমিকা

পরমারাধ্যতম পরম করুণাময় শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নিয়ামক প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অপার করুণায় সমিতির প্রাক্তন সভাপতি-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের স্বলিখিত পত্রাবলী **'শ্রীবামন-গোস্বামি-পত্রামৃত'** নামে অতি-মূল্যবান গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করিলেন। গ্রন্থটি সর্ব্বারাধ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে পরম্পরাধারায় সদ্গুরু ও মহাজনদের বিরচিত মহানিধিতুল্য ভক্তিপূর্ণ শাস্ত্রকথার সমাহৃতি। যথাযথ ধর্ম্মতত্ত্ব মহাজনগণের অন্তরাকাশে জাজ্বল্যমান, তাই তাঁহাদের পথই আমাদের অনুসরণীয়। "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" মহাজন অর্থে যাঁর হৃদয়ে শ্রীহরির পাদপদ্ম প্রণয়বন্ধু দ্বারা অনিবার আবদ্ধ। মূলতঃ সেই ভাগবত প্রধান মহাজনের স্বলিখিত পত্রের সমন্বয়ে এই 'পত্রামৃত' গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। কি মঠবাসী, কি গৃহস্থ সকলের কাছেই এই গ্রন্থ অতি মূল্যবান। ব্যক্তিগত স্মৃতি, উপদেশ প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে। কেহ যদি এই সমস্ত মহামূল্যবান উপদেশ ঠিক্ ঠিক্ ভাবে অনুসরণ করে চলেন তবে অবশ্যই তাঁহার আত্মকল্যাণ সুনিশ্চিত এতে কোন সন্দেহ নাই।

বিশেষ কথা এই গ্রন্থটি নিকটে থাকলে এবং প্রতিনিয়ত অধ্যয়ন করলে আমরা ভক্তিপথ হইতে কখনও বিচ্যুত হইব না এবং অবিস্মরণ-ভাব আর থাকিবে না। মহাজনের মহোপদেশ সমন্বিত গ্রন্থ অধ্যয়নে আমাদিগকে সাধন-ভজনে আগ্রহ জাগ্রত করিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিবেন।

প্রথম সংস্করণে যাঁদের সেবা প্রচেষ্টায় গ্রন্থপ্রকাশ সম্ভব হয়েছে তাঁরা গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। পাঠকবর্গ গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করে ভক্তি তত্ত্বে সর্ব্বতোভাবে অভিজ্ঞতা লাভ করুন—ইহাই আশা। ইতি—

নবদ্বীপ
১লা পৌষ, ১৪১৪

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-দাসানুদাস
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু
শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক

প্রকাশকের নিবেদন

পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের অশেষ কৃপায় তাঁহার স্বলিখিত পত্রাবলী সংগৃহীত হইয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে "**শ্রীবামন-গোস্বামি-পত্রামৃত**" নামে গ্রন্থ বহু-অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া তাঁহার শ্রীআবির্ভাব-তিথি-পূজার উপায়ন রূপে উপস্থাপিত হওয়ায় তাঁহার অত্যন্ত নগণ্য আশ্রিতজন হইলেও আনন্দানুভব না করিয়া পারা যাইতেছে না। এই বিশেষ কার্য্যে শ্রীসমিতির বর্ত্তমান সভাপতি পরমপূজনীয় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক গোস্বামী মহারাজ এবং সম্পাদক পরমপূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজের উৎসাহ ও প্রেরণা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা সহকারে স্মরণ করা যাইতেছে।

ভগবন্নিজজনের দ্বারা লিখিত পত্রের মহিমা কিপ্রকার, তাহা সর্ব্বপ্রথমে শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামকাচার্য্য জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিজ লেখনী হইতেই আলোচিত হইলে তাহা সকলের বিশেষ উৎসাহের কারণ হয়, —"**পাঠ, বক্তৃতা, প্রবন্ধাদি অপেক্ষা মহাজনগণের পত্রই প্রকৃত প্রাণস্পর্শী হয়। অবশ্য সাক্ষাৎ উপদেশের কথা স্বতন্ত্র। যদিও উহা কোন ব্যক্তিবিশেষকে লেখা হয়, তথাপি উহাতে এত চেতনাশক্তি নিহিত থাকে যে, তাহা সমষ্টি-জীবনকেও আকর্ষণ করিয়া মঙ্গলের পথে আনয়ন করিতে পারে।**"—(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা)। এই কথার যথার্থতা পাঠকবর্গ স্বয়ংই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বাস্তবিকই এই সকল পত্রাবলী শ্রীল গুরুপাদপদ্মকে যেন সাক্ষাৎ প্রকট করাইয়া দেয় এবং যে কেহ পাঠ করুন না কেন, মনে হইবে এই সকল কথা যেন তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়াই লেখা। সুতরাং উক্ত পত্রাবলী ব্যক্তিগত-ভাবে লিখিত হইলেও যে, তাহা সত্যই 'সমষ্টি-জীবনকেও আকর্ষণ' করিতে সমর্থ, তাহা সিদ্ধ হইতেছে।

শাস্ত্রসিদ্ধান্তে প্রতিপন্ন হয় যে, শ্রীহরি ও হরিকথা—অভিন্ন। তদ্রূপ শ্রীগুরু ও গুরুকথা। তজ্জন্যই তাঁহার পত্রাবলীতে তাঁহাকে সাক্ষাৎ অনুভূত হইয়া থাকে। "**পাঠ, বক্তৃতা, প্রবন্ধাদি অপেক্ষা মহাজনগণের পত্রই প্রকৃত প্রাণস্পর্শী হয়।**"—এই মহাজন-বাক্যও আলোচ্য 'পত্রামৃত'-গ্রন্থে বিশেষ অনুভবের বিষয়। পাঠ-বক্তৃতা-প্রবন্ধাদিতে যে আলোচনা হয়, তাহা সামগ্রিকভাবে সমস্ত স্তরের ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে, তাহাতে আবার অনেক বিশেষ রহস্যযুক্ত কথা প্রকাশ্যে আলোচিত হইবার অবকাশ থাকে না। কিন্তু পত্রে সে-প্রকার সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্র নাই—তজ্জন্য তাহা অধিকতর প্রাণস্পর্শী হইয়া থাকে। আবার পত্র-মাধ্যমে যে শুভেচ্ছা, আশীর্ব্বাদ, নিজ ব্যক্তিগত কথা, হৃদয়-গুহায় সংরক্ষিত কথা প্রভৃতি সহজেই প্রকাশিত হইয়া

থাকে, তাহা নিশ্চয়ই প্রকাশ্য বক্তৃতা বা প্রবন্ধাদিতে সম্ভব নয়—তজ্জন্যও পত্রের মহিমা অবশ্যই অধিক বলিয়া স্বীকার্য্য।

হয়ত মনে হইতে পারে যে, পত্র-মাধ্যমে কাহারও নিকট ব্যক্তিগতভাবে লিখিত উপদেশ বা প্রদত্ত আশীর্ব্বাদ কিপ্রকারে অন্যের জন্যও প্রযুক্ত হইতে পারে? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুন বা শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন কেবল তাঁহাদের ব্যক্তিগত কথা, উপদেশ বা আশীর্ব্বাদ বলিয়া মানিয়া লওয়া হয় না—বরং তাহা ব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রাণীর জন্যই উপদিষ্ট বা প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্মার দ্বারাও স্বীকৃত হয়। ভগবান্ বা ভগবন্নিজজন যেমন তত্ত্বতঃ কাহারও ব্যক্তিগত নহেন, তেমনই তাঁহাদের আশীর্ব্বচন উপদেশাবলীও ব্যক্তিকেন্দ্রিক হইয়া থাকেন না। কিন্তু সেই সব উপদেশাবলী হইতে উপদেষ্টাকে ব্যক্তিগতভাবে পাইবার সংকল্প হৃদয়ে পোষণ করাই পঠন-পাঠনের চরম সার্থকতা।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের লিখিত পত্রাবলীতে প্রথমতঃ তাঁহার হস্তাক্ষরই অত্যন্ত দর্শনীয় বস্তু। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সে সব পত্র লিখিত হইলেও সেই সব হস্তাক্ষরে শৈল্পিক সৌন্দর্য্য, পরিপক্কতা ও গাম্ভীর্য্যের ছাপ স্পষ্ট। তজ্জন্য তাঁহার নিজস্ব pad-এ লিখিত হস্তাক্ষর সম্বলিত বিভিন্ন পত্রের চিত্র গ্রন্থের cover page-এ স্থায়ীভাবে ধরিয়া রাখিবার প্রয়াস করা হইয়াছে। প্রচার, জনসংযোগ, নিজ ভজনাদর্শ-রক্ষণ, সকলকে পরিচালন ইত্যাদি অমানুষিক ব্যস্ততার মধ্য হইতে এত দ্রুততার সহিত এবং এত ব্যক্তিকে পত্র লিখিবার মধ্যেও তাঁহার ভাষার মধ্যে সাবলিলতা, স্বচ্ছন্দতা, স্নিগ্ধতা, গাম্ভীর্য্য, শাস্ত্রীয় প্রজ্ঞা, নিরপেক্ষতা প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়া তাঁহার ঐশ্বরিক ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক হইয়াছে। আবার একই সাথে পত্রের পদে পদে তাহার স্নেহ, মমতা, আশ্বাসন, রসিকতা ইত্যাদি ঝরিয়া পড়িয়া তাঁহাকে অত্যন্ত পারিবারিক ঘনিষ্ঠ জনের পরিচিতি প্রদান করিয়াছে। প্রত্যেক পত্রের মধ্যেই পত্রোদ্দিষ্ট ব্যক্তির সহিত তাঁহার যেন কত ঘনিষ্ঠতা লক্ষিত হয়। জগতে সাধারণতঃ ঘনিষ্ঠতা, নিকটতমতা বলিতে যাহা অন্য দ্বিতীয় কাহারও সহিত সম্ভব নহে, এরূপ বুঝায়। সেইরূপেই পত্রপ্রাপক-প্রাপিকাগণের পক্ষে গুরুপাদপদ্মকে অনন্যভাবে নিজের রূপেই ভাবনা হয়ত অসম্ভব নহে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অন্তর্যামী ভগবানের ন্যায়ই তাহার সকলের সহিতই এই ঘনিষ্টতা, নিকটতমতা।

প্রায় প্রত্যেক পত্রেই বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা হওয়ায় কেবল একটী শিরোনামেই পত্রকে নামাঙ্কিত করা অযুক্ত মনে হইল। বরং বিষয়-অনুসারেই বিভিন্ন শিরোনাম-উল্লেখদ্বারা সম্পূর্ণ পত্রের বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট হইবার অবকাশ থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে একটী para-মধ্যেও আলোচনার বিভিন্নতা হেতু তন্মধ্য হইতে বিশেষ আকর্ষণীয় অংশকেই শিরোনাম-রূপে উল্লেখিত হইয়াছে। মোট কথা, সম্পূর্ণ

পত্রের বক্তব্য বিষয় যতদূর পারা যায়, তাহা অগ্রেই প্রকাশের বিশেষ চেষ্টা হইয়াছে।

গ্রন্থের আর একটী বিশেষত্ব যে, প্রত্যেক পত্রের মধ্য হইতেই বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়, গুরুপাদপদ্মের মহিমা-সূচক বিষয়, ব্যক্তিগত স্মৃতি, উপদেশ, আশীর্ব্বাদ প্রভৃতি উদ্ধৃত করিয়া প্রত্যেক পত্রের পর **'পত্রের চুম্বক'**-শিরোনামে পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত করা হইল। 'চুম্বক'-শব্দটীর মূল উৎস—প্রাচীন 'গৌড়ীয়'-তে প্রকাশিত 'প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক'-শিরোনাম। 'চুম্বক'-শব্দে বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয়ই লক্ষিত হইতেছে। ইহার দ্বারা গুরুপাদপদ্মের নিজ কথাতেই কথিত বিশেষ উপদেশাবলী, নিজ ব্যক্তিগত অনুভূতি, শুভাশীর্ব্বাদ প্রভৃতি একত্রে পৃথক্ করিয়া পাইবার সুযোগ হইল। অনেক সময় সম্পূর্ণ পত্র পাঠ করিয়াও পত্রের বিশেষ স্মরণীয় বিষয়গুলি স্মৃতিশক্তির দুর্ব্বলতা হেতু স্মৃতিপটে রাখা সম্ভব হয় না। আবার অনেক বিশেষ কথা চক্ষু এড়াইয়া যায়। সে সকল অসুবিধা দূর করিতেই বিশেষতঃ এই প্রয়াস।

গুরুপাদপদ্মের অভাবে আজ আমরা অনেকেই সাধন-ভজন বিষয়ে হতোদ্যম হইয়া পড়িয়াছি। তাঁহার অভাবে মঠ-মন্দিরাদিও শূন্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাঁহার বক্তব্য—**"মঠে গিয়া আমাকে দেখিতে না পাইয়া তোমার মন খারাপ হইয়াছিল। আমি ত' ওখানে বরাবরই আছি, তুমি কেন দেখিতে পাইলে না? ভালভাবে দেখিবার চেষ্টা করিলে তুমি সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইতে"** (পত্র—১০)। সুতরাং তাঁহার কথানুসারেই তিনি মঠে নিত্য অবস্থিত আছেন—না বুঝিয়া উপায় কি? শুধু কি মঠে? **"তোমার নিকটে থাকিয়া আমি প্রত্যহ আহারাদি করি, তুমি কেন দেখিতে পাও না? ভালরূপ বিচার করিলেই অন্তরে উপলব্ধি করিবে ও দর্শন পাইবে"** (পত্র—১১)। এমতাবস্থায় তিনি আর নাই,—এমন ভাবিবার আর অবকাশ আছে কি? তিনি সকল আশ্রিতগণের নিকটই আছেন, এরূপ বিশ্বাস না হইলে জীবন-ধারণই যে বৃথা। তবে তাঁহার সান্নিধ্য নিশ্চয়ই স্থূল দেহে বা সূক্ষ্ম মনের দ্বারা সম্ভব নয়—সম্ভব কেবল আত্মবিচারে এবং তাহা অবশ্যই সাধন-ভজন সাপেক্ষ। শুনুন্, তিনি কি বলিতেছেন,—**"সকল সময়েই গুরুবৈষ্ণবের সান্নিধ্যে বাস করা সম্ভব হয়, যদি তাঁহাদের উপদেশ-নির্দ্দেশ পালন করা যায়"** (পত্র—২৪)। এই উপদেশ-নির্দ্দেশ পালনই তো আমাদের সাধন-ভজন এবং তাহাতেই আমাদের সকল ভুল বুঝাবুঝির অবসান হইবে—পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, সন্দেহ আদি দূর হইবে—সকলকে বৈষ্ণব বলিয়া মনে হইবে—বৈষ্ণব-অবজ্ঞা-অবহেলার যন্ত্রণা মুছিয়া যাইবে। বাস্তবিকই তাঁহার কথা হইতে দূরে থাকাই—তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া পড়া এবং তজ্জন্যই আজ ব্যষ্টি-সমষ্টি সমস্তভাবে অস্বস্তি, অশান্তি। কিন্তু তাহা নিতান্তই বৃথা—কেবলই স্বকপোল-কল্পিত। ঐ ধ্বনিত হইতেছে তাঁহার আশ্বাস বাণী—**"তোমার ও তোমাদের জন্য একটু চিন্তা কেন, প্রচুর চিন্তা ও দায়িত্ব**

আছে ও থাকিবে" (পত্র—৪৮)। "**শ্রীগুরু-ভগবান্ ভক্তকে কখনই বিস্মৃত হন না, কাহাকেও ফাঁকি দেন না**" (পত্র—৫৩)। "**তোমার সকল দায়িত্ব আমার। নিশ্চিন্তে হরিভজন কর, সবই সম্ভব হইবে**" (পত্র—১৩)। তাহা হইলে আর কেন? কি মঠবাসী, কি গৃহস্থ—সকলের জন্যই আমাদের কত আশা-ভরসা! অভিভাবক তো আমাদের নিত্য বস্তু—নিত্যকালের। সুতরাং সাধ্য বস্তু সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মকে পাইতে তাঁহার আশ্রয়েই সাধন-ভজন করিতে কি অসুবিধা? তাঁহার স্থান, তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ, তাঁহার আশ্রিতগণ—সকলকে লইয়াই তো তিনি। এইপ্রকারে না বুঝিলে তাঁহাকে বুঝা হইল কৈ? ঐ শুনুন, তাঁহার ক্ষোভের কথা,—"**আমি তোমাদের কে?—ইহা এখনও চিনিতে না পারায় তোমাদের উপর আমার খুব রাগ ও মান-অভিমান হয়**" (পত্র—৪৪)।

সুতরাং এই পত্রাবলী শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অভাব পূরণ করিতে এবং আমাদিগকে সাধন-ভজনে নিযুক্ত করিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করিতেছে, সন্দেহ নাই। আরও পত্র সংগ্রহ সম্ভব হইতে পারিলে পরবর্ত্তিকালে গ্রন্থের দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশের সম্ভাবনা আশা করা অমূলক হইবে না। যাঁহারা অত্যন্ত সদয় হইয়া এইসকল অতিমূল্যবান্ পত্রসম্পদ্ সর্ব্বসাধারণ-গোচর করিতে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিয়াছেন, তাঁহাদের সেই পরমোদারতা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করা যাইতেছে। অন্যান্য যে-সকল সেবকগণ গ্রন্থকে যথা-সময়ে প্রকাশ করিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আর কি কথা? গুরুপাদপদ্মের প্রসন্নতা ও শুভদৃষ্টিই মাত্র আমাদের আকাঙ্ক্ষার বস্তু। ইতি—

শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব-তিথি
পৌষী-কৃষ্ণা নবমী
৮ই নারায়ণ, ৫২১ শ্রীগৌরাব্দ;
১৬ই পৌষ ১৪১৪ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার;
ইং ১।১।২০০৮

শ্রীগুরুবৈষ্ণব-দাসদাসানুদাস
শ্রীপ্রেমপ্রদীপ ব্রহ্মচারী

বিষয়-সূচী

পত্র—১ **পৃষ্ঠা—১**

বিষয়—শুদ্ধবৈষ্ণব কখনও অপরাধী নহেন-১; মহাজনগণই জীবকে অপরাধপঙ্ক হইতে উদ্ধারে সমর্থ-১; প্রাকৃত-অর্থদ্বারা অপ্রাকৃত গ্রন্থ সংগৃহীত হয় না-২; সরলতা-দ্বারাই গ্রন্থরূপী বাণীবিগ্রহের সেবা লভ্য-২; শরণাগতি না থাকিলে শাস্ত্রজ্ঞানে কেবল পণ্ডিতম্মন্যতা-২; গুরুপাদপদ্মের রসিকতা-৩।

পত্র—২ **পৃষ্ঠা—৪**

বিষয়—গুরুপাদপদ্মের গুরুভ্রাতা-সহিত রসিকতা-৪; চেষ্টা না করিয়া কর্ম্মফলের দোহাই দিলে সাধকের সিদ্ধিলাভ অসম্ভব-৫; জাগতিক সুবিধা লাভকে প্রকৃত 'কৃপা' বলা যায় না-৫; বিশ্রম্ভ সেবকের সকল সুযোগ-সুবিধাকে ভগবৎ-সেবায় নিয়োগ-৬; গুরুসেবৈকনিষ্ঠ ভক্তের গৃহই মঠ-৬; রসিকতা-ছলে নিজ স্বরূপের আভাস প্রদান-৭; অপরের দৃষ্টান্ত দেখিয়া সাবধান হওয়া বুদ্ধিমত্তা ও ভজনচতুরতা-৭।

পত্র—৩ **পৃষ্ঠা—৮**

বিষয়—শিষ্যের দায়িত্ব—গুরুর নিকট স্মরণীয় থাকিবার-৯; দীক্ষা কাহাকে বলে-৯; দীক্ষার প্রকার-ভেদ; মনুষ্যমাত্রের দীক্ষায় দ্বিজত্ব লাভ-৯; তত্ত্বসিদ্ধান্তের Note রাখিবার প্রয়োজনীয়তা-৯; পূজায় সঙ্কল্পের তাৎপর্য্য-১০; বিষ্ণু-প্রতি শ্রদ্ধাই নির্গুণা ও দেবদেবী-প্রতি শ্রদ্ধা সগুণা-১০; 'বৈষ্ণব—বিশুদ্ধ শাক্ত' কথার তাৎপর্য্য-১১; দীক্ষিত ব্যক্তির পূজার্চ্চন অবশ্য কর্ত্তব্য-১১; নামাত্মক মন্ত্রই অর্চ্চনের মূল অঙ্গ-১২; অদীক্ষিত ব্যক্তির পূজার্চ্চন শিশুর ক্রীড়াতুল্য-১২; মালায় নাপ-জপ অবশ্য প্রয়োজন-১২; বৈধীভক্তির সাধনক্রমেই প্রেমভক্তির উদয়-১৩; সমস্ত ইন্দ্রিয়ের একমাত্র কাজই ভগবৎসেবা-১৩।

পত্র—৪ **পৃষ্ঠা—১৫**

বিষয়—গুরুপাদপদ্মের আশ্রিতগণ-প্রতি অবিস্মরণ-স্বভাব-১৫; প্রত্যক্ষ সাধুসঙ্গের অভাবে গ্রন্থরূপী সাধুসঙ্গই একমাত্র উপায়-১৫; অক্রূরের কৃষ্ণদর্শন-লালসা-১৬; অনুরাগী ভক্তের আকাঙ্ক্ষা সাধকের আলোচনীয়-১৬; প্রেমারুরুক্ষু ভক্তের মানশূন্যতা ও সমুৎকণ্ঠা-১৬; সাধকের তদ্রূপ আশা লইয়া ধৈর্য্যধারণ কর্ত্তব্য-১৬; গুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত মনকে সংযত করা অসম্ভব-১৭; ভাগবতে সাধুর লক্ষণ ও সেই সাধুর আশ্রয়গ্রহণের কর্ত্তব্যতা-১৭; গুরুতত্ত্বের মহিমা-১৭।

পত্র—৫ **পৃষ্ঠা—১৯**

বিষয়—বিজয়া দশমী শাক্ত তিথি নহে, শ্রীরামচন্দ্র-বিজয়োৎসব ও শ্রীমধ্ব-আবির্ভাব-তিথি-১৯; অবরোহ-পন্থায়ই অধোক্ষজ ভগবান্ সেব্য-২০; সাধু-গুরুজনের মহানুভবতা

ও পরমোদারতা-২০; প্রকৃত সখা কাকে বলা হয়-২০; সাধকের ধামদর্শনাকাঙ্ক্ষা ভগবৎইচ্ছায়ই পূর্ণ হয়-২০; তারকব্রহ্ম-নাম খাতায় লিখিয়া গঙ্গায় বিসর্জ্জন বা যজ্ঞে আহুতি অনুচিত-২০।

পত্র—৬ **পৃষ্ঠা—২১**

বিষয়—ভক্তপ্রতি পরীক্ষা-শেষে ভগবৎকরুণা-২২; নাম-নামী অভিন্ন, তৎপ্রতি ভক্তি অপেক্ষা আনন্দকর কিছু নাই-২২; সর্ব্বারাধ্য-তত্ত্বকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখাই অভ্যাসযোগ-২৩; জড়দর্শন অপেক্ষা শ্রবণের মাহাত্ম্য-২৩; সাধকের কার্য্য ক্ষেত্রপ্রস্তুতি, গুরুর—বীজবপন-২৩; ভক্তিতত্ত্ব-২৩।

পত্র—৭ **পৃষ্ঠা—২৫**

বিষয়—গুরু-বৈষ্ণবই সাধক-সাধিকার ধ্যান-জ্ঞান-২৫; অন্তরে ধামদর্শন ও বাসের সঙ্কল্প রাখিতে হইবে-২৬; শ্রীনামগ্রহণেই প্রকৃত সুস্থতা-২৬; মুখে ও মালিকায় নিয়মিত নামগ্রহণ বিশেষ কর্ত্তব্য-২৬; অন্যের পাচিত অন্নগ্রহণে বিধি-নিষেধ-২৬; দীক্ষিত-ব্যক্তির অভাবে স্বপাক-বিধি-২৭; দুঃখ দিয়াই জগৎদুর্গের সৃষ্টি-২৭; পাকাল মাছ তুল্য সংসারযাপন-২৮; ভাগ্যবশতঃ নহে, ভোগোন্মুখতা বশে জীবের সংসার দশা-২৮; আশ্রিত জন সহিত শ্রীগুরুর নিত্য সম্বন্ধ-২৮; নামাশ্রয়েই জীবের নিত্য শুচিতা-২৮; অন্যথা শুচি-অশুচির সাধারণ বিধি-নিষেধ অবশ্য পালনীয়-২৮; স্ত্রীলোকের অশুচি-কালে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-২৯।

পত্র—৮ **পৃষ্ঠা—৩১**

বিষয়—গুরুমহারাজের প্রচার-পঞ্জী-৩১; ঐকান্তিক সেবানিষ্ঠায়ই সেবোপকরণ-প্রাপ্তি-৩১; বৃদ্ধকালে হরিভজন অসম্ভব-৩১; গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাদৃষ্টিই মূল, দীক্ষানুষ্ঠান নয়-৩২; জীবসেবা অধঃপাতকর, ভগবৎ ও ভাগবত-সেবাই কর্ত্তব্য-৩২; কৃষ্ণার্থে অখিল-সুখ-ত্যাগেই কৃষ্ণকৃপা-লাভ-৩২।

পত্র—৯ **পৃষ্ঠা—৩৩**

বিষয়—স্বার্থান্বেষী সংসারে সর্ব্বক্ষণই বিবাদ-৩৩; গৃহে থাকিয়াও মঠবাসের ফল-লাভের উপায়-৩৪; নৃসিংহ-কবচ-৩৪; শ্রীধাম-মহিমা-আলোচনাকারীরও ধামবাসীত্ব-৩৪; মহামন্ত্র ১৬নাম, ৩২ অক্ষর ও ৬৪ অপ্রাকৃত গুণযুক্ত-৩৫; চাক্ষুষদর্শন অপেক্ষা ভাবদর্শনের মাহাত্ম্য-৩৫; বিশেষ বিধির তাৎপর্য্য-৩৫।

পত্র—১০ **পৃষ্ঠা—৩৬**

বিষয়—পাপী-প্রতি ভগবৎকৃপা সম্ভব, অপরাধী-প্রতি নয়-৩৭; সেবকের সেবাই জীবন, সেবাই বিশ্রাম-৩৭; শ্রীমঠে গুরুপাদপদ্মের নিত্য অবস্থান-৩৭; খৃষ্টধর্ম্মের কিছু অসিদ্ধান্ত-৩৮; জগতে প্রকৃত উপকারী বিরল; হরিভজনেই সর্ব্বক্ষণ মুক্তি-৩৮; গৌরভক্তগণের বদান্যতা তুলনাহীন-৩৮; নারায়ণ ও মহাদেব-মধ্যে বিচার-বৈশিষ্ট্য-৩৯; শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অনুসারেই জীবন গঠনীয়-৩৯।

পত্র—১১ **পৃষ্ঠা—৪০**

বিষয়—গুরুপাদপদ্মের ভক্তবাৎসল্য ও ঐশ্বর্য্য-৪১; একাদশী-উপবাসাদি ও পঞ্চাঙ্গসাধন বিশেষ নিষ্ঠার সহিত করণীয়-৪১; শ্রীনামে তন্ময়তা সর্ব্বার্থসিদ্ধির লক্ষণ-৪১; শাস্ত্রীয় উপদেশানুসারে জীবন গঠিত হইলে ভগবানের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি-৪২; ভগবৎপ্রীতি বিধানার্থই সাধকের জীবন ধারণ-৪২; ভক্তের স্বপ্ন—সমাধি, ইহা নিত্য সত্য৪-২; পরম চেতনের সহিত চেতনের মিলনই—সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানের তাৎপর্য্য-৪৩; সময়ানুবর্ত্তিতা সাধকের বিশেষ প্রয়োজন৪৩; গুরুপাদপদ্মের আশ্রিতগণ-প্রতি দায়িত্ব-৪৩; ভজনসাধন রক্ষা করিয়াই স্বজনপালন কর্ত্তব্য-৪৩।

পত্র—১২ **পৃষ্ঠা—৪৫**

বিষয়—'সময় নাই' ভাবিয়াই সাধন-ভজনে সদা উদ্যম-৪৫; সেবাধর্ম্মে বিশ্রাম নাই-৪৫; সমালোচনা-ক্ষেত্রেই ভগবৎপ্রচারের সুযোগ-৪৬; যত অদর্শন-কষ্ট, তত দর্শন-সুখ-৪৬; ভুল-ত্রুটী ও সংশোধন পাশাপাশি-৪৬; কৃষ্ণধনের কাছে সব ধনই তুচ্ছ-৪৬; প্রতিকূলের অনুকূলতা কেবল হরির প্রসন্নতায়-৪৭।

পত্র—১৩ **পৃষ্ঠা—৪৮**

বিষয়—ভগবানের অন্তরঙ্গ প্রেষ্ঠ ভক্তই সদ্‌গুরু-৪৮; আত্মকল্যাণের চেষ্টা ঐকান্তিক হইলেই তাহা ফলপ্রদ-৪৯; সাধকের নিকট গুরুতত্ত্বের গুরুত্ব-৪৯; শব্দসামান্য হইতে শব্দব্রহ্মের বৈশিষ্ট্য-৪৯; জ্যোতি—পরতত্ত্ব নহে; কেবল ভগবানেরই নহে, ভক্তেরও দিব্য জ্যোতির্ম্ময়ত্ব-৫০; স্বপ্ন অলীক হইলেও বিশেষ ক্ষেত্রে তাহা বাস্তব-৫০; শ্রীকৃষ্ণই পরাৎপরতত্ত্ব,তিনিই মধুররসে ভজনীয় বস্তু-৫১; আত্মসমর্পণ প্রথমে লৌকিক, সাধনক্রমে পরে তাহা ঐকান্তিক-৫১; সংসারের সকল কাজের মধ্যেও হরিভজন নিয়মপূর্ব্বকই করণীয়-৫২।

পত্র—১৪ **পৃষ্ঠা—৫৩**

বিষয়—প্রাকৃত সহজিয়া-নিকট হরিকথা, রসকীর্ত্তনাদি-শ্রবণ অনুচিত-৫৩; ভগবৎপ্রসঙ্গ-শূন্য গ্রন্থ অপাঠ্য-৫৩; ভোগী বা ত্যাগী নহে, শ্রীগুরুপাদত্রাণ-বাহী হওয়াই আমাদের লক্ষ্য-৫৪; জড়-ভোগাসক্তি সীমিত করা অতীব প্রয়োজন-৫৪; নিরীশ্বর জগতের সত্য বা মিথ্যা, উভয়ই নিরর্থক-৫৫; পথপ্রদর্শক-রূপে শ্রীগুরু-ভগবান্ সর্ব্বদা চিন্তনীয়-৫৫; ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-৫৫।

পত্র—১৫ **পৃষ্ঠা—৫৭**

বিষয়—জীবে ভগবত্ত্বা-আরোপ বা ভগবানে জীবত্ব, উভয়ই অপরাধ-৫৭; তর্কে নয়, পরিপ্রশ্নেই তত্ত্বসিদ্ধান্ত জানা যায়-৫৮; ভজনে প্রাধান্য না দিয়া শরীররক্ষণ কর্ত্তব্য নয়-৫৮; নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব হইতেই হরিকথা শ্রোতব্য-৫৮; ঔষধি তুলসী নয়, নিবেদিত তুলসীই মাত্র গ্রহণীয়-৫৯; কৃষ্ণভজনেই সকলের সন্তোষ-৫৯; লৌকিক জাতি-কুল, আচার-বিচারে পরমার্থ লাভ হয় না-৬০; জড়স্বার্থে ভক্ত-ভগবান্‌কে নিযুক্তির চেষ্টা অপরাধ-৬০; ভগবৎকৃপা অর্দ্ধও হইলে পূর্ণরূপে মান্য-৬০; 'দর্শন'-শব্দের তাৎপর্য্য-৬১; পরিপ্রশ্নে সাধুগণের অবিরক্তি ও সমাধান-ব্রত-৬১।

পত্র—১৬ **পৃষ্ঠা—৬৩**

বিষয়—ভগবদ্ভজনে শ্রদ্ধানিষ্ঠায়ই দোষত্রুটীর ক্ষমা-৬৩; নিঃসঙ্গ নহ, শ্রীগুরু ও ভগবান্ সদাই সঙ্গী-৬৩; অনন্যা ভক্তিই গীতার তাৎপর্য্য-৬৪; জিহ্বা-উদর-উপস্থ-বেগে হরিভজনে বিশেষ ক্ষতি-৬৪; মহামন্ত্র মৃদঙ্গ-করতাল-যোগেও কীর্ত্তনীয়-৬৪; Note-সহকারে শাস্ত্রগ্রন্থ পঠনীয়-৬৪।

পত্র—১৭ **পৃষ্ঠা—৬৬**

বিষয়—হরিকথায়ই আত্মার খাদ্য ও চিদ্বল-লাভ-৬৬; বৈষ্ণবের ধৈর্য্য ও সহনশীলতা বিশেষ গুণ-৬৬; ঈশ্বর-জীবে অভেদত্ব কেবল কল্পনা, ফল—অপরাধ-৬৭; মহামায়া ও যোগমায়া মধ্যে তত্ত্ববৈশিষ্ট্য-৬৭; ব্রহ্মের মায়াবদ্ধত্ব অসম্ভব-৬৭।

পত্র—১৮ **পৃষ্ঠা—৬৯**

বিষয়—গুরুপাদপদ্মের আশ্রিত-বাৎসল্য-৬৯; ভগবানের ন্যায় ভগবৎশ্রেষ্ঠ গুরুদেবও তুলনারহিত-৭০; নামানুশীলনদ্বারাই নামাপরাধ-নাশ-৭০; জড়াসক্তি কাটাইবার উপায়-৭০; কৃষ্ণের সংসার হরিভজনের সহায়ক-৭১; সদ্গুরুর মধ্য দিয়াই সাধকে ভগবৎশক্তির সঞ্চার-৭১; মুক্তি ভক্তের কাম্য নহে, অনায়াসে লব্ধ হয়-৭১; সদ্গুরু ও তাঁহার বাণী অভিন্ন-৭১;ভগবানে কখনও অকারুণ্য নাই-৭২; হরিভজনে যুক্তাহার ও যুক্তবিহারের প্রয়োজনীয়তা-৭২; শুদ্ধভক্তের নিকট বিজয়া দশমীর তাৎপর্য্য-৭২; বিশেষ ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য ঈশ্বরশক্তির স্ফুরণ-৭২; প্রকৃত দুর্ভাগা কে-৭৩; সেবা ও নামগ্রহণ কখনও পৃথক্ নহে-৭৩; গুরুবৈষ্ণব হইতে আদেশ-উপদেশ-লাভের অধিকার নির্ণয়-৭৩; বাৎসল্য রসে শ্রীবিগ্রহের সেবা করণীয়-৭৩; সাধকের পূজার্চ্চন-শিক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য-৭৪; সাধকের প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ-৭৪; অধিকারানুসারে সাধনে ফল পার্থক্য৭৪; স্বরূপগত ভিন্নতা অনুসারে ফল-ভিন্নতা-৭৫; অভ্যাস ও বৈরাগ্যযোগ-দ্বারা মনের নিয়ন্ত্রণযোগ্যতা-৭৫; গুরুপাদপদ্মের সন্তানবাৎসল্য৭৫; প্রচার-কালে গুরুপাদপদ্মের নিজ সুখদুঃখ সম্বন্ধে উদাসীনতা-৭৫; ভগবান্ ও ভক্তের স্মরণে ভক্তিবিঘ্ন বিনাশন-৭৬।

পত্র—১৯ **পৃষ্ঠা—৭৮**

বিষয়—নশ্বরজীবনে কৃষ্ণচিন্তাই একমাত্র কার্য্য-৭৮; গুরুবৈষ্ণব-প্রতি 'ঋণী'-বোধের ফল গোলোকগতি-৭৯; বিশুদ্ধ-বাৎসল্য ও নিত্য-পুত্রত্বেই কৃষ্ণের 'মাতা' সম্বোধন-৭৯; শ্রীগুরু-তিথিতে কোন্ অঞ্জলিতে তাঁহার সন্তোষ-৭৯; শাস্ত্রাধ্যয়ন, অর্চ্চন, নির্ব্বন্ধ-সহ শ্রীনাম ও ত্রিসন্ধ্যা মন্ত্রজপ-৭৯; শ্রীকেশব-গোস্বামী হইতে উদারতা শিক্ষার পূর্ব্বস্মৃতি-৮০।

পত্র—২০ **পৃষ্ঠা—৮১**

বিষয়—গুরুদেবের প্রচার-পঞ্জী-৮১; প্রয়োজনে নৃসিংহ-কবচ, কিন্তু শনি-রাহু-কবচ নহে-৮১; নামাশ্রয়ীর দেব-দেবী-কবচ বা নির্ম্মাল্য-গ্রহণে নামাপরাধ-৮১; শিষ্টাচার-সম্মত অন্যায়-প্রতিবাদে গুরুসেবা-৮২; হরিকথা-প্রচারে গুরুবৈষ্ণব-কৃপার উপলব্ধি-৮২।

পত্র—২১ **পৃষ্ঠা—৮৩**

বিষয়—সংক্ষেপে বিবিধ উপদেশ-৮৪; ভগবান্ ও গুরুদেব সম্বন্ধে একইপ্রকার ভাবনা অবলম্বনীয়-৮৪; সাধনের উন্নতাবস্থায় জ্যোতিষি-বিচার নিষ্ক্রিয়-৮৫; নিশ্চিন্ত জীবন ভজনের প্রতিকূল-৮৫; শুদ্ধনামগ্রহণ—সাধন ও কৃপাসাপেক্ষ-৮৫; মুক্ত-মহাত্মার নিকট পর্ণকুটীর বা প্রাসাদ, দুইই সমান-৮৬; সুস্থ অসুস্থ সর্ব্বাবস্থায় নামপ্রচারে নিশ্চিত মঙ্গল-৮৬; দুঃখ-কষ্ট নিজ কর্ম্মফলেই, অন্য কেহ দায়ী নয়-৮৬।

পত্র—২২ **পৃষ্ঠা—৮৮**

বিষয়—শিশুতুল্য নিশ্চেষ্ট শ্রীবিগ্রহের সেবা-বাৎসলভাবে কর্ত্তব্য-৮৮; নিম্নপ্রাণীকুলে আবির্ভাবেও কৃষ্ণের অপ্রাকৃত স্বরূপ-রক্ষা-৮৮; শুদ্ধভক্তি প্রচার জন্যই মঠ, নতুবা খাওয়া থাকার আড্ডাখানা-৮৯; 'জগদ্বন্ধুসুন্দর অবতার'—কেবল প্রলাপোক্তি-৮৯; পারমার্থিক ঋণ শোধের আবশ্যকতা থাকে না-৮৯।

পত্র—২৩ **পৃষ্ঠা—৯০**

বিষয়—ঔষধ—কৃষ্ণনাম, পথ্য—মহাপ্রসাদ, চিকিৎসক—সদ্‌গুরু-৯১; বৈষ্ণবসেবায় উৎকণ্ঠা মঙ্গলের কারণ-৯১; বাধাবিপত্তি থাকিবেই, তবে শ্রীনাম-কৃপায় উদ্ধার-৯২; প্রাকৃত দুঃখ ও অপ্রাকৃত বিরহে পার্থক্য-৯২; বাস্তবদর্শনে রোগ-কষ্টাদি প্রাকৃত দর্শন নাই-৯২।

পত্র—২৪ **পৃষ্ঠা—৯৩**

বিষয়—গুরুবৈষ্ণবের অন্তর্যামিত্ব-৯৪; গুরুদেব ও তাঁহার অর্চ্চালেখ্য অভিন্ন-৯৪; শিষ্য করা নয়, সেবায় নিযুক্ত করাই মহান্ত গুরুর লক্ষ্য-৯৪; মধুমক্ষিকার ন্যায় শাস্ত্রসার গ্রহনীয়-৯৪; Return ticket নয়, সদুপদেশ-পালন দ্বারা গুরুনিকটে বাস-৯৫; 'দদাতি-প্রতিগৃহ্ণাতি' কথার তাৎপর্য্য-৯৫; সমর্পিতাত্ম ভক্তের আত্মা পর্য্যন্ত সমর্পিত-৯৫; জগজ্জননী না রাক্ষসী-৯৫?

পত্র—২৫ **পৃষ্ঠা—৯৬**

বিষয়—প্রচারার্থে গুরুদেবের অশেষ কষ্ট-স্বীকার-৯৬; ভগবৎসেবা বিনা কোন পুরুষার্থই ভক্তের কাম্য নয়-৯৬; সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণচিন্তায়ই জীবনের সফলতা-৯৭; একা নয়, সর্ব্বক্ষণের সঙ্গী শ্রীহরি ও গুরু-৯৮; যন্ত্র-মাধ্যমে হরিকথা-শ্রবণেও সাধুসঙ্গের ফল-৯৮; অনুক্ষণ নামকীর্ত্তনেই শ্রীনামীর কৃপালাভ-৯৮।

পত্র—২৬ **পৃষ্ঠা—৯৯**

বিষয়—স্ত্রীজন্ম লাভ—পাপের ফল নহে; হরিভজনেই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা-৯৯; হরি-গুরু-বৈষ্ণব-স্মরণেই তৎসঙ্গফল-লাভ-৯৯; একাদশীতেও শ্রীবিগ্রহকে অন্নভোগ-প্রদান কর্ত্তব্য-১০০; সাংসারিক দুঃখে নয়, শুদ্ধভক্তির জন্যই ভগবানের নিকট ক্রন্দন-১০০; ভগবান্‌কেই পতিরূপে বরণ করিলে জাগতিক পতি অনাবশ্যক-১০০; সেবাধর্ম্মী জীবনই সাধকের ধ্যান, জপ-তপ-১০০; ভগবানে সর্ব্বাত্মসমর্পণই শুদ্ধমনের পরিচয়-১০১; হরিগুরুবৈষ্ণবের সর্ব্বকালীন দর্শন-লাভের উপায়-১০১।

পত্র—২৭ **পৃষ্ঠা—১০২**

বিষয়—স্নেহাধীন গুরুদেবের শিষ্য-আর্ত্তিপূরণ-১০২; সাংসারিক দায়-দায়িত্বপালন ভগবৎইচ্ছা-নির্ভর-১০২; মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু ভগবচ্চিন্তাসহ মৃত্যু ভজনের ফল-১০৩; অন্তিম-কালে 'দোষ পাওয়া'-বিচার ভক্ত-ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য-১০৩; সাংসারিক ক্ষতিতে ভক্ত অকাতর-চিত্ত-১০৩; অভাবময় সংসারে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অশেষ ধৈর্য্যের ফল-১০৩।

পত্র—২৮ **পৃষ্ঠা—১০৪**

বিষয়—গুরুমহারাজের প্রচার-পঞ্জী-১০৪; লক্ষনাম-গ্রহণের তাৎপর্য্য-১০৫; ভোজনে দেহপুষ্টির ন্যায় শুদ্ধভজনেও আত্মপুষ্টি-১০৫; সাধন-ভজনে গুরু-বৈষ্ণবকৃপার গুরুত্ব-১০৫; হরিভজন বিনা সাংসারিক জ্বালা-যন্ত্রণা অতিক্রম অসম্ভব-১০৬; গুরুপাদপদ্মে সব সুখ-দুঃখ জানাইয়া হরিনামাশ্রয় কর্ত্তব্য-১০৬।

পত্র—২৯ **পৃষ্ঠা—১০৭**

বিষয়—Duty পালন নহে, সপ্রাণ সেবাই সেবকের ধর্ম্ম-১০৮; সেবক ২ প্রকার—ভজনানন্দী ও গোষ্ঠানন্দী-১০৮; বৈষ্ণবানুগত্যে সবই লভ্য, নতুবা শূন্য গ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন-১০৮।

পত্র—৩০ **পৃষ্ঠা—১১০**

বিষয়—গুরুমহারাজের দেওঘরস্থ বালানন্দ-আশ্রমে অবস্থান-১১০; গুরুমহারাজের আশ্রিত-বাৎসল্য-১১০; কলিকাতায় থাকিয়াই গুরুমহারাজের মানসে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা-১১১।

পত্র—৩১ **পৃষ্ঠা—১১১**

বিষয়—সেবকের আকস্মিক নির্য্যাণে গুরুপাদপদ্মের গভীর সন্তান-বাৎসল্যের প্রকাশ।

পত্র—৩২ **পৃষ্ঠা—১১৩**

বিষয়—পত্র-লিখনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-শিষ্টাচার-১১৩; এই সংসারে বাস্তব সুখ-শান্তি অসম্ভব-১১৩; অন্তর্যামী, তথাপি হরি-গুরু-নিকট দোষস্বীকারে চিত্তশুদ্ধি-১১৪; পাপ ও অপরাধের পার্থক্য ও প্রায়শ্চিত্ত-১১৪; ভগবানের চৈত্ত্যগুরুরূপে পরিচালনা-১১৪; ক্ষমাগুণেই ভজনপথে অগ্রসর সম্ভব-১১৪; ক্ষমাশীল ব্যক্তিপ্রতি শ্রীগুরু ও ভগবান্ প্রসন্ন-১১৪; অপরকে নয়, নিজ কর্ম্মকে দোষী করাই বৈষ্ণবতা-১১৫; গুরু-আদেশপালনই শিষ্যের ব্রত-১১৫।

পত্র—৩৩ **পৃষ্ঠা—১১৬**

বিষয়—সংসারে সমস্ত দায়িত্ব-মধ্যেও পঞ্চাঙ্গ-ভক্তিসাধন আবশ্যক-১১৬; ভক্ত ও ভগবৎ যুগ্ম অবতার—শ্রীগিরিরাজ-১১৭; সমালোচনায়ও পরোপকার ত্যাজ্য নহে-১১৭; সাধুসন্ত ধনমদান্ধের তাবেদার নহেন-১১৭; ত্রিকণ্ঠী মালা ধারণের ব্যাখ্যা-১১৭; প্রসাদ-প্রসঙ্গে প্রভুপাদের স্মৃতি-১১৮; নিত্যসিদ্ধ হইয়াও উৎকণ্ঠা প্রদর্শন দ্বারা শিক্ষা-১১৮।

পত্র—৩৪ **পৃষ্ঠা—১১৯**

বিষয়—অন্তর্যামিত্বের সংজ্ঞা-১১৯; সরলতাই বৈষ্ণবতা ও কপটতা—শূদ্রতা-১১৯; শৈশবকালে গুরুদেবের শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন-১২০; 'ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটে শিক্ষালাভ-১২০; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে গৌড়ীয় মঠের সমস্ত প্রচারকেন্দ্র অখণ্ড Unit-১২০; গুরুপাদপদ্মের অমানী-স্বভাব; সাধনভজনে ধৈর্য্য-স্থৈর্য্যের আবশ্যকতা-১২০।

পত্র—৩৫ **পৃষ্ঠা—১২১**

বিষয়—সাংসারিক দুঃখকষ্ট সবই ভগবৎ পরীক্ষা-রূপে গ্রহণীয়-১২২; শ্রীভগবান্ সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন—এই বিশ্বাস বিশেষ প্রয়োজন-১২২; 'যে কালী সেই কৃষ্ণ'—ইহা তত্ত্ববিরোধ-১২২; বিবাহ-অনুষ্ঠানে ত্যক্তগৃহ-ব্যক্তির উপস্থিতি নিষেধ-১২৩।

পত্র—৩৬ **পৃষ্ঠা—১২৪**

বিষয়—হরিভজনেই মানবজীবনের সফলতা-১২৪; শত দুঃখমধ্যেও হরিভজন করণীয়-১২৪; বাধাগ্রস্ত হইলেই হরিভজন বৃদ্ধি পায়-১২৪; সেবাপ্রবৃত্তিই সেবকের পরিচয়-১২৫; গুরুসেবার ফলে গুরুসেবকের পরমগতি-১২৫; গুরুপাদপদ্মের আশীর্ব্বাদ-১২৫।

পত্র—৩৭ **পৃষ্ঠা—১২৬**

বিষয়—সর্ব্বাবস্থাই ভগবৎব্যবস্থা বলিয়া মান্য-১২৬; শ্রীমূর্ত্তি সেবায় সন্তুষ্ট হইলে কথা বলেন-১২৭; নাম-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইলেই গৃহের পূর্ণত্ব-১২৭; সৎগ্রন্থ-আলোচনাই পরোক্ষ সাধুসঙ্গ-১২৭; সাধন-ভজন-প্রতিকূলে বিবাহাদি অনাবশ্যক-১২৭; জাগতিক পতি নহে, জগৎপতিই পালক-পোষক-১২৭; কৃষ্ণদাস-বুদ্ধির অভাবেই স্ত্রীপুরুষ বুদ্ধি-ভেদ-১২৮; কেবল ধামে জন্ম নয়, ধামের করুণালাভেই তৎসার্থকতা-১২৮; বাহাদুরী-রহিত হইলে বাস্তব ফল লাভ-১২৮।

পত্র—৩৮ **পৃষ্ঠা—১২৯**

বিষয়—আসক্তিরহিত ও সম্বন্ধসহিত বিষয় ত্যাজ্য নহে-১৩০; নিজস্ব নয়, হরি-গুরু- বৈষ্ণব-সম্মানই আবশ্যক-১৩০; জন্ম-ধন-বিদ্যা-রূপ—ভজনবিঘ্ন স্বরূপ-১৩০; শ্রীহরি ও হরিজনেরই অন্তর্যামিত্ব, অন্যের নয়-১৩০; কর্ত্তৃপক্ষ-নির্দ্দেশ লঙ্ঘনকারীর পদে অযোগ্যতা-১৩০; ভাল-সাজা—বিপ্রলিপ্সা, ভাল হওয়ার প্রয়াস—দৈন্য-১৩১; ভজনের জন্য সর্ব্বত্যাগ স্বীকার্য্য-১৩১।

পত্র—৩৯ **পৃষ্ঠা—১৩২**

বিষয়—অযোগ্যকে যোগ্যতা দানই গুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী করুণা-১৩২; হরি-গুরু-বৈষ্ণব সর্ব্বজ্ঞ তথা অন্তর্যামী-১৩২; নিষ্কপটতাই সাধনপথের মূল পাথেয়-১৩৩; বদ্ধজীবের চরম দুর্গতি-১৩৩।

পত্র—৪০ **পৃষ্ঠা—১৩৪**

বিষয়—প্রাকৃত স্ত্রী বা পুরুষ উভয় অভিমানই ত্যজ্য-১৩৪; চাকরী-ক্ষেত্রে চাই দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন-নীতি-১৩৫; সকল কার্য্য কৃষ্ণ-সম্বন্ধে হইলেই মানসিক

শান্তি-১৩৫; প্রেমিক ভক্তের অব্যর্থকালত্ব-১৩৫; গুরু-কৃষ্ণের বাৎসল্য পিতামাতা অপেক্ষা অধিক-১৩৬; গুরু-গৌর-ইচ্ছাপূর্ত্তিই জীবের সাধন-ভজন-১৩৬।

পত্র—৪১ **পৃষ্ঠা—১৩৭**

বিষয়—মা' শব্দের ব্যাখ্যা-১৩৭; উন্নততম বিচারে গুরু—সখীতত্ত্ব-১৩৮; প্রিয়তমত্বে ও পূজ্যত্বে শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণতুল্য-১৩৮; কৃষ্ণ-প্রিয়তমত্বে মনুষ্য-বুদ্ধি অপরাধজনক-১৩৮; ভগবানের গুরুশক্তির প্রকাশ—শ্রীগুরুদেব-১৩৮; দীক্ষাগুরুর যোগ্যতা-১৩৮; সাধনভক্তিতে বিধি নিষেধাত্মক সদাচার আবশ্যক-১৩৯; দুঃসঙ্গ মাত্রই পরিবর্জ্জনীয়; মহৎব্যক্তির বৈশিষ্ট্য-১৩৯।

পত্র—৪২ **পৃষ্ঠা—১৪০**

বিষয়—প্রচার পূর্ব্বে স্বদেশে, পশ্চাৎ বিদেশে-১৪১; গরুড়পুরাণে 'ভাগবত' পূর্ব্বোল্লিখিত, কিন্তু পশ্চাৎ রচিত-১৪১; ভগবান্ বুদ্ধের প্রচার—'অহিংসা', গৌতম বুদ্ধের—'শূন্যবাদ', শ্রীশঙ্করের—'মায়াবাদ'-১৪১; মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে হরিভজন নাশ-১৪২; গৌড়ীয় মিশনের প্রভুপাদ ও শ্রীভক্তিবিনোদ-লঙ্ঘন-১৪২।

পত্র—৪৩ **পৃষ্ঠা—১৪৩**

বিষয়—সাধনজন্য শরীররক্ষা, সিদ্ধকালে ইচ্ছামৃত্যু-১৪৩; কপিল দ্বিবিধ—সেশ্বর ও নিরীশ্বর-১৪৪; পঞ্চরোগ-১৪৪; অপ্রাকৃত অনুভূতিতেই ইন্দ্রিয়ের অপ্রাকৃতত্ব, স্থূলতঃ অপ্রাকৃত নহে-১৪৪; মঠবাসীর সদা অমানী-মানদ-ধর্ম্ম সংরক্ষণ-১৪৫।

পত্র—৪৪ **পৃষ্ঠা—১৪৬**

বিষয়—গুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত বাৎসল্য-১৪৬; ভক্তিপুষ্পে গাঁথা মালা ব্যর্থ হয় না-১৪৬; শ্রীগুরু-ভগবান্‌কে স্মরণের জন্যই সংসার-১৪৬; গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের উদ্দেশ্যই কামবাসনা জয়-১৪৬; গুরুবৈষ্ণবের শুভাশীষেই হরিভজন সম্ভব-১৪৭; আশ্রিতগণের প্রতি গুরুদেবের সুগভীর দায়িত্ববোধ-১৪৭।

পত্র—৪৫ **পৃষ্ঠা—১৪৮**

বিষয়—হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবায় কষ্টস্বীকার সেবকের ধর্ম্ম-১৪৮; সেবার ক্ষেত্রে কোন সীমা নাই-১৪৮; আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে চলিতে হইবে-১৪৯; ব্যক্তিগত মতান্তর রাখা অনুচিত-১৪৯; ভবিষ্যৎচিন্তা না করিয়া হরি-গুরু-প্রতি নির্ভরতাই সাধকের ধর্ম্ম-১৪৯; গুরুসেবা ছাড়িয়া মায়ার রাজ্যে বিচরণ আত্মহত্যা তুল্য-১৫০; ইচ্ছাশক্তি দ্বারা দুঃসঙ্গ বর্জ্জন কর্ত্তব্য-১৫০;গুরুসেবার বস্তু আত্মসাৎকারীর কৃকলাস-জন্ম-১৫১।

পত্র—৪৬ **পৃষ্ঠা—১৫১**

বিষয়—হরিসেবায় কাম-ক্রোধাদি নিয়োগ, নতুবা নরকলাভ-১৫১; মৎসর হইলে মঠবাসীরও সেবা গ্রাহ্য নহে-১৫২; মঠবাসিগণের জন্য বিশেষ উপদেশাবলী-১৫২; জড় চিদ্ হয় না ও চিদ্‌ও জড় হয় না-১৫২; সমর্পিত ভক্তের অপ্রাকৃত ভাবময় দেহ লাভ-১৫৩।

পত্র—৪৭ **পৃষ্ঠা—১৫৪**

বিষয়—সেবকগণের সেবাবৃত্তিতে গুরুপাদপদ্মের কৃতজ্ঞতা-১৫৫; হরিকথা সুষ্ঠুভাবে শ্রবণ-কীর্ত্তনই মূল ভক্ত্যঙ্গ-১৫৫; গুরুপাদপদ্মের 'অমানী'-স্বভাব-১৫৫; কোন্ কোন্ গ্রন্থ বিশেষ আলোচনীয়-১৫৫; সেশ্বর কপিল ও নিরীশ্বর কপিল-১৫৬; সেবায় বিশ্রাম নাই-১৫৬।

পত্র—৪৮ **পৃষ্ঠা—১৫৭**

বিষয়—গুরুপাদপদ্মের স্বাভাবিক নির্লিপ্ত স্বভাব-১৫৮; যে-কোন অবস্থায় ধৈর্য্যধারণই মঙ্গলজনক-১৫৮; সংসারে থাকিয়াই আত্মকল্যাণের চিন্তা ও চেষ্টা করণীয়-১৫৮; গ্রন্থ-ভাগবত- সঙ্গে মনোবল লাভ-১৫৯।

পত্র—৪৯ **পৃষ্ঠা—১৫৯**

বিষয়—গুরুপাদপদ্মের স্নেহশাসন-১৬০; গুরুপাদপদ্মই অভিভাবক ও পালক-পোষক-১৬০; প্রচার ও ভজন একই তাৎপর্য্যপর-১৬০; সেবকের যোগ্যতা কার্য্যে লাগানোই বুদ্ধিমত্তা-১৬০; নৈতিকচরিত্রই সেবকের গৌরবের বিষয়-১৬১; মঠরক্ষকের যোগ্যতা-১৬১; সেবাবিমুখ ব্যক্তিই বৃথা সমালোচক-১৬১; আমাদের বিশেষ পরিচয়-১৬১।

পত্র—৫০ **পৃষ্ঠা—১৬৩**

বিষয়—মাতা-প্রতি শিশুর ন্যায় শ্রীগুরু-প্রতি সাধকের নির্ভরতা-১৬৩; সদ্‌গুরু দুর্ল্লভ, সৎশিষ্য সুদুর্ল্লভ-১৬৩; গুরু জীব নহেন-১৬৪; শ্রীগুরু প্রত্যক্ষ ভগবান্-১৬৪; ভগবৎপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব-১৬৪; শ্রীগুরু ও সেবক নিত্য-১৬৪; শ্রীগুরু সর্ব্বতীর্থের আশ্রয়-১৬৪; শ্রীগুরুই জীবের সর্ব্বস্ব-১৬৪; গুরুকৃষ্ণ-কৃপায় সর্ব্ব অনর্থ জয়-১৬৫; শুদ্ধভক্ত ভগবৎ নাম-কাম-ধামের ঐকান্তিক উপাসক-১৬৫; ধৈর্য্যসহ ভগবৎসেবায় সর্ব্ব অমঙ্গল নাশ-১৬৫।

পত্র—৫১ **পৃষ্ঠা—১৬৬**

বিষয়—গুরুবৈষ্ণব-সহিত সংযোগ রাখিয়া সেবাই গুরুসেবা-১৬৬; পদকর্ত্তার আনুগত্যে কীর্ত্তনে 'আত্মদৈন্য' শিক্ষা-১৬৭; মহাজন-পদাবলীতে প্রাচীন পাঠ-১৬৭।

পত্র—৫২ **পৃষ্ঠা—১৬৮**

বিষয়—অপ্রাকৃত তত্ত্ব আহ্বান-বিসর্জ্জনের ঊর্দ্ধে-১৬৯; নিয়মসেবার মাসে 'সেবা সে নিয়ম'-১৬৯; নির্ম্মৎসর হইলেই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রাহ্য-১৬৯; শ্রীকৃষ্ণভজনই ভাগবতের প্রতিপাদ্য-১৭০; শ্রীগুরুই অভিভাবক, রক্ষক ও পালক-১৭০; পারমার্থিকতাই মুখ্য, লৌকিকতা—গৌণ-১৭০।

পত্র—৫৩ **পৃষ্ঠা—১৭১**

বিষয়—গুরুপাদপদ্মের বদান্যতা-১৭১; ভগবানের নিকট পার্থিব কিছু প্রার্থনা অনুচিত-১৭২; গুরুবৈষ্ণবের নিঃস্বার্থপরতা-১৭২; ভগবানের নিকট দৈন্যোক্তি অতীব

প্রয়োজন-১৭২; সাধনভজন-দ্বারাই শ্রীগুরু-ভগবানের মহিমা-অনুভূতি-১৭২; অন্তর্যামী শ্রীগুরু-ভগবান্ সাধকের সকল প্রার্থনা জ্ঞাত হন-১৭২; গুরুপাদপদ্মের 'অল্পগুণ বহু করি মানন'-স্বভাব-১৭৩; শ্রীগুরু-ভগবান্ ভক্তকে কখনও ফাঁকি দেন না-১৭৩।

পত্র—৫৪ **পৃষ্ঠা—১৭৪**

বিষয়—শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-ক্ষেত্রে আবাহন আছে, বিসর্জ্জন নাই-১৭৪; বৃহৎ স্বার্থে ক্ষুদ্র মতান্তর পরিত্যজ্য-১৭৫; কোন বিষয়ে নালিশ নহে, দৃষ্টি-আকর্ষণ মাত্র-১৭৫; লুক্কায়িত প্রতিষ্ঠাশাতেও সর্ব্বনাশ-১৭৫; শ্রীরাম ও নারায়ণের ৬০ গুণ, শ্রীকৃষ্ণের—৬৪-১৭৫; অনধিকারী-নিকট রসকথা-কীর্ত্তন অনুচিত-১৭৬।

পত্র—৫৫ **পৃষ্ঠা—১৭৭**

বিষয়—ক্রন্দনপূর্ব্বক নামগ্রহণেই সর্ব্বসিদ্ধি-লাভ-১৭৭; সমর্পিতাত্ম ভক্তের ভজন-বিঘ্ন ভগবৎকৃপায়ই দূর হয়-১৭৭; সাধন-ভজনে লোকাপেক্ষা অবশ্য পরিত্যজ্য-১৭৮; বৈষ্ণবে প্রীতিহীন ব্যক্তির সঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যজ্য-১৭৮।

পত্র—৫৬ **পৃষ্ঠা—১৭৯**

বিষয়—গুরুপাদপদ্মের অন্তর্যামিত্ব-১৭৯; শ্রীকৃষ্ণাষ্টমী অপেক্ষা শ্রীরাধাষ্টমীর মাহাত্ম্য-১৭৯; কমলমঞ্জরীর শ্রীরাধা-কৈঙ্কর্য্য প্রার্থনা-১৭৯; শ্রীরাধার নিজজনত্বেই শ্রীগুরুর গুরুত্ব-১৮০।

পত্র—৫৭ **পৃষ্ঠা—১৮০**

বিষয়—সহনশীলতা ভক্তের বিশেষ ধর্ম্ম-১৮১; গুরুপাদপদ্মের বাৎসল্য-১৮১; অপ্রকটে শ্রীগুরু সহিত সংযোগের উপায়-১৮১; গুরু-স্মৃতি সদা হৃদয়ে বহনেই শিষ্যত্ব-১৮১; প্রত্যক্ষ দর্শনের অভাবে ধ্যানই একমাত্র উপায়-১৮২; লীলামাধুর্য্যাদি—ভগবানের করুণার পরিচয়-১৮২; সনির্ব্বন্ধ একলক্ষ নামজপে ভগবৎসেবায় অধিকার-১৮২; সকল তাপ-মধ্যেও হরিভজন করণীয়-১৮২।

পত্র—৫৮ **পৃষ্ঠা—১৮৩**

বিষয়—হিন্দোললীলায় অধিকার আলোচনা-১৮৪; ভগবানেরই অবতার, মনুষ্যের নহে-১৮৪; বুদ্ধপূর্ণিমা তিথি ভগবান্ বুদ্ধের নহে, সিদ্ধার্থ বুদ্ধের-১৮৫; অবতার বুদ্ধের কার্য্য-১৮৫; অবতার বুদ্ধের আবির্ভাব স্থান-১৮৫; অবতার বুদ্ধের আবির্ভাব-কাল-১৮৫; সাধক-বুদ্ধের পরিচয়-১৮৬।

পত্র—৫৯ **পৃষ্ঠা—১৮৭**

বিষয়—দেওঘরে শ্রীগুরুদেব-১৮৭; সেবা-পূজা বাস্তব, কাল্পনিক নহে-১৮৭; ভুল স্বাভাবিক, কিন্তু সংশোধন কর্ত্তব্য-১৮৮; সংসারে কাহারও সন্তোষ বিধান সম্ভব নহে-১৮৮; শ্রীগুরুদেবই রক্ষক, এই বিশ্বাস-১৮৮।

পত্র—৬০ **পৃষ্ঠা—১৮৯**

বিষয়—গুরুবৈষ্ণব-প্রতি শ্রদ্ধা অটুট রাখিবার চেষ্টা অবশ্য করণীয়-১৮৯; গুরুবৈষ্ণবের অন্তঃকরণ বুঝিতে পারিলে তাঁহাদের বিচার জানা যায়-১৮৯; 'বদলা' নয়,

সহনশীলতা সেবকের বড় ধর্ম্ম-১৯০; নিকটে বাস অপেক্ষা গুরু-আদেশ পালনেই তৎপ্রীতিবিধান-১৯০; মঠবাসীর মধ্যাহ্নে প্রসাদের পর নাম ও গ্রন্থচর্চ্চার সুবিধা-১৯০।

পত্র—৬১ **পৃষ্ঠা—১৯১**

বিষয়—ধামবাস অপেক্ষা গুরুবৈষ্ণবের আজ্ঞা-পালনই মুখ্য-১৯১; সেবকগণ সৈনিকতুল্য—সেনাপতির আজ্ঞাপালনে বদ্ধপরিকর-১৯২।

পত্র—৬২ **পৃষ্ঠা—১৯৩**

বিষয়—গুরুপাদপদ্মের শিষ্যাগণ নিকট অধিক পত্রলিখার কারণ-১৯৩; আত্মসমর্পণ মৌখিক নহে, বাস্তব হওয়া চাই-১৯৪; নিজবুদ্ধিতে নহে, চিদ্বুদ্ধি দ্বারাই চিদ্বস্তু জানা যায়-১৯৪; বাস্তব সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হইতেই মনের ভাল-মন্দ অনুভূতি-১৯৪; নিরপরাধে নামগ্রহণেই চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত হয়-১৯৪; আদর্শ-গৃহস্থের লক্ষ্য কেবল হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-১৯৫; ব্রতোপবাসে অসমর্থ পক্ষে নির্জ্জল-উপবাস অনুচিত-১৯৫; শ্রদ্ধা-ভক্তি দ্বারা জীবের অপরাধ মোচন হয়-১৯৫; স্বপ্ন-মাধ্যমে গুরুদেব-কর্ত্তৃক ঔষধ-প্রদান-১৯৬।

পত্র—৬৩ **পৃষ্ঠা—১৯৭**

বিষয়—মঠবাসীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার (বৈষ্ণবধর্ম্ম—আনুগত্যের ধর্ম্ম, আনুগত্যহীন জীবন অধঃপাতকর-১৯৭; উপদেশকারী 'প্রভু' না সাজিয়া শাসনগ্রহণকারী 'সেবক' হইলেই মঙ্গল-১৯৮; নির্ব্বন্ধসহকারে ও উচ্চৈঃস্বরে নামগ্রহণ অনর্থনিবৃত্তিকর-১৯৮; গৃহস্থগণকে সম্মান দিতে হইবে, কিন্তু গোলামি কর্ত্তব্য নহে-১৯৮; দোষানুসন্ধান নহে বরং সামান্য গুণেরও প্রশংসা মঙ্গলকর-১৯৯; গুরুসেবাই কর্ত্তব্য, তাঁহার অভিন্নজ্ঞানে বৈষ্ণবসেবা করণীয়-১৯৯)।

পত্র—৬৪ **পৃষ্ঠা—২০০**

বিষয়—সাধকের নিকট গুরুপাদপদ্মের গুরুত্ব-২০০; সকল কর্ম্মাচরণ-মধ্যেও চিত্ত ভগবৎচিন্তায় নিযোজ্য-২০১; হরি-গুরু-বৈষ্ণবই সংসারের একমাত্র সার বস্তু-২০১; বিশ্রম্ভ সেবকের নিকট পরম স্নেহাস্পদ শ্রীগুরু-রাধা-কৃষ্ণ বিগ্রহত্রয়-২০১; তাঁহাদের চরণের ধূলিকণারূপ অকিঞ্চন হওয়াই শুদ্ধভক্তের কাম্য-২০১।

পত্র—৬৫ **পৃষ্ঠা—২০২**

বিষয়—গুরুবৈষ্ণব কৃপায়ই সাধকের হরিভজনে যোগ্যতা-২০৩; বৈষ্ণবহীন তীর্থযাত্রায় গুরুপাদপদ্মের অসম্মতি-২০৩; গুরুদর্শনের ব্যাকুলতায় ভগবান্ বশীভূত হন-২০৩; সংসারে থাকিবার কৌশল-২০৩; সেবকগণ প্রতি গুরুপাদপদ্মের কৃতজ্ঞতা-২০৩।

পত্র—৬৬ **পৃষ্ঠা—২০৫**

বিষয়—অহঙ্কারী, অকৃতজ্ঞের কল্যাণ অসম্ভব-২০৫; গুরুদেবের নিজ স্বভাবের পরিচয়-২০৫; সমদর্শী সাধু কোন 'লাগানি'কে গ্রাহ্য করেন না-২০৬; চালাক, সুবিধাবাদীর নয়, বরং বোকা সরলেরও মঙ্গল লাভ-২০৬; স্নেহ-মমতায় সেবাপূজা

ঠাকুর অবশ্যই গ্রহণ করেন-২০৬; সংশোধন-পথে চলা ও আকুল-ক্রন্দনই সব ভুলের মীমাংসা-২০৭।

পত্র—৬৭ **পৃষ্ঠা—২০৮**

বিষয়—গুরু-বৈষ্ণব স্নেহবৎসল ও অদোষদরশী-২০৮; সাধক নিজ অবনতি-বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন-২০৯; মাথা তুলিয়া বাঁচিয়া থাকা কাহাকে বলে-২০৯; শ্রীরাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়াই সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব-২০৯; জাগতিক স্বজনগণের দস্যুতা-২০৯; হরি-গুরু-সহিত অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধেই ভজনে অগ্রগতি-২০৯; ভগবান্ কাহাকে আত্মসাৎ করেন-২০৯।

পত্র—৬৮ **পৃষ্ঠা—২১২**

বিষয়—কোন যোগ্যতায় নয়, গুর্ব্বাজ্ঞা-পালনেই সাধকের সর্ব্বমঙ্গল-২১২; জন্ম-ঐশ্বর্য্য-বিদ্যামদ ভজনে বিশেষ অনিষ্টকর-২১৩; "শাসন করা তারই সাজে, সোহাগ করে যে"-২১৩; পরমার্থ-বিচারে আদর্শ ত্যাগী বা গৃহী উভয়ই সমান-২১৩; ব্যক্তিস্বার্থে নয়, সর্ব্বহিতার্থেই গ্রন্থ সংগ্রহ কর্ত্তব্য-২১৩; সাক্ষাৎ ধামদর্শন-অভাবে কীর্ত্তন-স্মরণই একমাত্র ব্যবস্থা-২১৪।

পত্র—৬৯ **পৃষ্ঠা—২১৫**

বিষয়—ব্যাকুলতাই ইষ্টবস্তুকে নিকটে লাভ করায়-২১৫; অযোগ্যকে যোগ্যতা-দানই শ্রীগুরুর কার্য্য-২১৬; যত্নাগ্রহ প্রবল হইলেই সাধনে সিদ্ধি-২১৬; ক্রোধ শান্তির উপায়-২১৭; ভজন-অনুকূলে ও স্থান-কাল-পাত্র-বিচারে চলা কর্ত্তব্য-২১৭; শ্রীরূপের উপদেশামৃত দ্বারা সাধনে সুষ্ঠুতা-২১৭; দেবতাগণও শ্রীগুরু-মহিমা-বর্ণনে অসমর্থ-২১৭; 'মথুরাবাস' কথার ব্যাখ্যা-২১৮; নিষ্কপট হইলেই শ্রীগুরুর ভজনানুশীলন অনুভব-২১৮; দীক্ষাগুরুর মাহাত্ম্য-২১৮; গোপালের মহিমা-২১৯; গৃহী ও ত্যাগি-সাধকের পরস্পর সম্বন্ধ-২১৯; অধম-সেবক প্রতি অভিভাবকের নিরপেক্ষতা-২১৯।

পত্র—৭০ **পৃষ্ঠা—২২১**

বিষয়—ভজনে সুস্থ দেহ-মনের আবশ্যকতা-২২১; শ্রীহরি-গুরু নিকট কৃপা-প্রার্থনায় অপরাধ হইতে রক্ষা-২২২; অসুস্থতায় বিকল্প ব্যবস্থা লওয়া বৈধ-২২২; সুস্থাসুস্থ সর্ব্বাবস্থায় ভগবদ্ভজন কর্ত্তব্য-২২২; ভগবৎ-প্রদত্ত সর্ব্ব ব্যবস্থাই মান্য-২২২; সাধনভক্তির বিবিধ উপদেশ-২২৩; ভগবৎস্থানে দুষ্ট অশরীরীর বাস অসম্ভব-২২৩; সংখ্যাবৃদ্ধি অপেক্ষা শুদ্ধ নামগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ-২২৩।

পত্র—৭১ **পৃষ্ঠা—২২৪**

বিষয়—কষ্ট স্বীকার করিয়াও অন্যে মর্য্যাদা-দান কর্ত্তব্য-২২৪; সমালোচনা-কারী, প্রতিষ্ঠাকামী, সংসারী লোকের সঙ্গ—দুঃসঙ্গ-২২৫; অন্তরে দৈন্যভাবেই শ্রীহরি-গুরু কৃপালাভ-২২৫; মহাপ্রভুর শিক্ষার অল্পগ্রহণেও আত্মকল্যাণ-২২৫।

পত্র—৭২ **পৃষ্ঠা—২২৬**

বিষয়—ভজনহীন গৃহ বাসের অযোগ্য-২২৭; শ্রীগুরু-গৌর-মন্ত্র ও গায়ত্রীর অর্থ-২২৭; দৃঢ়বিশ্বাস ও নির্ভরতাই শরণাগতির কারণ-২২৭; আশ্রয়বিগ্রহের বাৎসল্য-ভাব

পর্য্যন্ত অধিকার-২২৮; কঠোরতা ও কোমলতা লইয়াই অভিভাবকত্ব-২২৮; শুদ্ধভক্তের সেবায়ই ভজনের সুষ্ঠুতা-২২৮; বহির্দ্দর্শন নয়, অন্তর্দ্দর্শনেই নিরপেক্ষতা-২২৯।

পত্র—৭৩ **পৃষ্ঠা—২৩০**

বিষয়—ভজনচতুর-ব্যক্তির কোথাও পরাজয় নাই-২৩০; আত্মসমর্পণেই শ্রীহরি-গুরু প্রতি মমত্ববুদ্ধি-২৩০; প্রকৃত হরিভজনেচ্ছুর বৃথা কার্য্যে সময় নাই-২৩০; গৌড়মণ্ডলে গঙ্গাতীরে ভজন সৌভাগ্যের পরিচায়ক-২৩০; মামুলী বিষয়ে নয়, তত্ত্বসিদ্ধান্তের উন্নততম চিন্তায়ই কাল যাপন-২৩০; গুরুপাদপদ্মের আশীর্ব্বাদ-২৩০।

পত্র—৭৪ **পৃষ্ঠা—২৩৩**

বিষয়—শরণাগত ব্যক্তির মহিমা-২৩৩; সরল বিশ্বাস ও নিষ্ঠায়ই সকল যোগ্যতা লাভ-২৩৩; সময় সংক্ষেপ, অতএব সার-সঙ্কলন প্রয়োজন-২৩৪; মাছি নয়, মৌমাছির স্বভাবযুক্ত হইতে হইবে-২৩৪; শ্রীগুরু নিজত্বে গ্রহণ করিলে কোন চিন্তা নাই-২৩৪; সর্ব্ববিষয়ে তাৎপর্য্য গৃহীত হইলে কষ্টেও অকষ্টত্ব-২৩৫; নৃসিংহদেবে বাৎসল্যবিচার-২৩৫; সেবায় স্বতন্ত্রতা ও ঘনিষ্ঠতায়ই সুষ্ঠুতা-২৩৫; ব্যক্তি স্বাধীনতায় নয়, পরতন্ত্র স্বাধীনতায়ই ভজনোন্নতি-২৩৫।

পত্র—৭৫ **পৃষ্ঠা—২৩৭**

বিষয়—রসিকতা-ছলে ভ্রম-সংশোধন-২৩৭; হরি-গুরু-সেবায় মাঝপথে ভাগ লওয়া মহাপরাধ-২৩৭; সেব্যের আগমন-প্রতীক্ষায় হতাশার ক্ষেত্র নাই-২৩৮; অপ্রাকৃত যুগলভজনে গুরুবর্গের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনীয়-২৩৮; ভজনে যত্নশীল ব্যক্তির অমঙ্গল অসম্ভব-২৩৮; ভজনে সময় কেহ দেয় না, করিয়া লইতে হয়-২৩৮।

পত্র—৭৬ **পৃষ্ঠা—২৩৯**

বিষয়—গুরুবৈষ্ণবের সাক্ষাৎদর্শন অপেক্ষা তাঁহাদের উপদেশ-পালন অধিক মঙ্গলকর-২৪০; সম্ভব হইলে কার্ত্তিক-ব্রত শ্রীধামেই পালন করা বাঞ্ছনীয়-২৪০; শ্রীনবদ্বীপ-ধামে কার্ত্তিক-ব্রত পালন অধিক প্রশস্ত-২৪০; প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহকে প্রত্যহ অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোগ নিবেদন অবশ্য কর্ত্তব্য-২৪১; শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানকেই একমাত্র সম্বল জ্ঞান করা কর্ত্তব্য-২৪১।

পত্র—৭৭ **পৃষ্ঠা—২৪২**

বিষয়—আয়ু অল্পে ক্ষতি নাই, পূর্ণরূপে সেবাতেই মঙ্গল-২৪২; ভগবৎপ্রদত্ত দ্রব্যে ভগবৎসেবাই জীবের কৃত্য-২৪৩; প্রত্যুপকার-চিন্তায় নয়, নিঃস্বার্থেই প্রকৃত উপকার-২৪৩; কোন দুর্ব্যবহারে রুষ্টও নয়, কষ্টও নয়-২৪৩; দেবত্ব লাভ হইলেই পরদেবতার পূজাধিকার-২৪৩।

পত্র—৭৮ **পৃষ্ঠা—২৪৫**

বিষয়—শাসন-বিষয়ে গুরুপাদপদ্মের নিরপেক্ষতা-২৪৫; অহঙ্কারি-প্রতি দয়াময়ও নির্দ্দয়-২৪৫; ভক্তিপ্রতিকূল আচরণের ফল-২৪৫; অভিমানী ও দুঃসঙ্গী ব্যক্তির সুষ্ঠভজন

অসম্ভব-২৪৬; ভগবানের ন্যায় গুরুদেবের নির্লিপ্ততা-২৪৬; মন যোগাইয়া কথা না বলাই সাধুগণের বাৎসল্য-২৪৬।

পত্র—৭৯ **পৃষ্ঠা—২৪৮**

বিষয়—ভজনের মূল নরতনুর উপযুক্ত যত্ন কর্ত্তব্য-২৪৮; নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় দোষক্ষমা ও অসাধ্য-সাধন-২৪৯; ব্রতে ধামবাসের ছলে সেবাব্রত-ত্যাগে কোন ফলই সিদ্ধি নয়-২৪৯; বাহ্যে বৃন্দাবন-বাস নয়, নিত্য গুরুবৈষ্ণব-সঙ্গই সেবকের কাম্য-২৪৯; সদ্‌গুরু কাহাকে বলে-২৫০?

পত্র—৮০ **পৃষ্ঠা—২৫১**

বিষয়—শ্রীগুরু-সান্নিধ্যে শ্রীনামভজনই সাধকের ধ্যান ধারণা-২৫১; মঠবাসীর জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ উপদেশাবলী-২৫১; নিজ-প্রচার বিষয়ে গুরুদেবের অনীহা-২৫২; গুরুবাক্য কখনও মিথ্যা নহে-২৫২; সিদ্ধিলাভের জন্য অশেষ ধৈর্য্য আবশ্যক-২৫২।

শ্রীল গুরুমহারাজের

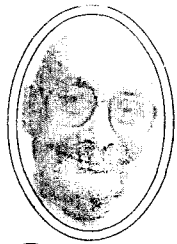

কিছু বিশেষ কথা

মঠে গিয়া আমাকে দেখিতে না পাইয়া তোমার মন খারাপ হইয়াছিল। আমি ত ওখানে বরাবরই আছি। তুমি কেন দেখিতে পাইলে না? ভালভাবে দেখিবার চেষ্টা করিলে তুমি সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইতে। (পত্র-১০)

তোমার নিকটে থাকিয়া আমি প্রত্যহ আহারাদি করি, তুমি কেন দেখিতে পাও না? ভালরূপ বিচার করিলেই অন্তরে উপলব্ধি করিবে ও দর্শন পাইবে। (পত্র-১১)

তোমাদের ভুলিয়া গেলে আমার রক্ষা নাই, তাহা হইলে শ্রীভগবানের নিকট আমাকে জবাবদিহি করিতে হইবে। এ দায়িত্ব যখন আমাতে বর্ত্তিয়াছে, তখন সাধ্যানুসারে আমি উহা পালনের চেষ্টা করিয়া যাইব। (পত্র-১১)

তোমার সকল দায়িত্ব আমার। নিশ্চিন্তে হরিভজন কর, সবই সম্ভব হইবে। (পত্র-১৩)

তুমি কখনই একাকী নহ, তোমার সঙ্গে সকল সময়ের জন্য শ্রীগুরু ও ভগবান্ সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে রহিয়াছেন। (পত্র-১৬)

তোমাদের প্রতি আমার যে দায়িত্ব রহিয়াছে, তাহা আমি কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পারি? তোমরা না বলিলেও দায়িত্ব থাকিয়াই যাইবে। (পত্র-১৮)

আমি আলেখ্যরূপে সর্ব্বদা তোমাদের সম্মুখে অবস্থিত। তাহার নিকটেই তোমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া লইবে। (পত্র-২৪)

তোমার সকল সুখ-দুঃখের কথা আমাকে সরলভাবে দ্বিধা না করিয়া জানাইবে ও বলিয়া ফেলিবে। তাহা হইলে তোমার ভারাক্রান্ত হৃদয় হাল্কা হইবে। তুমি নিশ্চিন্তে শ্রীনাম করিতে পারিবে। (পত্র-২৮)

তুমি যখন শ্রীগুরু ও ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছ, তখন তোমার নিজস্ব বলিয়া কিছুই নাই বা থাকিতে পারে না। (পত্র-৩৭)

আমি বলি—তোমাদের সকলের দায়িত্বই আমি গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং তোমাদের কোন চিন্তা নাই। "আমি তোমাদের কে?"—ইহা এখনও চিনিতে না পারায় তোমাদের উপর আমার খুব রাগ ও মান-অভিমান হয়। (পত্র-৪৪)

তোমার ও তোমাদের জন্য একটু চিন্তা কেন, প্রচুর চিন্তা ও দায়িত্ব আছে ও থাকিবে। (পত্র-৪৮)

প্রচুর ধৈর্য্য, উৎসাহ, সহনশীলতা লইয়া সাধনপথে অগ্রসর হইবে। ইহাই আমার বিশেষ বক্তব্য। (পত্র-৫০)

আমি তোমাদের নিকট হইতে দূরে নাই। নিকটেই অবস্থান করি জানিবে। (পত্র-৫৫)

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ অপ্রকট হইলে তাঁহাদের উপদেশ-নির্দ্দেশসকল অনুশীলন ও আলোচনা করিলেই তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। এইভাবেই তাঁহাদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়। (পত্র-৫৭)

আমার বিশেষ উপদেশ-নির্দ্দেশ,—মামুলী বিষয় ও চিন্তা লইয়া সময় কাটাইও না। সকল সময়ে সাধন-ভজনের উন্নততম বৈশিষ্ট্য ও তত্ত্বসিদ্ধান্ত লইয়া আলোচনা ও অনুশীলন করিবে। (পত্র-৭৩)

শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীনৃসিংহদেব তোমাদের ভজনপথের যাবতীয় বাধা-বিঘ্ন বিদূরিত করুন, তোমরা নিশ্চিন্তে হরিভজন কর—ইহাই আমার শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ জানিবে। (পত্র-৭৩)

"পাঠ, বক্তৃতা, প্রবন্ধাদি অপেক্ষা মহাজনগণের পত্রই প্রকৃত প্রাণস্পর্শী হয়। অবশ্য সাক্ষাৎ উপদেশের কথা স্বতন্ত্র। যদিও উহা কোন ব্যক্তিবিশেষকে লেখা হয়, তথাপি উহাতে এত চেতনাশক্তি নিহিত থাকে যে, তাহা সমষ্টি-জীবনকেও আকর্ষণ করিয়া মঙ্গলের পথে আনয়ন করিতে পারে।"

—শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

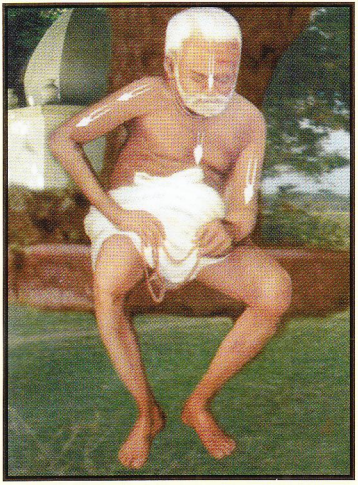

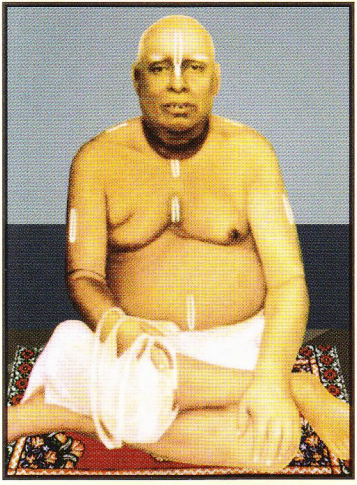

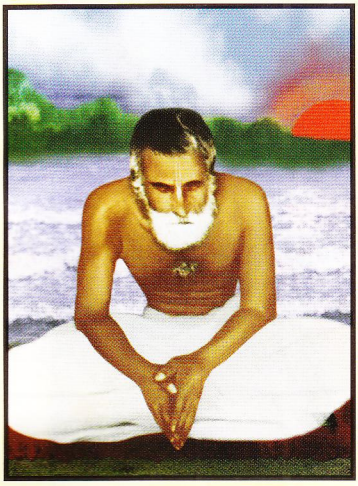

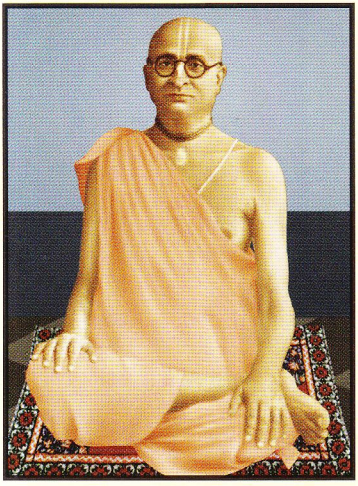

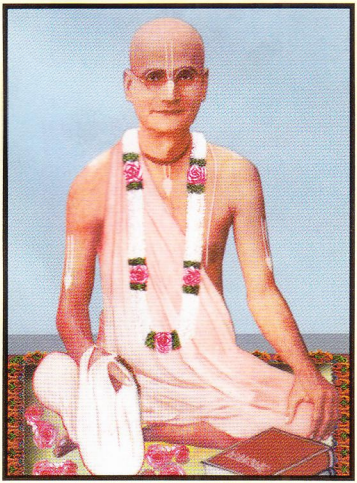

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উপাস্য শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ

জগদ্‌গুরু পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

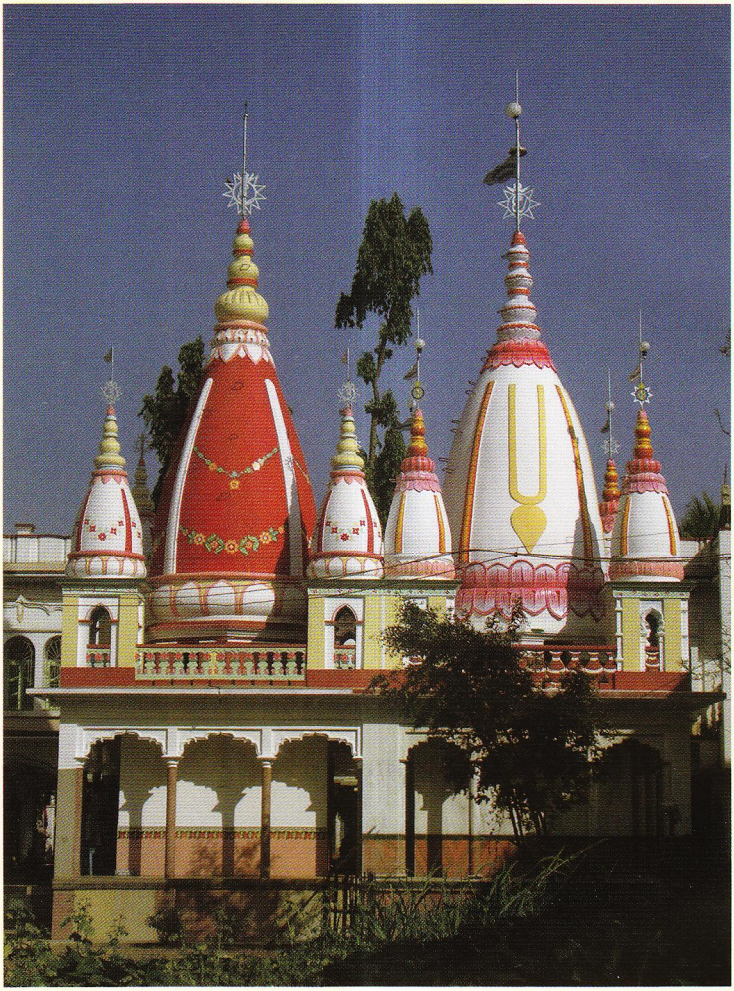

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায় একাদশাধস্তনান্বয়বর

জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ

১০৮শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের

সমাধি মন্দির

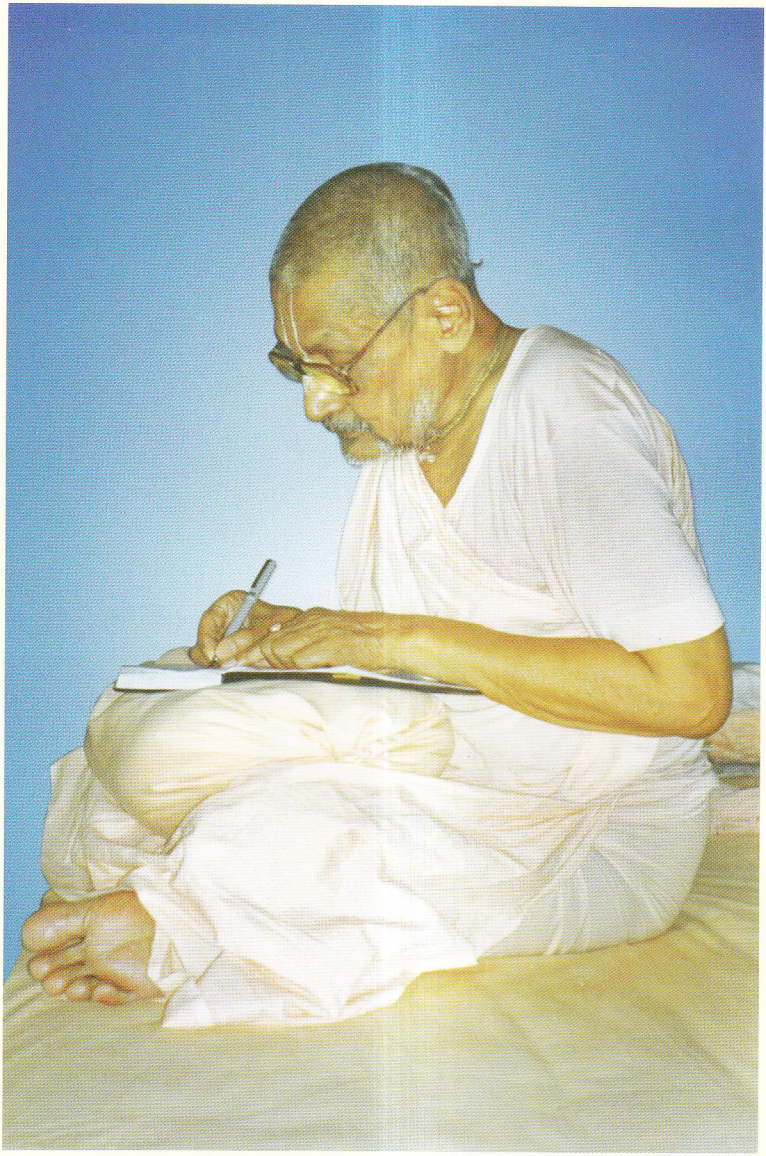

চরণস্পর্শ নিষেধ
चरण छूना मना है

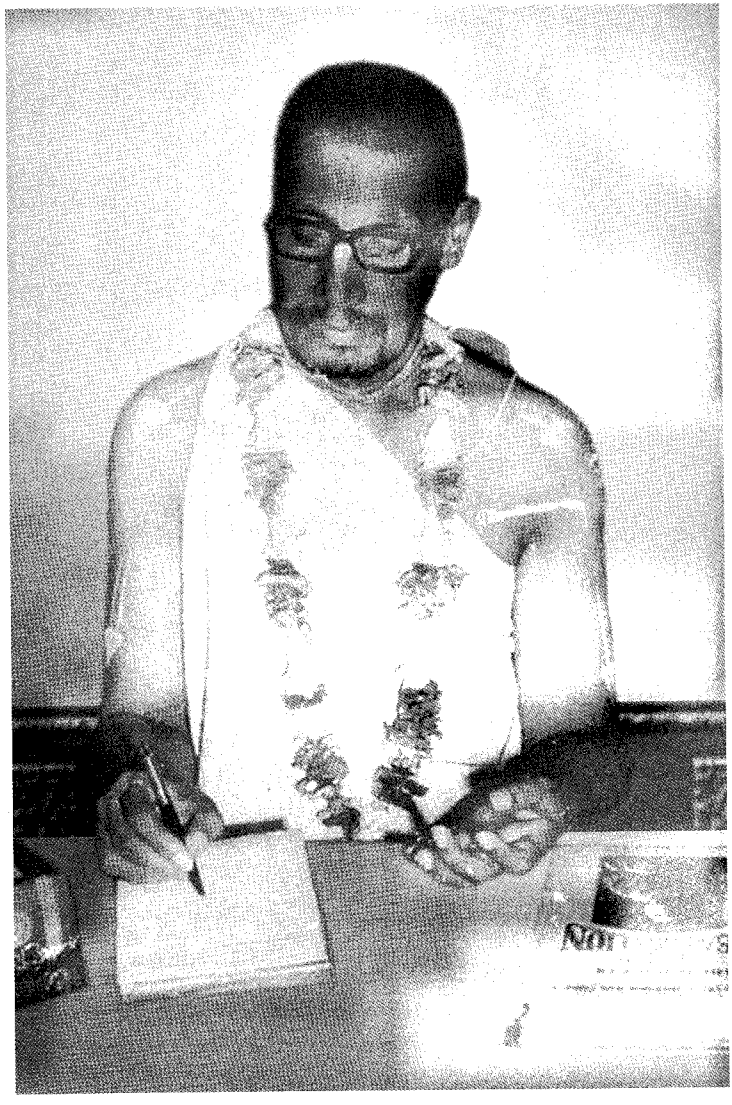

শ্রীবামন-গোস্বামি-পত্রামৃত

বিষয়—❀ শুদ্ধবৈষ্ণব কখনও অপরাধী নহেন; ❀ মহাজনগণই জীবকে অপরাধপঙ্ক হইতে উদ্ধারে সমর্থ; ❀ প্রাকৃত-অর্থদ্বারা অপ্রাকৃত গ্রন্থ সংগৃহীত হয় না; ❀ সরলতা-দ্বারাই গ্রন্থরূপী বাণীবিগ্রহের সেবা লভ্য; ❀ শরণাগতি না থাকিলে শাস্ত্রজ্ঞানে কেবল পণ্ডিতম্মন্যতা; ❀ গুরুপাদপদ্মের রসিকতা।

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ-নবদ্বীপ, (নদীয়া)
১৪/৬/১৯৬৮

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বিকেয়ম্—

শ্রীপাদ-----প্রভো! আপনার ১২/৪/৬৮ ও ২৮/৪/৬৮ তাং এর পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। আজকাল বড় আলস্যপরায়ণ হইয়া পড়িয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক অসুস্থতা ও দৈব-দুর্ব্বিপাকও ইহাতে ইন্ধন জোগাইয়াছে। শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমার পর আমার ন্যায় অধমকে অনেকে পত্রদ্বারা স্মরণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমি তাঁহাদের একজনকেও পত্রোত্তর দিয়া লৌকিক ভদ্রতাটুকু রক্ষা করিতে পারি নাই—এজন্য বৈষ্ণবগণের নিকট আমি আন্তরিক দুঃখিত ও বিশেষ লজ্জিত। আপনার নিকট এজন্য আমি বারবার ত্রুটি স্বীকার করিতেছি।

শুদ্ধবৈষ্ণব কখনও অপরাধী নহেন

নবদ্বীপ পরিক্রমার পর দেশে ফিরিবার সময় আমার সহিত দেখা করিতে না পারায় কিরূপে অপরাধ করিলেন, ঠিক বুঝিতে পারি নাই। অপরাধ আদৌ হইয়াছে কি না—এ বিচার কে করিবেন? বৈষ্ণবের অপরাধ-বিচার করিবার ক্ষমতা কাহার আছে? 'বৈষ্ণবের অপরাধ'—এই শব্দদ্বয়ও ভ্রান্তিমূলক। সোনার পাথরবাটী, কাঠালের আমসত্ব ইত্যাদির ন্যায় বিসদৃশ। আর অপরাধ কিসের দ্বারা মার্জ্জনা হয়, তাহাও আমার অজ্ঞাত। যদি বলেন, গুণ্ডিচা মার্জ্জনের ন্যায় সম্মার্জ্জনীর প্রয়োজন, তাহাই বা কিরূপ? হৃদয়-গুণ্ডিচা মার্জ্জন করিতে গেলে যে যোগ্যতার আবশ্যক, তাহার অধিকারীরূপে আমাদের গুরুবর্গের একজন নিজের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি হইলেন—সচ্চিদানন্দ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। তিনি নিজেকে নামহট্টের ঝাড়ুদার বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

মহাজনগণই জীবকে অপরাধপঙ্ক হইতে উদ্ধারে সমর্থ

এইসকল মহাজনবর্গই অসৎতৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য, কুটিনাটী, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশারূপ অপরাধপঙ্ক হইতে জীবকে উদ্ধার করিতে সমর্থ—ইঁহারাই প্রকৃত বদান্য—মহাবদান্যবর শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন—শ্রীগৌরশক্তিস্বরূপ।

আমি আপনাকে গ্রন্থাদি ক্রয় করিয়া দিয়া এক মহাঅনর্থের সৃষ্টি করিয়াছি। অর্থের বিনিময়ে কি গ্রন্থাদি (অপ্রাকৃত পরব্রহ্মের শাব্দিক অবতার) সংগ্রহ করা যায়? প্রাকৃত অর্থের দ্বারা কি অপ্রাকৃত "অমূল্য সম্পৎ" সংগৃহীত হইতে পারে? "**অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর**"—ইহাই এ সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কাশিমবাজারের মহারাজ নবদ্বীপে একখণ্ড ভূমি সংগ্রহের চেষ্টা করিলে শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ সেই রাজাকে শাসন করিয়া বলিয়াছিলেন—"মহারাজার কত ধন-সম্পৎ আছে, যে তিনি চিন্ময় নবদ্বীপধামের একটা বালুকণা যাহা চিন্তামণিস্বরূপ, তাহার মূল্য দিতে পারেন?" তবে আমি একথা মানিয়া লইতে পারি যে, আপনি আপনার ভজন-সাধনবলে বৈষ্ণবতা-গুণে গ্রন্থরূপ অমূল্য সম্পদের অধিকারী হইয়াছেন। আপনার স্বভাবসিদ্ধ সরলতা-গুণ যাহা বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের প্রকৃতিগত সত্তা, তাহা দ্বারাই আপনি বাণী-বিগ্রহের সেবার সুযোগ পাইয়াছেন। আপনি সত্যই লিখিয়াছেন,—"শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুক কৃপা ব্যতীত শাস্ত্র-গ্রন্থাদি হইতে সার-সংগ্রহ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।" এই নিত্য সত্য বাক্য আমার নিজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বহুকাল মঠবাস করিয়া বহু গ্রন্থাদি আলোচনা করিয়া, লক্ষ নাম জপ করিয়াও, বহু সেবার ভাণ করিয়াও "বামা মাঝির ন্যায়" সেই নিজের গাঙ্গের ঘাটেই পড়িয়া আছি। দেখিয়া শুনিয়া গাঙ্গের মাঝির ভাটিয়ালী সুরের গানটী মনে পড়িতেছে,—

প্রাকৃত-অর্থদ্বারা অপ্রাকৃত গ্রন্থ সংগৃহীত হয় না

সরলতা-দ্বারাই গ্রন্থরূপী বাণীবিগ্রহের সেবা লভ্য

"মন-মাঝি লে তোর বৈঠা লে, আমি আর বাইতে পারলাম না।
ও গুহিন্ গাঙ্গের নাইয়া, বাইতে বাইতে জনম গেল বাইয়া।।"

"**অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥**", "**নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ**" ইত্যাদি শাস্ত্র-মহাজনবাক্য আমাদের জানা থাকিলেও Submission এর অভাব। "**বিদ্যামদে ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে**", "**পণ্ডিত কুলীন, ধনীর বড় অভিমান**" ইত্যাদি বাক্যগুলি শাস্ত্রকারগণ আমার ন্যায় দাম্ভিক, পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির জন্যই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আবার কিভাবে শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনা করিতে হইবে, তাহার বিধানও দিয়াছেন,—

শরণাগতি না থাকিলে শাস্ত্রজ্ঞানে কেবল পণ্ডিতম্মন্যতা

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে।।
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ।।"

সুতরাং প্রত্যেকক্ষেত্রেই প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাই ভক্তিবৃদ্ধি-লাভেচ্ছুর পক্ষে অপরিহার্য্য বৃত্তি বা Common Factor.

আমার "নাকের অসুখ" ভাল হইয়া গিয়াছে। শূর্পনখার নাক কাটা গিয়াছিল আর আমার নাক ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। যাহা হউক্, তথাপি নাককাটা, নাক-কান-কাটা অপেক্ষা নাকভাঙ্গা ভাল বলিয়া মনে করিলাম। নাক-কান-কাটা হইলে লোকে নাকে খত দেওয়ায়। আর নাক ভাঙ্গিলে সে-স্থলে লোকে নাক সিটকাইয়া থাকে। নাক-খাঁদা লোককে দেখিলেও অনেকে নাসিকা কুঞ্চিত করে। যাহা হউক্ আমার *গুরুপাদপদ্মের রসিকতা* নাক ভাঙ্গার ক্ষেত্রে শল্য চিকিৎসকগণ অবশ্য আমার প্রার্থনা নাকচ করেন নাই বা তজ্জন্য আমাকে নাকানি-চুবানি খাইতে হয় নাই বা আমাকে নাকালও করে নাই। মনে মনে ভাবিয়াছিলাম নাকভাঙ্গার পর বোধহয় আমার নাকীসুরের কতকটা পরিবর্ত্তন হয়ত হইবে, কিন্তু হায়! উহা দ্বিগুণিত পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে আমার নাকীসুর বা গর্দ্দভ রাগিণী শুনিয়া আমাকে 'নাকেশ্বরী' মনে করিয়া প্রাণে বধ না করে—এই আশঙ্কা। নাকেশ্বরী—একপ্রকার চিতাবাঘের নাম। তিলক করিয়া বসিয়া থাকিলে হয়ত চিতাবাঘ মনে করিয়া আবার তিলক-ফোটাকাটার বিরোধীরা আমাকে যম-সদনে পাঠাইতে পারে।

শ্রীপাদ নারায়ণ মঃ পরিক্রমার পর এতদঞ্চলে আসিয়াছিলেন। ১০/১২ দিন পরে মথুরা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। এখন মথুরা মঠে সকল দায়িত্ব লইয়া সুস্থ শরীরেই অবস্থান করিতেছেন। শ্রীপাদ ত্রিবিক্রম মঃ শিরোমণিতে থাকেন, মাঝে মাঝে কলিকাতা ও চুঁচুড়া মঠে আসেন ও থাকেন। বিষ্ণুদৈবত মঃ হুলোর ঘাটে আশ্রম মহারাজের মঠে ভজন করিতেছেন। মাঝে মাঝে আসেন মঠে। ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীভক্তি সুহৃৎ বামন

পত্রের চুম্বক

- মহাজনবর্গই অসৎতৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য, কুটিনাটী, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশারূপ অপরাধপঙ্ক হইতে জীবকে উদ্ধার করিতে সমর্থ।
- শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত শাস্ত্র-গ্রন্থাদি হইতে সার-সংগ্রহ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

পত্র — ২

বিষয়—❀ গুরুপাদপদ্মের গুরুভ্রাতা-সহিত রসিকতা; ❀ চেষ্টা না করিয়া কর্ম্মফলের দোহাই দিলে সাধকের সিদ্ধিলাভ অসম্ভব; ❀ জাগতিক সুবিধা-লাভকে প্রকৃত 'কৃপা' বলা যায় না; ❀ বিশ্রম্ভ সেবকের সকল সুযোগ-সুবিধাকে ভগবৎ-সেবায় নিয়োগ; ❀ গুরুসেবৈকনিষ্ঠ ভক্তের গৃহই মঠ; ❀ রসিকতা-ছলে নিজ স্বরূপের আভাস প্রদান; ❀ অপরের দৃষ্টান্ত দেখিয়া সাবধান হওয়া বুদ্ধিমত্তা ও ভজনচতুরতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

C/o Shri Krishna Prasad Dasadhikari
Shri Nimananda Cloth Stores
Ukilpara, P.O.-Raiganj
(West Dinajpur) North Bengal
5.5.1971

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বিকেয়ম্—

-----প্রভো! আপনার ৫/৩/৭১ তাং এর পত্র যথাসময়ে নবদ্বীপে হস্তগত হইয়াছিল। বহুদিন যাবৎ আমার সংবাদ ও পত্রাদি না পাইয়া চিন্তার কি কারণ আছে, বুঝিলাম না। আমার জন্য ভাবিবার কেহ আছে কিনা, তাহা জানা ছিল না। পত্র পাইয়া জানিলাম—আমি একেবারে মাঠে মারা পড়িব না—"মরণঞ্চ গোমতী তীরে"—গোভাগাড়ে নেহাৎ পাঁচ-সিকা দামের প্রাণটা হয়ত হারাইতে হইবে না। ৫/৩/৭১ তাং এর পত্র ২ মাস পর পড়ে উত্তর দিতেছি—ইহা নিশ্চয়ই 'কৃপালিপি'র সামিল। স্বাধীনতার যুগে "এ আজাদী ঝুটা হ্যায়" শ্লোগান দিলেও বর্ত্তমানে স্বেচ্ছাচারিতা, খেয়ালখুশীই 'কৃপা'-শব্দে অভিহিত হয়। সেইরূপ কৃপাসিক্ত লিপি পাইয়াও যদি কেহ বা কাহাদের সুখানুভব হয়, তাহাতে আপত্তি কি? আমি সস্তায় কিস্তিমাত্ করিতে পারিলাম। ইহাই আমার বিশেষ লাভ।

গুরুপাদপদ্মের গুরুভ্রাতা-সহিত রসিকতা

আমার প্রচারের ঠিকানা জানিবার জন্য নবযোগেন্দ্রকে পত্র দিয়াছিলেন, সে কোন ঠিকানা জানায় নাই বা জানাইতে পারে নাই। 'পরিব্রাজক' তথা গেঁয়ো কথায় 'ভবঘুরে'র আবার নির্দ্দিষ্ট ঠিকানা কিরূপে থাকিতে পারে? "ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে" অবস্থা লাভ করিবার জন্যই 'ভবঘুরে' খেতাব মিলিয়াছে। নবযোগেন্দ্র কেন, চতুঃসন, নারদাদি, এমনকি ভগবানের সাধ্য নাই ভবাটবীর (সংসার-বন) আস্তানা খুঁজিয়া বাহির করেন। "**দেবাঃ ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ**"—

দেবতাগণের পক্ষেই তাহা অসম্ভব, মানুষের কা কথা! সম্প্রতি আমার মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গ জীবনযাপনের খুব ইচ্ছা হয়, তজ্জন্য গা ঢাকা দিয়া অজ্ঞাতবাসের চেষ্টা করি। কিন্তু প্রধান আস্তানায় খাদ্যাভাব ঘটিলে C.I.D Co-এর তৎপরতা বৃদ্ধি পায়; তখন তাঁহারা আকাশ বাতাস আলোড়ন করিয়া আমার গোপন ঘাঁটি আবিষ্কার করিয়া ফেলে ও আমি তাঁহাদের দ্বারা বন্দী হইয়া "বিচারাধীন আসামী" রূপে ধৃত হই। ধর-পাকড়েই রেহাই নাই, তাঁহারা আমার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া অসহায় অবস্থায় দূরে নিক্ষেপ করে। ইহাই আমার চরম দুর্দ্দশা! এ দুঃখের কথা কাহাকে জানাইব, আর কেই বা শুনিবে? এ বিশ্বে আমার কাতর ক্রন্দন শ্রবণ করিবার বা তাহাতে কর্ণপাত করিবার কেহই নাই। বড়ই ভরসা ছিল—"শুনিয়া আমার দুঃখ, বৈষ্ণব ঠাকুর। আমা লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর।।" কিন্তু "সে আশা বিফল, সে জ্ঞান দুর্ব্বল, সে জ্ঞান অজ্ঞান জানি।।"

কেহ শ্রীধাম-পরিক্রমার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন অর্থাৎ 'আসক্তির নোঙ্গর' তুলিবার চেষ্টা করেন, আবার কেহ সংসারাসক্তির বহুমানন করিয়া "আমার ভাগ্যোদয় হইল না" বলিয়া ভক্ত্যঙ্গযাজনে পরাঙ্মুখ হন। মানুষই নিজের ভাগ্য নিজে সৃষ্টি করে; আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার দ্বারা সেই সৌভাগ্যের উদয় হয়। **চেষ্টা না করিয়া ভাগ্য বা কর্ম্মফলের দোহাই পাড়িলে সাধকের সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না।** সংসারচক্র ভয়াবহ—একথা ধ্রুব সত্য, কিন্তু কৃষ্ণের সংসার দ্বারাই আত্মকল্যাণ লাভ হয়। **"কৃষ্ণের সংসার কর, ছাড়ি অনাচার"**—ইহা অন্বয়মুখী উপদেশ। জানিয়া শুনিয়া জীব অন্যায় করে, বিষপান করে—ইহা বদ্ধজীবের লক্ষণ। বদ্ধজীব শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ কি বস্তু, তাহা বুঝিতে পারে না বলিয়াই ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল বলিয়া আকড়াইয়া ধরে। ভাল-মন্দের সুষ্ঠু বিচার যদি থাকিত, মানুষ সদসৎ-বিবেকে যদি প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে সে কখনও ভুল করিতে পারে না। যাঁহার সত্যদর্শন হইয়াছে, তিনি ভ্রম-প্রমাদাদি দোষচতুষ্টয়-বিবর্জ্জিত শুদ্ধ-জীবাত্মা—আত্মোপলব্ধ সাধক, এককথায় সিদ্ধ—নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ—সমদর্শী সাধু। তাঁহাদের করুণা লাভ করিলেই বদ্ধজীব ধন্য হয়—তাহার জীবন কৃতকৃত্য হয়।

চেষ্টা না করিয়া কর্ম্মফলের দোহাই দিলে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় সুবিধাজনক-স্থানে Transfer হইয়াছে—ইহা নিঃসন্দেহে সুসংবাদ। কিন্তু ইহাকে গুরু-বৈষ্ণবের নিষ্কপট কৃপা বলা যাইবে কি না! ভাল চাকরী যোগাড় করিয়া দেওয়া, মামলা-মোকর্দ্দমায় জয়লাভ, অসুখ-বিসুখের উপশম ইত্যাদি প্রচেষ্টাকে 'কৃপা' বলা হইবে কি না, তাহা বিবেচ্য। পাশ্চাত্যদেশের Materialistগণ "God give us our daily bread" বলিয়া থাকে; আবার ভারতের কোন

জাগতিক সুবিধা-লাভকে প্রকৃত 'কৃপা' বলা যায় না

বণিকশ্রেণী "দেলায় দে রাম" উচ্চারণ-দ্বারা ভগবানের নিকট রুজি-রোজগার কামনা করে। আবার কেহ "রুটি-ভগবানের" উপাসনা-দ্বারা ভগবন্নিষ্ঠা শিক্ষা দিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহারা সকলেই Apotheosis-এর নায়ক। **শ্রীগুরুবৈষ্ণব- ভগবানের নিকট পার্থিব বস্তু কামনা করিতে নাই। তাহার নিকট অহৈতুকী ভক্তিই প্রার্থনীয়। পরমপিতা শ্রীভগবানের নিকট ধন-জনাদি প্রার্থনা—পিতৃভক্তি বা ভগবদ্ভক্তি-পদবাচ্য নহে।** উহা প্রাকৃত কামনা-বাসনারই অন্তর্গত।

বিশ্রম্ভ সেবকের সকল সুবিধাকে ভগবৎ-সেবায় নিয়োগ

কিন্তু গুরু-বৈষ্ণব-সেবৈকনিষ্ঠ বিশ্রম্ভ-সেবক সাধনকালে সকল সুযোগ-সুবিধা ও যোগ্যতা লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা না করিয়াও তাঁহার এ-সকল বিষয় প্রাপ্তি হয় এবং "কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাবিশিষ্ট" বলিয়া তাঁহার সকল লাভই ভক্তির আনুকূল্য বিধান করে। তজ্জন্য তিনি কর্ম্মী (elevationist) বা জ্ঞানীর (salvationist) ন্যায় স্থূল-সূক্ষ্ম ভোগের আবাহন করেন না। তিনি জানেন—"আসক্তিরহিত, সম্বন্ধ-সহিত, বিষয়সমূহ সকলি মাধব।" সেই **বিশ্রম্ভ সেবকের সঙ্কল্প—"তোমার ধন, তোমায় দিয়ে, তোমার হয়ে রই।"** তিনি নিবেদিতাত্মা—নিষ্কিঞ্চন—কৃষ্ণৈকশরণ—মানদ-অমানী-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। ভগবদ্ভক্তিই যাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য সেই ভক্তের সেবাদ্বারাই বাস্তবকল্যাণ হয়, তিনিই জগদ্‌গুরু।

শ্রীব্যাসপূজা-দিবসে যখন গৃহ-নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, তখন ইহা নিশ্চয়ই ব্যাসানুগগণের গদি বা শ্রীমন্দিররূপেই প্রকাশিত হইবে। ব্যাসবিরোধী চিন্তাধারা যেন এস্থলে আদৃত না হয় এবং নিত্যকাল যেন পূজা-পঞ্চকের অনুষ্ঠান চলিতে থাকে। শ্রীব্যাসগুরুর আদর্শ লইয়া চলিতে পারিলেই জীবের কল্যাণ;

গুরুসেবৈকনিষ্ঠ ভক্তের গৃহই মঠ

তাহাতে অনুপ্রাণিত হওয়া ও অপরকে উদ্বুদ্ধ করা—শ্রীব্যাসগুরুর প্রতি নিষ্ঠার পরিচায়ক। গুরুসেবৈকনিষ্ঠ ভক্তের শ্রীগুরুপীঠ-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়া। গুরুপীঠ-অর্থে আশ্রম, মঠ, শ্রীমন্দির বুঝায়। সুতরাং এক্ষেত্রে গৃহপ্রবেশের কথা উত্থাপিত হইলেও, উহা ভোগী বা দেহারামীর ভোগপর নিরয়প্রাপক গৃহমেধ বা গৃহান্ধকূপ নহে, উহাকে মঠ-প্রবেশই বলা হইবে, কারণ পারমার্থিক ছাত্রগণ আশ্রমে বা মঠেই নিত্যকাল বসবাস করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবায় নিজদিগকে নিযুক্ত রাখিয়া সাধনভজনে মনোনিবেশ করেন। ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম, গার্হস্থ্য-আশ্রম ও সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রতিটি সাধক-সাধিকার একই কর্ত্তব্য নির্ণীত হইয়াছে। তজ্জন্য এস্থলে গৃহই মঠ এবং মঠই গৃহ—এক তাৎপর্য্যপর হওয়ায় একই উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে।

ধাদিকার আশ্রমে শ্রীবামনের বিশ্রামের ও ভজন-সাধনের জন্য একটী কুটীর ভিক্ষা পাওয়া যাইবে কি? অবশ্য আমি ত্রিপাদভূমি যাচ্ঞাচ্ছলে সমগ্র আশ্রম বা

আশ্রমস্থ সকলকে গ্রাস করিব না—ইহা পূর্ব্বাহ্নেই হলপ করিয়া বলিতে পারি। আনুকূল্য-লাভে নিশ্চয়ই আমি বঞ্চিত হইব না, কারণ আমি বনমালী শ্রীহরির দাসী—কনকদ্যুতি শ্রীরাধারাণী ও রসিকচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ, তৎপ্রিয়া শ্রীতুলসীর প্রাধান্য স্বীকার করি এবং তাঁহাদের প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধির প্রয়াস পাইয়া থাকি। একটু থাকিবার স্থান হইলেই, আর সব সংগ্রহ করিতে কষ্ট হইবে না। কারণ নেবু-লবণ আমার সঙ্গে থাকিবে, কেবলমাত্র চাল, ডাল, সব্জী, মশলাদি গৃহস্থের নিকট হইতে চাহিয়া লইতে পারিব। * * * আশ্রম তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে যেন জ্ঞানকাণ্ডরূপ শৌচাগারাদির ব্যবস্থা থাকে। ইহা কি ত্যাগী, গৃহস্থ—সকলের পক্ষেই অপরিহার্য্য। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ধাদিকায় যাইবার সুযোগ হইলে সাক্ষাতে সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবসর পাইব। * * *

রসিকতা-ছলে নিজ স্বরূপের আভাস প্রদান

সিউড়ী ও পরে রাণীবহাল, আসনবনিতে ব----প্রভুর সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল। উ----প্রভুও রাণীবহালে আসিয়া সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার অসুবিধার কথা জ্ঞাপন করেন। তাঁহার অবস্থা চিন্তা করিয়া তাঁহার প্রতি দয়া হয়, কিন্তু সবই শ্রীভগবানের শিক্ষা। এই বৃদ্ধবয়সে এখন সংসারের ঘানি তাঁহাকে স্বয়ংই টানিতে হইতেছে, ইহাই দুঃখ। কিন্তু এ-অবস্থায়ও আমাদের নির্ব্বেদ আসে না—ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। সংসার—সমরাঙ্গন ও শিক্ষাক্ষেত্র। আমাদের সকলকেই এ-জগৎ হইতে শিক্ষা আহরণ করিতে হইবে, এই শিক্ষার শেষ নাই। অপরের দৃষ্টান্ত দেখিয়া যিনি নিজে সাবধান হইতে পারেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্। তিনিই প্রকৃত ভজনচতুর। ভগবদ্ভক্তি-লাভই তাহার চরম সাফল্য। * * *

অপরেব দৃষ্টান্ত দেখিয়া সাবধান হওয়া বুদ্ধিমত্তা ও ভজনচতুরতা

শরীর খুব ভাল নয়। তথাপি বাহিরে ঘুরিতে বাধ্য হইতেছি। এসকল স্থান—এখান হইতে ৫ মাইল দূরে পাকিস্তান সীমানা। ২/৩ দিন পূর্ব্বে পাকিস্তানের গোলাগুলিতে আহত হইয়া অনেকেই স্থানীয় হাসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছে। জীবনের ভয় করিয়া লাভ নাই। * * আপনারা দণ্ডবৎ লইবেন। ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- চেষ্টা না করিয়া ভাগ্য বা কর্ম্মফলের দোহাই পাড়িলে সাধকের সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না।
- জানিয়া শুনিয়া জীব অন্যায় করে, বিষপান করে—ইহা বদ্ধজীবের লক্ষণ।

- ভাল চাকরী যোগাড় করিয়া দেওয়া, মামলা-মোকর্দ্দমায় জয়লাভ, অসুখ-বিসুখের উপশম ইত্যাদি প্রচেষ্টাকে 'কৃপা' বলা হইবে কি না, তাহা বিবেচ্য।
- ভগবদ্ভক্তিই যাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য সেই ভক্তের সেবাদ্বারাই বাস্তবকল্যাণ হয়, তিনিই জগদ্‌গুরু।
- গুরুসেবৈকনিষ্ঠ ভক্তের শ্রীগুরুপীঠ-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়।
- সংসার—সমরাঙ্গন ও শিক্ষাক্ষেত্র। আমাদের সকলকেই এ-জগৎ হইতে শিক্ষা আহরণ করিতে হইবে, এই শিক্ষার শেষ নাই।
- অপরের দৃষ্টান্ত দেখিয়া যিনি নিজে সাবধান হইতে পারেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্, তিনিই প্রকৃত ভজনচতুর।

বিষয়—❀ শিষ্যের দায়িত্ব—গুরুর নিকট স্মরণীয় থাকিবার; ❀ দীক্ষা কাহাকে বলে; ❀ দীক্ষার প্রকার-ভেদ; ❀ মনুষ্যমাত্রের দীক্ষায় দ্বিজত্ব লাভ; ❀ তত্ত্বসিদ্ধান্তের Note রাখিবার প্রয়োজনীয়তা; ❀ পূজায় সঙ্কল্পের তাৎপর্য্য; ❀ বিষ্ণু-প্রতি শ্রদ্ধাই নির্গুণা ও দেবদেবী-প্রতি শ্রদ্ধা সগুণা; ❀ 'বৈষ্ণব—বিশুদ্ধ শাক্ত' কথার তাৎপর্য্য; ❀ দীক্ষিত ব্যক্তির পূজার্চ্চন অবশ্য কর্ত্তব্য; ❀ নামাত্মক মন্ত্রই অর্চ্চনের মূল অঙ্গ; ❀ অদীক্ষিত ব্যক্তির পূজার্চ্চন শিশুর ক্রীড়াতুল্য; ❀ মালায় নাপ-জপ অবশ্য প্রয়োজন; ❀ বৈধীভক্তির সাধনক্রমেই প্রেমভক্তির উদয়; ❀ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের একমাত্র কাজই ভগবৎসেবা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ-নবদ্বীপ, নদীয়া (পঃ বঃ)
৪/২/১৯৭২

সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বিকেয়ম্,

মা! আমরা ----পুর হইতে চলিয়া আসিবার পর তোমাদের মন খারাপ হইয়াছে, ইহা তোমাদের স্বভাবসিদ্ধ স্নেহাকর্ষণ। আমার কোনরূপ স্নেহ-মায়া-মমতা নাই, তজ্জন্য মনও খারাপ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? তবে তুমি যেভাবে পত্র

লিখিয়াছ, তাহাতে অতি পাষাণ-হৃদয়ও স্নেহাভিভূত হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি? তুমি মনে মনে via media ঠিক করিয়া ফেলিয়াছ, ইহা অন্তর্যামীর প্রেরণা হইতেই হয়ত সম্ভব হইয়াছে। "**ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি**"—ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ বাণী। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা না করিলেও তুমি সময়মত তোমার পত্রের উত্তর পাইতে। কিন্তু আমি বিলম্বে পত্র পাইবার জন্য তোমাকে অধিক মানসিক উদ্বেগ ভোগ করিতে হইল। **তোমাকে আমার মনে না থাকিলেও, তুমিই তোমাকে আমার নিকট চিরস্মরণীয় করিবে; এ দায়িত্ব তোমার উপরই অর্পণ করিলাম।**

শিষ্যের দায়িত্ব— গুরুর নিকট স্মরণীয় থাকিবার

গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ—সেব্য-সেবক সম্পর্ক নিত্য। বৈষ্ণব-মহাজন গাহিয়াছেন, —"**নিতাই এর চরণ সত্য, তাহার সেবক নিত্য, ধর নিতাইর চরণ দুখানি॥**" গুরু-শিষ্য সম্পর্কের মাধ্যম 'দীক্ষা'। "**দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাদ্ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ।।**"—শ্লোকে দীক্ষা-শব্দ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যে-অনুষ্ঠান দ্বারা দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, পাপ সম্যক্‌রূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ তাহাকেই 'দীক্ষা'-শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। "**দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ। সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥ সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥**—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আলোচনা করিলে তুমি ইহার ব্যাখ্যা বিশদভাবে জানিতে পারিবে।

দীক্ষা কাহাকে বলে?

দীক্ষা ব্যতীত শ্রীবিগ্রহের পূজার্চ্চনে অধিকার লাভ হয় না। বৈদিকী ও বেদানুগা ভেদে দীক্ষা দুইপ্রকার। কলিকালে বৈদিকী দীক্ষার অধিকারী না থাকায় বেদানুগা দীক্ষাই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। বেদানুগা দীক্ষাও পৌরাণিকী এবং পাঞ্চরাত্রিকী—দুই প্রকার। পৌরাণিকী দীক্ষায় অযোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা হয় এবং পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় সাধন-ভজনে শ্রদ্ধা লক্ষ্য করিয়া ভবিষ্যৎযোগ্যতা লাভের আশায় প্রবেশ-অধিকার প্রদত্ত হয়। যেরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা কাংস্য স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দীক্ষানুষ্ঠান দ্বারা মনুষ্যমাত্রেরই বিপ্রত্ব-দ্বিজত্ব লাভ হয়। **যে কোন কূলে জাত মানব বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন,** ইহা গীতা, ভাগবত, মহাভারত, উপনিষৎ ও বিভিন্ন টীকা-ভাষ্যকার স্বীকার ও প্রমাণ করিয়াছেন।

দীক্ষার প্রকার-ভেদ; মনুষ্যমাত্রের দীক্ষায় দ্বিজত্ব লাভ

তোমার যত প্রশ্ন আছে, সবগুলি ক্রমশঃ জানাইবে। আমি সময়-সুযোগমত সাধ্যানুসারে উত্তর দিবার চেষ্টা করিব। তুমি খাতা তৈরী করিয়াছ—সব উত্তর লিখিয়া রাখিবে জানিয়া আনন্দিত হইলাম। অজানা সদুপদেশ ও শাস্ত্রীয় তত্ত্বসিদ্ধান্ত-বিচার-যুক্তি-প্রমাণাবলীর Note

তত্ত্বসিদ্ধান্ত Note করিয়া রাখিবার প্রয়োজনীয়তা

রাখা খুব ভাল অভ্যাস। ইহা ভাবী উন্নতির ধারক ও বাহক। তোমার সব কয়টী প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতেছি—

১। পূজায় যে 'সঙ্কল্প' করা হয়, তাহার উদ্দেশ্য ভগবদ্ভক্তি। ভগবৎ-প্রীতিকামনা-বর্জ্জিত যে সঙ্কল্প বা আবাহন, তাহা নিরর্থক। 'সঙ্কল্প'-শব্দে প্রতিজ্ঞাও অর্থ হয়। **যে-কোন অনুষ্ঠানে 'আমি সফলকাম হইব' এরূপ দৃঢ়তা-নিশ্চয়তা বা ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য না থাকিলে কিরূপে ফললাভ হইবে?** Will forceকেও 'সঙ্কল্প' বলিতে পার। ঈশ্বর-সেবাবিহীন সকল কর্ম্মানুষ্ঠানই নিষ্ফল। আর ভক্তিযুক্ত সকল অনুষ্ঠানই বাস্তব সফলতা। সকল বস্তুরই দুইটী দিক্ আছে,—সৎ ও অসৎ, সু ও কু। শ্রীভগবানই সৎ-চিৎ-আনন্দময় বস্তু; আর মায়া বা অবিদ্যা—অসৎ, অচিৎ ও নিরানন্দ। তত্ত্ববস্তুকে বাদ দিয়া যে উন্নতি বা প্রগতি, তাহাই মায়ার জগৎ বা অজ্ঞানান্ধকারের রাজত্ব। এই Negative idea বা নিরীশ্বর চিন্তাকে লক্ষ্য করিয়া সাত্বত-স্মৃতিগ্রন্থের একস্থানে "সঙ্কল্পঞ্চ তথা দানং" শ্লোকে সঙ্কল্প নিষিদ্ধ হইয়াছে। 'একান্ত মনে ঠাকুরের পূজায় অর্ঘ্য দেওয়া' ও সৎসঙ্কল্প—দুই একই তাৎপর্য্যপর। শ্রীভগবান্‌কে যদি order করা হয়, তাহাও কি সৎসঙ্কল্পের অন্তর্গত হইবে? "আমার হৃৎকমলে বামে হেলে, দাঁড়িয়ে বাজাও বাঁশরী"—ইহা কি প্রচ্ছন্ন ভোগবাদ নহে? শ্রীভগবান্ আমার বাগানের মালীও নহেন বা রায়তী প্রজাও নহেন যে, তাঁহাকে আমি হুকুম করিতে পারি। সুতরাং সেবকের পক্ষে এইরূপ কর্ম্মকাণ্ডীয় আবাহন অপরাধের মাত্রাই বৃদ্ধি করিবে।

পূজায় সঙ্কল্পের তাৎপর্য্য

১ (ক) যিনি মা-কালীকে ভক্তি করিতে ভালবাসেন, তিনি ত' আধিকারিক দেব-দেবীকেই ভজনা করিতেছেন বা প্রাধান্য দিতেছেন। উপযুক্ত স্থানে তাহার শ্রদ্ধা সমর্পিত হয় নাই। সুতরাং এক্ষেত্রে শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধার কোন ক্ষেত্র নাই। শ্রীভগবান্—

একমেব সচ্চিদানন্দ-রসাদিরূপং তত্ত্বম্।" তুমি "**হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ। ইতরে ব্রহ্ম-রুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়া কদাচন॥**"—শ্লোকটী স্মরণ রাখিবে। যাঁহার যে ক্ষমতা নাই, তাঁহাকে যতই মনে-প্রাণে ডাক না কেন, প্রভুর ন্যায় ক্ষমতাতিরিক্ত কোন সিদ্ধিদান বা মনোবাসনা পূর্ণ করিবার অধিকার কোন কর্ম্মচারীর কিরূপে থাকিতে পারে? তোমার বান্ধবীর প্রশ্নের উত্তরে তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা যথার্থ হইয়াছে—"**তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণীতে প্রীণিতং জগৎ।**" "**যৎ পূজনেন বিবুধাঃ পিতরোঽর্চ্চিতাশ্চ, তুষ্টা ভবন্তি ঋষি-ভূত-সলোকপালা। সর্ব্বে গ্রহাস্তরণি-সোম-কৃজাদি-মুখ্যাঃ, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥**"—শ্লোকটীও এতৎপ্রসঙ্গে আলোচনা করিবে।

১ (খ) আমি তোমাদের বাড়ীতে পাঠ করিবার সময় "বৈষ্ণবই প্রকৃত শাক্ত" একথা বলিয়াছিলাম। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি বৈষ্ণব এবং শক্তিমন্ত্রে দীক্ষাপ্রাপ্তকে শাক্ত বলা হয়—ইহা সাধারণ বিচার। আইন মানিতে গেলে ব্যতিক্রমও স্বীকার করতে হয়—"Exception proves the rule." Merits-demerits, অন্বয়-ব্যতিরেক—দুইটি পাশাপাশি আলোচনা করিলেই উহা সুষ্ঠু ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। Positive, negative —দুইটি অবস্থাকে স্বীকার করিলেই তত্ত্ববস্তুর প্রতিষ্ঠা। শক্তি বলিলেই অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা—এই তিন প্রধানা শক্তিকেই লক্ষ্য করে। অন্তরঙ্গা—স্বরূপশক্তি, বহিরঙ্গা—মায়াশক্তি এবং তটস্থা—জীবশক্তি। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণমনোমোহিনী রাধাকে স্বীকার করেন এবং মহাভাব-স্বরূপা হ্লাদিনীশক্তির অনুগত, তাঁহারাই প্রকৃত স্বরূপশক্তির আশ্রিত, অতএব বাস্তব শাক্ত; আর যাহারা জড়জগতে পূজিতা দেবীধামের অধিষ্ঠাত্রী দুর্গাদেবীকে মায়াশক্তি না জানিয়া মূলা প্রকৃতি বলিয়া শ্রদ্ধার্পণ করেন, তাহারা বিদ্ধশাক্ত অর্থাৎ নামে শাক্ত। একজন সম্রাজ্ঞীর অধীন, অপরজন দাসীর শাসনযোগ্য। ধন, ধান্য, ঐহিক সুখসম্পদ-বাঞ্ছা আদি বদ্ধত্বেরই কারণ। জগতের লোক মায়াদেবীকে 'দুর্গা', 'কালী', নামে পূজা করেন। চিৎশক্তি কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি। মায়া তাঁহারই-ছায়া। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীব এই জড়মায়ার নিকট জাগতিক বিষয়াদি কামনা করিয়া বঞ্চিত হয়। সুতরাং **বিশুদ্ধশাক্ত ও বৈষ্ণবে কোন ভেদ নাই। চিৎশক্তিকে আশ্রয় না করিয়া কেবল মায়াশক্তিতেই যাঁহাদের শ্রদ্ধা, তাঁহারা শাক্ত হইয়াও বৈষ্ণব নহেন অর্থাৎ কেবল বিষয়-মদান্ধ।**

'বৈষ্ণব—বিশুদ্ধ শাক্ত' কথার তাৎপর্য্য

২। দীক্ষাগ্রহণের পর দীক্ষিত ব্যক্তি শালগ্রামাদি-অর্চ্চনের অধিকারী। **কনিষ্ঠাধিকারীর পক্ষে অর্চ্চন এবং মহাভাগবতগণের পক্ষে ভাবসেবা বিহিত।** কোমলশ্রদ্ধ পূজার্চ্চনের দ্বারা সৎসঙ্গপ্রভাবে ক্রমশঃ উন্নতজীবন লাভ করেন। কলিকালে যে-কোনরূপ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হউক না

দীক্ষিত ব্যক্তির পূজার্চ্চন অবশ্য কর্ত্তব্য

কেন, কীর্ত্তনাখ্য ভক্তি অর্থাৎ মহামন্ত্র কীর্ত্তনমুখেই পূজার্চ্চন করিতে হইবে। দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির কৃত্য সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন,—

"আদৌ গুরুপদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষণম্।
বিশ্রম্ভেন গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্।। "

—প্রথমে সদ্‌গুরুপদাশ্রয়পূর্ব্বক কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শিষ্যের করণীয় যাবতীয় বিষয়ে শিক্ষালাভ, নিষ্কপটভাবে শ্রীগুরুদেবের সেবা ও সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্যানুসারে জীবনপথে—ভজন-সাধনপথে অগ্রসর হইতে হইবে। **মর্য্যাদা বা গৌরববোধের সহিত ষোড়শোপচারে অর্চ্চা-বিগ্রহের সেবাকেই 'অর্চ্চন' বলে। এই অর্চ্চন নবধা ভক্তির অঙ্গবিশেষ। অর্চ্চনে বিবিধ অনুষ্ঠান থাকিলেও মন্ত্রই প্রধান, মন্ত্রহীন অর্চ্চন বিফল এবং শ্রীনামই অর্চ্চনে মুখ্য বিষয়।** সকলপ্রকার সেবানুষ্ঠানে শ্রীনামকীর্ত্তনই উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং শ্রীনামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা পরমসিদ্ধি। দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে বৈষ্ণব-সদাচার-পালন ও হরিবাসরাদি তিথিতে বিশেষভাবে সেবার বিধান প্রদত্ত হইয়াছে।

নামাত্মক মন্ত্রই অর্চ্চনের মূল অঙ্গ

৩। অদীক্ষিত ব্যক্তির পূজা-অর্চ্চন শ্রীভগবান্ গ্রহণ করিতে পারেন না, আইনসম্মতভাবে। অনূঢ়া কন্যা যেরূপ বিবাহের পূর্ব্বে তাহার ভাবী স্বামীর সেবায় যোগ্যতা লাভ করেন না, তদ্রূপ। অবৈষ্ণব—অদীক্ষিত এবং বৈষ্ণবেতর গুরুর নিকট দীক্ষিত ব্যক্তির বিষ্ণুপূজায় অধিকার নাই। সদ্‌গুরুর নিকট পাঞ্চরাত্রিক বিধানে দীক্ষিত চারবর্ণী-শঙ্কর-অন্ত্যজাদি কুলে জাত ব্যক্তি স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে শ্রীশালগ্রাম-শিলার্চ্চনে অধিকারী। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহের পূজাদি অবশ্য করণীয়। বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তির চিত্তসংযমের জন্য পূজার্চ্চন ও গায়ত্রী-জপাদি বিশেষ ফলপ্রদ। **দীক্ষাগ্রহণের পূর্ব্বে পূজার্চ্চন—বালক-বালিকার পুতুল-বিবাহ, সাজসজ্জা, রন্ধনাদির ন্যায় নিছক খেলাধূলা মাত্র।** তবে ঐরূপ অভ্যাস তাহাকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করে, ইহারই উপযোগিতা কথঞ্চিৎ স্বীকৃত হইয়াছে। প্রাথমিক অবস্থায় সে কল্পনা-বিলাসেই মগ্ন থাকে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সহিত মিলন না ঘটিলেও ইহাতেই একটা মানসিক শান্তি উপলব্ধ হয়। অদীক্ষিত ব্যক্তির শ্রদ্ধা ও পূজা ঐরূপ স্তরেই থাকিয়া যায়।

অদীক্ষিত ব্যক্তির পূজার্চ্চন শিশুর ক্রীড়াতুল্য

৪। মালা জপ করাটাও একটা অভ্যাসযোগ, সুতরাং ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে। মালা জপ করিতে বসিলে অন্য চিন্তা হয় বলিয়া উহাকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়। যাহার মনই চঞ্চলতা ছাড়িল না, তিনি কিরূপে মনে মনে শ্রীনাম সবসময় করিতে পারেন? বিষয়চিন্তায় যাহার চিত্ত ভরপুর, তিনি ভগবানের নাম করিবার প্রেরণা কিরূপে লাভ করিবেন? **আগে**

মালায় নাম-জপ অবশ্য প্রয়োজন

মনকে সুস্থির করিতে হইবে, পরে শ্রীভগবানের নামগ্রহণের ব্যবস্থা শাস্ত্রে প্রদত্ত হয় নাই। শ্রীনাম মালিকায় জপ বা আসনে বসিয়া জপ বা যে-কোন অবস্থায় শ্রীনাম গ্রহণ করিলে চিত্ত স্থির হইবে, ইহাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। "নামাপরাধযুক্তানাং নামানি এব হরন্তি অঘম্।।"—ইহাই বিশুদ্ধ বিচার ও সদ্‌যুক্তি। শ্রীনামই সকল পাপ-দোষক্রটী নাশ করিয়া থাকেন। শ্রীনামই সাধন এবং সাধ্য। যাঁহাদের মালাজপ করিতে আপত্তি, তাঁহারা ভ্রান্ত ও সুবিধাবাদী। "মালা জপে শালা, কর জপে ভাই, যে মন্ মন্ জপে, উস্‌কো বলিহারী যাই"—প্রবাদবাক্যে তাহারা বিশ্বাসী। অর্থাৎ তাঁহারা কোনমতেই আস্থাশীল নহেন। ইসলাম-ধর্ম্মে, খৃষ্টধর্ম্মেও মালাজপের বিধান আছে, নাই কেবল শূন্যবাদী Nihilist বা Pantheist সম্প্রদায়ে। পঞ্চোপাসকী, বহ্বীশ্বরবাদীও ঐ সুবিধাবাদীর অন্তর্ভুক্ত।

৫। **বৈধীভক্তির সাধনক্রমে বিধির অতীত প্রেমভক্তি লাভ হয়। বিধি না মানিলে প্রেমভক্তির সম্ভাবনা কোথায়?** Rule, Rite, Ritualism-কেই 'বিধি' বলা হইয়াছে, আর Free simultaneous attachment with the Godheadই 'রাগ' নামে অভিহিত। কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তমাধিকারীর শ্রেণীভেদ রহিয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। **প্রেমভক্তি বৈধীভক্তির অনুগত বা অধীন নহে, কিন্তু ঐ অবস্থার মধ্য দিয়া সাধক-সাধিকাকে অতিক্রম করিতে হয়।** একে অপরের পরিপূরক নহে। কিন্তু বিধিকে লইয়াই প্রাথমিক ক্ষেত্রে চলিতে হয়। **প্রেমভক্তি বা রাগানুগ-রাগাত্মিক-মার্গে বিধির কোন স্থান নাই, তথায় আত্মার স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক আকর্ষণই মূর্ত্ত ও প্রকটিত। এই অবস্থাই জীবের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। ব্রজগোপীগণ যেভাবে কৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছেন, তাহাই বিশুদ্ধ সেবা।**

বৈধীভক্তির সাধনক্রমেই প্রেমভক্তির উদয়

৬। খাতায় "হরে কৃষ্ণ" লিখিলেও অনুশীলন হয়। প্রত্যেকটী ইন্দ্রিয়কে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিবার বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে অম্বরীষ মহারাজের জীবনাদর্শ তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন। **"স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ"** শ্লোকে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণের সেবার কথা জানাইয়াছেন। লিখালিখিও অভ্যাসযোগের অন্তর্গত। সকলকেই স্বীয় সম্প্রদায়-অনুসারে চলিতে হইবে। প্রবন্ধাদি লিখা, শাস্ত্রাদি আলোচনা, শ্রীনামগ্রহণ, হরিকথা-শ্রবণ, ভক্ত্যঙ্গের অন্তর্গত। তুমি যাহাতে ঠিক্‌পথে চলিতে পার, আমি সেইরূপ নির্দ্দেশই দিব। শ্রীভগবান্ তোমার মনোবাসনা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন। তবে এ-বিষয়ে তোমার মাতা-পিতার অনুমতি লওয়া প্রয়োজন কিনা, তাহা তুমিই ভালভাবে জান।

সমস্ত ইন্দ্রিয়ের একমাত্র কাজই ভগবৎসেবা

মাকে সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপে আসিবার চেষ্টা করিবে। প্রচুর প্রসাদ পাইবার সুযোগ হইবে। গৌরী বিমলাদেবী হইয়া শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ বিতরণ করিতেছেন। তুমিও সেই অধিকার পাইবে না কেন? সকলকে লইয়া তোমরা দোলের পূর্ব্বে নবদ্বীপে যাইবে। আজ এই পর্য্যন্ত। আমার স্নেহাশীস্ লইবে। —ইতি

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীভক্তি সৌম্য বামন

পত্রের চুম্বক

- তোমাকে আমার মনে না থাকিলেও, তুমিই তোমাকে আমার নিকট চিরস্মরণীয় করিবে; এ দায়িত্ব তোমার উপরই অর্পণ করিলাম।
- গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ—সেব্য-সেবক সম্পর্ক নিত্য।
- যে কোন কূলে জাত মানব বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন, ইহা গীতা, ভাগবত, মহাভারত, উপনিষৎ ও বিভিন্ন টীকা-ভাষ্যকার স্বীকার ও প্রমাণ করিয়াছেন।
- যে-কোন অনুষ্ঠানে 'আমি সফলকাম হইব' এরূপ দৃঢ়তা-নিশ্চয়তা বা ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য না থাকিলে কিরূপে ফললাভ হইবে?
- কোন দেবদেবীকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করিবার কথা শাস্ত্রে লিখিত হয় নাই, কিন্তু পরমোপাস্য একজনই।
- বিশুদ্ধশাক্ত ও বৈষ্ণবে কোন ভেদ নাই। চিৎশক্তিকে আশ্রয় না করিয়া কেবল মায়াশক্তিতেই যাঁহাদের শ্রদ্ধা, তাঁহারা শাক্ত হইয়াও বৈষ্ণব নহেন অর্থাৎ কেবল বিষয়-মদান্ধ।
- মর্য্যাদা বা গৌরববোধের সহিত ষোড়শোপচারে অর্চ্চা-বিগ্রহের সেবাকেই 'অর্চ্চন' বলে।
- দীক্ষাগ্রহণের পূর্ব্বে পূজার্চ্চন—বালক-বালিকার পুতুল-বিবাহ, সাজসজ্জা, রন্ধনাদির ন্যায় নিছক খেলাধূলা মাত্র।
- বৈধীভক্তির সাধনক্রমে বিধির অতীত প্রেমভক্তি লাভ হয়। বিধি না মানিলে প্রেমভক্তির সম্ভাবনা কোথায়?
- ব্রজগোপীগণ যেভাবে কৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছেন, তাহাই বিশুদ্ধ সেবা।

পত্র—৪

বিষয়—❀ গুরুপাদপদ্মের আশ্রিতগণ-প্রতি অবিস্মরণ-স্বভাব; ❀ প্রত্যক্ষ সাধুসঙ্গের অভাবে গ্রন্থরূপী সাধুসঙ্গই একমাত্র উপায়; ❀ অক্রূরের কৃষ্ণদর্শন-লালসা; ❀ অনুরাগী ভক্তের আকাঙ্ক্ষা সাধকের আলোচনীয়; ❀ প্রেমারুরুক্ষু ভক্তের মানশূন্যতা ও সমুৎকণ্ঠা; ❀ সাধকের তদ্রূপ আশা লইয়া ধৈর্য্যধারণ কর্ত্তব্য; ❀ গুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত মনকে সংযত করা অসম্ভব; ❀ ভাগবতে সাধুর লক্ষণ ও সেই সাধুর আশ্রয়গ্রহণের কর্ত্তব্যতা; ❀ গুরুতত্ত্বের মহিমা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Shri Golokganj Goudiya Math
PO-Golokganj (Dhubri), Assam
6.6.1972

স্নেহাস্পদাসু

মা-----! বহু পূর্ব্বে তোমার কয়েকটী প্রশ্ন সম্বলিত একখানি পত্র পাইয়াছিলাম। নানারূপ কাজের চাপে পত্রের যথাসময়ে উত্তর দিতে পারি নাই বলিয়া মন খারাপ করিবে না। আমার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীর জন্য আমায় ক্ষমা করিবে। মাঝে ২ বার তোমাদের নিকট শ্রীচৈতন্যভাগবত-গ্রন্থ পাঠাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ঠিক যোগাযোগ করিয়া উঠিতে পারি নাই। আমি তোমাদের স্মৃতিপথে রাখিয়াছি, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আমার নিকট আছে। যখন তোমরা উহা দাবী করিবে, তখন উহা দাখিল করিব।

গুরুপাদপদ্মের আশ্রিতগণপ্রতি অবিস্মরণ-স্বভাব

আশা করি নিয়মিতভাবে শ্রীপত্রিকা ও অন্যান্য গ্রন্থাদি আলোচনা ও অনুশীলন করিতেছ। পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত সুকৃতি-প্রভাবে সৎসঙ্গ লাভ হয় এবং তাহাদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের উদয় ও ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়। **যখন প্রত্যক্ষ সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনে বাধার সৃষ্টি হয় বা ঐরূপ সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, তখনই গ্রন্থরূপী সাধুসঙ্গের ব্যবস্থা গ্রহণের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।** ইহাতে চিত্ত দৃঢ় হয় ও ঐকান্তিকতা-নিষ্ঠার উদয়ে সাধক-সাধিকার ভগবদ্ভজনে অধিকতর আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। প্রিয় পরমোপাস্য শ্রীভগবানের প্রতি এইরূপ সেবানিষ্ঠা প্রত্যেক সাধক-সাধিকারই প্রার্থনীয় বিষয়। শ্রীভগবানের নাম-রূপ-লীলাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণে তাঁহার প্রতি উত্তরোত্তর অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্যই অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের উপদেশ রহিয়াছে।

প্রত্যক্ষ সাধুসঙ্গের অভাবে গ্রন্থরূপী সাধুসঙ্গই একমাত্র উপায়

ভাঃ ১০/৩৮ অধ্যায়ে শ্রীঅক্রূরের কৃষ্ণচিন্তারূপ আশাবন্ধের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি কৃষ্ণদর্শন লালসায় বলিতেছেন,—"অদ্য আমি নিশ্চয়ই সাধুজনশরণ্য গুরুস্বরূপ পরমরমণীয় মহানন্দদায়ক লক্ষ্মীপতি নারায়ণের অংশী মূর্ত্তিমান্ শ্রীহরিকে দেখিতে পাইব। তাঁহার দর্শনমাত্রেই সেই অশোক-অভয়-অমৃত-আধারস্বরূপ শ্রীচরণকমলে প্রণত হইব এবং তাঁহার সহিত গোপবালকগণকেও প্রণাম করিব। তখন শ্রীকৃষ্ণ পদমূলে প্রণত আমার মস্তকে মানবগণের অভয়প্রদ স্বকীয় করকমল অর্পণ করিবেন। ইন্দ্র ও বলিরাজ ঐ করকমলেই অর্ঘ্য অর্পণ করিয়া ত্রিলোকের আধিপত্য লাভ করিয়াছেন। সেই সর্ব্বদর্শী অন্তর্যামী শ্রীভগবান্ আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিবেন এবং আমিও তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া পবিত্র হইব।" পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এইরূপ ভক্তিভাব অর্পিত না হইলে তাহার জন্ম নিষ্ফল ও নিরর্থক। শ্রীভগবানের প্রিয়, সুহৃৎ কিম্বা দ্বেষযোগ্য, অপ্রিয় বা উপেক্ষণীয় কেহ নাই; তথাপি কল্পবৃক্ষের নিকট যে যেরূপ প্রার্থনা করে তদ্রূপ ফলই লাভ হইয়া থাকে। শ্রীগীতায় ভগবান্ **"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ"** ও **"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"** বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীভগবানে অনুরাগপ্রাপ্ত প্রেমিক ভক্তের এইরূপ আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে ভজনের চরমস্থানে উপস্থিত করে।

অক্রূরের কৃষ্ণদর্শন-লালসা

অনুরাগী ভক্তের আকাঙ্ক্ষা সাধকের আলোচনীয়

প্রেমারুরুক্ষু ভক্তের অন্যতম লক্ষণমধ্যে মানশূন্যতা ও সমুৎকণ্ঠার বিষয়ও বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীঅক্রূর বলিতেছেন,—"আমি এমন কি তপস্যা করিয়াছি, এমন কি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি অথবা সৎপাত্রে এমন কি দান করিয়াছি, যাহা হইতে আজ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিব? বিষয়-মদান্ধ, শূদ্র ও ব্রাহ্মণাধমগণের পক্ষে যেরূপ বেদ-উচ্চারণ অসম্ভব, সেইরূপ আমার পক্ষেও শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার সুদুর্ল্লভ। আবার আমি অধম হইলেও কৃষ্ণদর্শন-লাভ আমার পক্ষে অসম্ভব নহে; কারণ নদীবেগে চালিত তৃণসকলের মধ্যে কদাচিৎ কোনও একটী যেরূপ উত্তীর্ণ হয়, সেইরূপ কর্ম্মবশতঃ কালকর্ত্তৃক পরিচালিত জীবগণের মধ্যেও কদাচিৎ কোনও ব্যক্তি সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ সাধকের তদ্রূপ হইতে পারে। আজ আমার সমস্ত অমঙ্গল নষ্ট হইল, জন্মগ্রহণ সার্থক আশা লইয়া হইল, যেহেতু শ্রীভগবানের যোগিগণ-চিন্তনীয় চরণকমলে প্রণত ধৈর্য্যধারণ কর্ত্তব্য হইবার সুযোগ লাভ করিব।" সুতরাং **এইরূপ আশা-উদ্দীপনা লইয়াই প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ভজন-সাধন-বিষয়ে ধৈর্য্যধারণ করিতে হইবে।** সদ্‌গুরু-পদাশ্রয়পূর্ব্বক ঐরূপ অনুশীলন ও সাধন-ভজন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। **"আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ"**—বাক্যে গুরুকরণের আবশ্যকতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রেমারুরুক্ষু ভক্তের মানশূন্যতা ও সমুৎকণ্ঠা

জিতেন্দ্রিয় ও অমরগণের পক্ষেও দুর্দ্দমনীয় মনরূপ তুরঙ্গকে (ঘোড়াকে) **যাহারা গুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত সংযত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা স্বীয় সাধনোপায়-বিষয়ে অজ্ঞ,** ক্লিষ্ট এবং শত শত বিঘ্নদ্বারা আকুল হইয়া সমুদ্র-মধ্যে কর্ণধারহীন বণিকের ন্যায় এই সংসারসমুদ্রে কেবলমাত্র দুঃখই ভোগ করিয়া থাকেন। শরণ্য পরমানন্দময় অন্তর্যামী গুরুরূপী রক্ষক বর্ত্তমান থাকিতে স্বজন, দেহ, ধন, গৃহ, ভূমি এবং যানাদির কোন প্রয়োজন নাই। এই পরমার্থ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ, মায়াসুখরত মানবগণকে স্বভাবতঃ বিনশ্বর ও অসার সংসার কিছুতেই আনন্দ দান করিতে পারে না। যাঁহারা শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণহেতু সর্ব্বপাপবিনাশন (বলিয়া খ্যাত), তাদৃশ নিরহঙ্কার সাধুগণও পৃথিবীতে বহু পুণ্যতীর্থ ও শ্রীধামের সেবা করিয়া থাকেন; তাঁহারা নিত্য সুখময় শ্রীভগবানের প্রতি চিত্ত মনোনিবেশ করায় বিবেক, স্থৈর্য্য, ক্ষমা, শান্তি প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তি-হরণকারী গৃহান্ধকূপের সেবা করেন না। শ্রীভগবানে মগ্নচিত্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার সৃষ্ট পাপ-পুণ্যকর্ম্মের গুণ-দোষ অনুসন্ধান করেন না; তাঁহাদের দেহাভিমান ও অহংভাব বিগত হওয়ায় তাঁহারা সকল বিধি-নিষেধেরও অতীত; যেহেতু সতত ভগবৎকথা-গানকারী (সেই) ব্যক্তিগণের নিকট হইতে অতাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ তাঁহার গুণসূচক কথা ধারণপূর্ব্বক অন্তিমে তাঁহারা স্বার্থগতি শ্রীভগবানেরই আশ্রয় লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীনারায়ণ-ঋষি নারদ-ঋষিকে এইরূপ আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক উপদেশ ও আত্মজ্ঞান-প্রদানপূর্ব্বক নিখিল শ্রুতি ও পুরাণসমূহের রহস্য বর্ণনামুখে গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিলেন। (ভাঃ ১০/৮৭)।

গুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত মনকে সংযত করা অসম্ভব

ভাগবতে সাধুর লক্ষণ ও সেই সাধুর আশ্রয়গ্রহণের কর্ত্তব্যতা

শ্রীগুরু-উপদেশাবলম্বীই দিব্যজ্ঞানোদ্ভাসিত; গুরুরূপী ভগবদাদেশ-পালনই সংসার-সমুদ্র উত্তরণের উপায় এবং গুরুসেবায়ই কৃষ্ণের সন্তোষ, তদুদ্দেশ্যেই সর্ব্বস্ব আত্মসমর্পণ। গুরুপ্রীতিতে সর্ব্বার্থসিদ্ধি ও বাস্তব শান্তিলাভ বিষয়ে (ভাঃ ১০/৮০) উক্ত হইয়াছে—**ইহলোকে যাঁহাদের নিকট হইতে মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে, সেই জনক-জননী প্রাথমিক লৌকিক গুরু; অনন্তর যিনি ঐ ব্যক্তিকে উপনীত করিয়া বেদশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করেন, তিনি দ্বিতীয় গুরু এবং যিনি সমস্ত আশ্রমিগণকে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষারূপ জ্ঞানপ্রদান করেন, তিনি সর্ব্বোত্তম গুরু—তিনি ভগবৎস্বরূপ বলিয়া কথিত।** এই মনুষ্যলোকে বর্ণাশ্রমীগণের মধ্যে (যাঁহারা) গুরুরূপী শ্রীভগবানের উপদেশ অবলম্বন করেন, তাঁহারা সুখে সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। সর্ব্বভূতান্তর্যামী শ্রীভগবান্ গুরু-শুশ্রূষাদ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হন, গার্হস্থ্য- ব্রহ্মচর্য্যদ্বারাও তাদৃশ সন্তোষলাভ করেন না। গুরুদেবের উদ্দেশ্যে ভক্তিসহকারে সর্ব্বার্থসাধক শরীর, মন ও বাক্য-সমর্পণদ্বারা শিষ্যগণ সদ্‌গুরুর প্রতি তাঁহাদের হৃদয়ের সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া পূর্ণ শরণাগতির

গুরুতত্ত্বের মহিমা

প্রমাণ করেন। সদ্‌গুরু সন্তুষ্ট হইলে শিষ্যের যাবতীয় মনোরথ সিদ্ধি হয় এবং তাঁহার কৃপাশীর্ব্বাদে বৈদিকজ্ঞান শিষ্যের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করে। গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বহুবিষয় আলোচ্য রহিয়াছে। তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ লইবে।

তোমার প্রশ্নগুলি পুনরায় লিখিয়া পাঠাইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- যখন প্রত্যক্ষ সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনে বাধার সৃষ্টি হয় বা ঐরূপ সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, তখনই গ্রন্থরূপী সাধুসঙ্গের ব্যবস্থা গ্রহণের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।
- শ্রীভগবানের নাম-রূপ-লীলাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণে তাঁহার প্রতি উত্তরোত্তর অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্যই অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।
- জিতেন্দ্রিয় ও অমরগণের পক্ষেও দুর্দ্দমনীয় মনরূপ তুরঙ্গকে (ঘোড়াকে) যাহারা গুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত সংযত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা স্বীয় সাধনোপায়-বিষয়ে অজ্ঞ।
- শ্রীগুরু-উপদেশাবলম্বীই দিব্যজ্ঞানোদ্ভাসিত—গুরুরূপী ভগবদাদেশ-পালনই সংসার-সমুদ্র উত্তরণের উপায়।
- ইহলোকে যাঁহাদের নিকট হইতে মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে, সেই জনক-জননী প্রাথমিক লৌকিক গুরু; অনন্তর যিনি ঐ ব্যক্তিকে উপনীত করিয়া বেদশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করেন, তিনি দ্বিতীয় গুরু এবং যিনি সমস্ত আশ্রমিগণকে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষারূপ জ্ঞানপ্রদান করেন, তিনি সর্ব্বোত্তম গুরু—তিনি ভগবৎস্বরূপ বলিয়া কথিত।
- সর্ব্বভূতান্তর্যামী শ্রীভগবান্ গুরু-শুশ্রূষাদ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হন, গার্হস্থ্য-ব্রহ্মচর্য্যদ্বারাও তাদৃশ সন্তোষলাভ করেন না।

মঠে গিয়া আমাকে দেখিতে না পাইয়া তোমার মন খারাপ হইয়াছিল। আমি ত ওখানে বরাবরই আছি। তুমি কেন দেখিতে পাইলে না? ভালভাবে দেখিবার চেষ্টা করিলে তুমি সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইতে।

বিষয়—❀ বিজয়া দশমী শাক্ত তিথি নহে, শ্রীরামচন্দ্র-বিজয়োৎসব ও শ্রীমধ্ব-আবির্ভাব-তিথি; ❀ অবরোহ-পন্থায়ই অধোক্ষজ ভগবান্ সেব্য; ❀ সাধু-গুরুজনের মহানুভবতা ও পরমোদারতা; ❀ প্রকৃত সখা কাকে বলা হয়; ❀ সাধকের ধামদর্শনাকাঙ্ক্ষা ভগবৎইচ্ছায়ই পূর্ণ হয়; ❀ তারকব্রহ্ম-নাম খাতায় লিখিয়া গঙ্গায় বিসর্জ্জন বা যজ্ঞে আহুতি অনুচিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Shri Keshabji Goudiya Math
Kanstila (Mathura)
12.11.1972

সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বিকেয়ম্—

বিজয়া দশমী শাক্ত তিথি নহে, শ্রীরামচন্দ্র-বিজয়োৎসব ও শ্রীমধ্ব-আবির্ভাব-তিথি

স্নেহের-----! * * তুমি "শুভবিজয়ার প্রণাম" জানাইয়াছ। উহা কোন্ বিজয়া বা ঐ তিথির ইতিহাস ও ইতিবৃত্ত (কি তাহা) আমাকে সাক্ষাদ্ভাবে জানাইবে। বিজয়া দশমীর প্রাধান্য কিরূপে জগতে প্রচারিত হইয়াছে এবং উক্ত তিথি কাহার স্মারক, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবে। আমরা শাস্ত্রে "শ্রীরামচন্দ্র-বিজয়োৎসব" বলিয়া উহাকে মান্য করি। ঐ তিথিতে মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। দশানন নিহত হইলে ভগবান্ তাঁহার বিজয় ঘোষণাপূর্ব্বক জগতে নীতি ও আদর্শ স্থাপন করেন। (আবার) এই তিথিতে শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়াচার্য্য হনুমৎ-ভীমাবতার শ্রীমন্ মধ্বমুনি আবির্ভূত হইয়া কেবলাদ্বৈত-নির্ব্বিশেষবাদ খণ্ডনপূর্ব্বক "শুদ্ধ দ্বৈতবাদ" স্থাপনপূর্ব্বক জগজ্জীবের অশেষ কল্যাণ বিধান করিয়াছেন। তজ্জন্য মাধ্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট এই বিজয়াদশমী পরম বরণীয়া ও আদরণীয়া। বিশুদ্ধ গৌড়ীয়গণ কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ভুক্ত বা বিদ্ধশাক্ত নহেন। বৈষ্ণবগণই বাস্তব শাক্ত, যেহেতু তাঁহারাই শক্তি-শক্তিমান-তত্ত্বের যুগপৎ অস্তিত্ব স্বীকার করেন। উত্তর-মীমাংসা বেদান্ত-দর্শনের "**শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ**" সূত্রই তাহার জাজ্ব্বল্যমান প্রমাণ। শ্রীভগবান্ জড়মায়াশ্রিত নহেন, তিনি যোগমায়া-সমাবৃত, হ্লাদিনী-অন্তরঙ্গা- পরাশক্তি-সমন্বিত অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব। তত্ত্ব-বিমূঢ় জনগণ পরমেশ্বরের এই অজ-অব্যয়ভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

আমি মাঝে মাঝে নবদ্বীপ যাইয়া থাকি, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট-সময়ে অবস্থানের সুযোগ হয় না। তুমি প্রত্যক্ষ বা আধ্যক্ষিক জ্ঞানের প্রয়াস ছাড়িয়া পরোক্ষ ও

অধোক্ষজ-জ্ঞানের আশ্রয় লইতে চাহিয়াছ, ইহা শুভ লক্ষণ। **"যম্ এব এষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"—"ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত যাহারে। সেই সে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে।।"**—ইহাই অবরোহ-পন্থা বা শরণাগতি। কিন্তু স্মরণ রাখিবে, সাধক-সাধিকার পক্ষে সাধনা যেরূপ অপরিহার্য্য, ভগবৎকৃপাও তদ্রূপ বিশেষ প্রার্থনীয় বস্তু। সাধনা ও কৃপা যোগযুক্ত হইলেই সিদ্ধিলাভ।

অবরোহ-পন্থায়ই অধোক্ষজ ভগবান্ সেব্য

তুমি পত্র দিতে বিলম্ব করায় ক্ষমা চাহিয়াছ। দোষ, ত্রুটী, অপরাধ না হইলে ক্ষমার ক্ষেত্র কোথায়? তুমি কোনরূপ অন্যায় কর নাই, সুতরাং ক্ষমারও কোন কারণ ঘটে নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস। সাধু-গুরুজন কনিষ্ঠের কোনরূপ ত্রুটী-বিচ্যুতি গ্রহণ করেন না—ইহাই তাঁহাদের মহানুভবতা ও উদারতা; তাঁহারা সর্ব্বত্র স্নেহদৃষ্টি-সম্পন্ন ও অমানী-মানদ- ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। গুরু-বৈষ্ণবগণ—অদোষদরশী, তাঁহারা Optimist। Passimistic view তাঁহাদের নাই বলিয়াই তাঁহারা পরমোদার ও সমদর্শী।

সাধু-গুরুজনের মহানুভবতা ও পরমোদারতা

বন্ধু বা সখা তাহাকেই বলা যায়, যে তোমার পারমার্থিক কল্যাণলাভে যত্নশীল ও সম-সুখ-দুঃখভাগী। এক প্রাণ—একাত্মা হইতে পারিলেই বন্ধুত্ব প্রমাণিত। বাস্তব বন্ধুত্ব সমধর্ম্মিত্বেই পর্য্যবসিত, ইহার ব্যতিক্রম হইলে সখিত্বের অভাব পরিস্ফুট। তুমি তোমার বন্ধুর জন্য ত্যাগ স্বীকার করিয়াছ, ইহা তোমার উদারতা; কিন্তু তোমার অন্তর বুঝিয়া তোমার প্রতি কিছু কর্ত্তব্য তাহাকেও পালন করিতে হইত। যে মর্ম্মজ্ঞ নহে, তাহাকে বন্ধু বা সখা বলা যায় কি?

প্রকৃত সখা কাকে বলা হয়

তোমার নবদ্বীপ-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা শ্রীভগবান্ অবশ্যই পূরণ করিবেন। তিনি সকলকেই আকর্ষণ করেন এবং প্রেমানন্দ দান করেন বলিয়াই তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরি তাঁহার শ্রীধামে তোমাকে নিশ্চয়ই আকর্ষণ করিবেন, এ জন্য মন খারাপ করিও না। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদে তোমার শ্রীভগবদ্ভক্তি দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক। মা গৌরী—বৈষ্ণবী, সনাতনী; আবার ভগবদ্ অন্তরঙ্গা শক্তিরূপে স্বয়ং স্বরূপশক্তি শ্রীরাধারাণী। প্রেমময়ী সেবারাণী শ্রীরাধিকার অপর নামই গৌরী—"রতন সিংহাসনে বৈঠল গৌরী।"

সাধকের ধামদর্শনাকাঙ্ক্ষা ভগবৎইচ্ছায়ই পূর্ণ হয়

তারকব্রহ্ম-নাম খাতায় লিখিয়া উহা গঙ্গায় বিসর্জ্জন করার সার্থকতা কি? শ্রীনামব্রহ্ম—নাদব্রহ্ম বা শব্দব্রহ্ম ও নামী পরব্রহ্ম যদি অভিন্নতত্ত্ব, চিন্তামণিস্বরূপ, পূর্ণ, শুদ্ধ ও নিত্যবস্তু হন, তাঁহার কি আবাহন বা বিসর্জ্জন আছে? কায়িক, বাচিক, মানসিক তপস্যার অন্তর্গত শ্রীনাম-লিখনপ্রণালী। কিন্তু তাঁহার গঙ্গায় বিসর্জ্জন বা যজ্ঞে আহুতি

তারকব্রহ্ম-নাম খাতায় লিখিয়া গঙ্গায় বিসর্জ্জন বা যজ্ঞে আহুতি অনুচিত

অপরাধজনক ব্যবস্থা। ভগবদ্ভক্তগণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ সনাতন শ্রীমূর্ত্তির আরাধনা করেন, তাঁহাদের ভজন-সাধনে আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই। তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ লইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

পত্রের চুম্বক

- স্মরণ রাখিবে, সাধক-সাধিকার পক্ষে সাধনা যেরূপ অপরিহার্য্য, ভগবৎকৃপাও তদ্রূপ বিশেষ প্রার্থনীয় বস্তু। সাধনা ও কৃপা যোগযুক্ত হইলেই সিদ্ধিলাভ।
- সাধু-গুরুজন কনিষ্ঠের কোনরূপ ত্রুটী-বিচ্যুতি গ্রহণ করেন না—ইহাই তাঁহাদের মহানুভবতা ও উদারতা।
- গুরু-বৈষ্ণবগণ—অদোষদরশী, তাঁহারা Optimist। Passimistic view তাঁহাদের নাই বলিয়াই তাঁহারা পরমোদার ও সমদর্শী।
- ভগবদ্ভক্তগণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ সনাতন শ্রীমূর্ত্তির আরাধনা করেন, তাঁহাদের ভজন-সাধনে আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই।

পত্র—৩

বিষয়—❀ ভক্তপ্রতি পরীক্ষা-শেষে ভগবৎকরুণা; ❀ নাম-নামী অভিন্ন, তৎপ্রতি ভক্তি অপেক্ষা আনন্দকর কিছু নাই; ❀ সর্ব্বারাধ্য-তত্ত্বকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখাই অভ্যাসযোগ; ❀ জড়দর্শন অপেক্ষা শ্রবণের মাহাত্ম্য; ❀ সাধকের কার্য্য ক্ষেত্রপ্রস্তুতি, গুরুর—বীজবপন; ❀ ভক্তিতত্ত্ব।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ
শক্তিগড়, পোঃ-শিলিগুড়ি
দার্জ্জিলিং
১৩/১/১৯৭৪

স্নেহাস্পদাসু—

মা----! তোমার ২৫/১২/৭৩ তাং এর পত্র গত ১১/১/৭৪ তাং এ পাইয়াছি। বর্ত্তমানে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। তোমরা আমার জন্য আদৌ চিন্তা করিবে না। তোমার স্নেহ ও শুভেচ্ছায় আমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হইতে পারিয়াছি।

প্রিয়জনের অদর্শনে অশ্রুবিসর্জ্জন স্বাভাবিক, কিন্তু চিরদিন কেহ সাক্ষাদ্ভাবে কাহারও নিকট থাকিতে পারে না। দর্শন ও মিলনে যে সুখ-শান্তি, মানুষ ক্রন্দনের দ্বারাই তাহা পাইয়া থাকে। ঐ ক্রন্দনই তাহাকে ধৈর্য্য ও শান্তিলাভের পথ প্রদর্শন করে। ঐকান্তিকভাবে শ্রীভগবানের সেবা ও ভক্তির জন্য ভক্তের নিষ্কাম প্রার্থনা অন্তর্যামী নিশ্চয়ই পূরণ করিয়া থাকেন। ইহা তুমি বিশ্বাস রাখিবে, শ্রীগুরু-ভগবান্—বাঞ্ছাকল্পতরু, ভক্তবৎসল। তাঁহাদের অদেয় কিছুই নাই। ভক্তের পরীক্ষা শেষ হইলে ভগবান্ তাহাকে অমায়ায় করুণা করেন, তৎপূর্ব্বে বিচারাধীন অবস্থায় থাকিতে হয়। **"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া। কভু ভক্তি-ধন না দেন রাখেন লুকাইয়া॥"—ইহা পরীক্ষা; আর "আমি বিজ্ঞ সেই মূর্খে বিষয় কেনে দিব? স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥"—ইহা পরীক্ষোত্তীর্ণ ভক্তের প্রতি অহৈতুকী করুণা।** তোমার যাহা আকাঙ্ক্ষা, যথাসময়ে তাহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। সারা জীবন তোমার কাঁদিতে হইবে কেন? যদি কাঁদিতেই হয়, তবে শ্রীভগবানের সেবা ও দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ক্রন্দন করিবে, যদি হাসিতে হয়, তাঁহার জন্যই হাসিবে। শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি, স্নেহ-মমতা-দ্বারাই শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার নির্দ্দেশ শাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। তাই ভক্ত বা সেবক হৃদয় উজাড় করিয়াই সেবা করিয়া থাকেন।

ভক্তপ্রতি পরীক্ষা-শেষে ভগবৎকরুণা

পরব্রহ্ম ও শব্দব্রহ্ম—একই তাৎপর্য্যপর। শ্রীনাম-নামী—অভিন্ন identical। নিত্যসিদ্ধ-মহাত্মা ভাগবত-পরমহংসের শ্রীমুখে সেই শব্দব্রহ্ম—Absolute Sound নৃত্য করেন; তজ্জন্য তাহা অমৃততুল্য ও হৃদয়গ্রাহী হয়। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত **"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থী ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ"**-শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। শ্রীনাম নামীর সহিত অভিন্ন হওয়ায় সচ্চিদানন্দ বস্তু—**"রসো বৈ সঃ"** বলিয়া বেদে তাঁহার পরিচয়। সুতরাং সেই নামপ্রভু অনন্ত বিশ্বকে আনন্দিত করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ করিয়া যাইতে পারিলেই এই দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মের সার্থকতা। সাধুসঙ্গ, শ্রীনামকীর্ত্তন, শাস্ত্রশ্রবণ, ধামবাস, শ্রীমূর্ত্তির পূজার্চ্চনা—পঞ্চ শ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মানুষের জীবনে স্মরণীয় দিনগুলি এই অনুশীলনেই অতিবাহিত হইলে সফলতা জানিবে। ইহা হইতে অধিক উন্নত recreation আর নাই, হইতেও পারে না। Materialistদের দুনিয়ায় চিরদিনই Spiritualistদের সমালোচনা চলিতে থাকিবে। তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া আপন সাধনভজন-পথে অগ্রসর হইতে হইবে। জগতের লোকের নিকট যখন তুমি অবাঞ্ছিত বলিয়া বিবেচিত হইবে, তখনই তোমার "হরিভজনে কিছু সুযোগ আসিল" বলিয়া ধরিয়া লইবে। গীতার **"যা নিশা সর্ব্বভূতানাম্"** শ্লোকে এই বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা ভালভাবে আলোচনা করিবে।

নাম-নামী অভিন্ন, তৎপ্রতি ভক্তি অপেক্ষা আনন্দকর কিছু নাই

যখন সাক্ষাৎ সাধুসঙ্গের অভাব হয়, তখন গ্রন্থরূপী সাধুসঙ্গের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। সকল সময়েই সেই সর্ব্বারাধ্য তত্ত্বকে স্মরণপথে রাখিতে হইবে—এই বিচার লইয়াই জীবনপথে অগ্রসর হওয়াই প্রয়োজন। অনুক্ষণ অনুশীলন, অভ্যাসযোগের দ্বারা একই অখণ্ড পরতত্ত্বের সাধনা করিতে হয়। তখন সর্ব্বাবস্থায় আনন্দ, শান্তি লক্ষ্য করা যায়—সে আনন্দ, সে প্রশান্তি কেহই কাড়িয়া লইতে পারে না।

সর্ব্বারাধ্য-তত্ত্বকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখাই অভ্যাসযোগ

দোলের সময় বান্ধবীকে নবদ্বীপে পাঠাইবার কারণ ও যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করিলাম। সাক্ষাদ্ভাবে তুমি শ্রীধামে উপস্থিত থাকিতে পারিতেছ না, তজ্জন্য শ্রবণের দ্বারা দর্শনের অভাব মিটাইতে প্রয়াসী বুঝিলাম। বাস্তবক্ষেত্রেও মিলন হইতে বিরহ বা বিপ্রলম্ভভাব অধিক মাধুর্য্যপূর্ণ। সাক্ষাদ্দর্শন অপেক্ষা শ্রবণের দ্বারা দর্শনই সুষ্ঠুতা লাভ করে। সাক্ষাদ্দর্শনে অনেকসময় প্রাকৃত বিচার আসিয়া বিভ্রান্তি ঘটায়। অপ্রাকৃত জগতে প্রাকৃত কালের কোন ব্যবধান নাই। Time+Space-এর অতীত সেই তুরীয় জগৎ। তথায় নিত্য বর্ত্তমান ব্যতীত অন্য কোন কাল নাই। তজ্জন্যই লীলার নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। "**অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়। কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥**"—ইহাই শ্রীভগবানের অসমোর্দ্ধ-লীলার বৈশিষ্ট্য। সুতরাং বান্ধবীর মুখে শ্রীধাম-দর্শনাদি-বৃত্তান্ত শ্রবণে তোমার অবশ্যই শান্তিলাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

জড়দর্শন অপেক্ষা শ্রবণের মাহাত্ম্য

পারমার্থিক পথে তুমি অনেকটা অগ্রসর হইয়া আছ। হৃদয়-ক্ষেত্র প্রস্তুতির কাজ তোমার, তাহাতে গায়ত্রী-মন্ত্ররূপ বীজবপন-কার্য্য সদ্‌গুরুর। শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জলসিঞ্চন-দ্বারা ভক্তিলতা-বীজ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বিরাট্ মহীরুহে পরিণত হইয়া গোলোক-বৃন্দাবনে গতি লাভ করে। সদ্‌গুরুর নিকট হইতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির উপদেশ লাভ করিয়া সাধক-সাধিকা ধন্য হয়; এই ব্যাপারে গুরুকৃপা অবশ্যই প্রয়োজন। তুমি সত্যই লিখিয়াছ,—আশ্রিত ও অনাশ্রিতের মধ্যে বিরাট্ ব্যবধান বর্ত্তমান। কিন্তু তোমার পারমার্থিক সকল দায়িত্ব আমার, তোমার উপর আমার অকুণ্ঠ স্নেহাশীর্ব্বাদ রহিল।

সাধকের কার্য্য ক্ষেত্রপ্রস্তুতি, গুরুর—বীজবপন

শ্রীহনুমানজী শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি যেরূপ নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তোমারও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি ঐরূপ নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা লাভ হউক—আশীর্ব্বাদ করি। **তুমি যেন হৃদয় হইতে বলিতে পার—"তত্রাপি মম সর্ব্বস্বঃ শ্রীকৃষ্ণঃ শ্যামসুন্দরঃ।"** সেবোন্মুখ-ইন্দিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষিকেশ শ্রীকৃষ্ণের সেবাই 'ভক্তি'-শব্দে সংজ্ঞিত। দেহ-মনোধর্ম্মের অতীত এই ভক্তিবৃত্তি; কর্ম্ম-জ্ঞানাদির আবিলতা-বর্জ্জিত হৃদয়ের এই সহজ-সরল বৃত্তি 'ভক্তি'। আত্মার অনুগত নির্জ্জিত মন সেই ভক্তিলাভের অধিকারী। আত্মার আত্মা—পরমাত্মা,

ভক্তিতত্ত্ব

তাহারও পূর্ণপ্রকাশ শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিতে পারিলেই আত্মার বাস্তব সদ্‌গতি হয়। সেবার দ্বারাই তাহা সম্ভব, anarchist হইলে interned হইবার সম্ভাবনা অধিক। * * *

তুমি মন দিয়া পড়াশুনা কর, ভালভাবে পাশ করিতে হইবে। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ লইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- ইহা তুমি বিশ্বাস রাখিবে, শ্রীগুরু-ভগবান্—বাঞ্ছাকল্পতরু, ভক্তবৎসল। তাঁহাদের অদেয় কিছুই নাই।
- ভক্তের পরীক্ষা শেষ হইলে ভগবান্ তাহাকে অমায়ায় করুণা করেন, তৎপূর্ব্বে বিচারাধীন অবস্থায় থাকিতে হয়।
- যদি কাঁদিতেই হয়, তবে শ্রীভগবানের সেবা ও দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ক্রন্দন করিবে, যদি হাসিতে হয়, তাঁহার জন্যই হাসিবে।
- নিত্যসিদ্ধ-মহাত্মা ভাগবত-পরমহংসের শ্রীমুখে সেই শব্দব্রহ্ম—Absolute Sound নৃত্য করেন; তজ্জন্য তাহা অমৃততুল্য ও হৃদয়গ্রাহী হয়।
- শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ করিয়া যাইতে পারিলেই এই দুর্ল্লভ মুনুষ্যজন্মের সার্থকতা। ইহা হইতে অধিক উন্নত Recreation (আনন্দকর) আর নাই, হইতেও পারে না।
- জগতের লোকের নিকট যখন তুমি অবাঞ্ছিত বলিয়া বিবেচিত হইবে, তখনই তোমার "হরিভজনে কিছু সুযোগ আসিল" বলিয়া ধরিয়া লইবে।
- সাক্ষাদ্দর্শন অপেক্ষা শ্রবণের দ্বারা দর্শনই সুষ্ঠুতা লাভ করে। সাক্ষাদ্দর্শনে অনেকসময় প্রাকৃত বিচার আসিয়া বিভ্রান্তি ঘটায়।
- হৃদয়-ক্ষেত্র প্রস্তুতির কাজ তোমার, তাহাতে গায়ত্রী-মন্ত্ররূপ বীজবপন-কার্য্য সদ্‌গুরুর।

তোমাদের প্রতি আমার যে দায়িত্ব রহিয়াছে, তাহা আমি কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পারি? তোমরা না বলিলেও দায়িত্ব থাকিয়াই যাইবে।

পত্র—৭

বিষয়—❀ গুরু-বৈষ্ণবই সাধক-সাধিকার ধ্যান-জ্ঞান; ❀ অন্তরে ধামদর্শন ও বাসের সঙ্কল্প রাখিতে হইবে; ❀ শ্রীনামগ্রহণেই প্রকৃত সুস্থতা; ❀ মুখে ও মালিকায় নিয়মিত নামগ্রহণ বিশেষ কর্ত্তব্য; ❀ অন্যের পাচিত অন্নগ্রহণে বিধি-নিষেধ; ❀ দীক্ষিত-ব্যক্তির অভাবে স্বপাক-বিধি; ❀ দুঃখ দিয়াই জগৎদুর্গের সৃষ্টি; ❀ পাকাল মাছ তুল্য সংসারযাপন; ❀ ভাগ্যবশতঃ নহে, ভোগোন্মুখতা বশে জীবের সংসার দশা; ❀ আশ্রিত জন সহিত শ্রীগুরুর নিত্য সম্বন্ধ; ❀ নামাশ্রয়েই জীবের নিত্য শুচিতা; ❀ অন্যথা শুচি-অশুচির সাধারণ বিধি-নিষেধ অবশ্য পালনীয়; ❀ স্ত্রীলোকের অশুচি-কালে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

C/o Shri Krishnapada Das
Vill+PO—Kedarpur
(24 Parganas)
31.1.1974

স্নেহাস্পদাসু—

মা----! তোমার পত্র অদ্যই ডাকে পৌঁছিয়াছে। আমি ২/৩ দিনের মধ্যে সুন্দরবনের অন্যত্র যাইতেছি। 15th Feb. নাগাত নবদ্বীপ ফিরিব। * * *

তুমি আমার কথামত চলিবে ও চলিতেছ জানিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবকে স্মরণপূর্ব্বক সকল কার্য্যের শুভারম্ভ ও সমাপ্তির প্রয়োজন।

গুরু-বৈষ্ণবই সাধক-সাধিকার ধ্যান জ্ঞান

এজগতে গুরু-বৈষ্ণব ছাড়া শ্রেষ্ঠ বান্ধব কে আছেন? তজ্জন্য বৈষ্ণব-মহাজন গাহিয়াছেন—"**শ্রীগুরুকৃপায় ভেঙ্গেছে স্বপন, বুঝেছি এখন তুমিই আপন; তব নিজজন—পরম বান্ধব সংসার-কারাগারে।**" **শ্রীগুরুবৈষ্ণবই সাধক-সাধিকার ধ্যান-জ্ঞান সবকিছু।** এজন্য আমরা নিম্নলিখিত স্বাভীষ্টলালসাত্মক প্রার্থনা করি—

"শ্রীগুরু-বৈষ্ণবপদ, সেই মোর সম্পদ, সেই মোর ভজন-পূজন।
সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ, সেই মোর জীবনের জীবন।।
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি, সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত সেই তপ, সেই মোর মন্ত্রজপ, সেই মোর ধরম-করম।।"

শরীর সুস্থ থাকিলে তুমি ফাল্গুন মাসে নিশ্চয়ই নবদ্বীপে আসিবে জানিলাম। কিন্তু একবারই আসিবে কেন? বারবার শ্রীধাম দর্শনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে হইবে এবং অন্তরে সর্ব্বদাই শ্রীধামদর্শন ও তথায় বাসের সঙ্কল্প লইতে হইবে।

যেখানেই থাক না কেন, অপ্রাকৃত চিন্ময় শ্রীধামের স্ফূর্ত্তিলাভই মূলকথা। *অন্তরে ধামদর্শন ও বাসের সঙ্কল্প রাখিতে হইবে* "গৌড়-ব্রজবনে ভেদ না হেরিব, হইব বরজবাসী। ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে, হইব রাধার দাসী।।"—ইহাই শ্রীধামের স্বরূপ-উপলব্ধি। হৃদয়ে এইরূপ-ভাবের উদয় হইলে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের দর্শন ও "হা রাধে, হা কৃষ্ণ" বলিয়া তাঁহাদের নামকীর্ত্তনে অধিকার লাভ হয়। তুমি সকল সময়ে এই নামে নিষ্ঠাযুক্ত হও—ইহাই ইচ্ছাময়ের নিকট প্রার্থনা।

আমি নিশ্চয়ই ভাল আছি। ভাল না থাকিলে আমার কিরূপে চলিবে? আমি অসুস্থ হইয়া পড়িলে তোমাদের কি দুরবস্থা হইবে, ইহা চিন্তা করিয়াই আমাকে সর্ব্বদা সুস্থ থাকিতে হয়। **সর্ব্বদা শ্রীনাম-গ্রহণ করিতে পারাই জীবের প্রকৃত সুস্থাবস্থা।** কাহারও শারীরিক অসুস্থতার বিষয়ে চিন্তা ও শ্রীগুরু-ভগবানের নাম-রূপ-গুণাদি বিষয়ে চিন্তা এক নহে। অপার্থিব প্রিয়জনের জন্য ভাবনা ও উদ্বেগ—সাধনা ও ভক্ত্যঙ্গ বলিয়াই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। শ্রীগুরুর ধ্যানাদি শিষ্টজনের সাধনাঙ্গ মধ্যেই পরিগণিত। *শ্রীনামগ্রহণেই প্রকৃত সুস্থতা*

তুমি যখনই সময় পাইবে, সংখ্যা নির্ব্বন্ধপূর্ব্বক শ্রীমালিকায় নাম জপ করিবে। **অনেকসময় মালা-জপের অবসর হয় না, সেই সময় মুখেই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ইহাতে শ্রীনামগ্রহণের ফললাভ হয়, কিন্তু শ্রীমালিকায় জপসংখ্যা পূরণ হয় না। উহা পৃথক্‌ভাবে জপের দ্বারা সম্পূর্ণ করিতে হয়।** উহা Daily Routine-এর অন্তর্গত এবং অবশ্য বিশেষ কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। **"বসিয়া শুইয়া তোমার চরণ, চিন্তিব সতত আমি"**—চলিতে ফিরিতে অবসর সময়ে মহামন্ত্র উচ্চারণ করিলে বিশেষ ফলোদয় হয়। মন্ত্র ও গায়ত্রী-জপ শুদ্ধাসনে নির্জ্জনে বসিয়া করিবার বিধি। মহামন্ত্র-কীর্ত্তনে সেইরূপ কোন বিধিনিষেধ আরোপিত হয় নাই বলিয়াই উহা কলির তারক ও পারক শ্রীনাম। *মুখে ও মালিকায় নিয়মিত নামগ্রহণ বিশেষ কর্ত্তব্য*

কখনও কোন নিকট আত্মীয়ের বাড়ী গেলে তাহাদের নিরামিষ বাসনপত্র ব্যবহার করিতে পার, কিন্তু এ-সম্বন্ধে পূর্ব্বেই নিঃসন্দেহ হওয়া প্রয়োজন। নিরামিষ বাসন-ব্যবহার ও অন্যের পাচিত অন্নগ্রহণে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান্। তুমি "নিষ্ঠাবান্ বিধবা" কাহাকে বলিতেছ? **একই সম্প্রদায়ভুক্ত, একই গুরুর শিষ্য, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত সদাচার- পরায়ণ ব্যক্তির হস্ত-পাচিত অন্নাদিগ্রহণে কোন দোষ নাই। কিন্তু অন্য মন্ত্রে দীক্ষিত, অবৈষ্ণব, পান-তামাক-চা-সেবী, অন্য দেব-দেবীপূজকের হস্তে অন্নাদি-গ্রহণ করিলে স্পর্শদোষ আসে।** ইহা সুবৈজ্ঞানিক প্রণালী ও ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। স্মৃতিশাস্ত্রে ও Medical science-এ এইরূপ স্পর্শদোষ সর্ব্বতোভাবে *অন্যের পাচিত অন্নগ্রহণে বিধি- নিষেধ*

বর্জ্জন করা হইয়াছে। "**আলাপাদ্ গাত্রসংস্পর্শাৎ নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ। সঞ্চরন্তি হি পাপানি পুণ্যান্যপি তথৈবচ॥**"—বাক্যই তাহার জাজ্বল্য-প্রমাণ। সংক্রামক ব্যাধি ও রোগী হইতে সকলকে সর্ব্বদা দূরে থাকিবার উপদেশ চিকিৎসা-শাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। আবার "**ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা**" ও "**ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ জল। ভক্তাভুক্ত-শেষ—এই তিন সাধনের বল।**"—ইহাও সাধক-সাধিকার পক্ষে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। সুতরাং একইসঙ্গে অসৎসঙ্গ-বর্জ্জন ও সৎসঙ্গ-গ্রহণের উপদেশ পালনীয়।

তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক সদাচার ও নিয়মনিষ্ঠা লঙ্ঘন করিবে না জানি, কিন্তু তোমার দিদি-মাসী রন্ধনাদির সকল জোগাড় করিয়া দিতে পারিলে, তুমি রন্ধনটী নিজে হাতে করিয়া লইবে। এ নিষ্ঠা সকল সনাতন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে স্বীকৃত হইয়াছে। আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে যাওয়া লৌকিকতা-ব্যবহারিকতার মধ্যে। **কিন্তু পারমার্থিকতা বজায় রাখিতে গেলে কিছুটা প্রাকৃত সমালোচনার পাত্র হইতে হয়, তুমি ইহাতে কখনও সত্যপথ পরিত্যাগ করিবে না।** সংসারে বিধবাদেরও discipline রহিয়াছে। তাহা ছাড়া অনেক ছেলেমেয়েরাই গৃহে আহারাদি সম্বন্ধে সাত্ত্বিক রুচির পরিচয় দিয়া থাকে। তাহাদের জন্য সংসারে অভিভাবকগণের স্বতন্ত্র পৃথক্ বন্দোবস্ত রাখিতে হয়।

দীক্ষিত-ব্যক্তির অভাবে স্বপাক-বিধি

সংসারের মধ্যে ঈর্ষা, হিংসা, সমালোচনা থাকায় তোমার ঐরূপ পরিবেশ ভাল লাগে না, ইহা স্বাভাবিক। মানুষ সংসারে দুঃখনাশ ও সুখশান্তি-লাভের আশায় কর্ম্মাচরণ করিলেও অবশেষে দুঃখই অধিক পরিমাণে লাভ হয়; অনেক সময়ে বিপরীত ফল দেখা যায়। দুঃখ না চাহিলেও যেরূপ দুঃখ আসে, তদ্রূপ সুখও আপনা হইতে আসে যাহা জীবের পূর্ব্ব জমার ঘর। **দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তিকেই জড়জগতে আমরা সুখ বলিয়া ধরিয়া লইতে চেষ্টা করি। ইহা বাস্তব সুখ-শান্তি নহে।** দুঃখ দিয়াই মহামায়ার কারাগার এই জগৎদুর্গ গড়া। এখানে অবিমিশ্র আনন্দ ও নিত্য শান্তি কখনই সম্ভব নহে। এজন্য বৈষ্ণব মহাজন গাহিয়াছেন,—"**ভাবিয়া দেখহ ভাই, অমিশ্র আনন্দ নাই, যে আছে সে দুঃখের কারণ। সে-সুখের তরে তবে, কেন মায়াদাস হবে, হারাইবে পরমার্থ-ধন??**" প্রাকৃত জড়াসক্তিকেই শাস্ত্রে 'সংসার' বলিয়াছেন। সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যে পাই,—"**কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার। জীবে দয়া, নামে রুচি—সর্ব্বধর্ম্মসার।।**" এই সংসারে প্রাকৃত বন্ধন দশা নাই; নিত্যপতি প্রাণেশ্বর অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি নিখিল শক্তির মূলাধার ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই এই সংসারের মালিক। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই এই পরিবেশ গড়িয়া উঠে।

দুঃখ দিয়াই জগৎদুর্গের সৃষ্টি

বিষয়ী বহু লোকের সঙ্গে একত্রে বাসকেই 'সংসার' বলে। সেরূপ অবস্থায় তোমাকে 'পাকাল মাছ' হইতে হইবে। সংসার শিক্ষাক্ষেত্র, যতদিন বাচিবে, এই শিক্ষার সমাপ্তি নাই। ইহার মধ্যে থাকিয়াই শ্রীভগবানের ভজন-সাধন করিতে হইবে।

পাকাল মাছ তুল্য সংসারযাপন

কাহারও ভাগ্যে সংসার ধর্ম্ম থাকে না, ভোগোন্মুখী জীব ঐরূপ দুর্দ্দশা স্বেচ্ছাচারী হইয়াই বরণ করিয়া লয়—ইহাই শাস্ত্রের অভিমত। সাধন-ভজনের দ্বারা উহা রদ করা যায়, যেরূপ ছত্র ব্যবহারের দ্বারা সূর্য্যতাপ প্রতিহত করা হয়। **জীব প্রবৃত্তিমার্গেই বিচরণ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু শাস্ত্রে তাহাদের নিবৃত্তিমার্গেই শান্তির সন্ধান দিয়াছেন।** বিবাহ-বন্ধনাদি ব্যাপার লৌকিকতার অন্তর্গত। গীতায়—**"যে হি সংস্পর্শজা ভোগাঃ ... ... ন তেষু রমতে বুধঃ॥"**-শ্লোকেই ইহা সুস্পষ্ট। **তোমার মনে-প্রাণে জড়াসক্তিতে প্রবেশের ইচ্ছা না থাকিলে উহা হইতে তুমি নিশ্চয়ই রক্ষা পাইবে।** তোমার সরলতা ও দৃঢ়তাই তোমাকে সাধন-ভজনে নিযুক্ত রাখিয়া সর্ব্বদা রক্ষা করিবে এবং উত্তরোত্তর তুমি তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত-বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিবে। তোমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস কখনই কমিবে না—ইহাই স্নেহের কন্যা তোমার প্রতি আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ।

ভাগ্যবশতঃ নহে, ভোগোন্মুখতা বশে জীবের সংসার দশা

তুমি সত্যই লিখিয়াছ—"সন্তানের কল্যাণের জন্য গুরুজন-গণ নিশ্চয়ই সাধ্যানুসারে চেষ্টা করেন।" **পারমার্থিক শিক্ষক বা শ্রীগুরুদেবের তদাশ্রিত জনগণের প্রতি দায়িত্ব ইহজন্মের জন্যই নহে, পরন্তু জন্মে-জন্মেই ঐরূপ সম্বন্ধ থাকিয়া যায়।—"চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই, দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত॥"** গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক নিত্য—**"নিতাই-চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য॥"**

আশ্রিত জন সহিত শ্রীগুরুর নিত্য সম্বন্ধ

তুমি লিখিয়াছ—"অশুচি হইলে ঠাকুরকে স্পর্শ করা যায় না কেন? মন যদি শুচি থাকে, তবে কেন স্পর্শদোষ থাকিবে?" **যিনি নিরন্তর শ্রীভগবানের নাম করেন, তিনি সর্ব্বদাই শুচি, তিনি পরম পবিত্র এবং নিত্যস্নাত।** ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিলে পবিত্রতা আসে না, কিন্তু ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করিলে উহা লাভ হয়। স্নানের পরও **"ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরং শুচিঃ॥"** মন্ত্র পাঠ করা হয়। স্মৃতিশাস্ত্র স্থান-কাল-পাত্রানুসারে শুচি-অশুচির বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। কোন কারণে অশুচি হইলে তাহার শুদ্ধিতার বিধান শাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। কাহারও মন যদি শুদ্ধ বা শুচি থাকে, তবে তিনি নিশ্চয়ই প্রাকৃত শুদ্ধি- অশুদ্ধির অতীত অবস্থায় বিরাজমান। তাহার আর স্পর্শদোষের সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু যিনি ঐ অবস্থায়

নামাশ্রয়েই জীবের নিত্য শুচিতা

অন্যথা শুচি-অশুচির সাধারণ বিধি-নিষেধ অবশ্য পালনীয়

উন্নীত হন নাই, তাহাকে সাধারণ বিধি-নিষেধ অবশ্যই পালন করিয়া চলিতে হইবে। ঝাড়ুদার বা মেথর নোংরা কাজ করে, কিন্তু সে স্নানান্তে শুদ্ধ-বস্ত্রাদি পরিধানের পর শ্রীমন্দিরে প্রবেশের ও শ্রীবিগ্রহ দর্শনের অধিকারী। যদি সে ঝাড়ুহস্তে বা Night Soil এর bucket সহ মন্দিরে প্রবেশ করিতে চাহে, তাহা কখনই অনুমোদন করা যায় না।

যদি তুমি 'অশুচি'-অর্থে স্ত্রীলোকের মাসিক ঋতুকাল লক্ষ্য করিয়া থাক, **তাহা সাময়িকভাবে একটা নিষেধ-বাক্য এবং উহাও একটা সাধারণ নিয়মেরই অন্তর্গত।** সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে ঐরূপ একটী অবস্থা মেয়েদের স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। ইহা বিধির বিধান বলিলেও চলে। একটা বিশেষ সময়ের বা বয়সের মধ্যে প্রাকৃত সৃষ্টির সহায়তা-কল্পে ঐ অবস্থা স্ত্রীলোকের বরণ করিয়া লইতে হয়। আদি সৃষ্টির সময়ে উহাতে অশুচি অবস্থা ছিল না। কিন্তু পরে ইন্দ্র দেব-পুরোহিত বিশ্বরূপের নিধনান্তে ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইলে উহা নিবারণের নিমিত্ত ঐ পাপ চারিগুণে বিভক্ত করিয়া ভূমি, জল, বৃক্ষ ও স্ত্রীজাতিকে অর্পণ করেন। স্ত্রীজাতি ঐ ব্রহ্মহত্যা-পাপের এক চতুর্থাংশ অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করে। ঐ পাপ প্রতিমাসে স্ত্রীজাতিতে ঋতুরূপে দৃষ্ট হয়। এইজন্য ঋতুকালে স্ত্রীলোক অশুচি থাকে, ঋতুস্নানের পর পুনরায় সে পবিত্র ও শুচি হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ৯ম অধ্যায়ে এই উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। **এই সময়ের জন্য স্ত্রীলোকের শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজাদির অধিকার থাকে না, কিন্তু শ্রীভগবানের নাম করিতে কোন বাধা নাই। বিধি পরিত্যাগ করিয়া যখন রাগমার্গে প্রবেশলাভ হয়, তখন সাধারণ বিধি-পালনের আর ক্ষেত্র থাকে না।** সে-অবস্থায় সমর্পিতাত্ম হওয়ায় সাধক-সাধিকার নিজের ভাল-মন্দের কোন বিচার থাকে না। তখন কৃষ্ণসেবা- সুখ-তাৎপর্য্যই তাহার একমাত্র লক্ষ্যস্থল। শ্রীনারদের বাক্যে গোপীগণ তাঁহাদের প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ সুস্থ হইয়া উঠিবেন জানিয়া পদধূলি প্রদান করিলেন। ইহা বিশুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ, তথায় নিজের অকল্যাণ অপেক্ষা শ্রীভগবানের জন্য নিখিল চেষ্টা প্রযুক্ত হইয়াছে। তোমার মন শুদ্ধ থাকিলে গঙ্গাজলের অভাবে তুমিও নিজে তীর্থ আবাহন করিয়া সেই পবিত্রোদক ব্যবহার করিতে পার।

স্ত্রীলোকের অশুচি-কালে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য

নিষ্ঠার সহিত শ্রীভগবান্‌কে খাওয়াইবে ও নিজে তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিবে। শ্রীবিগ্রহের পূজার্চ্চন "অর্চ্চন-পদ্ধতি" হইতে শিখিয়া লইবে। **ভজন-সাধনে নিয়ম-নিষ্ঠা রাখিবে। কিন্তু "শুচি বাই" রাখিবে না।** আমার স্নেহাশীস্ গ্রহণ করিবে। বাড়ীর অন্যান্য সকলকে আমার যথাযোগ্য সাদর-সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা জানাইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বিনোদ বামন

পত্রের চুম্বক

- শ্রীগুরুবৈষ্ণবই সাধক-সাধিকার ধ্যান-জ্ঞান সব কিছু।
- যেখানেই থাক না কেন, অপ্রাকৃত চিন্ময় শ্রীধামের স্ফূর্ত্তিলাভই মূলকথা।
- সর্ব্বদা শ্রীনাম-গ্রহণ করিতে পারাই জীবের প্রকৃত সুস্থাবস্থা।
- অনেকসময় মালা-জপের অবসর হয় না, সেই সময় মুখেই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ইহাতে শ্রীনামগ্রহণের ফললাভ হয়, কিন্তু শ্রীমালিকায় জপসংখ্যা পূরণ হয় না। উহা পৃথক্‌ভাবে জপের দ্বারা সম্পূর্ণ করিতে হয়।
- একই সম্প্রদায়ভুক্ত, একই গুরুর শিষ্য, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত সদাচার-পরায়ণ ব্যক্তির হস্ত-পাচিত অন্নাদিগ্রহণে কোন দোষ নাই।
- অন্য মন্ত্রে দীক্ষিত, অবৈষ্ণব, পান-তামাক-চা-সেবী, অন্য দেব-দেবীপূজকের হস্তে অন্নাদি-গ্রহণ করিলে স্পর্শদোষ আসে।
- পারমার্থিকতা বজায় রাখিতে গেলে কিছুটা প্রাকৃত সমালোচনার পাত্র হইতে হয়, তুমি ইহাতে কখনও সত্যপথ পরিত্যাগ করিবে না।
- দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তিকেই জড়জগতে আমরা সুখ বলিয়া ধরিয়া লইতে চেষ্টা করি। ইহা বাস্তব সুখ-শান্তি নহে।
- কাহারও ভাগ্যে সংসার-ধর্ম্ম থাকে না, ভোগোন্মুখী জীব ঐরূপ দুর্দ্দশা স্বেচ্ছাচারী হইয়াই বরণ করিয়া লয়—ইহাই শাস্ত্রের অভিমত।
- তোমার মনে প্রাণে জড়াসক্তিতে প্রবেশের ইচ্ছা না থাকিলে উহা হইতে তুমি নিশ্চয়ই রক্ষা পাইবে।
- শ্রীগুরুদেবের তদাশ্রিত জনগণের প্রতি দায়িত্ব ইহজন্মের জন্যই নহে, পরন্তু জন্মে-জন্মেই ঐরূপ সম্বন্ধ থাকিয়া যায়।
- যিনি নিরন্তর শ্রীভগবানের নাম করেন, তিনি সর্ব্বদাই শুচি, তিনি পরম পবিত্র এবং নিত্যস্নাত।
- ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিলে পবিত্রতা আসে না, কিন্তু ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করিলে উহা লাভ হয়।
- কিন্তু যিনি ঐ অবস্থায় উন্নীত হন নাই, তাহাকে (শুচি-অশুচির) সাধারণ বিধি-নিষেধ অবশ্যই পালন করিয়া চলিতে হইবে।
- (অশুচি-কালে সাধারণ নিয়মে) স্ত্রীলোকের শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজাদির অধিকার থাকে না, কিন্তু শ্রীভগবানের নাম করিতে কোন বাধা নাই। বিধি পরিত্যাগ করিয়া যখন রাগমার্গে প্রবেশলাভ হয়, তখন সাধারণ বিধি-পালনের আর ক্ষেত্র থাকে না।

  ভজন-সাধনে নিয়ম-নিষ্ঠা রাখিবে, কিন্তু "শুচি বাই" রাখিবে না।

পত্র—৮

বিষয়— ❀ গুরুমহারাজের প্রচার-পঞ্জী; ❀ ঐকান্তিক সেবানিষ্ঠায়ই সেবোপকরণ-প্রাপ্তি; ❀ বৃদ্ধকালে হরিভজন অসম্ভব; ❀ গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাদৃষ্টিই মূল, দীক্ষানুষ্ঠান নয়; ❀ জীবসেবা অধঃপাতকর, ভগবৎ ও ভাগবত-সেবাই কর্ত্তব্য; ❀ কৃষ্ণার্থে অখিল-সুখ-ত্যাগেই কৃষ্ণকৃপা-লাভ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ-গোলকগঞ্জ (ধুবড়ী) আসাম
৫/৮/১৯৭৪

স্নেহাস্পদাসু—

মা----! আমার শরীর বর্ত্তমানে একরূপ চলিতেছে। হয়ত ইহাই তোমার প্রধান সংবাদরূপে গণ্য হইবে। মালদহ, রায়গঞ্জ, জলপাইগুড়ি, ধুবড়ী (আসাম), বিলাসীপাড়া, অভয়াপুরী, বরপেটারোড, বঙ্গাইগাঁও, বাসুগাঁও মঠ, সাপটগ্রাম হইয়া গোলোকগঞ্জ মঠে ঝুলন-উৎসব উপলক্ষে আসিয়াছিলাম। অদ্য পার্টীসহ কুচবিহার যাত্রা করিতেছি। তথায় ৮/১০ দিন থাকিয়া শিলিগুড়ি মঠে যাইব। শিলিগুড়ি হইতে ভাদ্রমাসের প্রথম মাসের পর দুমকা (বিহার) যাইব।

গুরুমহারাজের প্রচার পঞ্জী

সদ্‌গুরু ও ঐকান্তিক বৈষ্ণবগণের কৃপাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাঁহাদের উপর নির্ভর করিতে পারিলেই জীবনের সফলতা। ভগবৎইচ্ছায় সদ্‌গুরু লাভ ও সৎসঙ্গের সুযোগ আসে। গাড়ী-বাড়ী, বাগান-বাগিচা, শ্রীবিগ্রহের অনুকূল পরিবেশ সবই নির্ভর করে ঐকান্তিক সেবানিষ্ঠার উপর। তাহাতে ফুলের বাগান, শ্রীমন্দির ও গান-বাজনার যন্ত্রেরও কোন অভাব হয় না। শ্রীগুরু-ভগবানের কৃপায় ভগবল্লীলা-উদ্দীপক কোন উপকরণের অসম্পূর্ণতা থাকে না।

ঐকান্তিক সেবানিষ্ঠায়ই সেবোপকরণ-প্রাপ্তি

সাধন-ভজন-ব্যাপারে কোন সময় নির্দ্দিষ্ট নাই। যখনই উহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির বিষয় হয়, তখন হইতেই উহার শুভারম্ভের সূচনা। **"সামর্থ্য থাকিতে কায়, হরি না ভজিনু হায়, আসন্ন কালেতে কিবা করি।"** সুতরাং জীবনের সায়াহ্নকালে ভগবদ্ভজন বা ঈশ্বরারাধনা সম্ভবপর নয়, যে সময় চলিয়া যায়, তাহা আর ফিরিয়া আসে না—"Time and tide wait for none."

বৃদ্ধকালে হরিভজন অসম্ভব

ছেলেবেলা হইতেই ভাগবতকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের অভ্যাস প্রয়োজন। তখন যাহা অভ্যাস হয়, ভাবী-জীবনে তাহাই সংস্কাররূপে পরিগণিত হয়। সুতরাং ঐরূপ

পরিবেশ-লাভ বিশেষ ভাগ্যের কথা। তুমি আশ্রিত ও অনাশ্রিতের পার্থক্য বিবেচনা করিয়া নিজেকে হীনমন্য ভাবিবে না। আনুষ্ঠানিক কিছুই না হইলেও, গুরু-বৈষ্ণবগণের আন্তরিক স্নেহ ও কৃপাশীর্ব্বাদে তুমি পরিপুষ্ট। সুতরাং পারমার্থিক ক্ষেত্রে তোমার আন্তর অধিকারের ন্যূনতা স্বীকৃত হইবে না। সরলতা ও নিষ্কপটতাই বাস্তব, ইহার বিপরীত ভাবই অবাস্তব এবং অনধিকার প্রমাণ করে। শ্রৌত-পথেই সব কিছুর সুষ্ঠুতা লাভ হয়। আনুষ্ঠানিক ব্যাপার সকল সময়ে প্রাধান্য লাভ করে না। এই তত্ত্ব অবগত হইয়া তুমি যাবতীয় মানসিক অশান্তি দূর করিবে।

গুরুবৈষ্ণবের কৃপাদৃষ্টিই মূল, দীক্ষানুষ্ঠান নয়

বদ্ধজীবের সেবা করিলেই ভগবানের সেবা হয় না—ইহা তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তসম্মত কথা। ইহার বহুতর প্রমাণ আছে; এস্থলে ঋষভ দেবের জ্যৈষ্ঠপুত্র ভরত-মহারাজের মৃগশিশুর প্রতি প্রাকৃত মায়া ও জড়াসক্তির উদাহরণ গ্রহণযোগ্য। মৃত্যুকালে তিনি বদ্ধজীবের সেবা ও চিন্তার ফলে পশুজন্ম লাভ করিলেন। মুক্তপুরুষ ও সিদ্ধ-মহাত্মার সেবা করিলে—গুরুবৈষ্ণবগণের পরিচর্য্যাদ্বারা শ্রীভগবানের সেবা অবশ্যই হইবে; কারণ তাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীভগবানের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। বদ্ধজীবের কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞানের অভাব থাকায় তাহাদের প্রতি সেবা, সাহায্য, সহানুভূতি প্রকাশ সবই বদ্ধত্বের কারণরূপে পরিণত হয়। বদ্ধজীবের প্রতি 'সেবা'-শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না; পরম মুক্তগণ ও সর্ব্বারাধ্য শ্রীভগবানেই 'সেবা'-শব্দ প্রযোজ্য। তদ্রূপ বদ্ধজীবে 'প্রেম' হয় না—দয়া, সহানুভূতি শব্দ ব্যবহার করা যায়। পরম প্রেমাস্পদ শ্রীভগবানই 'প্রেম' পদবাচ্য। মূল Power house হইতে disconnected গৃহে কিরূপে আলো জ্বলিতে পারে? অতএব বদ্ধজীবের সেবাদ্বারা কেহই কখনও আত্মকল্যাণ লাভ করিতে পারেন না; বরং তাহাতে অধোগতি লাভ হয়।

জীবসেবা অধঃপাতকর, ভগবৎ ও ভাগবত-সেবাই কর্ত্তব্য

দিনগুলি ছুটিয়া চলিলেও তোমাদের সদ্‌গতিই হইবে। তজ্জন্য বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ নাই। যাহারা শ্রীভগবান্‌কে ভালবাসিবার জন্য সকল প্রকার জাগতিক সুখকে তুচ্ছ করিতে পারে, সদাচার-পালনে কঠোরতা প্রদর্শন করে, ভক্তবৎসল ভগবান্ নিশ্চয়ই সেই ভক্তিমান্-ভক্তিমতীকে অঙ্গিকার করিবেন। দুনিয়ার লোকের উপহাসে সাধক-সাধিকার ভক্তিধর্ম্মের কখনও হানি হয় না। তুমি সত্যই লিখিয়াছ,—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ ব্যতীত আমাদের অন্য রক্ষাকর্ত্তা নাই, তাঁহারাই এই সংসার-কারাগারে একমাত্র বান্ধব। তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ লইবে। অধিক কি—ইতি

কৃষ্ণার্থে অখিল-সুখ-ত্যাগেই কৃষ্ণকৃপা-লাভ

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- গাড়ী-বাড়ী, বাগান-বাগিচা, শ্রীবিগ্রহের অনুকূল পরিবেশ সবই নির্ভর করে ঐকান্তিক সেবানিষ্ঠার উপর।
- জীবনের সায়াহ্নকালে ভগবদ্ভজন বা ঈশ্বরারাধনা সম্ভবপর নয়।
- ছেলেবেলা হইতেই ভাগবতকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের অভ্যাস প্রয়োজন। তখন যাহা অভ্যাস হয়, ভাবী-জীবনে তাহাই সংস্কাররূপে পরিগণিত হয়।
- গুরুবৈষ্ণবগণের পরিচর্য্যাদ্বারা শ্রীভগবানের সেবা অবশ্যই হইবে; কারণ তাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীভগবানের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।
- বদ্ধজীবের সেবাদ্বারা কেহই কখনও আত্মকল্যাণ লাভ করিতে পারেন না; বরং তাহাতে অধোগতি লাভ হয়।
- যাহারা শ্রীভগবান্‌কে ভালবাসিবার জন্য সকল প্রকার জাগতিক সুখকে তুচ্ছ করিতে পারে, সদাচার-পালনে কঠোরতা প্রদর্শন করে, ভক্তবৎসল ভগবান্ নিশ্চয়ই সেই ভক্তিমান্-ভক্তিমতীকে অঙ্গিকার করিবেন।

পত্র—৯

বিষয়—✿ স্বার্থান্বেষী সংসারে সর্ব্বক্ষণই বিবাদ; ✿ গৃহে থাকিয়াও মঠবাসের ফল-লাভের উপায়; ✿ নৃসিংহ-কবচ; ✿ শ্রীধাম-মহিমা-আলোচনাকারীরও ধামবাসীত্ব; ✿ মহামন্ত্র ১৬নাম, ৩২ অক্ষর ও ৬৪ অপ্রাকৃত গুণযুক্ত; ✿ চাক্ষুষদর্শন অপেক্ষা ভাবদর্শনের মাহাত্ম্য; ✿ বিশেষ বিধির তাৎপর্য্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ-গোলোকগঞ্জ, ধুবরী
৫/৮/১৯৭৪

স্নেহাস্পদাসু—

মা----! তোমার পূর্ব্বের লিখিত পত্রগুলি সময়মত পাইয়াছিলাম। কয়েকদিন হইল ১৯/৭/১৯৭৪ তাং এর অন্তর্দেশীয় পত্রখানিও নবদ্বীপ হইতে Redirected হওয়ায় এখানে শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে ঝুলনোৎসবের মধ্যে পাইলাম।

তুমি সত্যই লিখিয়াছ,—"এই বিশ্ব এক অপরিচিত স্থান এখানে আপনজন বলিতে কেহ নাই।" এই সংসার কারাগার-বিশেষ, মানুষ কর্ম্মফল-ভোগের নিমিত্তই

এখানে আসিয়া থাকে—ইহাই রূঢ় বাস্তব। প্রাকৃত স্বার্থ লইয়াই এখানে পরস্পরের হানাহানি চলিতেছে। পরস্পর পরস্পরকে ভুল বুঝিয়া একে অন্যের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা সাধক-সাধিকা, তাহাদের অন্য কোনরূপ প্রাকৃত কামনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা না থাকায় তাহারা নিশ্চিন্ত ও উদ্বেগশূন্য। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা আত্মকল্যাণ-চিন্তাই তাহাদের জীবনের সার্থকতা।

স্বার্থান্বেষী সংসারে সর্ব্বক্ষণই বিবাদ

সাক্ষাদ্ভাবে মঠ-মন্দির ও আশ্রমাদিতে বাসের সুযোগ না হইলেও গৃহে থাকিয়া গুরু-বৈষ্ণবগণের উপদেশ-নির্দ্দেশ পালন করিলেই আশ্রমবাসের ফললাভ হয়। অবশ্য ইহাতে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী করুণারও প্রয়োজন। অন্য ৩টি আশ্রমের ন্যায় গার্হস্থ্যও আশ্রম বিশেষ, ইহা ভুলিলে চলিবে না। ইহাকে আশ্রমের মর্য্যাদা দিতে হইবে এবং ইহার Sanctity সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা উচিত। গৃহে বসিয়া শ্রীনামগ্রহণ, সৎসঙ্গ, শাস্ত্রগ্রন্থাদি আলোচনা, সেবাকার্য্য দ্বারা সেই গুরুদায়িত্ব পালন করিতে হইবে। তাহা হইলেই মঠ-মন্দিরে বাসের ফল নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে।

গৃহে থাকিয়াও মঠবাসের ফল লাভের উপায়

শ্রীনামগ্রহণাদি-ভক্ত্যঙ্গযাজন ও ভজনসাধনই মূল বস্তু। তাহাতেই সকল গ্রহশান্তি ও রোগশোক দূরীভূত হয়। অতএব কবচের পুষ্প রাখিয়াও দিতে পার বা গঙ্গায় দিলেও ক্ষতি নাই। **শ্রীনারায়ণ-কবচ বা শ্রীনৃসিংহ-কবচাদি ভক্তি-সাধক- সাধিকার ভজনরাজ্যের যাবতীয় বিঘ্ন দূরীভূত করে। সুতরাং উহা নবগ্রহ-কবচের ন্যায় সাধারণ নহে।** শ্রীভগবান্ বা তাঁহার শ্রীনামকে কখনই খাটাইয়া লইতে নাই। তাহাতে সেবাপরাধ ও নামাপরাধ উপস্থিত হয়। শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি ও তাঁহার শ্রীনামের সেবার দ্বারাই জীব ধন্য হয়।

শ্রীনৃসিংহ-কবচ

যাঁহারা গৃহে থাকিয়া শ্রীধাম ও ধামবাসীগণের মহিমা ও মাহাত্ম্য আলোচনা করেন, তাঁহারাও ধামবাসী। **"যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়"**—ইহা সাধু-মহাজন-বাণী। সদ্‌গুরু-পদাশ্রয় ও বৈষ্ণবসঙ্গ লাভ করা সত্যই মহাভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। ইহাতে মানব কৃতকৃত্য হয়—**"বৈষ্ণব-সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ, সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ।"** উপদেশ-নির্দ্দেশ যাহারা মনে প্রাণে পালন করেন, সদ্‌গুরুর যাবতীয় কল্যাণচিন্তা তথায়ই কেন্দ্রীভূত। বদ্ধজীবের অধিকাংশই পারমার্থিক শিক্ষা বিষয়ে শিশু; শ্রদ্ধা-ভক্তির দ্বারা তাহারাও বিজ্ঞ হইবার অধিকারী। তোমাকে কোনরূপ সদুপদেশ-দানে কার্পণ্য করিব না। পুত্র-কন্যাস্থানীয় অনুগত জনগণের কোন দোষই গৃহীত হয় না, তাহাদের সাতখুন মাপ জানিবে।

শ্রীধাম-মহিমা আলোচনা-কারীরও ধামবাসীত্ব

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ৬৪টি অপ্রাকৃত গুণের অধিকারী, আর তাঁহার শ্রীনাম (তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র) ১৬ নামের ও ৩২ অক্ষরের সমষ্টি। কিন্তু তাহা শক্তি-শক্তিমান তত্ত্বের প্রকাশক। ১৬ নামের উচ্চারণেই সুষ্ঠু ফল লাভ হয়; একবার শ্রীনাম-উচ্চারণের যে রীতি, তাহা নিরপেক্ষ ও মুখ্য শ্রীনাম—কৃষ্ণ, মুকুন্দ, গোবিন্দ প্রভৃতি। বদ্ধজীব অনর্থযুক্ত অবস্থায় ১বার নামাক্ষর উচ্চারণ করিলেই সাক্ষাদ্ শ্রীনামব্রহ্ম উচ্চারণের ফললাভ কখনই করিতে পারিবে না। চেতন-জিহ্বায় সচ্চিদানন্দ চিন্ময় শ্রীনামের উচ্চারণ হইলেই জীবের জীবন সফল হইবে; কিন্তু সে কখনও পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবানের ৬৪ গুণের অধিকারী হইবার যোগ্যতা পাইবে না বা তাঁহার সমান অধিকার লাভ করিবে না।

মহামন্ত্র ১৬নাম, ৩২ অক্ষর ও ৬৪ অপ্রাকৃত গুণযুক্ত

আমি কোথায় কেমন আছি জানিতে না পারায় তোমার মন খারাপ হয়, বুঝিলাম। **চিন্তার দ্বারাই আন্তর-দর্শন সম্ভব এবং চাক্ষুষ-দর্শন অপেক্ষা ভাবদর্শন অধিকতর বাস্তব। এজন্য মিলন অপেক্ষা বিরহ শ্রেষ্ঠ।** ইহা উপলব্ধির বিষয়। তুমি একবিন্দু জলের আশায় তাকাইয়া থাক, কিন্তু তৃষিত চাতক করুণা-বারিদ শ্রীগুরু-ভগবানের কৃপাবারি অবশ্যই লাভ করিয়া পিপাসা নিবৃত্তি করে ও তাহার জীবন ধন্য হয়। তবে বজ্রাঘাত তাহার উপর হইতে পারে, ইহা জানিয়া লইয়াই তাহাকে জলদের জল প্রার্থনা করিতে হয় ❊। সর্ব্ববিষয়ে নির্ভরতা, শরণাগতি না থাকিলে তত্ত্ববস্তু লাভ সম্ভব নয়।

চাক্ষুষদর্শন অপেক্ষা ভাবদর্শনের মাহাত্ম্য

স্মৃতিশাস্ত্রে আশ্বিনমাসে দুগ্ধগ্রহণ নিষিদ্ধ হইলেও তুমি উহা গ্রহণ করিলে দোষ হইবে না। তোমার জন্য বিশেষ বিধি দেওয়া হইল। **যে বিশেষ সাত্ত্বিক খাদ্যের উপর কাহারও জীবন নির্ভর করে, তাহা সাময়িক-ভাবে পরিত্যাগ না করিলেও চলে।** আমাদের এবার জন্মাষ্টমী কুচবিহারে হইবে। আমি ভাল আছি। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ লইবে। তোমার মাতাপিতাকে আমার শুভেচ্ছা জানাইবে। ইতি—

বিশেষ বিধির তাৎপর্য্য

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

❊ চাতকপাখী জলের আশায় ঊর্দ্ধমুখ হইয়া মেঘের দিকে তাকাইয়া থাকে। কিন্তু মেঘ হইতে জলের পরিবর্ত্তে তাহার উপর বজ্রপাতও হইতে পারে। তাহা জানিয়াও চাতক মেঘ হইতে বিমুখ হইয়া জলের আশা হইতে নিবৃত্ত হয় না। তদ্রূপ শুদ্ধভক্ত শ্রীগুরু- ভগবানের কৃপার জন্য অপেক্ষায় রহিয়া কৃপার পরিবর্ত্তে দণ্ডও লাভ হইতে পারে, ইহা জানিয়াও গুরু-কৃষ্ণ-কৃপা-নির্ভর হইয়াই জীবন ধারণ করেন।

পত্রের চুম্বক

- যাহারা সাধক-সাধিকা, তাহাদের অন্য কোনরূপ প্রাকৃত কামনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা না থাকায় তাহারা নিশ্চিন্ত ও উদ্বেগশূন্য।
- গৃহে বসিয়া শ্রীনামগ্রহণ, সৎসঙ্গ, শাস্ত্রগ্রন্থাদি আলোচনা, সেবাকার্য্য দ্বারা সেই গুরুদায়িত্ব পালন করিতে হইবে। তাহা হইলেই মঠ-মন্দিরে বাসের ফল নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে।
- শ্রীনামগ্রহণাদি-ভক্ত্যঙ্গযাজন ও ভজনসাধনই মূল বস্তু। তাহাতেই সকল গ্রহপীড়া ও রোগশোক দূরীভূত হয়।
- শ্রীভগবান্ বা তাঁহার শ্রীনামকে কখনই খাটাইয়া লইতে নাই। তাহাতে সেবাপরাধ ও নামাপরাধ উপস্থিত হয়।
- উপদেশ-নির্দ্দেশ যাহারা মনে প্রাণে পালন করেন, সদ্‌গুরুর যাবতীয় কল্যাণচিন্তা তথায়ই কেন্দ্রীভূত।
- পুত্র-কন্যাস্থানীয় অনুগত জনগণের কোন দোষই গৃহীত হয় না, তাহাদের সাতখুন মাপ জানিবে।

বিষয়—❀পাপী-প্রতি ভগবৎকৃপা সম্ভব, অপরাধী-প্রতি নয়; ❀সেবকের সেবাই জীবন, সেবাই বিশ্রাম; ❀শ্রীমঠে গুরুপাদপদ্মের নিত্য অবস্থান; ❀খৃষ্টধর্ম্মের কিছু অসিদ্ধান্ত; ❀জগতে প্রকৃত উপকারী বিরল; ❀হরিভজনেই সর্ব্বঋণ মুক্তি; ❀গৌরভক্তগণের বদান্যতা তুলনাহীন; ❀নারায়ণ ও মহাদেব-মধ্যে বিচার-বৈশিষ্ট্য; ❀শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অনুসারেই জীবন গঠনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ
গৌরবাটসাহী, স্বর্গদ্বার (পুরী)
উড়িষ্যা
২৪/৬/১৯৭৫

স্নেহাস্পদাসু—

মা----! বহুদিন যাবৎ তোমাদের চিঠি-পত্রের উত্তর না দেওয়ায় হয়ত আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া আজ দেড়মাস যাবৎ আমাকে পত্র দেওয়া বন্ধ করিয়াছ।

তোমাদের চিঠি লিখিতে না পারায় আমি সত্যই খুব লজ্জিত ও দুঃখিত। যাহা হউক্। এজন্য রাগ করিও না, পূর্ব্ববৎ পত্র দিবে। তোমাদের ধৈর্য্য-পরীক্ষা শেষ হইয়াছে, উহাতে তোমরা উত্তীর্ণ হইয়াছ বলিয়াই আমিও পত্র লিখিতে বসিয়াছি।

পাপী-প্রতি ভগবৎকৃপা সম্ভব, অপরাধী-প্রতি নয়

কোন পাপী ব্যক্তিকে শ্রীভগবান্ তাঁহার শ্রীধামে আকর্ষণ করিতে পারেন, কিন্তু অপরাধী জীবকে তিনি কখনই কৃপা করেন না। তজ্জন্য নামাপরাধ, ধামাপরাধ, সেবাপরাধ হইতে আমাদিগকে সাবধানে থাকিতে হয়। নতুবা ভজন-সাধন-বিষয়ে আমাদের বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা নাই। পূর্ণিমা বা পৌর্ণমাসীই গৌরী, (তিনি) শ্রীগৌরকৃষ্ণের আরাধনায় অনুমোদন ও সাহায্য করিতে পারেন। তাঁহাকে বাদ দিয়া ভজন-সাধনে কোনরূপ উন্নতিই সম্ভবপর নয়। লীলা-বিস্তারিণী যোগমায়া-শক্তিকে বাদ দিয়া যেরূপ শ্রীভগবানের কোন লীলাপুষ্টি হয় না, তদ্রূপ। তোমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা বা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন জানিয়া শ্রীভগবানকে ধন্যবাদ। তবে অপ্রাকৃত জগতে কোনরূপ পুরুষাভিমান কার্য্যকরী হয় না—ইহা ভালভাবে জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। সুতরাং প্রাকৃত ছেলে বা মেয়ে-অভিমান জড়জগতেরই মায়িক ব্যাপারবিশেষ।

তুমি আমাকে বেশ কিছুদিনের জন্য বিশ্রামগ্রহণের অনুরোধ জানাইয়াছ। **সাধু-ভক্তগণের সেবাই জীবন, সেবাই বিশ্রাম। সেবকের ভগবৎসেবাই জীবন, ব্রত, জপ, তপ, সবকিছু। সেবা হইতে সেবককে পৃথক্ করিলে তাহার মধ্যে নিষ্কপটতার অভাব হয়।** তাহার ভজনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

সেবকের সেবাই জীবন, সেবাই বিশ্রাম

সেবাই সেবকের জীবনের উৎস ও প্রাণকেন্দ্র। **ভক্তি ও সেবা—দুই একই কথা।** যাহারা সেবা ও ভক্তিকে পৃথক্‌রূপে চিন্তা করেন, তাহারা ভ্রান্ত। অবশ্য 'সেবা'-শব্দ যত্র তত্র ব্যবহার বিধেয় নহে, উপযুক্তক্ষেত্রেই তাহার প্রয়োগ করিলে কোনরূপ তত্ত্ববিরোধ হয় না। তোমরা শ্রীভগবানের নিকট আমার সুস্থতা কামনা করিতেছ, ইহাতে তাঁহার কষ্ট হইবে না ত? তাঁহার প্রীতি-কামনাকেই ত সেবা বা ভক্তি বলে। সেবার উদ্দেশ্যে ঐ প্রার্থনা হইলে তাহাতে কোন দোষ হয় না।

জন্মাষ্টমীর সময়ে মঠে গিয়া আমাকে দেখিতে না পাইয়া তোমার মন খারাপ হইয়াছিল, বুঝিলাম। আমি ত ওখানে বরাবরই আছি। তুমি কেন দেখিতে পাইলে না? ভালভাবে দেখিবার চেষ্টা করিলে তুমি সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইতে। তোমরা প্রসাদ পাইয়া খুব উল্লসিত হইয়াছ, এই প্রসাদ বিতরণ করিবার জন্য বিমলা দেবী শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের সান্নিধ্যে অবস্থান করিতেছেন। স্বল্পপুণ্যবান ব্যক্তির এই মহাপ্রসাদে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস হয় না। শ্রীমহাপ্রসাদ, গোবিন্দ-বিগ্রহ, শ্রীনাম ও বৈষ্ণবে শ্রদ্ধার উদ্রেক হয় বহু বহু জন্মের সুকৃতির প্রভাবে। তোমরা সেই সুকৃতি অর্জ্জন করিয়া ধন্য হইয়াছ।

শ্রীমঠে গুরুপাদপদ্মের নিত্য অবস্থান

"খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নাই রে ভাই"—একথা এণ্টুনী-ফিরিঙ্গির। ইহা শাস্ত্রের কোন তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত নহে। শাস্ত্রীয় বিচার বা সিদ্ধান্তকে Universal Truth বা Axiomatic Turth বলে। উহা বাস্তব সত্য, কোনদিনই উহার পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধন হয় না। খৃষ্ট-ধর্ম্মে "Fatherhood of Godhead" মতবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। পুত্র কোনদিন পিতা হইবেন, কিন্তু তজ্জন্য পিতা-পুত্রে কোন পার্থক্য থাকিবে না—এইরূপ মতবাদে আছে কেবল অবৈধ একাকারত্ব, উচ্ছৃঙ্খলতা ও যথেচ্ছাচারিতা। শ্রীমূর্ত্তি বা শ্রীবিগ্রহ আমাদের মায়িক কল্পনার বিষয়ীভূত কোন ব্যাপার নহে। কল্পনার তুলি বুলাইলে তাহা মাটিয়া হইয়া যায়, তাহাকে পুতুল বলে, উহা কখনই পূজ্য হইতে পারে না। ভক্ত চিন্ময়নেত্রে শ্রীভগবানের যে অপ্রাকৃত রূপ-মাধুরী দর্শন করেন, তাহাই শ্রীবিগ্রহে প্রকটিত বা প্রতিফলিত হয়। তাহাকে শ্রীমূর্ত্তি বলে এবং তিনিই পূজ্যাস্পদ।

খৃষ্টধর্ম্মের কিছু অসিদ্ধান্ত

তুমি ভবিষ্যতে ধৈর্য্য, উৎসাহ, সহনশীলতার দ্বারা তোমার জীবনপথে অগ্রসর হইতে পারিবে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পরমার্থপথে অগ্রসর করাইবার বা এ-বিষয়ে সাহায্য করিবার লোক এ দুনিয়ায় খুবই বিরল। ভগবৎসিদ্ধান্তবিহীন প্রাকৃতজ্ঞান-সর্ব্বস্ব জীবনের কোন মূল্য নাই। যাঁহারা আমাকে ধর্ম্মপথে পরিচালিত করিতে পারেন—আমাকে বাস্তব-সত্যের সন্ধান দিতে পারে, তাঁহারাই আমার প্রকৃত বান্ধব, আত্মীয় ও স্বজন। তাঁহাদের নিকট চিরপ্রণত থাকিতে হইবে। তাঁহাদের ঋণ কখনই পরিশোধ্য নহে। যাঁহারা ভগবদ্ভজনশীল, তাঁহারা কোনরূপ ঋণে আবদ্ধ হন না। হরিভজন করিলেই সকলপ্রকার ঋণমুক্ত হওয়া যায়। শ্রীভগবানের কৃপা হইলে সকল অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইবে, জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইতে পারিবে, ইহা কোন সমস্যাই নয়। **মানুষ তাহার সীমিত জ্ঞান লইয়া চিন্তার দ্বারা কোন মুস্কিলের আসান করিতে পারে না। চিন্তামণি শ্রীভগবানের উপরই সব নির্ভর করিলে পরম নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।**

জগতে প্রকৃত উপকারী বিরল; হরিভজনেই সর্ব্বঋণ মুক্তি

তোমার শেষ অন্তর্দেশীয় পত্রখানিতে বর্দ্ধমানের অন্যান্য ভক্তদের প্রতি কিঞ্চিৎ ঈর্ষা প্রকাশিত হইয়াছে। ভক্তদের ভাগ্য চিরদিনই খুলিয়া আছে। তোমরা ভক্ত-চাতক হইতে পারিলে নিশ্চয়ই একদিন তোমাদের উপর কৃপাবারি বর্ষিত হইবে। ভক্ত-পয়োদ-মেঘের ইহাই স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। হৃদয় উজাড় করিয়া তিনি পরোপকারে অকাতরে তাঁহার শেষ সম্বল বিতরণ করেন। 'আমার নিজের কিসে চলিবে' ভাবিয়া যিনি স্বার্থান্বেষী, তিনি কখনই বদান্য হইতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণ পরমোদার—তাঁহারা মহামহাবদান্য। সে দানের তুলনা নাই। পার্থিব জগতের কোন দানই তাহার তুল্যমূল্য হইতে পারে না।

গৌরভক্তগণের বদান্যতা তুলনাহীন

অন্নহীনকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, ঔষধ-পথ্য দান, বিদ্যাদানাদি কোনটীই তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না। জগতের অনন্তকোটী হাঁসপাতাল অপেক্ষা একজনকে আত্মধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করা লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া সাধু-শাস্ত্র-ভগবদ্বাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে। বুদ্ধিমান্ তত্ত্বদর্শী ব্যক্তির আত্মদর্শনে ইহা উপলব্ধি হইয়া থাকে।

নারায়ণ ও মহাদেব-মধ্যে বিচার-বৈশিষ্ট্য

শ্রীনারায়ণ ও মহাদেব—পূর্ণ ও অংশ। তত্ত্ববিচারে পূর্ণ কখনই অংশ নহে, আবার অংশ কখনই পূর্ণ হইতে পারে না। রাজা ও প্রজা, মালিক ও কর্ম্মচারী, সেব্য ও সেবক—এক নহে। বিধি বা মর্য্যাদামার্গে সর্ব্বদা অধিকার-পার্থক্য থাকিবে। আধার ও আধেয় এক হইতে পারে না। প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ বৈশিষ্ট্য থাকিবেই। **শ্রীভগবান্ ভক্তকে ভালবাসেন, আবার ভক্তও ভগবান্‌কে ভক্তি করেন। তজ্জন্য ভক্ত সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা ভগবান্ হইয়া যান না, আবার ভগবানেরও ভক্তবাৎসল্য-হেতু সর্ব্বশক্তিমত্তা ক্ষুণ্ণ হয় না।** সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীভগবানের সহিত আধিকারিক দেব-দেবীকে অর্থাৎ কর্ম্মচারী কর্ম্মচারিণীকে একাকার করিয়া ফেলিলে শ্রীভগবচ্চরণে অপরাধ হয়। দার্শনিক বিচারে ইহা মারাত্মক দোষ-ত্রুটী। বৈষ্ণব-বিচারে ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাকে স্বীকার করা একপ্রকার, আর তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর কল্পনা অন্যরূপ। জীবের সৌভাগ্যের উদয় হইলে এসকল তত্ত্ব হৃদয়ে প্রতিভাত হয় এবং সে বাস্তব সত্যের সন্ধান পায়।

শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অনুসারেই জীবন গঠনীয়

মায়িক দুনিয়াটাই ভেজালে পরিপূর্ণ। মহামায়া দুর্গাদেবীর কারাগারে যে কতপ্রকার কয়েদী ও আসামী আছে, তাহা ধারণাতীত। যতদিন পর্য্যন্ত জীব শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের সহিত তাহার জীবনকে তুলনামূলকভাবে গড়িয়া তুলিতে না পারে, ততদিন সে ভুলপথে চলিবেই। পরমদয়াল অন্তর্যামী শ্রীভগবানই চৈত্যগুরুরূপে তাহার মোড় ঘুরাইতে পারেন।

তোমরা কুশলে থাকিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি। তোমরা আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ লইবে। যদি সময় হয়, রথে আসিবার চেষ্টা করিবে। আশা করি অন্যান্য সকলে ভাল আছে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- কোন পাপী ব্যক্তিকে শ্রীভগবান্ তাঁহার শ্রীধামে আকর্ষণ করিতে পারেন, কিন্তু অপরাধী জীবকে তিনি কখনই কৃপা করেন না। তজ্জন্য নামাপরাধ, ধামাপরাধ, সেবাপরাধ হইতে আমাদিগকে সাবধানে থাকিতে হয়।
- প্রাকৃত ছেলে বা মেয়ে-অভিমান জড়জগতেরই মায়িক ব্যাপারবিশেষ।

- সাধু-ভক্তগণের সেবাই জীবন, সেবাই বিশ্রাম। ... ... সেবা হইতে সেবককে পৃথক্ করিলে তাহার মধ্যে নিষ্কপটতার অভাব হয়। তাহার ভজনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।
- মঠে গিয়া আমাকে দেখিতে না পাইয়া তোমার মন খারাপ হইয়াছিল। আমি ত ওখানে বরাবরই আছি। তুমি কেন দেখিতে পাইলে না? ভালভাবে দেখিবার চেষ্টা করিলে তুমি সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইতে।
- ভক্ত চিন্ময়নেত্রে শ্রীভগবানের যে অপ্রাকৃত রূপ-মাধুরী দর্শন করেন, তাহাই শ্রীবিগ্রহে প্রকটিত বা প্রতিফলিত হয়। তাহাকে শ্রীমূর্ত্তি বলে এবং তিনিই পূজ্যাস্পদ।
- মানুষ তাহার সীমিত জ্ঞান লইয়া চিন্তার দ্বারা কোন মুস্কিলের আসান করিতে পারে না। চিন্তামণি শ্রীভগবানের উপরই সব নির্ভর করিলে পরম নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।
- জগতের অনন্তকোটী হাঁসপাতাল অপেক্ষা একজনকে আত্মধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করা লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া সাধু-শাস্ত্র-ভগবদ্বাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে।
- সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীভগবানের সহিত আধিকারিক দেব-দেবীকে অর্থাৎ কর্ম্মচারী কর্ম্মচারিণীকে একাকার করিয়া ফেলিলে শ্রীভগবচ্চরণে অপরাধ হয়। দার্শনিক বিচারে ইহা মারাত্মক দোষ-ত্রুটী।
- যতদিন পর্য্যন্ত জীব শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের সহিত তাহার জীবনকে তুলনামূলকভাবে গড়িয়া তুলিতে না পারে, ততদিন সে ভুলপথে চলিবেই।

বিষয়—❀ গুরুপাদপদ্মের ভক্তবাৎসল্য ও ঐশ্বর্য্য; ❀ একাদশী-উপবাসাদি ও পঞ্চাঙ্গসাধন বিশেষ নিষ্ঠার সহিত করণীয়; ❀ শ্রীনামে তন্ময়তা সর্ব্বার্থসিদ্ধির লক্ষণ; ❀ শাস্ত্রীয় উপদেশানুসারে জীবন গঠিত হইলে ভগবানের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি; ❀ ভগবৎপ্রীতি বিধানার্থই সাধকের জীবন ধারণ; ❀ ভক্তের স্বপ্ন—সমাধি, ইহা নিত্য সত্য; ❀ পরম চেতনের সহিত চেতনের মিলনই—সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানের তাৎপর্য্য; ❀ সময়ানুবর্ত্তিতা সাধকের বিশেষ প্রয়োজন; ❀ গুরুপাদপদ্মের আশ্রিতগণ-প্রতি দায়িত্ব; ❀ ভজনসাধন রক্ষা করিয়াই স্বজনপালন কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ
গৌরবাটসাহি, স্বর্গদ্বার (পুরী)
২৬।৬।১৯৭৫

স্নেহাস্পদাসু—

মা-----! বহুদিন পূর্ব্বে তোমার একখানি অন্তর্দেশীয় পত্র পাইয়াছিলাম। তাহার পর আর কোন সংবাদাদি না পাইয়া চিন্তিত আছি। পত্রের উত্তর দিবার সময় না পাইলেও তোমরা পত্র দিতে ভুলিবে না। আমি সঙ্গে সঙ্গে পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই বলিয়া তোমা হইতে অনেক দূরে আছি, ইহা ভাবিতেছ কেন? তুমি যখনই কোন সমাধান চাহিবে, আমি তোমার নিকটেই থাকিয়া উহার মীমাংসা করিয়া দিব বা তুমি ঐ সমস্যার সমাধান পাইবে। **তোমার নিকটে থাকিয়া আমি প্রত্যহ আহারাদি করি, তুমি কেন দেখিতে পাও না? ভালরূপ বিচার করিলেই অন্তরে উপলব্ধি করিবে ও দর্শন পাইবে।** তুমি আমার উপর তোমার সব কিছু ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছ জানিয়া খুব আনন্দিত হইলাম। **তোমার ইহ-পরকালের দায়িত্বগ্রহণ বা ভারবহন করিতে আমি কাতর নহি, কিন্তু আমার স্নেহপূর্ণ উপদেশ-নির্দ্দেশ পালন করিবার জন্য যদি তুমি সচেষ্ট হও, তবেই আমি বিশেষ খুশী হইব।**

গুরুপাদপদ্মের ভক্তবাৎসল্য ও ঐশ্বর্য্য

তোমার ত্যাগ স্বীকারের কথা জানিয়া ও দৃঢ়সঙ্কল্প দেখিয়া আমি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলাম। একাদশী-উপবাসাদি বেশ নিয়ম-নিষ্ঠার সহিত পালন করিবে—ইহা সাধনাঙ্গ জানিবে। "**মাধবী তিথি, ভক্তি-জননী, যতনে পালন করি**"—সাধক-সাধিকার ভজনসাধনে ইহা অনুকূল পরিবেশ স্বীকার ও নিষ্ঠার পরিচয়। সাধুসঙ্গ, শ্রীনামকীর্ত্তন, শাস্ত্রালোচনা ও শ্রীধামবাস, শ্রীমূর্ত্তির পূজার্চ্চন—এই পঞ্চাঙ্গ সাধন শ্রেষ্ঠ; ইহার মধ্যেই বাকী অঙ্গগুলি অনুস্যূত রহিয়াছে। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণের মধ্যে আবার কীর্ত্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

একাদশী-উপবাসাদিও পঞ্চাঙ্গসাধন বিশেষ নিষ্ঠার সহিত করণীয়

তুমি প্রত্যহ নির্ব্বন্ধ-সহকারে শ্রীনামগ্রহণ করিতেছ জানিয়া খুব খুশী হইলাম। শ্রীনাম সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবার যত্ন লইবে। শ্রীনামগ্রহণে 'এক লক্ষ' বা একনিষ্ঠ হইবার উপদেশ আছে। "শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি" গ্রন্থখানি বারবার বিশেষ মনোনিবেশ-সহকারে পাঠ করিবে। ইহা হইতেই তোমার চিত্তের প্রশান্তি ও আনন্দ লাভ হইবে। শ্রীনামে তন্ময়তা লাভ করিতে পারিলেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি জানিবে। "নিঃশ্বাসে ন হি বিশ্বাসঃ"—সময় ত' চলিয়া যাইতেছে; এই সময়ের যথার্থ সদ্ব্যবহার প্রয়োজন। তোমার সম্পূর্ণ শরণাগতি বা আত্মসমর্পণ হয় নাই, ইহা কে বলিল? সাধক-সাধিকার অজ্ঞাতসারেই ঐ অধিকার আসে ও সাধন-সম্পত্তির পরিমাপ করা তাহাদের ক্ষমতার বাহিরে

শ্রীনামে তন্ময়তা সর্ব্বার্থসিদ্ধির লক্ষণ

চলিয়া যায়। শ্রীভগবান্ অন্তর্যামিসূত্রে তাঁহার ভক্তের যাবতীয় দোষ-ত্রুটী সংশোধন করিয়া দেন এবং কামনা-বাসনা, লোভ-মোহ সকলই কৃপাপূর্ব্বক বিদূরিত করেন। এজন্য ধৈর্য্যহারা হইলে চলিবে না; উৎসাহ, অধ্যাবসায়, সহনশীলতা প্রচুরপরিমাণে না থাকিলে ফললাভে বিলম্ব ঘটে।

শাস্ত্রীয় উপদেশানুসারে জীবন গঠিত হইলে ভগবানের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি

শ্রীভগবান্ শাস্ত্রে যে উপদেশ-নির্দ্দেশ রাখিয়াছেন, তাহাই নিজেদের জীবনে সাধ্যানুসারে পালন করিলে এবং তদনুযায়ী জীবন গঠিত হইলে তাঁহার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি হয়। তিনিই প্রেমাস্পদ ভগবান্, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই জগতের স্নেহ-মমতা, ভালবাসাবাসি। সেই প্রেমময় ভগবান্‌কে সকল সময়ে নিজের নিকটে রাখিতে পারিলেই তাঁহার সেবা-সৌভাগ্য মিলে। সারাদিন যে কাজ করা যায়, তাহা সেই পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইলেই তাহার সফলতা এবং মূল্যায়ন। উহা তোমার কৃষ্ণের সংসারের অন্তর্গত সেবা বলিয়া জানিবে। তোমার কর্ম্ম, তোমার স্বধর্ম্ম হইতে একটুও পৃথক্ নয়, ইহা মনে রাখিবে। ভগবৎসেবাপর জীবনই ভক্তের বৈশিষ্ট্য ও ভক্তত্ব। যতদিন পর্য্যন্ত দেহাধারে জীবাত্মা বসবাস করিবেন, ততদিন তাঁহাকে সময়মত আহার-বিশ্রামের বিষয়ে সাহায্য করিতে হইবে। যদিও জীবাত্মার ঐরূপ কোন ভোগ নাই, তথাপি স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উহার অনুষ্ঠান ও সংরক্ষণাদি প্রয়োজন। ভগবদ্ভক্তের আহার, বিহার, জীবনধারণ, নিদ্রা, বেশভূষা-রচনা সবই শ্রীহরিসেবার তাৎপর্য্যমূলক। তাঁহার ঐ অনুষ্ঠানে ভগবান্ সন্তুষ্ট এবং তজ্জন্যই ভক্তের জীবনধারণের আকাঙ্ক্ষা। যদি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা না হয়, তবে ভক্ত বাঁচিতেও চাহেন না। ভগবৎপ্রীতি কামনায়ই তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস-গ্রহণ এবং ইহাই তাঁহার জীবনের সফলতা।

ভগবৎপ্রীতি বিধানার্থই সাধকের জীবন ধারণ

স্বপ্ন প্রায়শঃই মিথ্যা ও অলীক। দর্শনশাস্ত্র তজ্জন্য 'স্বপ্নোপম', 'মায়োপম', 'অবিদ্যা', 'মায়া' শব্দাদি প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তের ক্ষেত্রে উহা বাস্তবসত্যে পরিণত হয়। তুমি খুব সৌভাগ্যবতী, তাই পরমপূজ্য শ্রীল রূপ-সনাতন-গোস্বামিপাদ ও তাঁহাদের ভজনস্থলী স্বপ্নেও দর্শনের সুযোগ পাইয়াছ। "স্বপ্নে শ্রীরাধাগোবিন্দ দেখে"—ইহাই ভজন-সম্পদ; এক্ষেত্রে স্বপ্ন মিথ্যা নহে, উহা বাস্তবে রূপায়িত। স্থূল-সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গণ যে বিষয়-গ্রহণপূর্ব্বক উহার অনুশীলন করে, তাহাই সাধারণতঃ স্বপ্নাকারে দেখা দেয়; কিন্তু ভক্ত সেবোন্মুখী সুকৃতির দ্বারা ভগবানের যে শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলাদির স্মরণ করেন, তাহা স্বপ্ন-সমাধিযোগে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। একটী অবাস্তব, অপরটী নিত্য সত্য ব্যাপার।

ভক্তের স্বপ্ন—সমাধি, ইহা নিত্য সত্য

প্রাকৃত জগতের মিলনকে লক্ষ্য করিয়াই কবি-সাহিত্যিকগণ বহু কবিতা সাহিত্য রচনা করিয়া থাকেন। **কিন্তু ভক্তের সহিত ভগবানের যে অপ্রাকৃত মিলন বা সংযোগ তাহা সাধারণের বোধগম্য বিষয় নহে। জীবের সহিত ভগবানের যে প্রত্যক্ষ**

সংযোগ, তাহাই তাহার পরিণয়। চেতনের সহিত পরম-চেতনের মিলনের যে জ্ঞান তাহাই সম্বন্ধজ্ঞান; দর্শনশাস্ত্র এইভাবে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনরূপ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীগুরু ও ভগবানের নির্দ্দেশ উভয়ই এক তাৎপর্য্যপর। মূলকথা এই যে, **লৌকিকতা রক্ষা করিতে গেলে ভগবদ্ভজন হয় না; সাধক-সাধিকাগণ তজ্জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করিতে গিয়া "পাছে লোকে কিছু বলে" এই ব্যবহারিকতা দূরে বিসর্জ্জন করিয়াছেন।** মীরাবাই এই লোকাপেক্ষা রাখেন নাই; শ্রীল নারদ গোস্বামী বলিলেন,—**"পরিবদতু জনো যথাতথা বা, ননু মূখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ।"**—মূর্খ জগৎ যাহা বলে বলুক, আমি শ্রীনাম জপ করিতে করিতে অষ্টসাত্ত্বিক বিকারাদি লাভান্তে সর্ব্বদা ভূলুণ্ঠিত হইব। শ্রীনাম গ্রহণ-বিষয়ে ইহাই দৃঢ়নিষ্ঠা ও বজ্রকঠোর প্রতিজ্ঞা।

পরমচেতনের সহিত চেতনের মিলনই—সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানের তাৎপর্য্য

তুমি ক্রমশঃ নিষ্ঠার সহিত সকল অনুষ্ঠানের চেষ্টা কর। শ্রীভগবান্ তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করিবেন। সময়ানুবর্ত্তিতা ভক্তেরই বিশেষ সদ্‌গুণ; ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল রাখিয়া তাঁহারা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করেন ও শ্রীনাম অভ্যাস করেন। "অষ্টকালীয় যাম-সেবায়" ইহা বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। তুমি পূজা-অর্চ্চন ধীরে ধীরে শিক্ষা করিবে। কিছুদিন অভ্যাস করিলেই উহাতে পারঙ্গত হইবে।

সময়ানুবর্ত্তিতা সাধকের বিশেষ প্রয়োজন

শ্রীমঠে প্রায়ই যাইবার ও পাঠকীর্ত্তন শ্রবণের সুযোগ লইবে। উহাতে সাধনভজনে বিশেষ উপকার হইবে। গ্রন্থরূপী সাধুসঙ্গ অপেক্ষা প্রত্যক্ষ সাধুসঙ্গ সুদুর্ল্লভ, ও অধিক ফলপ্রদ। **তোমাদের ভুলিয়া গেলে আমার রক্ষা নাই, তাহা হইলে শ্রীভগবানের নিকট আমাকে জবাবদিহি করিতে হইবে। এ দায়িত্ব যখন আমাতে বর্ত্তিয়াছে, তখন সাধ্যানুসারে আমি উহা পালনের চেষ্টা করিয়া যাইব।** আমার বহু কাজের মধ্যে পত্রলিখাও বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া আমি মনে করি। তোমার শ্রীভগবান্ আছেন, তোমার শ্রীগুরুবৈষ্ণব আছেন। তুমি নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করিতেছ কেন?

গুরুপাদপদ্মের আশ্রিতগণ-প্রতি দায়িত্ব

সংসারের demand **তোমার স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সাধ্যানুসারে পূরণ করিবার চেষ্টা করিবে।** "নিজে বাঁচলে বাপের নাম"—**সুতরাং ভজন-সাধন বজায় রাখিয়া আত্মীয়-স্বজনদের যত্ন লইবে ও তাহাদের প্রতিপালন করিবে।** ভগবৎসেবার অনুকূলে ইহাদের আদরযত্ন ও ভরণপোষণের দায়িত্ব লইতে তুমি বাধ্য আছ। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ লইবে। ইতি—

ভজনসাধন রক্ষা করিয়াই স্বজনপালন কর্ত্তব্য

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- তোমার নিকটে থাকিয়া আমি প্রত্যহ আহারাদি করি, তুমি কেন দেখিতে পাও না? ভালরূপ বিচার করিলেই অন্তরে উপলব্ধি করিবে ও দর্শন পাইবে।
- তোমার ইহ-পরকালের দায়িত্বগ্রহণ বা ভারবহন করিতে আমি কাতর নহি, কিন্তু আমার স্নেহপূর্ণ উপদেশ-নির্দ্দেশ পালন করিবার জন্য যদি তুমি সচেষ্ট হও, তবেই আমি বিশেষ খুশী হইব।
- শ্রীনামে তন্ময়তা লাভ করিলে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি জানিবে।
- শ্রীভগবান্ শাস্ত্রে যে উপদেশ-নির্দ্দেশ রাখিয়াছেন, তাহাই নিজেদের জীবনে সাধ্যানুসারে পালন করিলে এবং তদনুযায়ী জীবন গঠিত হইলে তাঁহার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি হয়।
- যতদিন পর্য্যন্ত দেহাধারে জীবাত্মা বসবাস করিবেন, ততদিন তাঁহাকে সময়মত আহার-বিশ্রামের বিষয়ে সাহায্য করিতে হইবে।
- জীবের সহিত ভগবানের যে প্রত্যক্ষ সংযোগ, তাহাই তাহার পরিণয়।
- সময়ানুবর্ত্তিতা ভক্তেরই বিশেষ সদ্‌গুণ; ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল রাখিয়া তাঁহারা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করেন ও শ্রীনাম অভ্যাস করেন। "অষ্টকালীয় যাম-সেবায়" ইহা বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে।
- তোমাদের ভুলিয়া গেলে আমার রক্ষা নাই, তাহা হইলে শ্রীভগবানের নিকট আমাকে জবাবদিহি করিতে হইবে। এ দায়িত্ব যখন আমাতে বর্ত্তিয়াছে, তখন সাধ্যানুসারে আমি উহা পালনের চেষ্টা করিয়া যাইব।
- তোমার শ্রীভগবান্ আছেন, তোমার শ্রীগুরুবৈষ্ণব আছেন। তুমি নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করিতেছ কেন?
- "নিজে বাঁচলে বাপের নাম"—সুতরাং ভজন-সাধন বজায় রাখিয়া আত্মীয় স্বজনদের যত্ন লইবে ও তাহাদের প্রতিপালন করিবে।

তোমাদের ভুলিয়া গেলে আমার রক্ষা নাই, তাহা হইলে শ্রীভগবানের নিকট আমাকে জবাবদিহি করিতে হইবে। এ দায়িত্ব যখন আমাতে বর্ত্তিয়াছে, তখন সাধ্যানুসারে আমি উহা পালনের চেষ্টা করিয়া যাইব।

পত্র—১২

বিষয়—❀ 'সময় নাই' ভাবিয়াই সাধন-ভজনে সদা উদ্যম; ❀ সেবাধর্ম্মে বিশ্রাম নাই; ❀ সমালোচনা-ক্ষেত্রেই ভগবৎপ্রচারের সুযোগ; ❀ যত অদর্শন-কষ্ট, তত দর্শন-সুখ; ❀ ভুল-ত্রুটী ও সংশোধন পাশাপাশি; ❀ কৃষ্ণধনের কাছে সব ধনই তুচ্ছ; ❀ প্রতিকূলের অনুকূলতা কেবল হরির প্রসন্নতায়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Shri Radheshyam Basak
Ukilpara, PO-Royganj
(W. Dinajpur) N. Bengal
৭/৯/১৯৭৫

স্নেহাস্পদাসু—

মা----! তোমাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া সেদিন নির্ব্বিঘ্নে মঙ্গলমত মালদহে পৌঁছিয়াছিলাম। ত্র্যহস্পর্শ ও অশ্লেষায় যাত্রা থাকিলেও তোমাদের শুভেচ্ছায় যাত্রা শুভ ও সফল হইয়াছে।

মাত্র ৩ দিন মালদহে ছিলাম—এইরূপই Programme ছিল। কারণ সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। "গোণা দিন ফুরাইয়া গেল"—ইহা ভাবিবার সময় না হইলেও দুরন্ত কৃতান্ত ও শমনদমন শ্রীভগবানের সতর্কবাণী—হুঁসিয়ারী মাঝে মাঝ আমাদের কর্ণে Alarm Signal এর মত বাজিয়া যায়। সেই কর্ণবিদারী সাবধান-বাণী হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া এক অব্যক্ত জ্বালাময়ী চেতনার সৃষ্টি করে। **"উঠরে উঠরে ভাই, আর ত' সময় নাই।।"**—এই বাক্য সব সময়ে যেন চেতন-কর্ণে ঝঙ্কৃত হয়। তখন **লৌকিক-ব্যবহারিক দুনিয়ার কল-কোলাহল স্তব্ধ করিয়া পরমার্থ-পথে অগ্রসর হইবার উদাত্ত আহ্বান চিত্ত-প্রাঙ্গনে সাড়া দেয়। সুতরাং সকল লৌকিক কর্ত্তব্য-দায়িত্ব ছাড়িয়া তখন নববন- ব্রজবনের পথে পাড়ি দিতে হয়।**

'সময় নাই' ভাবিয়া সাধন-ভজনে সদা উদ্যম

শরীর বিশেষ ভাল নয়। ঔষধ খাইতেছি, ডাঃ দুই/আড়াই মাসের জন্য complete rest এর পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু বিশ্রাম আমাদের জীবনে আছে সেবাধর্ম্মে কিনা বলিতে পারি না; আর সেবাধর্ম্মে বিশ্রাম আদৌ হয় কিনা, তাহা বিশ্রাম নাই ভাবিবার বিষয়। সেবা নিত্যা প্রগতিশীলা হওয়ায় উহাতে কখনই বিরাম বা বিরতি থাকিতে পারে না। উহা নিত্য বর্ত্তমান কালের অন্তর্গত ব্যপার।

বাড়ীর অনেকেই পক্ষকালের মত কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে ঘুরিয়া আসিলেন, কিন্তু কেবল সমালোচনার ভয়ে তোমার কোন আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী

যাইতে অনিচ্ছা, তাহা জানিলাম। লোকে সমালোচনা করিলে বিচার-যুক্তিদ্বারা স্বমত-স্থাপনে সাহায্য হয় ও পারমার্থিক ক্ষেত্রে প্রচারের বিশেষ সুবিধা ও সুযোগ উপস্থিত হয়। সৎসমালোচনা আদরণীয়া, তুমি কি তাহা পছন্দ কর না? এ-জগৎ সমালোচনা ও শিক্ষার ক্ষেত্র। তজ্জন্যই কবি গাহিয়াছেন—"এমনি করে হৃদয়ে আমার তীব্র দাহন জ্বালো।" দুনিয়ায় নিরিবিলি জীবনযাপন করা অসম্ভব; বোবারও শত্রু আছে, প্রমাণিত হইয়াছে।

সমালোচনা-ক্ষেত্রেই ভগবৎপ্রচারের সুযোগ

বহুদিন আমাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় না, তজ্জন্য উদ্বিগ্ন হইয়াছ ও আশাপথে চাহিয়া আছ, বুঝিলাম। আমাদের স্নেহ করিবার কেহ কেহ এ জগতে এখনও বর্ত্তমান। সকল সময়ে অমৃত আস্বাদন করিলে বিষের ক্রিয়া সম্যক্ উপলব্ধির বিষয় হয় না। তজ্জন্য অদর্শনরূপ গরলে চিত্ত জারিত হইলে দর্শনরূপ অমৃতাস্বাদনের আকুলতা-ব্যাকুলতা ও আগ্রহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বিচ্ছেদ বা বিরহ মিলনকে তরান্বিত করে। রোগভোগের পর আরোগ্য-লাভের আকাঙ্ক্ষা ও স্বাস্থ্য-পুনরুদ্ধারের যত্ন দেখা যায়। অতএব অদর্শন বা বিচ্ছেদই দর্শন ও মিলনের একমাত্র যোগসূত্র—ইহাই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত। যেখানে বৃদ্ধি, সেখানেই ক্ষয়; যেখানেই উত্থান, সেখানেই পতন; যেখানে জীবন, সেখানেই মরণ; যেখানেই সংযোগ, সেখানেই বিয়োগ পাশাপাশি অবস্থান করিতেছে এবং ইহারা একে অপরের পরিপূরক হিসাবেই কার্য্য করিতেছে। Positive ও Negative দুইটী লইয়াই তত্ত্বদর্শন।

যত অদর্শন-কষ্ট, তত দর্শন-সুখ

ভুলত্রুটী লইয়াই মানুষের জীবন। কিন্তু উহা সংশোধনের উপায় বা ব্যবস্থা আছে বলিয়াই মানুষের রক্ষা। কষ্ট দেওয়া ও কষ্ট পাওয়া—দুই এক কথা নয়। কে কাহাকে কষ্ট দেয় এবং কেনই বা মানুষ কষ্ট পায়, ইহার মধ্যে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত আছে। মানুষের কর্ম্ম-কর্ম্মফল আছে। cause-effect theory আলোচনা করিলে এসম্বন্ধে সুষ্ঠু ধারণা জন্মে। ভুল-ভ্রান্তি, দোষ-ত্রুটী যাহা হইবার হইয়াছে, আর যাহাতে না হয়, সেজন্য সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারিলেই উহার পুনরাবৃত্তি হয় না।

ভুল-ত্রুটী ও সংশোধন পাশাপাশি

যাহারা পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের ভজন করেন না—আত্মকল্যাণ চিন্তা করেন না, তাহারাই গরীব, দীন ও কৃপণ। তোমরা গরীব হইবে কেন? তোমরা কৃষ্ণধনে ধনী হইবার যত্ন কর, পার্থিব সকল ধনই তুচ্ছ বলিয়া বুঝিতে পারিবে। তুমি নিজকে 'অপদার্থ' বলিয়া হীনমন্য-ভাব প্রকাশ করিয়াছ কেন? গুরুবৈষ্ণবসেবার সাক্ষাৎ অধিকার লাভ কবে কখন হইবে, তাহা তুমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। 'আমার সময় খুব সংক্ষিপ্ত'—এ চিন্তা যাহার আসিয়াছে, তাহার নিশ্চয়ই মঙ্গলের সূচনা হইয়াছে। অন্তর্যামী হৃদয় বুঝিয়া সময়ানুসারে সকল ব্যবস্থা করিবেন, এ বিশ্বাস রাখিবে।

কৃষ্ণধনের কাছে সব ধনই তুচ্ছ

সকল দুঃখ-কষ্ট-মানসিক অশান্তির মধ্যে ধৈর্য্য ধারণের চেষ্টা করিবে। সকল বিষয়ে দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা থাকিলে যাবতীয় বিপদাপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।

প্রতিকূলের অনুকূলতা কেবল হরির প্রসন্নতায়

তোমার নিজস্ব খোঁটার জোরে সকল জটিলতার সমাধান খুঁজিয়া পাইবে। শ্রীভগবান্ সুপ্রসন্ন হইলে সকল সমস্যার সমাধান অবশ্যই হইবে। যাবতীয় প্রতিকূল পরিবেশ অনুকূলভাবে তোমার সাহায্য, সহানুভূতি ও সহযোগিতায় অগ্রসর হইবে; ইহাই আমার সুচিন্তিত অভিমত। "**অরির্মিত্রং বিষং পথ্যং অধর্ম্মং ধর্ম্মমুচ্যতে। সুপ্রসন্নে হৃষীকেশে বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ।।**"—শ্লোক বিশেষভাবে আলোচনা করিবে। ইহাতেই ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি লাভ করিবে।

তোমাদের জন্য শরীরের যত্ন লইতে হইতেছে। ঔষধ খাইতেছি। স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- 'উঠরে উঠরে ভাই, আর ত' সময় নাই'—এই বাক্য সব সময় যেন চেতন-কর্ণে ঝঙ্কৃত হয়।
- সেবা নিত্যা প্রগতিশীলা হওয়ায় উহাতে কখনই বিরাম বা বিরতি থাকিতে পারে না।
- লোকে সমালোচনা করিলে বিচার-যুক্তিদ্বারা স্বমত-স্থাপনে সাহায্য হয় ও পারমার্থিক ক্ষেত্রে প্রচারের বিশেষ সুবিধা ও সুযোগ উপস্থিত হয়।
- দুনিয়ায় নিরিবিলি জীবনযাপন করা অসম্ভব; বোবারও শত্রু আছে, প্রমাণিত হইয়াছে।
- অদর্শন-রূপ গরলে চিত্ত জারিত হইলে দর্শন-রূপ অমৃতাস্বাদনের আকুলতা-ব্যাকুলতা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।
- ভুল-ত্রুটী লইয়াই মানুষের জীবন। কিন্তু উহা সংশোধনের উপায় বা ব্যবস্থা আছে বলিয়াই মানুষের রক্ষা।
- তোমরা কৃষ্ণধনে ধনী হইবার যত্ন কর, পার্থিব সকল ধনই তুচ্ছ বলিয়া বুঝিতে পারিবে।
- শ্রীভগবান্ সুপ্রসন্ন হইলে সকল সমস্যার সমাধান অবশ্যই হইবে।
- তোমাদের জন্য শরীরের যত্ন লইতে হইতেছে।

বিষয়—❀ ভগবানের অন্তরঙ্গ প্রেষ্ঠ ভক্তই সদ্‌গুরু; ❀ আত্মকল্যাণের চেষ্টা ঐকান্তিক হইলেই তাহা ফলপ্রদ; ❀ সাধকের নিকট গুরুতত্ত্বের গুরুত্ব; ❀ শব্দসামান্য হইতে শব্দব্রহ্মের বৈশিষ্ট্য; ❀ জ্যোতি—পরতত্ত্ব নহে; কেবল ভগবানেরই নহে, ভক্তেরও দিব্য জ্যোতির্ম্ময়ত্ব; ❀ স্বপ্ন অলীক হইলেও বিশেষ ক্ষেত্রে তাহা বাস্তব; ❀ শ্রীকৃষ্ণই পরাৎপরতত্ত্ব, তিনিই মধুররসে ভজনীয় বস্তু; ❀ আত্মসমর্পণ প্রথমে লৌকিক, সাধনক্রমে পরে তাহা ঐকান্তিক; ❀ সংসারের সকল কাজের মধ্যেও হরিভজন নিয়মপূর্ব্বকই করণীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীহরিগোপাল চৌধুরী
স্কুলরোড, পোঃ রায়গঞ্জ
দক্ষিণদিনাজপুর,
৮/৯/১৯৭৫

স্নেহাস্পদাসু,

মা-----! প্রায় ২ মাস পূর্ব্বে তোমার বিস্তারিত পত্র পাইয়াছি। আশা করি ভগবৎ কৃপায় কুশলে আছ। আমার পত্রোত্তর বিলম্ব হইলেও তোমরা পত্রাদি দিতে ভুলিবে না। * *

তুমি সত্যই লিখিয়াছ—অপ্রাকৃত তত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার ভাষা সাধারণ বদ্ধজীবের নাই। সেই অসমোর্দ্ধতত্ত্ব সত্যই অতুলনীয়। **"মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো, মদগুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ"**—ইহাই পরতত্ত্বের সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ। আশ্রিত ও অনুগতজনের জন্য বিশ্বকল্যাণের নিমিত্ত পরদুঃখদুঃখী সংসার-কারাগারের পরমবান্ধব শ্রীসদ্‌গুরু সকলপ্রকার কষ্ট সহ্য করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন। **"জীবের দুঃখ লই মুঞি করি নরকভোগ। স্বচরণামৃত দিয়া প্রভো, ঘুচাও এদের ভবরোগ।।"**—ইহাই কৃপাম্বুধি সাধু-সজ্জন-মহাজনগণের ভক্ত বা আশ্রিত-বাৎসল্য। জীবকল্যাণের নিমিত্ত তাঁহারা সকল দুঃখ-কষ্ট সহিতে প্রস্তুত। শ্রীভগবান্‌ও সদ্‌গুরুকে তাঁহার নিজজন বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, তিনিই তাঁহার অন্তরঙ্গ প্রেষ্ঠজন। তাঁহার কৃপাসিক্ত ভক্তই সদ্‌গুরুরূপে জগতে পরিচিত। **"কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে"—বাক্যানুসারে ভক্তেরও ভগবানের ন্যায় আচার-ব্যবহার, ভাবা-ভাষা, প্রতিভা সবকিছু লাভ হইয়া থাকে।**

ভগবানের অন্তরঙ্গ প্রেষ্ঠ ভক্তই সদ্‌গুরু

জীবনে তোমার চরম আঘাত প্রাপ্তির মধ্যেও যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিবার আছে। **আত্মকল্যাণ-চেষ্টায় পাগলের ন্যায় হন্যে হইয়া খুঁজিতে পারিলে ও কাঁদিতে পারিলেই চরম কল্যাণলাভের দ্বার উন্মুক্ত হয়, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।** শ্রীভগবানই গুরুরূপে বাস্তবপথ নির্দ্দেশ করেন, তিনিই অন্তর্যামি-সূত্রে সাধক-সাধিকার হৃদয়ে প্রেরণা দান করেন। এইভাবে সদ্‌গুরু লাভ হয় ও তাঁহার আশ্রয়ে বাস্তব গন্তব্যস্থানের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহার অযাচিত মঙ্গলকর করস্পর্শে দিব্যরত্ন স্পর্শমণি-স্বরূপ দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ হয়। দিব্যজ্ঞান-প্রাপ্তিতে সাধন-মার্গের সোপানে আরোহণ ও ক্রমশঃ উন্নতাবস্থায় উপনীত হইতে পারা যায়। সাধক-সাধিকার যথাসর্ব্বস্ব ও একমাত্র অবলম্বনই সেই শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত সদ্‌গুরুদেব, যাঁহাকে বাদ দিলে সাধন-ভজন বিফলতায় পর্য্যবসিত হয়। তজ্জন্যই ভাগবত বলেন,—'দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মে নরতনু ভজনের মূল এবং পটুতর নৌকা। সদ্‌গুরুই ইহার কর্ণধার এবং ভগবৎকৃপারূপ অনুকূল বায়ুর দ্বারা ইহা সুপরিচালিত।'

আত্মকল্যাণের চেষ্টা ঐকান্তিক হইলেই তাহা ফলপ্রদ

সুতরাং **"আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ"**—বাক্যে আশ্রিত-অনাশ্রিতের অধিকার ও ফল-বৈপরীত্য বিচার করিয়াছেন। অতএব সাধনমার্গের সিঁড়ি বা অবলম্বন—পরম সত্যস্বরূপ সদ্‌গুরু, যাঁহার সাহায্য ব্যতীত ভজনপিপাসু জনগণের একপদও চলিবার উপায় নাই। **এককথায় গুরুতত্ত্বই সাধক- সাধিকার ভজন-সাধন, পূজার্চ্চন ও জীবনসর্ব্বস্ব, বাস্তবপথ-নির্দ্দেশক, রক্ষাকর্ত্তা ও পরম-বান্ধব।**

সাধকের নিকট গুরুতত্ত্বের গুরুত্ব

শব্দশাস্ত্র অনন্ত পারাবার-বিহীন, তাহা অধিকার করা সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। শব্দ—শব্দসামান্য ও শব্দব্রহ্ম—এই দুইভাগে বিভক্ত। যাহারা অনিত্য বিষয়ে আসক্ত, তাহারা শব্দসামান্যের অভ্যাস করেন, আর তত্ত্বদর্শীগণ শব্দব্রহ্মেরই আরাধনা করিয়া থাকেন। প্রত্যেকটী শব্দই অজ্ঞরূঢ়ী ও বিজ্ঞরূঢ়ী-বৃত্তিতে ব্যাখ্যাত হয়। শব্দের গৌণ ও মুখ্য ভেদে লক্ষণা ও অভিধা-বৃত্তি আছে। শব্দসামান্য প্রাকৃত-জগতের বায়ু- বিলোড়নে সৃষ্ট হয় এবং জড়া প্রকৃতিতেই লীন হয়; আর শব্দব্রহ্ম—বৈকুণ্ঠ-বাণী—Absolute sound; চিৎজগৎ হইতে মরজগতে অবতীর্ণ হইয়া কার্য্য সমাধা করিয়া পুনরায় প্রত্যাহৃত হন। যেরূপ শ্রীভগবানের অবতার বা অবতরণ বা আবির্ভাব, তদ্রূপ শব্দব্রহ্মেরও আবির্ভাব ঘটে।

শব্দসামান্য হইতে শব্দব্রহ্মের বৈশিষ্ট্য

পূর্ব্বেই জানাইয়াছি—ভগবদ্ভক্তে শ্রীভগবানের গুণের আবেশ হয়। ভক্ত সারূপ্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি অনায়াসে লাভ করেন, কিন্তু কখনই সাযুজ্য চাহেন না, যাহা আত্মবৃত্তির হানিকারক, Suicidal policy। শ্রীভগবান্ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষোত্তম-তত্ত্ব; ভক্তেরও

সাধন-ভজনে উদ্ভাসিত দিব্যজ্যোতির্ম্ময় কান্তি-লাভ হয়। কেবল জ্যোতির কথা আলোচনা নিরর্থক, কারণ ইহা তত্ত্ববস্তুর অসম্যক্ প্রতীতি, incomplete aspect মাত্র। তত্ত্ববস্তুর অসম্যক্ দর্শনকে 'ব্রহ্ম' বলে, আংশিক দর্শনকে 'পরমাত্মা' বলে এবং পূর্ণপ্রকাশকে 'ভগবান্'-শব্দে অভিহিত করা হয়। ইহা ক্রমান্বয়ে Positive, Comparative ও Superlative Degreeর পরিচায়ক। জ্যোতিকে যখনই স্বীকার করা হইল, তখনই কাঁহার জ্যোতি অর্থাৎ পূর্ণতত্ত্বের জিজ্ঞাসা উদিত হয়। বেদে-উপনিষদে তাহাই বিবৃত হইয়াছে—**"জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরম্, দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরম্", "পরংব্রহ্ম নরাকৃতিঃ"।** সেই শ্রীভগবানই সর্ব্বশক্তিমান্ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী অখিলরসামৃত পরমভজনীয় পরতত্ত্ব বস্তু। অতএব তাঁহার ভক্তগণের জ্যোতি ও দিব্যদেহ ধারণাদি ব্যাপার নিত্য।

জ্যোতি—পরতত্ত্ব নহে; কেবল ভগবানেরই নহে, ভক্তেরও দিব্য জ্যোতির্ম্ময়ত্ব

দর্শনশাস্ত্রে অবাস্তব, অলীক, কল্পনা বুঝাইতে গিয়া 'স্বপ্ন' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 'স্বপ্নোপম' 'মায়োপম'-শব্দের দ্বারা দার্শনিকগণ মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। আবার জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি-শব্দের দ্বারা যোগশাস্ত্রের নিগূঢ়রহস্য, ধ্যান, ধারণা, সমাধির বিশ্লেষণ করিয়াছেন। স্বপ্ন সকলক্ষেত্রে অবাস্তব, অলীক, কল্পনা (অর্থ লক্ষ্য) করে না, ইহা কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বাস্তবে রূপায়িত হয় এবং তত্ত্ববস্তুর স্বরূপ প্রকাশ করে। উদাহরণ-স্থলে কোন সিদ্ধ মহাত্মার স্বপ্নদর্শন আলোচনা করা যাইতে পারে। তিনি বাস্তবদর্শী, অতএব স্বপ্নেও তিনি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমময় মূর্ত্তিরই দর্শন পাইয়া থাকেন।

স্বপ্ন অলীক হইলেও বিশেষ ক্ষেত্রে তাহা বাস্তব

ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, তাহাও অনেক সময় পূর্ব্বাহ্ণেই স্বপ্নরূপে দৃষ্ট হয়। ইহা ভগবান্ বা ভক্তের বিশেষ কৃপায় সম্ভব হয়। কোন ভক্তের আগমন-বার্ত্তা পূর্ব্বাহ্ণেই সূচিত হয় তদাশ্রিত জনগণের হৃদয়ে; স্বপ্নে দর্শনদানপূর্ব্বক উৎসাহপ্রদান ও ধৈর্য্যধারণ বিষয়ে উপদেশও অনেক সময়ে লাভ করা যায়। চোর চুরি করিতে আসিয়াছে, কোন ভক্ত দেখিয়া জাগরিত হইয়া দেখিলেন—সত্যই তাহারা গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু গৃহস্থ জাগরিত হওয়ায় তাহারা পলায়ন করিল। এরূপ অনেক ঘটনাই ঘটে, যাহার প্রকৃত ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু বুঝাইবার বা বুঝিবার লোক নাই। আমাদের দৈনন্দিন কর্ম্মময় জীবনে এইরূপ বহু উদাহরণ আছে, যাহার ব্যাখ্যা আমরা অনুসন্ধান করি না বা দেখিয়াও যাচাই করিবার অবসর পাই না বা আগ্রহ দেখাই না। কিন্তু সামান্য উদাহরণ হইতেও বিশেষ শিক্ষা লাভ করিতে পারি। দৈন্যন্দিন জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে আমরা যাহা আচরণ করি, অভ্যাস করি, চিন্তাভাবনা করি, তাহাই সাধারণতঃ স্বপ্নরূপে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু এমন অনেক স্বপ্ন আছে, যাহা কখনও চিন্তা করি নাই। তাহা এ জীবনে না হইলেও পূর্ব্বজন্মে কখনও হইয়া

থাকিবে—ইহাই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত। স্বপ্নে জীবন-প্রগতির কর্ম্মময় পদ্ধতির Filmy Relay করা হয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মাধারে যাহা গ্রহণ করা হয়, তাহারই Reproductionকে স্বপ্ন কহে।

সর্ব্বশক্তিমান্ সেই পরতত্ত্ব নিখিল রসের আধার। তিনি পঞ্চরসের অধিদেবতা এবং বিভিন্ন ভক্তের অধিকারানুসারে আরাধিত হন। শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুরাদি পঞ্চরসে ভক্তগণ তাঁহার সেবা করেন। তিনি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর—পরমেশ্বর, নিখিল আধিকারিক দেবদেবীরও পরমোপাস্য দেবতা, পতিরও পতি—পরমপতি, জগতের মায়িক সকল শ্রেষ্ঠ বস্তুরই শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মায়িকবস্তু—ত্রিগুণযুক্ত, ক্ষয়িষ্ণু, ধ্বংসশীল, কিন্তু তিনি মায়াতীত, গুণাতীত, পরব্রহ্ম—Superlative Degreeরও Superlative অর্থাৎ পরাৎপর তত্ত্ব তিনি। তিনি—পরমপতি—বিশ্বপতি—প্রাণপতি—প্রাণেশ্বর। গোপীগণ তাঁহাকেই স্বামীত্বে বরণ করিয়া জগতে উন্নতোজ্জ্বল রসের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের সংসার ছিল—থাকিলেও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকেই প্রাণপতি বলিয়া জানিতেন। অনূঢ়া ব্রজবালাগণ সেই পরতত্ত্বকে পতিরূপে পাইবার জন্য কাত্যায়নীর পূজার্চ্চনা করিয়া প্রার্থনা জানাইলেন—**"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি। নন্দগোপ-সুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ।।"** তুমি ভাগ্যবতী, ব্রজবধূগণের আনুগত্যে সেই পরতত্ত্বকে মধুররসে ভজনের ইঙ্গিত পাইয়াছ। ইহা কম তপস্যার ফল নহে। অন্য কাহারও নিকট এই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত কখনও উদ্ঘাটিত করিবে না। তাহাতে তোমার কল্যাণ ব্যাহত হইবে এবং সকলে তোমাকে ভুল বুঝিতে পারে। কারণ সাধারণ সাধিকার এসকল বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকায় সমালোচনা বা ভুল বুঝাবুঝির ক্ষেত্র বা অবসর থাকিয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণই পরাৎপরতত্ত্ব, তিনিই মধুররসে ভজনীয় বস্তু

তোমার নিষ্ঠা ও সাধনার উত্তরোত্তর আগ্রহ বৃদ্ধি হউক—মঙ্গলময়ের নিকট ইহাই প্রার্থনা করি। আত্মসমর্পণ প্রথমে লৌকিকী, পরে final full surrender আসিয়া থাকে। সাধনমার্গে চলিতে চলিতে সাধক-সাধিকা ইহা অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারেন। শরণাগতিরই অপর নাম আত্মসমর্পণ। উহা ষড়্বিধা; Positive ও Negative ভেদে দ্বিবিধা। দুঃসঙ্গ বর্জ্জননীতি ও সৎসঙ্গগ্রহণনীতি যুগপৎ স্বীকার করিতে হয়। **"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্"**—ইহাই ভাগবতীয় আদর্শ। প্রতিকূল-বর্জ্জন ও অনুকূলগ্রহণ—ইহাই গৌণ ও মুখ্যভেদে নিখিল শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে।

আত্মসমর্পণ প্রথমে লৌকিক, সাধনক্রমে পরে তাহা ঐকান্তিক

শ্রীনাম সংখ্যা-নির্ব্বন্ধে জপ করিবার চেষ্টা করিবে। সকল কাজের মধ্যে থাকিয়াই শ্রীনাম অভ্যাস করিতে হইবে। "যিনি রান্না করেন, তিনি কি চুল বাঁধেন

না?"—এই নীতি বিচার করিয়া চলিবে। জীবনে প্রতিটি কর্ম্মই একে অপরের পরিপূরক, সুতরাং কাহাকেও বাদ দিয়া চলিবার উপায় নাই। সন্ধ্যা, উপাসনা, বিশ্রাম, দৌড়ঝাপ সবই প্রয়োজন আছে। তাহার মধ্যেই Routine করিয়া চলিতে হইবে। Routined lifeই মনুষ্যজীবন—সাধক-সাধিকার বাঞ্ছিত আদর্শ। ইহার মধ্যে টিউশনী করিতে হইবে এবং শ্রীনামও নিয়মিতভাবে লইতে হইবে। নিয়মানুবর্ত্তিতা না থাকিলে মঙ্গল কোথায়? নিয়মের মধ্যে থাকিয়াই শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি করিতে হইবে। সময় সকলেরই সংক্ষেপ। তাহা বুঝিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। শিক্ষা Brush up করা হয়—মঠে গেলে—হরিকথা শ্রবণ করিলে। আসলে মন বসিলে নকল আপনিই ছাড়িয়া যাইবে। জড়বিষয়ের দরজা বন্ধ হইয়া গেলে সচ্চিদানন্দানুভূতি বা প্রেমানন্দ লাভ হয়। তোমার সকল দায়িত্ব আমার। নিশ্চিন্তে হরিভজন কর, সবই সম্ভব হইবে।—ইতি

সংসারের সকল কাজের মধ্যেও হরিভজন নিয়মপূর্ব্বকই করণীয়

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- শ্রীভগবান্ সদগুরুকে নিজজন বলিয়াই মানিয়া লইয়াছেন, তিনিই তাঁহার অন্তরঙ্গ প্রেষ্ঠজন; তাঁহার কৃপাসিক্ত ভক্তই সদ্‌গুরুরূপে জগতে পরিচিত।
- "কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে"—বাক্যানুসারে ভক্তেরও ভগবানের ন্যায় আচার-ব্যবহার, ভাবা-ভাষা, প্রতিভা সবকিছু লাভ হইয়া থাকে।
- আত্মকল্যাণ-চেষ্টায় পাগলের ন্যায় হন্যে হইয়া খুঁজিতে পারিলে ও কাঁদিতে পারিলেই চরম কল্যাণলাভের দ্বার উন্মুক্ত হয়।
- এককথায় গুরুতত্ত্বই সাধক-সাধিকার ভজন-সাধন, পূজার্চ্চন ও জীবনসর্ব্বস্ব, বাস্তবপথ-নির্দ্দেশক, রক্ষাকর্ত্তা ও পরম-বান্ধব।
- শব্দব্রহ্ম—বৈকুণ্ঠ-বাণী—Absolute sound; চিৎজগৎ হইতে মরজগতে অবতীর্ণ হইয়া কার্য্য সমাধা করিয়া পুনরায় প্রত্যাহৃত হন। যেরূপ শ্রীভগবানের অবতার বা অবতরণ বা আবির্ভাব, তদ্রূপ শব্দব্রহ্মেরও আবির্ভাব ঘটে।
- কেবল জ্যোতির কথা আলোচনা নিরর্থক, কারণ ইহা তত্ত্ববস্তুর অসম্যক্ প্রতীতি, incomplete aspect মাত্র।
- পরব্রহ্ম—Superlative Degreeরও Superlative অর্থাৎ পরাৎপর তত্ত্ব তিনি। তিনি—পরমপতি—বিশ্বপতি—প্রাণপতি—প্রাণেশ্বর। গোপীগণ

তাঁহাকেই স্বামীত্বে বরণ করিয়া জগতে উন্নতোজ্জ্বল রসের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন।

আসলে মন বসিলে নকল আপনিই ছাড়িয়া যাইবে। জড়বিষয়ের দরজা বন্ধ হইয়া গেলে সচ্চিদানন্দানুভূতি বা প্রেমানন্দ লাভ হয়।

তোমার সকল দায়িত্ব আমার। নিশ্চিন্তে হরিভজন কর, সবই সম্ভব হইবে।

বিষয়— ❀ প্রাকৃত সহজিয়া-নিকট হরিকথা, রসকীর্ত্তনাদি-শ্রবণ অনুচিত; ❀ ভগবৎপ্রসঙ্গ-শূন্য গ্রন্থ অপাঠ্য; ❀ ভোগী বা ত্যাগী নহে, শ্রীগুরুপাদত্রাণ-বাহী হওয়াই আমাদের লক্ষ্য; ❀ জড়-ভোগাসক্তি সীমিত করা অতীব প্রয়োজন; ❀ নিরীশ্বর জগতের সত্য বা মিথ্যা, উভয়ই নিরর্থক; ❀ পথপ্রদর্শক-রূপে শ্রীগুরু-ভগবান্ সর্ব্বদা চিন্তনীয়; ❀ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ-নবদ্বীপ; নদীয়া
২৮/৯/১৯৭৫

স্নেহাস্পদাসু—

মা----! রায়গঞ্জ হইতে তোমাকে পত্র দিয়াছি। আশা করি উহা পাইয়াছ। সময়-সুযোগমত পত্রাদি দিবে। শরীরের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। কখনও অনিয়ম করিবে না। সময়মত আহার বিশ্রামাদি করিবে। শরীর সুস্থ না থাকিলে কিরূপে সাধন-ভজন করিবে? তজ্জন্য শরীরের যত্ন লওয়া উচিত।

প্রাকৃত সহজিয়া-নিকট হরিকথা, রসকীর্ত্তনাদি-শ্রবণ অনুচিত

প্রাকৃত-সহজিয়া ও জাতি-গোস্বামী ব্যবসায়ি-পাঠক বা কথকের পাঠ বা ব্যাখ্যা শ্রবণের দরকার নাই। তাহাতে অনেক সময়ে ভুল শিক্ষা হইয়া যাইবে। শাস্ত্রেও উহা নিষেধ আছে—"**অবৈষ্ণব-উপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ**", "**অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্। শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥**" অর্থাৎ অবৈষ্ণব-উপদিষ্ট নাম-মন্ত্র ও হরিকথা কখনই শ্রবণ করা উচিত নয়, কেননা উহা সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধের ন্যায় বিষক্রিয়া করায় পরিবর্জ্জনীয়। সুতরাং এখানে-ওখানে ঐরূপ রসকীর্ত্তন ও রাসাদিক লীলা-ব্যাখ্যা শুনিতে যাইবে না। উহাতে অখিল রসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীরাধা-গোবিন্দকে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা বলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনা আছে। **অপ্রাকৃতে**

প্রাকৃত-বুদ্ধির আরোপ করা দার্শনিক জগতে মহাপরাধ ও আত্মার অধোগতিকারক। সাধক-সাধিকাকে এ-বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকা উচিত।

ভগবচ্চিন্তা বাদ দিয়া কোনরূপ অনুষ্ঠানকেও বহুমানন করা উচিত নয়। যে-গ্রন্থের মধ্যে ভগবানের কোন কথাই নাই, তাহা অপাঠ্য জানিয়া পরিত্যাগ করা উচিত। এ-বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ,—"**যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে। ন শ্রোতব্যং ন মন্তব্যং ব্রহ্মা যদি স্বয়ং বদেৎ।।**" অবসর পাইলে মহাজন পদাবলী হইতে কীর্ত্তন মুখস্থ করিয়া গুনগুন-স্বরে কীর্ত্তন করিবে ও স্তব-স্তোত্রাদি আবৃত্তি করিবে। শ্রীগুরু-বন্দনা এবং অন্যান্য দৈন্য-বিজ্ঞপ্তিমূলক, শ্রীনাম-মহিমা-সূচক কীর্ত্তনাদি বিশেষ যত্নের সহিত অনুশীলন ও অভ্যাস করিবে। মোটের উপর, অভ্যাসযোগ যথাযথ রক্ষা করিয়া চলিবে।

ভগবৎপ্রসঙ্গ-শূন্য গ্রন্থ অপাঠ্য

যথালাভে সন্তুষ্ট থাকা—ইহা একটী বিশেষ সদ্‌গুণ। এস্থলে যুক্তাহার, যুক্তবিহারের উপদেশ করিয়াছেন। অল্প ও অধিক হইলে অনেক সময়ে পরমার্থ হইতে দূরে চলিয়া যাইতে হয়। শাস্ত্র আমাদিগকে ভোগী বা ত্যাগী হইতে শিক্ষা দেন নাই। আমরা শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ করিয়া গুরু-বৈষ্ণবগণের পাদত্রাণবাহী হইব—ইহাই শ্রেষ্ঠ অভিলাষ ও আকাঙ্ক্ষা। উপনিষদের বাণী—"**নাল্পে সুখমস্তি**" বাক্যে প্রাকৃত কামনা-বাসনা নিষেধ করিয়াছেন। "**ভূমৈব সুখম্**"—ইহাই Positive Side-এর কথা। শ্রীভগবান্—অসীম, অনন্ত, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, প্রেমঘনমূর্ত্তি। তাঁহার উপাসনাও অসীম ও অনন্ত। তাঁহার সেবকগণও আনন্ত্য-ধর্ম্মেই প্রতিষ্ঠিত। কারণ সেব্য, সেবক, সেবা—একই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত।

ভোগী বা ত্যাগী নহে, শ্রীগুরুপাদত্রাণ-বাহী হওয়াই আমাদের লক্ষ্য

সাধনার ক্ষেত্রে প্রাকৃত ভোগাসক্তি সীমিত করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। উহাতে স্বভাবতঃই মন নির্জ্জিত হয় এবং ভগবদ্ভাবে আকর্ষণ আসে। জীব যতদিন প্রাকৃত ভোগাসক্তি, জড় বিষয়াসক্তি ও ভৌতিকবাদে আবদ্ধ থাকে, ততদিন অপ্রাকৃত পরম ভজনীয় বস্তুতে তাহার প্রীতি বা আকর্ষণ আসিতে পারে না। তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত "**তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত**" শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। ভগবৎকথায় রতি-মতি না হওয়া পর্য্যন্ত বদ্ধজীব প্রাকৃত ভোগময় ভূমিকায় বিচরণ করিয়া থাকে। ততদিন সে কুকর্ম্মী, কুজ্ঞানী, কুযোগী হইয়া লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশার বহুমানন করে। ভালকে মন্দ জ্ঞান করে, আর অন্যায়কে ন্যায়রূপে আকড়াইয়া ধরে। শ্রীগুরু- বৈষ্ণবগণের কৃপা হইলে সদসৎ বিবেক ও বিবেচনা লাভ হয়।

জড়-ভোগাসক্তি সীমিত করা অতীব প্রয়োজন

প্রাকৃত জগতের সত্য বা মিথ্যা উভয়ই নিরর্থক। যেহেতু তাহা ভগবান্‌কে উদ্দেশ করে না। শ্রীভগবান্ বা ভক্ত যাহা সত্য-মিথ্যা রূপে নির্ণয় করিয়াছেন,

তাহাই যদি আমরা গ্রহণ করি, তবে আমাদের মঙ্গল। প্রাকৃত নীতি অপ্রাকৃত জগতে অচল। আবার অপ্রাকৃত জগৎ প্রাকৃতনীতি-বিবর্জ্জিত, তুরীয় অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

নিরীশ্বর জগতের সত্য বা মিথ্যা, উভয়ই নিরর্থক

জড়া প্রকৃতির অতীত হইতে না পারিলে আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ হইতে পারে না। **"মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে। মাম্ অনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যাৎ মৎপ্রভাবতঃ।।"**—ইহাতে অপ্রাকৃত নীতির শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপিত হইয়াছে। প্রাকৃতনীতি বর্জ্জন ও অপ্রাকৃত নীতি গ্রহণই—এই শ্লোকের তাৎপর্য্য। সুতরাং ধর্ম্মের জন্য—আত্মকল্যাণের জন্য—ভগবৎপ্রীতি-কামনায় মন্দ ভাল হইয়া যায়, আবার হৃষীকেশ অপ্রসন্ন হইলে বিপরীত ফল দেখিতে পাওয়া যায়। **"তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিত জগৎ"**—ইহাই তত্ত্বদর্শন বা সৎসিদ্ধান্ত।

সকল সময়ে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব তোমার রক্ষক উপদেষ্টারূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ইহা ভাবিতে পারিলেই মঙ্গল। যখনই তাঁহাদের আনুগত্য, আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইবে, তখনই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। শ্রীভগবান্—তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলাকথা বিস্মৃত হইয়াই শুদ্ধ চেতন জীবাত্মা অধোগতি বরণ করে। গুরু ও ভগবান্‌কে পথ-প্রদর্শকরূপে সর্ব্বক্ষণ দেখিতে পাইলে আর কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই। ভগবান্ ব্যতীত মায়িক দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ হইলেই জন্ম-মৃত্যু-ভয়াদি উপস্থিত হয়। ভগবদ্বিস্মৃতির ইহাই কুফল। পুনরায় সৎসঙ্গ-প্রভাবে সদ্‌গুরুর উপদেশ-নির্দ্দেশক্রমে ভজনে প্রবৃত্তি লাভ করিলে সেই অনাদি বহির্ম্মুখতা-রূপ ভ্রম সংশোধনের সুযোগ উপস্থিত হয়। **"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম—এইমাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই।।"**—ইহাই সংসার-ভয়-নাশন চরম মহৌষধি। "ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ" কোন বিদ্যাবিনোদ-কর্ত্তৃক রচিত নহে। উহা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসেরই রচিত অষ্টাদশ-পুরাণের অন্যতম। উহাতে তামসিক, রাজসিক, সাত্ত্বিক ভেদে বহু কথা আছে। প্রয়োজনীয় অংশই গ্রহণ করিতে হইবে, বাকী বর্জ্জনীয়। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। অধিক কি, ইতি—

পথপ্রদর্শক-রূপে শ্রীগুরু-ভগবান্ সর্ব্বদা চিন্তনীয়

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি সোম্য বামন

পত্রের চুম্বক

- প্রাকৃত-সহজিয়া ও জাতি-গোস্বামী ব্যবসায়ী-পাঠক বা কথকের পাঠ বা ব্যাখ্যা শ্রবণের দরকার নাই। তাহাতে অনেক সময়ে ভুল শিক্ষা হইয়া যাইবে।
- এখানে-ওখানে ঐরূপ রসকীর্ত্তন ও রাসাদিক লীলা-ব্যাখ্যা শুনিতে যাইবে না।

- অপ্রাকৃতে প্রাকৃত-বুদ্ধির আরোপ করা দার্শনিক জগতে মহাপরাধ ও আত্মার অধোগতিকারক।
- যে-গ্রন্থের মধ্যে ভগবানের কোন কথাই নাই, তাহা অপাঠ্য জানিয়া পরিত্যাগ করা উচিত।
- শাস্ত্র আমাদিগকে ভোগী বা ত্যাগী হইতে শিক্ষা দেন নাই। আমরা শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ করিয়া গুরু-বৈষ্ণবগণের পাদত্রাণবাহী হইব—ইহাই শ্রেষ্ঠ অভিলাষ ও আকাঙ্ক্ষা।
- জীব যতদিন প্রাকৃত ভোগাসক্তি, জড় বিষয়াসক্তি ও ভৌতিকবাদে আবদ্ধ থাকে, ততদিন অপ্রাকৃত পরম ভজনীয় বস্তুতে তাহার প্রীতি বা আকর্ষণ আসিতে পারে না।
- প্রাকৃত জগতের সত্য বা মিথ্যা উভয়ই নিরর্থক। যেহেতু তাহা ভগবান্‌কে উদ্দেশ করে না।
- শ্রীভগবান্ বা ভক্ত যাহা সত্য-মিথ্যা রূপে নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই যদি আমরা গ্রহণ করি, তবে আমাদের মঙ্গল।
- সকল সময়ে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব তোমার রক্ষক উপদেষ্টারূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ইহা ভাবিতে পারিলেই মঙ্গল।
- যখনই তাঁহাদের আনুগত্য, আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইবে, তখনই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।
- গুরু ও ভগবান্‌কে পথ-প্রদর্শকরূপে সর্ব্বক্ষণ দেখিতে পাইলে আর কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই।

আমি বলি—তোমাদের সকলের দায়িত্বই আমি গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং তোমাদের কোন চিন্তা নাই। "আমি তোমাদের কে?"—ইহা এখনও চিনিতে না পারায় তোমাদের উপর আমার খুব রাগ ও মান-অভিমান হয়।

বিষয়—❀ জীবে ভগবত্ত্বা-আরোপ বা ভগবানে জীবত্ব, উভয়ই অপরাধ; ❀ তর্কে নয়, পরিপ্রশ্নেই তত্ত্বসিদ্ধান্ত জানা যায়; ❀ ভজনে প্রাধান্য না দিয়া শরীররক্ষণ কর্ত্তব্য নয়; ❀ নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব হইতেই হরিকথা শ্রোতব্য; ❀ ঔষধি তুলসী নয়, নিবেদিত তুলসীই মাত্র গ্রহণীয়; ❀ কৃষ্ণভজনেই সকলের সন্তোষ; ❀ লৌকিক জাতি-কুল, আচার-বিচারে পরমার্থ লাভ হয় না; ❀ জড়স্বার্থে ভক্ত-ভগবান্‌কে নিযুক্তির চেষ্টা অপরাধ; ❀ ভগবৎকৃপা অর্দ্ধও হইলে পূর্ণরূপে মান্য; ❀ 'দর্শন'-শব্দের তাৎপর্য্য; ❀ পরিপ্রশ্নে সাধুগণের অবিরক্তি ও সমাধান-ব্রত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Shri Sundar Gopal Dasadhikari
PO.- Maheshpur Raj
(Santhal Parganas) Bihar
২৩/৭/১৯৭৬

কল্যাণীয়াসু—

স্নেহের----! তোমার ১/১০/৭৫, ১৬/১০/৭৫, ২৭/১০/৭৫, ৮/১২/৭৫ এবং ১৫/১/৭৬, ২৭/২/৭৬, ৪/৩/৭৬, ১/৭/৭৬, তাং এর অন্তর্দ্দেশীয় ও খামের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। কিন্তু সময়মত ঐগুলির উত্তর দিতে না পারায় বিশেষ লজ্জিত ও দুঃখিত। তথাপি "Better late than never"—প্রবাদ বাক্যানুসারে বিলম্বে উত্তর দিয়াও আমার সকল দোষত্রুটী স্খালনের চেষ্টা করিতেছি। আশা করি তুমি আমার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী বিচ্যুতি গ্রহণ না করিয়া পত্রের লিখিত বিষয়ের সারমর্ম্ম উপলব্ধির চেষ্টা করিবে।

"সকলে একতাৎপর্য্যপর হইতে না পারিলে বাস্তব আত্মীয়তা ব্যাহত হয়"—তোমার এইবাক্য সত্য ও সমীচীন। বিদ্যা—দুই প্রকার, পরা ও অপরা। যে বিদ্যার দ্বারা শ্রীভগবানে রতি-মতি হয়, তাহাই 'পরা' এবং যাহাতে দুনিয়ায় মান-সম্মান-প্রতিপত্তি লাভ হয়, তাহা 'অপরা' বিদ্যা নামে কথিত। শ্রীভগবান্‌কে তাঁহার কর্ম্মচারী-কর্ম্মচারিণী গণের সহিত সমতুল্য জ্ঞান করিলে নামাপরাধ উপস্থিত হয়; তাহাতে শ্রীনামগ্রহণের বাস্তব ফল কখনই লাভ হইতে পারে না। দার্শনিক বিচারে ইহাকে Anthropo-morphism বা জীবে ভগবদারোপ-রূপ অপরাধ বলে; ইহার বিপরীত ভাবকে Apotheosis বা ভগবানে জীবত্বের আরোপ-রূপ দোষত্রুটী কহে। শ্রীগুরু-ভগবানের বিশেষ কৃপা হইলেই এইরূপ ভ্রমের হাত হইতে

জীবে ভগবত্ত্বা-আরোপ বা ভগবানে জীবত্ব, উভয়ই অপরাধ

মায়ামুগ্ধ জীবগণ রক্ষা পাইতে পারেন। শ্রীভগবান্ অন্তর্যামি-সূত্রে বিশেষ কৃপা করিলে বদ্ধজীবের তত্ত্ববিরোধ বা ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটে।

তুমি 'তর্কে' যোগদানের জন্য ভালরূপ শাস্ত্র পড়াশুনা করিতেছ জানিয়া আনন্দিত হইলাম। শুষ্কতর্কের দ্বারা চিত্তের কঠোরতাই বৃদ্ধি পায়; তজ্জন্য উপনিষদের "**তর্কাঽপ্রতিষ্ঠানাৎ**", "**নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া**" বাণীর নির্দ্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত জানিবার জন্য যে পরিপ্রশ্ন, তাহার উপকারিতা, উপযোগিতা রহিয়াছে। তাহাকে তর্ক বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। মানুষ কিছু জানিলে বা শিখিলে তত্ত্বজিজ্ঞাসার উদয় হয়, তাহাকে honest enquiry after truth বলা যায়। এইরূপ প্রশ্নের উদয় না হইলে, জিজ্ঞাসা না থাকিলে তত্ত্ববিষয়ে অবহিত হইবার কোনরূপ সুযোগ থাকে না। তজ্জন্য এইরূপ বৃত্তিকে দোষ না বলিয়া গুণই বলিতে হইবে। সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের বিদ্যা-বুদ্ধি জ্ঞানবত্তা পরীক্ষার জন্য যে তর্ক বা প্রশ্ন, তাহাতে আত্মকল্যাণকর বিষয় না থাকায় উহা নিরর্থক আত্মম্ভরিতা বা জড়াহঙ্কার মধ্যে পরিগণিত। ভক্তি-লাভেচ্ছু সাধক-সাধিকা এইরূপ তার্কিকের বৃত্তি হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিবেন।

তর্কে নয়, পরিপ্রশ্নেই তত্ত্বসিদ্ধান্ত জানা যায়

হরিকথা-কীর্ত্তন বন্ধ রাখিয়া শরীরের তোয়াজ করিলে কি আমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে? শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে এই ভোগময় দেহপাত হইলেই জীবের কোন দিন কল্যাণ হইতে পারে। সাধন-ভজন বাদ দিয়া শরীরের চিন্তা-ভাবনায় ব্যস্ত হইলে আমরা দেহারামী হইয়া পড়িব। হরিভজন হইতে বহুদূরে চলিয়া যাইব। তজ্জন্য অসুস্থ শরীর লইয়াও শিবনারায়ণ বাবুর সহিত হরিকথা- আলোচনায় সেদিন ব্যাপৃত ছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শিবনারায়ণ, হরিহরাদির সহিত ভগবদনুশীলনে সময় কাটাইলেও শিব ও নারায়ণ, হর ও হরির মধ্যে মিলন, পার্থক্য, বৈশিষ্ট্য তাঁহারা কিছুই অনুধাবন করিতে পারেন নাই। শিবনারায়ণের ভিতর চিজ্জড়সমন্বয়বাদ ও জীব-ব্রহ্মৈকবাদের পূতিগন্ধ লক্ষ্য করিলাম। সদ্‌গুরুপদাশ্রয় না হইলে তত্ত্ববিচার ও সিদ্ধান্ত-বিষয়ে জ্ঞান লাভ হয় না। সুতরাং সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস-দোষ আসিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিবেই এবং তাহারা বিপথে পরিচালিত হইবেই। সকলেই স্ব-স্ব-অধিকারানুসারে শাস্ত্রীয় বিচার বুঝিবার চেষ্টা করে এবং তদনুরূপ ফলও লাভ করিয়া থাকে। এ-বিষয়ে অধিক বক্তব্য আর কি থাকিতে পারে?

ভজনে প্রাধান্য না দিয়া শরীররক্ষণ কর্ত্তব্য নয়

সাধুসঙ্গে শ্রীধামদর্শন ও তীর্থ-পরিক্রমাদিতে ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তিগণের নিশ্চয়ই কল্যাণ নিহিত আছে। ঐ সময়ে প্রচুর পরিমাণে শ্রীহরিকথা-শ্রবণের সুযোগ হয়। অন্যসময়ে এইরূপ সুবর্ণ-সুযোগ মিলে না। গুরুবৈষ্ণবের কৃপা হইলে অসম্ভবও সম্ভব হয়—মূকও বাচালত্ব

নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব হইতেই হরিকথা শ্রোতব্য

প্রাপ্ত হয়, পঙ্গুও গিরি-লঙ্ঘনের সামর্থ্য লাভ করে। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতকালে বিশেষতঃ নিয়মসেবার সময় প্রত্যহ নিয়মিতভাবে শ্রীভগবন্নাম-রূপ- গুণ-লীলাকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অবশ্য প্রয়োজন। তবে শুদ্ধাচারী একনিষ্ঠ বৈষ্ণবের শ্রীমুখ হইতে হরিকথা-শ্রবণের বিধানই বিশেষভাবে শাস্ত্রাদিতে প্রদত্ত হইয়াছে। নতুবা শ্রবণ-কীর্ত্তনের সুষ্ঠু ফললাভ হয় না।

তুলসী শ্রীভগবানের প্রেয়সী সেবিকা। তাঁহার সেবায় লাগাইবার অধিকার আমাদের আছে। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পিত হইলেই তুলসীরাণী সন্তুষ্টা হন। শ্রীভগবানে নিবেদিত তুলসীই ভক্ত গ্রহণ করিতে পারেন। অনিবেদিত কোন বস্তুই ভক্তের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নহে। তজ্জন্য সখা উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—"**ত্বয়োপভুক্ত-স্রক্-গন্ধ-বাসালঙ্কার-চর্চ্চিতাঃ। উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি॥**" অম্বরীষ মহারাজের আচরণ-সম্বন্ধে ভাগবতে লিখিত আছে—"**শ্রীমত্তুলাস্যাং রসনাং তদর্পিতে।**" শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত-সমর্পিত তুলসীই তিনি গ্রহণ করিতেন। আয়ুর্বেদাদি-শাস্ত্রে ঔষধি-বৃক্ষের নির্য্যাস রোগনিরাময়কর ঔষধিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলেও **একনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তগণ অনিবেদিত তুলসীর রস বা** ossimum sanctum **কখনই গ্রহণ করেন না বা করিবেন না। শ্রীতুলসী—বৃক্ষরূপী অর্চ্চাবতার, তজ্জন্যই এই বিশেষ বিধান।** ভগবচ্চরণামৃত ও ভক্তচরণামৃতও বিশেষ ফলপ্রদ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—"**ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল। ভক্তভুক্তশেষ—এই তিন সাধনের বল॥**" শ্রীতুলসী-স্নানজলও পান করিলে ভক্তিলাভ হইয়া থাকে।

ঔষধি তুলসী নয়, নিবেদিত তুলসীই মাত্র গ্রহণীয়

"শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিলেই সকলকে সন্তুষ্ট করা হয়"—ইহা সাধু-শাস্ত্র গুরুবাক্য। ইহার মধ্যে তত্ত্বদর্শন নিহিত আছে। "**তস্মিন্ তুষ্টে জগৎতুষ্টং প্রীণীতে প্রিণীতং জগৎ**"—একই তাৎপর্য্যপর বাক্য। "**মূলেতে সিঞ্চিলে জল, শাখা-পল্লবের বল, শিরে বারি নাহি কার্য্যকর**"—ইহা বিশেষ বিচারের বিষয়। শ্রীমদ্ভাগবত "**যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন .....তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা**" বাক্যে এই পরমসত্য প্রমাণ করিয়াছেন। "**হরিভক্তি আছে যার, সর্ব্বদেব বন্ধু তাঁর**", "**যৎপূজনেন বিবুধা..... গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি**"—শ্লোকাদিতে শ্রীকৃষ্ণই পরমভজনীয় বস্তু, সর্ব্বারাধ্য তত্ত্বরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছেন। অতাত্ত্বিক জনের নিকট আত্মার খাদ্য পাওয়া যায় না, তজ্জন্য বেদের উপদেশ—"**স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।**" ভগবদিচ্ছা হইলে তোমার একটা 'নিজস্ব গ্রন্থাগার' হইয়া যাইবে এবং তুমি ইচ্ছামত গ্রন্থাদি আলোচনার সুযোগ পাইবে।

কৃষ্ণভজনেই সকলের সন্তোষ

আজকাল অনেক 'ঠাকুর' অবতার সাজিয়াছেন—কিন্তু হরবোলা ও অসিদ্ধান্ত-কুসিদ্ধান্তের ফুলঝুরি। প্রাকৃত বর্ণাশ্রম-বিধির দ্বারা পরমার্থ জগৎ নির্ণীত হয় নাই।

লৌকিক আচার-বিচারের দ্বারাও আত্মকল্যাণ লাভ হয় না। প্রাকৃত জাতি-কুলের বিচার লইয়া চলিলে আত্মদর্শনের সম্ভাবনা কোথায়? জাতিভেদ ও ছুঁৎমার্গের দ্বারা জীবের পরমোপকার হয় না। **"দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্। পণ্ডিত, কুলীন, ধনীর বড়ই অভিমান॥ যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন ছার। কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥"** ইহা যাহাদের শ্রবণের সুযোগ হয় নাই, তাহারাই প্রাকৃত জাতি-কুলের বিচার লইয়া মাতামাতি করে। ইহা অনুদারতা ও একপ্রকার প্রতারণা। প্রাকৃত জাতি-কুলের অভিমান পরিত্যাগ করিতে না পারিলে হরিভজনই হয় না। তজ্জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর **"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিঃ.....গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োঃ দাসদাসানুদাসঃ"** শ্লোকের অবতারণা। **"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস"**—ইহাই স্বরূপের উদ্বোধন; সদ্‌গুরু এই সদ্‌বিচারবীজ শিষ্য বা অনুগতজনের হৃদয়ে প্রেরণ ও বপন করেন। তাহাকেই দীক্ষা বলে। **"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ। সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥ সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥"**—ইহাই দীক্ষা-বিধানের ফলশ্রুতি। বেকার সমস্যা, জাগতিক পরিণয়াদি ব্যাপার কোনকিছুই এই অপ্রাকৃত বিধানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিতে পারে না বা অধিকারও নাই।

লৌকিকজাতি-কুল, আচার-বিচারে পরমার্থ লাভ হয় না

দুনিয়ার লোক ভোগবাদী—প্রবৃত্তিমার্গীয়। নিবৃত্তিমার্গ বা ত্যাগের চিন্তা তাহাদের মাথায় আসে না। খাওয়া-পরা-থাকা লইয়া ব্যস্ত হইতে পারিলেই জগতের বহির্ম্মুখ জনগণের দায়িত্ব পালন করা হইল বলিয়া বিশ্বাস। তাহারা পরমার্থপথ চিন্তা করিতে পারে না বলিয়াই তাহাদের "পশুঘাতী ব্যাধ" বলিয়া সংজ্ঞা লাভ হইয়াছে। ভোগিব্যক্তিগণ ভগবান্-ভক্তকে খাটাইয়া লইতে ব্যস্ত। দীক্ষা-গ্রহণের ফল—জড়দেহের তাৎকালিক সুস্থতা ও পরিণামে শতগুণ ভোগাকাঙ্ক্ষা নহে। যাহারা ঐরূপ ফলপ্রয়াসী, তাহারা ন্যূনাধিক অপরাধী। স্বসুখ-স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত গুরুবৈষ্ণবগণকে খাটাইয়া লওয়া নামাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ, সেবাপরাধ-মধ্যে পরিগণিত। মায়াবদ্ধ জীবের চিত্ত স্বভাবতঃ ভোগোন্মুখী, তাহাতে যাহারা ইন্ধন যোগাইতে চাহেন, তাহারা বিমূঢ় ও নরাধম, দুষ্কৃতি, মায়াপহৃত-জ্ঞান ও আসুরিক স্বভাববিশিষ্ট। এইরূপ দুঃসঙ্গ অবশ্যই ত্যাজ্য।

জড়স্বার্থে ভক্ত-ভগবান্‌কে নিযুক্তির চেষ্টা অপরাধ

দিদির বাসা অপেক্ষা নিজেদের ভাড়াবাড়ী তোমার সাধন-ভজনের পক্ষে অধিক উপযোগী হইয়াছে জানিয়া আনন্দিত হইলাম। তুমি নিষ্ঠাসহকারে প্রত্যহ লক্ষনাম জপ করিবার সুযোগ পাইতেছ, ইহা সুখের বিষয়। নূতন ছাত্রী হইলেও উৎসাহ, ধৈর্য্য থাকিলে তোমার কল্যাণ হইবে। শ্রীভগবান্ মঙ্গলময়, তজ্জন্য তোমার শ্রীনামভজনের সুবিধার

ভগবৎকৃপা অর্দ্ধও হইলে পূর্ণরূপে মান্য

জন্য তোমাকে নিজ ভাড়াবাড়ীতেই কৌশলে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাকেই বলে,—**"এক কার্য্যে করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ-সাত।"** জগতের প্রত্যেকটী ঘটনা স্থির-মস্তিষ্কে চিন্তা করিলেই শ্রীভগবানের অহৈতুকী করুণার বিষয় উপলব্ধি করা যায়। অর্দ্ধেক কৃপা, পূর্ণ কৃপা, অহৈতুকী কৃপা—অপ্রাকৃত বলিয়া পূর্ণ। অহৈতুকী কৃপার অর্দ্ধও পূর্ণ বলিয়াই মানিতে হইবে। কারণ পূর্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশও পূর্ণ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—**"আনের হৃদয়—মন, মোর মন—বৃন্দাবন, মনে বনে এক করি জানি। তাহে তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়, তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥"** শ্রীকৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণমন্ত্র-গায়ত্রী—দুইই পূর্ণ। তথাপি **"কৃষ্ণমন্ত্র হইতে হবে সংসার-মোচন। কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥"**—ইহাই তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত। কৃষ্ণমন্ত্র ও কৃষ্ণনাম—পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। তথাপি শ্রীনামই অধিক কৃপাময়। মন্ত্রের দ্বারা মননধর্ম্ম হইতে ত্রাণ লাভ করা যায়; গায়ত্রী-জপের দ্বারা গানকারী উদ্ধার প্রাপ্ত হন এবং দীক্ষার দ্বারা দিব্যজ্ঞানের উদয় হয় অর্থাৎ মনরূপ বৃন্দাবনে শ্রীভগবৎলীলাস্ফূর্ত্তিই 'পূর্ণকৃপা' বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দর জগৎকে জানাইলেন। যাঁহারা এই অধিকার লাভ করেন, সত্যই তাঁহারা ধন্যাতিধন্য।

Interview দিতে গিয়া 'দর্শন' বিষয়েই প্রশ্ন ছিল জানিয়া সুখী হইলাম। 'দর্শন' অর্থে জ্ঞান; যাহা হইতে তত্ত্ববস্তু-বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাই দর্শনশাস্ত্র। যাহার দ্বারা বাস্তব বস্তুর সন্ধান মিলে, তাহাই প্রকৃত দর্শন। এই দর্শন গৌণ-মুখ্যভেদে দ্বিবিধ। 'দর্শন'-শব্দে বিচারকেও লক্ষ্য করে। নাস্তিক্য ও আস্তিক্য-দর্শনে আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

'দর্শন'-শব্দের তাৎপর্য্য

জড়বাদই নাস্তিক্য-দর্শন এবং পরমার্থতত্ত্বই আস্তিক্য-দর্শন নামে অভিহিত। দুনিয়ার বাঁচা-বাড়ার চিন্তা লইয়া নাস্তিকগণ বুদ্ধির কসরতে মাতিয়াছেন আর আস্তিকগণ অপ্রাকৃত-আত্মকল্যাণ চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়া পরমচৈতন্যের অস্তিত্ব ও তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়াছেন। তুমি পরে এ-সকল আলোচনার সুযোগ পাইবে। শ্রীভগবানই তোমাকে Motor Accident হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বাবস্থায় আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন—এই বিশ্বাস রাখিবে।

আত্মকল্যাণপ্রার্থী হইয়া কেহ গুরু-বৈষ্ণবের নিকট সুদীর্ঘ ৮ বৎসর কাল পরিপ্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা রাখিলে তাহাতে বিরক্তির কোন কথা নাই। সাধুগণ পরহিতব্রতী, জীবকল্যাণের নিমিত্ত উৎসর্গীকৃত প্রাণ, পরদুঃখ-দুঃখী। অপরের সংশয়ছেদন, অজ্ঞতা দূরীকরণই তাঁহাদের জীবনের বিশেষ কর্ত্তব্য ও ব্রত। সুতরাং কোমলশ্রদ্ধগণের প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত হইলেও তাঁহারা ধীর-স্থিরভাবে সকল প্রশ্নের সমাধান-দ্বারা জীবের আত্মকল্যাণই চিন্তা করিয়া থাকেন। মহাপুরুষের শ্রীচরণাশ্রয়ে জীবের যাবতীয় অমঙ্গল দূরীভূত হয়—এ কথা সত্য। অযোগ্য হইলেও তাঁহারা স্বীয় কৃপায় যোগ্যতা প্রদান করেন, এজন্যই তাঁহারা মহা মহাবদান্য।

পরিপ্রশ্নে সাধুগণের অবিরক্তি ও সমাধান-ব্রত

তুমি নির্ব্বিঘ্নে শ্রীনামগ্রহণ ও শাস্ত্রালোচনা কর, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হও—ইহাই আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ রহিল। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা করিবার আকাঙ্ক্ষা থাকিলেই হইবে; উহা কোনদিন বাস্তবে রূপায়িত হইবে। তোমার মাতা-পিতাকে শুভেচ্ছা ও সাদর-সম্ভাষণ জানাইবে। অধিক কি, ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- শ্রীভগবান্‌কে তাঁহার কর্ম্মচারি-কর্ম্মচারিণীগণের সহিত সমতুল্য জ্ঞান করিলে নামাপরাধ উপস্থিত হয়, তাহাতে শ্রীনামগ্রহণের বাস্তব ফল কখনই লাভ হইতে পারে না।
- ভক্তিলাভেচ্ছু সাধক-সাধিকা তার্কিকের বৃত্তি হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিবেন।
- সাধন-ভজন বাদ দিয়া শরীরের চিন্তা-ভাবনায় ব্যস্ত হইলে আমরা দেহারামী হইয়া পড়িব, হরিভজন হইতে বহুদূরে চলিয়া যাইব।
- সদ্‌গুরুপদাশ্রয় না হইলে সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাষ-দোষ আসিয়া গ্রাস করিবেই এবং তাহারা বিপথে পরিচালিত হইবেই।
- শুদ্ধাচারী একনিষ্ঠ বৈষ্ণবের শ্রীমুখ হইতেই হরিকথা-শ্রবণের বিধান বিশেষভাবে শাস্ত্রাদিতে প্রদত্ত হইয়াছে; নতুবা শ্রবণ-কীর্ত্তনের সুষ্ঠু ফললাভ হয় না।
- আয়ুর্বেদাদি-শাস্ত্রে ঔষধি-বৃক্ষের নির্য্যাস রোগনিরাময়কর ঔষধিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলেও একনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তগণ অনিবেদিত তুলসীর রস বা ossimum sanctum কখনই গ্রহণ করেন না বা করিবেন না।
- প্রাকৃত জাতি-কুলের অভিমান পরিত্যাগ না করিতে পারিলে হরিভজনই হয় না।
- ভোগী ব্যক্তিগণ ভগবান্-ভক্তকে খাটাইয়া লইতে ব্যস্ত। দীক্ষা-গ্রহণের ফল—জড়দেহের তাৎকালিক সুস্থতা ও পরিণামে শতগুণ ভোগাকাঙ্ক্ষা নহে। যাহারা ঐরূপ ফলপ্রয়াসী, তাহারা ন্যূনাধিক অপরাধী।
- জগতের প্রতিটি ঘটনা স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করিলেই শ্রীভগবানের অহৈতুকী করুণার বিষয় উপলব্ধি করা যায়।
- মন্ত্রের দ্বারা মননধর্ম্ম হইতে ত্রাণ লাভ করা যায়; গায়ত্রী-জপের দ্বারা গানকারী উদ্ধার প্রাপ্ত হন এবং দীক্ষার দ্বারা দিব্যজ্ঞানের উদয় হয় অর্থাৎ মনরূপ বৃন্দাবনে শ্রীভগবৎলীলাস্ফূর্ত্তিই 'পূর্ণকৃপা' বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দর জগৎকে জানাইলেন।

পত্র—১৬

বিষয়—❀ ভগবদ্ভজনে শ্রদ্ধানিষ্ঠায়ই দোষত্রুটীর ক্ষমা; ❀ নিঃসঙ্গ নহ, শ্রীগুরু ও ভগবান্ সদাই সঙ্গী; ❀ অনন্যা ভক্তিই গীতার তাৎপর্য্য; ❀ জিহ্বা-উদর-উপস্থ-বেগে হরিভজনে বিশেষ ক্ষতি; ❀ মহামন্ত্র মৃদঙ্গ-করতাল-যোগেও কীর্ত্তনীয়; ❀ Note-সহকারে শাস্ত্রগ্রন্থ পঠনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ,
গৌরবাটসাহী, স্বর্গদ্বার, (পুরী)
উড়িষ্যা
১৮/৮/১৯৭৬

সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বিকেয়ম্—

স্নেহের -----! পুরীতে আসিয়া তোমার ২।৮।৭৬, ১২।৮।৭৬, ১৩।৮।৭৬ তাং এর Inland letter ৩ খানিই পাইয়াছি। * * *

তুমি নানারূপ অশান্তির মধ্যে কেন দিন কাটাইতেছ? প্রাথমিক অবস্থায় অপরাধাদি হইতে পারে, কিন্তু শ্রীনামপ্রভুই ঐকান্তিকতা ও ভজননিষ্ঠা বিচারপূর্ব্বক উহা ক্ষালন করিয়া থাকেন। বৃক্ষ-তৃণ-গুল্ম-লতা-পাখী-পশুগণেরও মঙ্গললাভের উপায় রহিয়াছে, তবে শ্রেষ্ঠসৃষ্টি মানবের, বিশেষতঃ শ্রদ্ধালু জীবাত্মার হরিভজনে বাধা কোথায়? তুমি এ যাবৎ যে ভুল-ত্রুটী করিয়াছ বলিয়া মনে কর, তাহা শ্রদ্ধা-নিষ্ঠার দ্বারাই ক্ষমা হইয়া যাইবে। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের শাসন অবিচারে মানিয়া লওয়াই তদাশ্রিত জনের একমাত্র কল্যাণের বাস্তব পথ। সাধনপথে চলিতে চলিতে সাধক-সাধিকা নিজেকে তৈরী করিতে পারেন ও ভজনরাজ্যে তখন শ্রবণেরও সুষ্ঠু অধিকার লাভ হয়। "আমার সাধন-ভজন হইতেছে না, হে দয়াল গুরু-বৈষ্ণববৃন্দ! আমায় ভজনবল দান করুন, যাহাতে আমার আত্মকল্যাণ লাভে দিন দিন আগ্রহ বৃদ্ধি হয়"—ইহাই অনুগতজনের একমাত্র প্রার্থনীয় বিষয়।

ভগবদ্ভজনে শ্রদ্ধানিষ্ঠায়ই দোষত্রুটীর ক্ষমা

যে-মুহূর্ত্তে তুমি নিজকে নিঃসঙ্গ, একাকী ভাবিবে, তখনই সংশয়, সন্দেহ, ভয় আসিয়া তোমাকে গ্রাস করিবে। তুমি কখনই একাকী নহ; তোমার সঙ্গে সকল সময়ের জন্য শ্রীগুরু-ভগবান্ সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে রহিয়াছেন। চৈত্তগুরুরূপে শ্রীভগবান্ সকল সময়ে প্রেরণা দান করিতেছেন এবং গুরু-ভগবানের শুভেচ্ছা ও শুভাশীর্ব্বাদ সর্ব্বদা বর্ষিত হইতেছে জানিবে। সুতরাং **'নিঃসঙ্গ'-শব্দে একাকী না বুঝাইয়া সৎসঙ্গকেই শাস্ত্রে**

নিঃসঙ্গ নহ, শ্রীগুরু ও ভগবান্ সদাই সঙ্গী

লক্ষ্য করিয়াছেন। তুমি সকল সময়ে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের আশ্রয়ে থাকিবার চেষ্টা করিবে, তোমার কোনরূপ বিঘ্ন হইবে না। তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপায় যাবতীয় বাধা-বিপত্তি দূরীভূত হইবে।

* * তোমার প্রশ্ন কয়টীর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতেছি ঃ—

(১) "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যাজ্য" শ্লোকে 'সর্ব্বধর্ম্ম'-অর্থে লৌকিক-ব্যবহারিক জগতের ধর্ম্ম, নৈমিত্তিক ধর্ম্ম এমন কি ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষকেও লক্ষ্য করিয়াছেন। এই শ্লোকে প্রাকৃত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পরিত্যাগের কথা জানাইয়াছেন। সমস্ত জড় কর্ত্তৃত্বাভিমান বর্জ্জনপূর্ব্বক শ্রীভগবানের শরণগ্রহণ করাই আত্মসমর্পণ—ইহা দ্বারাই অমৃতত্ব-লাভ হয়। যতদিন জীবের প্রাকৃত বিষয়ে নির্ব্বেদ উপস্থিত না হয়, ততদিন সে 'বেদধর্ম্ম' অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ডে বিচরণ করিতে থাকে। ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা উদিত হওয়াই শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য, অন্য সব গৌণ ব্যাপার। কেবল ফলত্যাগই নহে, কর্ম্ম-জ্ঞান যোগাদি ও আধিকারিক দেবতান্তরের শরণ না লইয়া অনন্যভক্তিকেই আশ্রয় করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এই অনন্যা ভক্তি শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপাসিদ্ধা। শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের দোষ-গুণ বিচার করিয়া যিনি চরম বাক্য গ্রহণ করেন, তিনিই অধিকতর বুদ্ধিমান্, ইহাই বক্তব্য বিষয়। শ্রীকৃষ্ণভজনই এস্থলে বিশেষভাবে উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

অনন্যা ভক্তিই গীতার তাৎপর্য্য

(২) শ্রীল রূপ গোস্বামি-প্রভু "উপদেশামৃতে" ষড়্‌বেগের কথা জানাইয়াছেন। "বাচো বেগং" শ্লোকের শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কবিতানুবাদে **"বাক্য-মনোবেগ, ক্রোধ-জিহ্বাবেগ, উদর-উপস্থ-বেগ। মিলিয়া এ সব, সংসারে ভাসায়ে দিতেছে পরমোদ্বেগ॥"** এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। জিহ্বার লালসা, উদরবেগ ও উপস্থবেগ—এই তিনটী বিশেষ মারাত্মক। ভালমন্দ খাইবার লোভ, পরিমাণের অতিরিক্ত ভোজন ও স্পর্শসুখরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণ (Biological appetite)—এই তিনটী বিষয়ে প্রলুব্ধ ব্যক্তির কখনও কৃষ্ণভজন হয় না। শিশ্ন + উদর = শিশ্নোদর। 'শিশ্ন'-অর্থে স্ত্রী-পুং জননেন্দ্রিয়। এস্থলে শিশ্ন-অর্থে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিকর প্রাকৃত কামকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। লোকে পাছে ভুল বুঝে। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনকে 'ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কাম'-এর উপদেশ করিলেন। **"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা—তারে বলি 'কাম'। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥"**—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই পয়ার ভালরূপ আলোচনা করিলে কাম ও প্রেমের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। ব্রজগোপীগণের কামই 'প্রেম'-রূপে পরিচিত হইয়াছে। অধিকারানুসারে ইহা অনুধাবনের বিষয়।

জিহ্বা-উদর-উপস্থ-বেগে হরিভজনে বিশেষ ক্ষতি

(৩) মৃদঙ্গ-করতালাদি-সহযোগে শ্রীনামকীর্ত্তনের প্রথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছে। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু, শ্রীবাস-পণ্ডিতাদি সকলেই

মৃদঙ্গ-মন্দিরা লইয়া "হরেকৃষ্ণ" মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। তজ্জন্যই পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা সকলেই ঐরূপ বিধান দিয়াছেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরাদির বিভিন্ন পদের মধ্যে ঐরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে। এখানে সংখ্যাত-অসংখ্যাত জপাদির কোন বিধি-নিষেধ নাই। মহামন্ত্র যুগপৎ জপ্য ও কীর্ত্তনীয়। মানস জপ, বাচিক জপ, উপাংশু-জপের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যই তাহার প্রমাণ। মৃদঙ্গ- মন্দিরা, বীণা ও অন্যান্য ঋষিগণ-শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বাদ্যযন্ত্র গোপীগণও ব্যবহার করিয়াছেন। তাহারাও কৃষ্ণকীর্ত্তনে ঐগুলি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং খোল-করতালের ব্যবহার অতি প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

মহামন্ত্র মৃদঙ্গ-করতাল-যোগেও কীর্ত্তনীয়

তোমার গ্রন্থের list করিয়া দিব ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া দিবার দায়িত্ব আমার। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু তুমি পড়িতে পার। অন্যান্য গ্রন্থ পরে তোমাকে দিব। সকল গ্রন্থ পড়িয়া তাহার বিশেষ বিশেষ Note রাখিবে। ইহাতে পরে বহু সুবিধা হইবে। তুমি আমার স্নেহাশীস্ লইবে। অধিক কি ইতি—

Note-সহকারে শাস্ত্রগ্রন্থ পঠনীয়

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- প্রাথমিক অবস্থায় অপরাধাদি হইতে পারে, কিন্তু শ্রীনামপ্রভুই ঐকান্তিকতা ও ভজননিষ্ঠা বিচারপূর্ব্বক উহা ক্ষালন করিয়া থাকেন।
- তুমি কখনই একাকী নহ, তোমার সঙ্গে সকল সময়ের জন্য শ্রীগুরু ও ভগবান্ সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে রহিয়াছেন।
- সমস্ত জড় কর্ত্তৃত্বাভিমান বর্জ্জনপূর্ব্বক শ্রীভগবানের শরণগ্রহণ করাই আত্মসমর্পণ—ইহা দ্বারাই অমৃতত্ব-লাভ হয়।
- ভালমন্দ খাইবার লোভ, পরিমাণের অতিরিক্ত ভোজন ও স্পর্শসুখরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণ (Biological appetite)—এই তিনটী বিষয়ে প্রলুব্ধ ব্যক্তির কখনও কৃষ্ণভজন হয় না।
- শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু, শ্রীবাস-পণ্ডিতাদি সকলেই মৃদঙ্গ-মন্দিরা লইয়া "হরেকৃষ্ণ" মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। এখানে সংখ্যাত-অসংখ্যাত জপাদির কোন বিধি-নিষেধ নাই। মহামন্ত্র যুগপৎ জপ্য ও কীর্ত্তনীয়।
- সকল গ্রন্থ পড়িয়া তাহার বিশেষ বিশেষ Note রাখিবে। ইহাতে পরে বহু সুবিধা হইবে।

পত্র—[illegible]

বিষয়—❀ হরিকথায়ই আত্মার খাদ্য ও চিদ্বল-লাভ; ❀ বৈষ্ণবের ধৈর্য্য ও সহনশীলতা বিশেষ গুণ; ❀ ঈশ্বর-জীবে অভেদত্ব কেবল কল্পনা, ফল—অপরাধ; ❀ মহামায়া ও যোগমায়া মধ্যে তত্ত্ববৈশিষ্ট্য; ❀ ব্রহ্মের মায়াবদ্ধত্ব অসম্ভব।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ,
গৌরবাটসাহী, স্বর্গদ্বার, (পুরী)
উড়িষ্যা
৩০/৮/১৯৭৬

সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বিকেয়ম্—

স্নেহের -----! অদ্য ২৮-৮-৭৬ তাং এর অন্তর্দেশীয় পত্র পাইলাম। শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব ভালই হইয়াছে লিখিয়াছ। উপবাসে আবার কি ভাল উৎসব হইবে? রাত্র ১২টা পর্য্যন্ত না খাইয়া চিঁ চিঁ করিয়াছ, তাহাতে পিত্ত বৃদ্ধি হইয়াছে মাত্র। তবে পাঠকীর্ত্তন করিয়াছ, ইহা খুব ভাল কথা। শরীরটাকে আহার হইতে বঞ্চিত করিলেও আত্মার খোরাক যোগাইয়াছ, ইহাতে Subtle bodyটা strike না-ও করিতে পারে। কারণ আত্মবলের সহিত Materialism কোনদিন জুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, পারিবে না। পরীক্ষিত-মহারাজের সভায় ও গোকর্ণের ভাগবত-পারায়ণের আসরে তাহারই সাক্ষ্য মিলিয়াছিল। আসুরিক বল চিরদিনই দৈববলের নিকট পরাভূত ও হীনমন্য। নন্দোৎসবে ভক্তবৃন্দকে কিছু প্রসাদ নিশ্চয়ই বিতরণ করিয়াছ। দই, দুধ, ক্ষীর, স্বর, ছানা, ননী, তালের বড়া না হইলে ঐদিন প্রসাদে বৈচিত্র্য থাকে না। আমাকে নিশ্চয়ই তালের বড়া প্রসাদ খাইতে দিয়াছিলে? যদি না দিয়া থাক, তবে একদিন ঠাকুরকে ভোগ দিয়া আমায় প্রসাদ দিবে।

হরিকথায়ই আত্মার খাদ্য ও চিদ্বল-লাভ

আমাকে 'জ্বালাতন' করিবার কেহ এ জগতে নাই। তবে আমি নিজে যদি জ্বালা অনুভব করি, তখনই 'জ্বালাতন'-শব্দ আমার প্রতি প্রয়োগ করিতে পার। মানুষ নিজে বিরক্ত না হইলে, তাহার বিরক্তি উৎপাদন করা কঠিন ব্যাপার। জড় বিষয় হইতে বিরতিকেও বিরক্তি বলে। শ্রীভগবান্‌কে, গুরু-বৈষ্ণবকে ভালবাসিতে পারিলেই জড়বিষয় হইতে চিত্ত উর্দ্ধগতি লাভ করে। সুতরাং ভক্ত বা বৈষ্ণবের চিরদিনই tolerance, patience, perseverance আছে ও থাকিবে।

বৈষ্ণবের ধৈর্য্য ও সহনশীলতা বিশেষ গুণ

ঈশ্বর—মায়াধীশ, মায়াতীত, ত্রিগুণাতীত; আর জীব—মায়াগ্রস্ত, মায়াবশযোগ্য। সুতরাং যাঁহারা জীব-ব্রহ্মৈকবাদী, তাঁহারাই ঈশ্বর ও জীবে অভেদত্ব কল্পনা করেন। ঈশ্বর ও জীব জাতীয়ত্বে এক বলিয়া অভেদ বলা যাইতে পারে, কিন্তু বৃহচ্চৈতন্য-অণুচৈতন্য হওয়ায় পরিমাণগত ব্যবধান সর্ব্বদাই রহিয়াছে ও থাকিবে।

ঈশ্বর-জীবে অভেদত্ব কেবল কল্পনা, ফল—অপরাধ

(জীবেশ্বর-বাদে) 'ঈশ্বর'-শব্দে যদি আধিকারিক দেবতাকে লক্ষ্য করা হয়, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠ জীবই দেবতা হওয়ায় কিছুটা সাম্যভাব আসিতে পারে; কিন্তু 'ঈশ্বর'-শব্দ পরমেশ্বর কে লক্ষ্য করিলে উহা মারাত্মক দোষ-ত্রুটী ও অপরাধমূলক বিচার। **"মায়াধীশ, মায়াবশ—ঈশ্বরে জীবে ভেদ"**—ইহাই বাস্তব তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত। জীবেশ্বরবাদী, বহ্বীশ্বরবাদী, পঞ্চোপাসকী, অহংগ্রহোপাসক, মায়াবাদী, নির্ব্বিশেষবাদী, বিশ্বরূপোপাসক—ইহারা সকলেই ন্যূনাধিক নাস্তিক। গীতায় **"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ"** শ্লোক আলোচনা করিলে ইহা ভালরূপ বুঝিতে পারিবে। "অবিদ্যাগ্রস্ত ব্রহ্মই জীব, আর অবিদ্যামুক্ত জীবই ব্রহ্ম"—যতদিন এই ভ্রমপূর্ণ বিচার থাকিবে, ততদিন তাঁহার মধ্যে তত্ত্বসিদ্ধান্ত প্রবেশ করিতে পারে না। বস্তুতঃ "ব্রহ্ম" শ্রীভগবানের আভাস, পরমাত্মা তাঁহার অংশ ও শ্রীভগবান্—পূর্ণব্রহ্ম। জীব—বিভিন্নাংশ, বদ্ধ-মুক্তভেদে দ্বিবিধ। বদ্ধজীব সাধনার দ্বারা মুক্তদশা লাভ করেন।

'মায়া' বলিতে সাধারণতঃ লোকে জড়মায়া—মহামায়া দুর্গাকেই লক্ষ্য করে। কিন্তু যদি 'মায়া'-অর্থে যোগমায়াকে উদ্দেশ করে, তখন উহা ত অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির আশ্রিতা—শ্রীভগবানের লীলাবিস্তারিণী শক্তি-নামে প্রসিদ্ধা। গীতায় **"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ"**-শ্লোকই তাহার প্রমাণ। শ্রীমদ্ভাগবতে

মহামায়া ও যোগমায়া মধ্যে তত্ত্ববৈশিষ্ট্য

১০/১৯ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের দাবাগ্নিপান উপাখ্যানে সখাগণ বলিতেছেন—**"কৃষ্ণস্য যোগবীর্য্যং তদ্‌যোগমায়ানুভাবিতম্"**। এই যোগমায়া গোকুলেশ্বরী শ্রীরাধিকার অনুগতা, আর ইহার আবরণাত্মিকা শক্তিই অখিলেশ্বরী মায়াশক্তি নামে পরিচিতা। গৃহে বহু শক্তি থাকিলেও মাতা, স্ত্রী, কন্যা, ভগ্নী, কাকী, খুড়ি, জ্যেঠী, পিসি, মাসী, ঝি-চাকরাণী—সব এক নহে এবং তাদের সহিত ব্যবহারও পৃথক্ পৃথক্। তদ্রূপ 'মায়া' বলিলেই হইবে না—মহামায়া, যোগমায়া প্রভৃতি তত্ত্বের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য আছে।

"পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে' কাঁদে"—ইহা এক নাস্তিকের উক্তি। জীবের পাঞ্চভৌতিক শরীর মায়াকল্পিত। যিনি মায়াধীশ, তিনি জড়মায়ার কারাগারে

ব্রহ্মের মায়াবদ্ধত্ব অসম্ভব

বন্দীজীবন-যাপন ও ত্রিতাপক্লিষ্ট হইবেন কেন? পরব্রহ্ম শ্রীভগবান্ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হন না, ইহাই তাঁহার ঈশ্বরত্ব। ভগবৎবিস্মৃত বদ্ধজীবই কর্ম্মফল ভোগ করে এবং পঞ্চভূতের

দৌরাত্ম—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারকে সম্বল করিয়া পাঞ্চভৌতিক শরীরেই ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। মায়াধীশ পরমেশ্বরের কখনই জড়মায়া-স্পর্শ ঘটে না—ইহাই গীতায় পরোক্ষভাবে **"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি সূয়তে সচরাচরম্"** শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ও উপনিষদেও "দ্বা সুপর্ণা" শ্লোকে ঐ নিগূঢ় অর্থ প্রকাশিত। জীব-ব্রহ্মৈকবাদ—অবৈদিক নাস্তিক্য মতবাদ। সনাতন আর্য্য-ঋষিগণ ইহা সর্ব্বত্র গর্হণ ও নিরসন করিয়াছেন। গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রে এই মতবাদকে আসুরিক বলিয়া জানাইয়াছেন।

* * * আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ লইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- আত্মবলের সহিত Materialism কোনদিন জুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, পারিবে না।
- শ্রীভগবান্‌কে, গুরু-বৈষ্ণবকে ভালবাসিতে পারিলেই জড়বিষয় হইতে চিত্ত ঊর্দ্ধগতি লাভ করে।
- ঈশ্বর ও জীব জাতীয়ত্বে এক বলিয়া অভেদ বলা যাইতে পারে, কিন্তু বৃহচ্চৈতন্য-অণুচৈতন্য হওয়ায় পরিমাণগত ব্যবধান সর্ব্বদাই রহিয়াছে ও থাকিবে।
- 'অবিদ্যাগ্রস্ত ব্রহ্মই জীব, আর অবিদ্যামুক্ত জীবই ব্রহ্ম'—যতদিন এই ভ্রমপূর্ণ বিচার থাকিবে, ততদিন তাঁহার মধ্যে তত্ত্বসিদ্ধান্ত প্রবেশ করিতে পারে না।
- গৃহে বহু শক্তি থাকিলেও মাতা, স্ত্রী, কন্যা, ভগ্নী, কাকী, খুড়ি, জ্যেঠী, পিসি, মাসী, ঝি-চাকরাণী—সব এক নহে এবং তাদের সহিত ব্যবহারও পৃথক্ পৃথক্। তদ্রূপ 'মায়া' বলিলেই হইবে না—মহামায়া, যোগমায়া প্রভৃতি তত্ত্বের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য আছে।
- যিনি মায়াধীশ, তিনি জড়মায়ার কারাগারে বন্দীজীবন-যাপন ও ত্রিতাপক্লিষ্ট হইবেন কেন?
- পরব্রহ্ম শ্রীভগবান্ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হন না, ইহাই তাঁহার ঈশ্বরত্ব।

পত্র—১৩

বিষয়—❀ গুরুপাদপদ্মের আশ্রিত-বাৎসল্য; ❀ ভগবানের ন্যায় ভগবৎপ্রেষ্ঠ গুরুদেবও তুলনারহিত; ❀ নামানুশীলনদ্বারাই নামাপরাধ-নাশ; ❀ জড়াসক্তি কাটাইবার উপায়; ❀ কৃষ্ণের সংসার হরিভজনের সহায়ক; ❀ সদ্গুরুর মধ্য দিয়াই সাধকে ভগবৎশক্তির সঞ্চার; ❀ মুক্তি ভক্তের কাম্য নহে, অনায়াসে লব্ধ হয়; ❀ সদ্গুরু ও তাঁহার বাণী অভিন্ন;❀ ভগবানে কখনও অকারুণ্য নাই; ❀ হরিভজনে যুক্তাহার ও যুক্তবিহারের প্রয়োজনীয়তা; ❀ শুদ্ধভক্তের নিকট বিজয়া দশমীর তাৎপর্য্য; ❀ বিশেষ ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য ঈশ্বরশক্তির স্ফুরণ; ❀ প্রকৃত দুর্ভাগা কে; ❀সেবা ও নামগ্রহণ কখনও পৃথক্ নহে; ❀ গুরুবৈষ্ণব হইতে আদেশ-উপদেশ-লাভের অধিকার নির্ণয়; ❀ বাৎসল্য রসে শ্রীবিগ্রহের সেবা করণীয়; ❀ সাধকের পূজার্চ্চন-শিক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য; ❀ সাধকের প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ; ❀ অধিকারানুসারে সাধনে ফল পার্থক্য; ❀ স্বরূপগত ভিন্নতা অনুসারে ফল-ভিন্নতা; ❀ অভ্যাস ও বৈরাগ্যযোগ-দ্বারা মনের নিয়ন্ত্রণযোগ্যতা; ❀ গুরুপাদপদ্মের সন্তানবাৎসল্য; ❀ প্রচার-কালে গুরুপাদপদ্মের নিজ সুখদুঃখ সম্বন্ধে উদাসীনতা; ❀ ভগবান্ ও ভক্তের স্মরণে ভক্তিবিঘ্ন বিনাশন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Shri Nilachal Goudiya Math
Gourbatsahi, Swargadwar
(Puri) Orissa
4.9.1976

স্নেহাপদাসু

মা-----! বহুদিন পূর্ব্বে তোমার ২ খানি পত্র পাইয়াছিলাম। অনেকদিন যাবৎ তোমাদের কোন সংবাদ অবগত নহি; আশাকরি ভগবৎকৃপায় কুশলে আছ। মাঝে মাঝে পত্র দিয়া তোমাদের কুশল সংবাদ জানাইবে।

গুরুপাদপদ্মের আশ্রিত-বাৎসল্য

তুমি শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমায় যোগদান করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছ জানিয়া আমিও খুব সন্তুষ্ট হইলাম। তোমাদের আনন্দেই আমার আনন্দ এবং তোমাদের শান্তিতেই আমার শান্তি। তোমরা নিশ্চিন্তে হরিভজন করিতে পারিলেই আমি সুখী হই এবং স্বস্তি লাভ করি।

শ্রীভগবান্ **"একমেবাদ্বিতীয়ম্"**—অসমোর্দ্ধ-তত্ত্ব; তজ্জন্য বেদ পরতত্ত্ব নির্ণয় করিতে গিয়া জানাইয়াছেন—**"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ**

দৃশ্যতে"; He is second to none—তাঁহার সমানও কেহ নাই, তাঁহার ঊর্দ্ধেও কেহ নহেন। শ্রীভগবান্ যেরূপ পরাৎপর তত্ত্ব, তাঁহার প্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ নিজজনও তদ্রূপ; তাঁহার সহিত কাহারও তুলনা হয় না; তিনি সর্ব্বক্ষণ সেবামোদী হওয়ায় সর্ব্বক্ষণ চিদ্বৈশিষ্ট্য স্থাপন করেন। শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ প্রেষ্ঠজন নিজেকে সব সময়ে লুকাইয়া রাখিতে চাহেন; তিনি বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত ২৬টি গুণে সর্ব্বদা সমলঙ্কৃত—অমানী-মানদ-ধর্ম্মে দীক্ষিত। ভক্তের স্বভাব-সুলভ অপ্রাকৃত দৈন্য লক্ষ্য করিয়া দুঃখ করিবার কিছুই নাই। বহু বহু জন্মের সুকৃতির ফলেই আমরা নিত্যসিদ্ধ মহাত্মা মহাপুরুষগণের দর্শন ও শ্রীচরণাশ্রয়ের সুবর্ণ সুযোগ লাভ করিয়া থাকি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সর্ব্বস্ব সমর্পণপূর্ব্বক শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণবসেবায় আত্মনিয়োগ করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। তাঁহাদের প্রেরণা ও অহৈতুকী অনুকম্পায় সবই সম্ভব।

ভগবানের ন্যায় ভগবৎপ্রেষ্ঠ গুরুদেবও তুলনারহিত

সদ্‌গুরুর কৃপালাভ হইলে আত্মকল্যাণ ও উন্নতি হইয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট দিন চলিয়া যাইতেছে—"**অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ।**" ঐকান্তিক ও নিষ্ঠাযুক্ত হইয়াই ভগবদারাধনা করিতে হইবে। প্রাথমিক সাধক-সাধিকার শ্রীনামগ্রহণকালে দোষ-ত্রুটী-নামাপরাধ হইতে পারে। তাহাতে নিরুৎসাহিত না হইয়া আদর-যত্ন করিয়া শ্রীনাম লইতে লইতে নামাপরাধ বিদূরিত হয়; তজ্জন্য শাস্ত্রে উৎসাহসূচক বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়—"**নামাপরাধ-যুক্তানাং নামানি এব হরন্ত্যঘম্।**" প্রত্যহ নিয়মিতভাবে হরিকথা শ্রবণে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। শ্রবণ হইলে কীর্ত্তনে আগ্রহ আসিবে এবং কীর্ত্তন দ্বারাই স্মরণ সম্ভব হয়। তাহাতেই জড় বিষয়াসক্তি ও বদ্ধদশা হইতে মুক্ত হওয়া যায়। প্রাকৃত আসক্তিকেই জড়মায়ার সংসার বলে। ঐ আসক্তি শ্রীভগবানে সমর্পণ করিতে পারিলেই বাস্তব সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়। "**এ দেহের ক্রিয়া অভ্যাসে করিব, জীবন যাপন লাগি। শ্রীকৃষ্ণভজনে অনুকূল যাহা, তাহে হব অনুরাগী॥**"—ইহাই জড়াসক্তি কাটাইবার উপায়। "**বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার। সেইমত প্রীতি হউক চরণে তোমার॥**"—ইহাই কর্ম্মগ্রন্থি-নাশের বুদ্ধি ও বিচার। সময় বৃথা নষ্ট হইতেছে, কবে নিরপরাধে শুদ্ধভাবে শ্রীনামের আরাধনা করিতে পারিব?—এইরূপ আশাবন্ধ সাধনার ক্ষেত্রে বিশেষ ফলপ্রদ ও উৎসাহব্যঞ্জক।

নামানুশীলনদ্বারাই নামাপরাধ-নাশ

জড়াশক্তি কাটাইবার উপায়

জড়াসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারিলেই শ্রীগুরু ও ভগবানকে ভালবাসিতে পারা যায়। কাহারও কখনও বিষয়াসক্তি দূরীভূত হইবে না, ইহা কেহ guarantee দিয়া বলিতে পারেন? পূর্ব্বদিকে তুমি যতই অগ্রসর হইবে, পশ্চিম দিক্ তোমার ততই পিছনে পড়িবে।—"**মায়ারে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে**

কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥" প্রাকৃত বিচারে প্রত্যেকটী বিষয়ের দুইটী দিক্ আছে, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-বিচারে চিরসত্য নিত্যমঙ্গলের চিন্তাই তথায় দেদীপ্যমান। প্রাকৃত গৃহসংসার মিথ্যা, তাৎকালিক সত্য, ক্ষণিক; কিন্তু কৃষ্ণের সংসার হরিভজনের সহায়ক—ভজনানুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।—"**কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার। জীবে দয়া, নামে রুচি—সর্ব্বধর্ম্মসার॥**"

কৃষ্ণের সংসার হরিভজনের সহায়ক

যে সংসারে সাধন-ভজন অনুষ্ঠিত হয় তাহাই বৈকুণ্ঠ; যেখানে নিত্য শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তনাদি ও সেবাপূজা, বৈষ্ণবতর্পণ, ব্রত-পর্ব্বাদিতে মহোৎসবাদি হইয়া থাকে, তাহা গোলোক-বৃন্দাবন।—"**যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।**" ভগবৎসৃষ্ট এই অনন্ত বিশ্বের জীবনিচয়ের স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিয়া তাঁহার শ্রীনাম-রূপ- গুণ-লীলাকীর্ত্তনই একমাত্র কর্ত্তব্য।

মন্ত্র—পূর্ণ চেতনবস্তু, সাক্ষাৎ ভগবান্ এবং দিব্যজ্ঞানেরই অপর নাম দীক্ষা—ইহা তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত। গুরুদত্ত মন্ত্রের যখন যথার্থ সাধন আরম্ভ হয়, তখনই মানসিক চাঞ্চল্য কাটিয়া যায় এবং ক্রমশঃ সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়। ভগবৎশক্তিই Absolute truth এবং তাহাই সদ্গুরুর মধ্যে দিয়া প্রবাহিত। ভগবৎকৃপার Sole Agent হইতেছেন সদ্গুরু এবং তিনিই শ্রীভগবানের Special manager।

সদ্গুরুর মধ্য দিয়াই সাধকে ভগবৎশক্তির সঞ্চার

একনিষ্ঠ ভক্ত কখনও মুক্তিকামী নহেন, কারণ পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে ঈশ্বরসাযুজ্য আকাশকুসুম হইলেও বাকী ৪টী—সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সার্ষ্টি আপনা হইতেই লাভ হয়; ভগবান্ দিতে চাহিলেও উহা ভক্ত গ্রহণ করেন না; তিনি ভক্তি প্রেমেরই কাঙ্গাল। অবশ্য 'মুক্তি'-শব্দে কোন কোনস্থলে ভক্তি বা সেবাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে; যেমন—"**মোক্ষং বিষ্ণুব্রঙ্ঘ্রি-লাভম্।**" বিষ্ণুর পাদপদ্ম-সেবালাভই মোক্ষ বা মুক্তি নামে অভিহিত। ব্রহ্মসাযুজ্য, ঈশ্বরসাযুজ্য, নির্ব্বিশেষ, নির্ব্বাণ বা কৈবল্য-মুক্তিকে সনাতন শাস্ত্র খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মবাদীর মুক্তি—ব্রহ্মলোকে অজ্ঞান-অবস্থায় Interned হইয়া থাকা; আর পঞ্চমুখ্যরসের অধিদেবতা শ্রীকৃষ্ণভজনের ফল—প্রীতি বা গোলোক-বৃন্দাবনে প্রেমলাভ। তুমি তাহারই জন্য যত্নশীলা হইবে।

মুক্তি ভক্তের কাম্য নহে, অনায়াসে লব্ধ হয়

সদ্গুরু ও তাঁহার বাণী অভিন্ন; বাণী ও জীবনী একতাৎপর্য্যপর, ঐক্যতানবিশিষ্ট। সুতরাং তাহাকে analysis করিলে যাবতীয় তত্ত্বদর্শনের পরিচয় লাভের সুযোগ হয়। গুরুপদাশ্রয়ে ভাগবত-ধর্ম্মশিক্ষা এবং গুরুশুশ্রূষা দ্বারা ভবব্যাধিনাশ, শ্রীহরির সন্তোষবিধান ও ভগবৎপ্রাপ্তি হয়। শিক্ষাগুরুর দুইটী স্বরূপ—চৈত্যগুরু ও মহান্তগুরু; তাঁহারা অন্তর্যামী ও ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে প্রকাশ। স্বয়ং ভগবান্ অন্তর্যামী চৈত্যগুরুরূপে এবং মহান্তভক্তস্বরূপে জীবকে শিক্ষাদান করেন।

সদ্গুরু ও তাঁহার বাণী অভিন্ন

তোমার জ্যেষ্ঠপুত্রের একটা চাকরী হইয়া গিয়াছে জানিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত। চাকরীটা কে জুটাইয়া দিল, ইহা সত্যই আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার। তজ্জন্য গুরু-বৈষ্ণব- ভগবান্ যে অসীম কৃপাময়—ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। তোমার কথা তাঁহারা না শুনিলে বা তোমার কার্য্যসিদ্ধি না হইলে তাঁহারা অকরুণ বা অপ্রয়োজনীয়—ইহা কখনও চিন্তা করিবে না।

ভগবানে কখনও অকারুণ্য নাই

সারাদিন অত্যধিক পরিশ্রমের পর শরীরটা বিশ্রাম চাহে, নিদ্রা তাহারই পরিপূরক। সময়মত বিশ্রাম করা দোষাবহ নহে, বরং শরীর সুস্থ থাকিলে ভজনপথে বাধা থাকে না। গীতার বাণী স্মরণ করিবে—"**নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ। ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥ যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু। যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥**" আহার-বিহার-বিশ্রাম-প্রচেষ্টা সবই পরিমিত হওয়া প্রয়োজন। আধিক্য বা ন্যূনতা ঘটিলে পরমার্থ হইতে দূরে চলিয়া যাইতে হয়। শ্রীধাম হইতে গৃহে ফিরিয়া তুমি নিষ্ঠার সহিত স্বপাকে রন্ধন করিয়া ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইতেছ জানিয়া যার-পর-নাই আনন্দিত হইলাম। এইরূপ নিষ্ঠার দ্বারা ভজনোন্নতি হয় ও শ্রীগুরু-ভগবান্ সন্তুষ্ট হন। তাঁহাদের সন্তোষ-বিধানই সাধন বা সেবা বলিয়া জানিবে।

হরিভজনে যুক্তাহার ও যুক্তবিহারের প্রয়োজনীয়তা

তুমি 'বিজয়ার' সশ্রদ্ধ দণ্ডবৎপ্রণাম জানাইয়াছ। তোমার পত্রে শ্রদ্ধা জানাইবার ভাষা ও ভাবের অভাব হয় নাই। তুমি অভয়বাণীর উপর নির্ভর করিয়া, তাহার সাহস ও শক্তিতে অগ্রসর হইয়াছ বুঝিলাম। ঐকান্তিক বৈষ্ণবগণ জগতের পঞ্চোপাসকীর অন্তর্গত শাক্তেয় মতবাদের প্রশ্রয়দাতা নহেন বা তাঁহাদের ভাবধারায় লালিত-পালিতও নন। সুতরাং জড়মায়া দুর্গাদেবীর প্রাধান্য স্থাপন না করিয়া তাঁহারা গোকুলেশ্বরী-স্বরূপ অন্তরঙ্গা-শক্তিরই আশ্রিত। তজ্জন্য ঐদিনে তাঁহারা হনুমৎ-ভীমাবতার ব্রহ্ম-সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীল মধ্বমুনির শুভাবির্ভাব বা বিজয়োৎসব করিয়া থাকেন। এতদুপলক্ষে তাঁহারা পরস্পর সাদরসম্ভাষণ ও দণ্ডবন্নতি জানাইয়া থাকেন ও শুভেচ্ছার বিনিময় করেন।

শুদ্ধভক্তের নিকট বিজয়া দশমীর তাৎপর্য্য

শ্রদ্ধা বা প্রীতি অন্তরের বৃত্তিবিশেষ। উহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইবার বা জানাইবার উপায় নাই। কাহারও প্রতি কেহ বিশেষ শ্রদ্ধাশীল, আবার কোনক্ষেত্রে তাহার বিপরীত দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং শ্রদ্ধাকারী ও শ্রদ্ধেয়র মধ্যে অধিকার ও বৈশিষ্ট্যই বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। কাহারও কাহাকে ভাল লাগে, আবার কাহাকেও দেখিলে কেহ মুখ ঘুরাইয়া রাখে। পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি কখনও কাহারও নিকট শ্রদ্ধা-মান-প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত নহেন। সেইরূপ Strong Personality কাহারও সমতুল্য হইতে পারেন না বা সমজ্ঞান করাও উচিত নহে। ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য চিরদিনই চিন্তাশীল মনুষ্যকে ঊর্দ্ধে স্থাপন করে। উহা ঈশ্বর-প্রদত্ত শক্তির স্ফুরণ মাত্র।

বিশেষ ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য ঈশ্বরশক্তির স্ফুরণ

স্বপ্নে জগদীশ্বরের স্বরূপ দর্শন করা খুব সৌভাগ্যের কথা। তথায়ও via mediaর বিচার রহিয়াছে। Transparent medium না হইয়া opeque হইলে তাঁহার মাধ্যমে তত্ত্বদর্শন সম্ভব নহে। যাঁহারা স্বরূপ-উপলব্ধির সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান্। তাঁহারা 'দুর্ভাগা' হইবেন কেন? আত্মোপলব্ধিরূপ সুবর্ণ ত্যাগ করিয়া যাহারা অনাত্মবস্তুতে আসক্ত—তুচ্ছ লোষ্ট্রে অনুরাগবিশিষ্ট, তাহারাই 'দুর্ভাগা' বলিয়া সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য জানাইয়াছেন। যিনি সদ্‌গুরু-পদাশ্রয়ী, তাঁহার সর্ব্বস্ব দান করিয়াই তিনি নিঃস্ব ও নিষ্কিঞ্চন হইয়াছেন। পুনরায় দান ও নিঃস্ব হইবার ক্ষেত্র কোথায়? একটা মন বা আত্মা ২ বার বা ২ জনকে দান করা যায় কি? সর্ব্ববিষয়ে গুরুমুখী হইতে না পারিলে শান্তিলাভ করা বা নির্ব্যলীক হওয়া যায় না।

প্রকৃত দুর্ভাগা কে

স্বপাকে রন্ধন করিয়া সেবা করা যেরূপ কর্ত্তব্য, প্রত্যহ নির্বন্ধ-সহকারে শ্রীনামগ্রহণও তদ্রূপ Bounden duty। শ্রীনাম ও ঠাকুরের সেবাপূজা একই তাৎপর্য্যপর। তথাপি নিরপরাধে প্রাত্যহিক নির্ব্বন্ধ লক্ষনাম গ্রহণের জন্য অবশ্যই প্রযত্নশীল হইতে হইবে। সেবা ও নামগ্রহণকে পৃথক্‌ভাবে বিচার করা অজ্ঞতা ও অপরাধমূলক। অধিকারভেদে ইহার বৈশিষ্ট্য সাধক-সাধিকার নিকট স্বয়ং প্রকাশিত হয়। সেবাই ভক্তি, ভক্তিই সেবা। ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গ-যাজনের দ্বারা ভক্তিবৃত্তি লাভ হয়। ভক্তি-মহাদেবী—নিরপেক্ষ, স্বয়ং সম্পূর্ণা। জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি কখনও ভক্তির অঙ্গ নহে। ভক্তি লাভ হইলেই জ্ঞান-বৈরাগ্যের স্বাভাবিকভাবে উদয় হয়।

সেবা ও নামগ্রহণ কখনও পৃথক্ নহে

সদ্‌গুরু ও শ্রীভগবান্—অন্তর্যামী। তাঁহারা জীবের ভালমন্দ সব জানিয়া-শুনিয়াও চুপ করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের সাধারণ সাম্যভাব; কিন্তু "**যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা, ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।**"—ইহা বিশেষ ক্ষেত্র। এ স্থলে পরদুঃখদুঃখীত্ব, আশ্রিত-বাৎসল্য, বাঞ্ছাকল্পতরুত্ব, জনপালকত্বের দায়িত্বও আসিয়া যায়। সুতরাং আজ্ঞাবাহী, শাসনস্বীকারকারী, সেবাবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিই সদ্‌গুরু-বৈষ্ণবগণের আদেশ-নির্দ্দেশ-উপদেশ লাভের যোগ্যতম অধিকারী-অধিকারিণী।

গুরুবৈষ্ণব হইতে আদেশ-উপদেশ-লাভের অধিকার

মাতা যদি তাঁহার সন্তানকে—ঠাকুরকে বৈকাল ৪টায় সিদ্ধ অন্ন খাওয়াইয়া অর্থাৎ ভোগ দিয়া সন্তুষ্ট হন, তাহাতে ঠাকুর বা শ্রীমূর্ত্তির কি করিবার আছে? সকলেই ত' চৌবে ব্রাহ্মণের নিত্যসেব্য বিগ্রহ শ্রীমদনমোহনজীউ নহেন? বা ব্রাহ্মণীর ন্যায় সন্তানবৎসলা বা স্নেহশীলা হইবেন না? বাৎসল্য-রসে শ্রীবিগ্রহ বা শ্রীমূর্ত্তির সেবা করিতে হয়। শ্রীভগবান্ ঐভাবে সেবা গ্রহণ করিবেন বলিয়াই তাঁহার ঐ রূপগ্রহণ ও সেবাসুযোগ দান। ঠাকুরের পূজার্চ্চন-সেবা করিয়া আমরাই ধন্য হইব।

বাৎসল্য রসে শ্রীবিগ্রহের সেবা করণীয়

কনিষ্ঠাধিকারীর পক্ষে পূজার্চ্চন-শিক্ষা এবং সংক্ষিপ্তভাবেও উহা অবশ্য করণীয়। ইহা দৈনন্দিন কর্ত্তব্যমধ্যে পরিগণিত। শ্রীভগবান্ ব্যতীত আমাদের আর কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই, ইহা সত্য। তাঁহার নিকট কৃপাপ্রার্থনা, ক্ষমা চাহিয়া লওয়া, তাঁহার উপর নির্ভর করা অবশ্যই সরলতার পরিচায়ক। ইহা কপটতা হইবে কেন? অজ্ঞ, অবোধ শিশুর ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া গত্যন্তর নেই এবং সাধনের ক্ষেত্রে ইহার বিশেষ উপযোগিতা রহিয়াছে। দেহ, মন, প্রাণ, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশ শ্রীভগবানের সেবা করিতে হইবে। দেহধারী মনুষ্য প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি-বাক্যদ্বারা দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মের সফলতা প্রদর্শন করিবেন। উহা ভগবৎসেবায় লাগানই 'যোগ' এবং ইহাই কর্ম্মের কৌশল—"**যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।**" শ্রীভগবৎকেন্দ্রিক সংসারে তাঁহার সেবার উদ্দেশ্যেই সব দেখাশুনা করিতে হইবে ও ভাল লাগাইতে হইবে। ধর্ম্মগ্রন্থ-আলোচনা, হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সবই Personal work-এর অন্তর্গত। কোনটাই পরস্মৈপদী নহে।

সাধকের পূজার্চ্চন-শিক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য

Routined life এ কার্য্যতালিকানুযায়ী চলিতে হইবে এবং তাহার মধ্য হইতে কিছু সময় বাহির করিয়া লইতে হইবে। রাত্র ৩টার সময় তোমাকে শয্যাত্যাগ করিতে হইবে না, কারণ পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। তথাপি "Early to bed and early to rise makes an man healthy, wealthy and wise." and "Cock crows in the morn to tell us to rise; And he who rise late will never be wise"—ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য!

সাধকের প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ

সন্তান হইলেই কি মাতা-পিতার সকল গুণ পুত্র-কন্যায় বর্ত্তায়? অনুশীলন ও অভ্যাসযোগই মূল বিষয়বস্তু। তাহার উপর কর্ম্ম-কর্ম্মফল তো আছেই। তজ্জন্য গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"**মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।**" এস্থলে "মত্তঃ" অর্থাৎ কর্ম্মফলদাতা আমা হইতে বা জীবের সৃষ্ট কর্ম্মফল হইতেই স্মৃতিজ্ঞান-শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ স্বর্ণত্ব লাভ করে—চুম্বকে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু লৌহের সময় না হইলে অর্থাৎ কর্ম্মফল ক্ষয়োন্মুখ যদি না হয়—যদি লৌহে rust ধরে, তবে তাহা আকৃষ্ট বা স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইবে কেন? বস্তুশক্তি স্বীকৃত হইলে আধার-আধেয়, আকর্ষণ-আকৃষ্ট ধর্ম্মের অধিকারানুসারে ফল-পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। বীজ ভাল হওয়া চাই, ক্ষেত্র অনুকূল হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু যে চাষা চাষ বুঝে না, তাহার নিকট সবই নিরর্থক। এখন কোথায় গলদ কে বলিবে?

অধিকারানুসারে সাধনে ফল পার্থক্য

যে গাছ, সেই ফলই হইবে। আম গাছে নিশ্চয়ই কাঁঠাল ফলিবে না। কিন্তু একই গঙ্গাতীরে বাস করিয়া ও গঙ্গা পান করিয়া পাদপ (গাছ) কেন ভিন্ন রসবিশিষ্ট হইতেছে,

ইহার কে উত্তর দিবে? অর্থাৎ যাহার যাহা স্বভাব, তাহাই সে প্রকাশ করিবে। "**স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি**"—ইহা তত্ত্বদর্শন, কিন্তু সকলেরই কি গোলোকগতি হইতেছে? বদ্ধজীব, মুক্তজীব ও সাধক-সিদ্ধের মধ্যে কি পার্থক্য নাই? "**মনঃ এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধ-মোক্ষয়োঃ**"—বিষয়াবিষ্ট মনই বন্ধনের কারণ। গুরুকৃপাবলে অভ্যাস ও বৈরাগ্যযোগের দ্বারা তাহাকে control করিতে হয়। আত্মানুগত হইলেই ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সকলের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়; মন অসঙ্গ বা নির্লিপ্ত অবস্থা অর্থাৎ আত্মার বশ্যতা অস্বীকার করিলেই বিপথগামী হয়।

স্বরূপগত ভিন্নতা অনুসারে ফল-ভিন্নতা

অভ্যাস ও বৈরাগ্যযোগ-দ্বারা মনের নিয়ন্ত্রণযোগ্যতা

জাগতিক ভাল-মন্দের অধীন হওয়াই তাহার পক্ষে চরম বিপর্য্যয়। বদ্ধ ও মুক্তের এই বিষয়েই ফল-পার্থক্য আসিয়া যায়। তবে বদ্ধই মুক্ত হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং অবস্থার উন্নতি অবশ্যই স্বীকার্য্য। কোনদিন চরম অবস্থায় উপনীত হইতে পারিব—এইরূপ আশাবন্ধ ও উৎকণ্ঠা থাকা প্রয়োজন।

তোমার দীর্ঘ পত্রের জবাব সুদীর্ঘই হইল। কষ্ট করিয়া পড়িবে এবং ইহার ontology side optimistic view লইয়া আলোচনা ও হৃদয়ঙ্গমের চেষ্টা করিবে। আমার বহু সন্তান আছে সত্য, তাহার মধ্যে তুমিও একজন। আমি এত সময় কোথায় পাইব, ইহা যদি তোমরা-বিচারের ভার লও, তবে আমি নিষ্কৃতি পাই। কিন্তু সন্তানবাৎসল্য যে ভয়ঙ্কর বন্ধন, তাহা তোমাদের অপেক্ষা আমি অধিকভাবে অনুভব ও উপলব্ধি করিতেছি। তোমাদের প্রতি আমার যে দায়িত্ব রহিয়াছে, তাহা আমি কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পারি? তোমরা না বলিলেও দায়িত্ব থাকিয়াই যাইবে।

গুরুপাদপদ্মের সন্তানবাৎসল্য

Blood pressure এর কোন বালাই নাই। উহার মাপ লওয়া ও ঔষধগ্রহণ বহুদিন যাবৎ বন্ধ আছে। Diet সাধারণভাবেই চলিতেছে। সাধ্যানুসারে সময়মত উহা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। Sufficient Diet এর অভাবে low-pressure কিনা, তাহা আমার নিজের দেখিবার বা হিসাব করিবার সময় নাই; তবে পাঠ-বক্তৃতা আমি কিরূপে বন্ধ করিতে পারি? আমাকে প্রচারে যাইতেই হইবে এবং রাত ১২টার পূর্ব্বে বিশ্রাম গ্রহণের অবসর মিলিবে না। আত্মকল্যাণ ও শিক্ষার নিমিত্তই কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজনীয়তা আছে। "**যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ তত্তদেব ইতরো জনঃ।**" সুতরাং আচরণশীল না হইলে প্রচারের কোন ক্ষেত্র নাই। "**আচার-প্রচার নামে কর দুই কার্য্য**"—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ। পরম মুক্তগণও লোকশিক্ষার নিমিত্ত সাধকের ভূমিকা গ্রহণপূর্ব্বক বিধি-নিষেধাদি জীবনে পালন করিয়া চলেন এবং তাহারা ভজনের উপযোগিতা প্রদর্শন করেন,—"**মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।**"

প্রচার-কালে গুরুপাদপদ্মের নিজ সুখদুঃখ সম্বন্ধে উদাসীনতা

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-স্মরণ ব্যতীত জীবের সংসার-দশা ঘুচে না। প্রাকৃত ভোগাকর্ষণই জীবের পক্ষে সংসারদশা, ভয় বা বিপদ্। তজ্জন্য "**তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন।**"—ভজনবিঘ্ন ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের স্মরণেই বিদূরিত হয়। সাধু-শাস্ত্র-গুরুর অভয়বাণীই আমাদের সহায় ও সম্পদ। আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মই দীক্ষাস্বামী এবং বিষয়বিগ্রহ ভোক্তা ভগবানই জগৎস্বামী নামে অভিহিত। তুমি শুদ্ধভক্তি লাভ কর—ইহাই আমার চরম আশীর্ব্বাদ। "May the supreme Lord's choicest blessings be showered upon you"—ইহাই আমার শুভেচ্ছা।

ভগবান্ ও ভক্তের স্মরণে ভক্তিবিঘ্ন বিনাশন

আমি গত ৯/৮/৭৬ হইতে এখানে আছি এবং 10th November পর্য্যন্ত পুরীতে থাকিব। আমি একপ্রকার আছি। পুরী মঠের ঠিকানায় পত্র দিলেই পাইব। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে এবং ছেলেমেয়েদের জানাইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি সুহৃৎ বামন

পত্রের চুম্বক

- তোমরা নিশ্চিন্তে হরিভজন করিতে পারিলেই আমি সুখী হই এবং স্বস্তি লাভ করি।
- শ্রীভগবান্ যেরূপ পরাৎপর তত্ত্ব, তাঁহার শ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ নিজজনও তদ্রূপ; তাঁহার সহিত কাহারও তুলনা হয় না।
- শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ শ্রেষ্ঠজন নিজেকে সব সময়ে লুকাইয়া রাখিতে চাহেন; তিনি বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত ২৬টি গুণে সর্ব্বদা সমলঙ্কৃত—অমানী-মানদ-ধর্ম্মে দীক্ষিত।
- প্রাথমিক সাধক-সাধিকার শ্রীনামগ্রহণকালে দোষ-ত্রুটী-নামাপরাধ হইতে পারে। তাহাতে নিরুৎসাহিত না হইয়া আদর-যত্ন করিয়া শ্রীনাম লইতে লইতে নামাপরাধ বিদূরিত হয়।
- প্রত্যহ নিয়মিতভাবে হরিকথা শ্রবণে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। শ্রবণ হইলে কীর্ত্তনে আগ্রহ আসিবে এবং কীর্ত্তন দ্বারাই স্মরণ সম্ভব হয়। তাহাতেই জড় বিষয়াসক্তি ও বদ্ধদশা হইতে মুক্ত হওয়া যায়।
- প্রাকৃত আসক্তিকেই জড়মায়ার সংসার বলে। ঐ আসক্তি শ্রীভগবানে সমর্পণ করিতে পারিলেই বাস্তব সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়।
- ভগবৎশক্তিই Absolute truth এবং তাহাই সদ্গুরুর মধ্যে দিয়া প্রবাহিত।

ভগবৎকৃপার Sole Agent হইতেছেন সদ্‌গুরু এবং তিনিই শ্রীভগবানের Special manager।

সদ্‌গুরু ও তাঁহার বাণী অভিন্ন; বাণী ও জীবনী একতাৎপর্য্যপর, ঐক্যতানবিশিষ্ট। সুতরাং তাহাকে analysis করিলে যাবতীয় তত্ত্বদর্শনের পরিচয় লাভের সুযোগ হয়।

তোমার কথা গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ না শুনিলে বা তোমার কার্য্যসিদ্ধি না হইলে তাঁহারা অকরুণ বা অপ্রয়োজনীয়—ইহা কখনই চিন্তা করিবে না।

আহার-বিহার-বিশ্রাম-প্রচেষ্টা সবই পরিমিত হওয়া প্রয়োজন। আধিক্য বা ন্যূনতা ঘটিলে পরমার্থ হইতে দূরে চলিয়া যাইতে হয়।

পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি কখনও কাহারও নিকট শ্রদ্ধা-মান-প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত নহেন। সেইরূপ Strong Personality কাহারও সমতুল্য হইতে পারেন না বা সমজ্ঞান করাও উচিত নহে।

ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য চিরদিনই চিন্তাশীল মনুষ্যকে ঊর্দ্ধে স্থাপন করে। উহা ঈশ্বর-প্রদত্ত শক্তির স্ফুরণ মাত্র।

সর্ব্ববিষয়ে গুরুমুখী হইতে না পারিলে শান্তিলাভ করা বা নির্ব্ব্যলীক হওয়া যায় না।

সেবা ও নামগ্রহণকে পৃথক্‌ভাবে বিচার করা অজ্ঞতা ও অপরাধমূলক।

সদ্‌গুরু ও শ্রীভগবান্—অন্তর্যামী। তাঁহারা জীবের ভালমন্দ সব জানিয়া-শুনিয়াও চুপ করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের সাধারণ সাম্যভাব; কিন্তু "যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা, ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।"—ইহা বিশেষ ক্ষেত্র।

বাৎসল্য-রসে শ্রীবিগ্রহ বা শ্রীমূর্ত্তির সেবা করিতে হয়। শ্রীভগবান্ ঐভাবে সেবা গ্রহণ করিবেন বলিয়াই তাঁহার ঐ রূপগ্রহণ ও সেবাসুযোগ দান।

আত্মানুগত হইলেই ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সকলের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।

সন্তানবাৎসল্য যে ভয়ঙ্কর বন্ধন, তাহা তোমাদের অপেক্ষা আমি অধিকভাবে অনুভব ও উপলব্ধি করিতেছি। তোমাদের প্রতি আমার যে দায়িত্ব রহিয়াছে, তাহা আমি কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পারি? তোমরা না বলিলেও দায়িত্ব থাকিয়াই যাইবে।

ভজনবিঘ্ন ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের স্মরণেই বিদূরিত হয়। সাধু-শাস্ত্র-গুরুর অভয়বাণীই আমাদের সহায় ও সম্পদ।

আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মই দীক্ষাস্বামী এবং বিষয়বিগ্রহ ভোক্তা ভগবানই জগৎস্বামী নামে অভিহিত।

পত্র—১৯

বিষয়—❀ নশ্বরজীবনে কৃষ্ণচিন্তাই একমাত্র কার্য্য; ❀ গুরুবৈষ্ণব-প্রতি 'ঋণী'-বোধের ফল গোলোকগতি; ❀ বিশুদ্ধ-বাৎসল্য ও নিত্য-পুত্রত্বেই কৃষ্ণের 'মাতা' সম্বোধন; ❀ শ্রীগুরু-তিথিতে কোন্ অঞ্জলিতে তাঁহার সন্তোষ; ❀ শাস্ত্রাধ্যয়ন, অর্চ্চন, নির্ব্বন্ধ-সহ শ্রীনাম ও ত্রিসন্ধ্যা মন্ত্রজপ; ❀ শ্রীকেশব-গোস্বামী হইতে উদারতা শিক্ষার পূর্ব্বস্মৃতি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া, (পঃ বঙ্গ)
২২/২/১৯৭৭

কল্যাণীয়াসু—

স্নেহের -----! তোমার ১১।১১।৭৬ তাং এর Inland letter আসাম-উত্তরবঙ্গ প্রচার শেষে শিলিগুড়ি মঠে বহুদিন পরে পাইয়াছি। এখন সময় খুব সংক্ষেপ। শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমার আর মাত্র ৩/৪ দিন বাকী। পরিক্রমার পূর্ব্বে এই পত্র তোমাদের হস্তগত হইবে কিনা বুঝিতেছি না। * * *

নশ্বরজীবনে কৃষ্ণচিন্তাই একমাত্র কার্য্য

শ্রীভগবান্ সত্যই মঙ্গলময়। তাঁহার শুভেচ্ছায়ই গুরু-বৈষ্ণবসঙ্গে তীর্থ ও ধামাদি-দর্শনের সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ হয়। শ্রীভগবানের অহৈতুকী করুণা উপলব্ধি করিতে পারিলে সাধক-সাধিকার জীবন ধন্য হয়। ভক্ত ঐকান্তিক নিষ্ঠার দ্বারাই শ্রীভগবানে পূর্ণ নির্ভরশীল হইতে পারে। একনিষ্ঠ ভক্তই ভবিষ্যতের সম্যক্ চিন্তা করিতে সমর্থ। ভজনহীন ব্যক্তিই শোচ্য ও নির্ব্বোধ। "**কস্য ত্বং বা কুতঃ আয়াত, তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ**", "**ধন-জীবন-যৌবন-রাজ্যসুখং, ন হি নিত্যমনুক্ষণ-নাশপরম্**"—এ বিচার যাহাদের নাই, তাহারাই নাস্তিক চার্ব্বাকের অনুগামী জড়বাদী। যাঁহারা ভবিষ্যৎ-চিন্তায় ব্যাপৃত, তাঁহারাই তত্ত্বদর্শী, আত্মকল্যাণকামী। "**কৃষ্ণ মোর নাম, কৃষ্ণ মোর প্রাণ। মোরে সে করিল বিধি কাষ্ঠ-পাষাণ সমান॥**"—ইহাই বিরহদশায় একমাত্র জপ্য ও কীর্ত্তনীয়। কৃষ্ণই আমার সম্পদ, কৃষ্ণই আমার প্রাণধন, তিনিই আমার জীবন; কৃষ্ণই আমার ব্রত-জপ-তপ, কৃষ্ণনামই আমার ভজন-পূজন—সম্বন্ধজ্ঞান-লব্ধ উৎসর্গীকৃত প্রাণ সাধক-সাধিকার কৃষ্ণচিন্তা ছাড়া আর কোন ধ্যানধারণা নাই, থাকিতে পারে না।

"**তোমার ইচ্ছায় মোর জীবন-মরণ**"—জীব কর্ম্মফলেই এ জগতে শুভাশুভ ভোগ করে। সুতরাং "**হন্তি রক্ষতি চৈবাত্মা হ্যসৎ-সাধু-সমাচরন্**" ইহাই বাস্তব

দর্শন। স্নেহ-প্রীতি-মমতার দ্বারাই শ্রীভগবান ও ভগবদ্ভক্ত, এমন কি অনন্ত বিশ্বকে জয় করা যায়। গুরু-বৈষ্ণবগণের পারমার্থিক ঋণ কোনদিনই পরিশোধ্য নহে। তাঁহাদের নিকট ঋণ থাকিলে অর্থাৎ সম্বন্ধযুক্ত হইলে গোলোকগতি অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং ঐরূপ ঋণী থাকাই আমাদের কাম্য।

গুরুবৈষ্ণব-প্রতি 'ঋণী'-বোধের ফল গোলোকগতি

বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বাৎসল্য-স্নেহে গোপীগণের পুত্ররূপেই সংস্থাপিত। তিনিই আবার সখ্যরসে পুলিনভোজন ও ক্রীড়ামোদে ব্যাপৃত। কখনও তিনি মধুর-রসের অধিদেবতা। মাতার বিশুদ্ধ বাৎসল্যভাব না থাকিলে তাঁহাকে পুত্ররূপে পাওয়া যায় না। আবার তাঁহার মধ্যে নিত্য পুত্রত্ব না থাকিলে তিনি 'মাতা' বলিয়া সম্বোধনও করিতে পারেন না। 'ছেলে হতে চাওয়া' ও নিত্য পুত্রত্ব—এক নহে। একটী স্বতঃসিদ্ধ ভাব, অপরটী প্রাকৃত সৃষ্টির অন্তর্গত ব্যাপার বিশেষ। সুতরাং স্নেহ-প্রণয়-প্রীতি-মমতা আন্তর দর্শন বিধায় কোনরূপ লোকলজ্জা বা ব্যবহারিকতার অপেক্ষা রাখে না। কাহারও অনিচ্ছায় কিছু করিতে গেলে তাহার ভাল ফল পাওয়া যায় না—ইহাই সর্ব্ববাদি-সম্মত সত্য। সুতরাং এক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝির কোন কারণ নাই।

বিশুদ্ধ-বাৎসল্য ও নিত্য-পুত্রত্বেই কৃষ্ণের 'মাতা' সম্বোধন

এবার ৩০শে পৌষ, শুক্রবার—কৃষ্ণ-নবমী-তিথি ছিল। তবে হস্তা নক্ষত্র ২ দিন পিছাইয়া গিয়াছে। তোমরা কোন্ দিন পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছ ও ভাল ভাল প্রসাদ পাইয়াছ, বুঝিলাম না। প্রতিদিন ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইলেও ঐদিন নিশ্চয়ই প্রসাদের বৈচিত্র্য ছিল, নচেৎ পত্রে উল্লেখ করিতে না। **"ভক্তি-পুষ্প কোথা পাই, ভকতি-চন্দন নাই, কি দিয়ে পূজিব আমি?"—এইরূপ চিন্তাই প্রকৃত পুষ্পাঞ্জলি। অন্তরের শ্রদ্ধা-ভক্তি-অনুরাগই বাস্তব অর্ঘ্য, তাহাতেই অন্তর দেবতা তুষ্ট ও প্রসন্ন।** ইহাই সাধন-ভজন-পথে পাথেয় ও পরীক্ষা। তোমরা নিশ্চয়ই এইরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে—ইহাই আমার শুভেচ্ছা ও আন্তরিক আশীর্ব্বাদ।

শ্রীগুরু-তিথিতে কোন্ অঞ্জলিতে তাঁহার সন্তোষ

নিয়মিতভাবে শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, জৈবধর্ম্ম, শিক্ষামৃত, শ্রীহরিনামচিন্তামণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, নারদীয় পুরাণাদি পাঠ ও আলোচনা করিবে। নিত্য পূজা-অর্চ্চনাদিরও অভ্যাস রাখিবে। শ্রীনাম নির্ব্বন্ধসহকারে গ্রহণ করিলে শ্রীভগবান্ তাঁহার স্বরূপ প্রদর্শন করেন। গায়ত্রী-মন্ত্রাদি প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা জপ করিবে। নববিধা ভক্ত্যঙ্গ-যাজনে বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ রাখিবে। শ্রীনাম যথাযথভাবে গ্রহণ করিলে তাহার সাক্ষাৎফল লাভ করিতে পারিবে।

শাস্ত্রাধ্যয়ন, অর্চ্চন, নির্ব্বন্ধ-সহ শ্রীনাম ও ত্রিসন্ধ্যা মন্ত্রজপ

তোমাদের নিকট আমার কোন প্রাপ্য নাই। পার্থিব লেন-দেন সম্পর্ক আমার সঙ্গে না রাখিলেই আমি খুশী হই। জীবনে নিঃস্বার্থভাব লোকের উপকার করিতে আমার

ইচ্ছা; এই প্রবৃত্তি পরমোদার শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতেই লাভ করিয়াছি। তাঁহার ত্যাগ ও উদারনীতি আমাকে স্তম্ভিত করিয়াছে ও তাহার চরণে আশ্রয় প্রদান করিয়াছে। তাঁহার সতীর্থ ও শিষ্য-বাৎসল্য আমাকে অবাক্ করিয়াছে। অকাতরে অভাবগ্রস্ত প্রার্থীকে তিনি হাজার হাজার টাকা দিয়াছেন, ধার বলিয়া উহা লইলেও তিনি খরচের মধ্যেই লিখিবার জন্য অধমকে নির্দ্দেশ দিতেন। বলিতেন—ডানহাতে লোককে যাহা দিবে, বামহাত যেন তাহা জানিতে না পারে। **আমি এমন পরম মুক্তপুরুষের—নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার সান্নিধ্যলাভের সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিয়াও কর্ম্মফলে সেই "কৃতিরত্ন"কে হারাইয়াছি।** Missionএ আমার personal ব্যাপার একটাই—তাহা হইল নিজ ভজন-সাধন। তাহা হইতে যদি আমি বিচ্যুত হই, তাহা হইলে "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" এই নীতিভ্রষ্ট হইতে হয়। গুরুকৃপা-বলে আমি সকলের ভুলবুঝাবুঝির ঊর্দ্ধেই ছিলাম, আছি ও থাকিব। তোমরা মানসিক সান্ত্বনা লাভ করিলেই আমি নিশ্চিন্ত হইব।

শ্রীকেশব-গোস্বামী হইতে উদারতা শিক্ষার পূর্ব্বস্মৃতি

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমায় তোমরা কবে আসিবে? এ সম্বন্ধে কোন কিছু লিখ নাই দেখিয়া চিন্তিত। আমি একপ্রকার আছি। তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ লইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি সুহৃৎ বামন

পত্রের চুম্বক

- "কৃষ্ণ মোর নাম, কৃষ্ণ মোর প্রাণ। মোরে সে করিল বিধি কাষ্ঠ-পাষাণ সমান॥"—ইহাই বিরহদশায় একমাত্র জপ্য ও কীর্ত্তনীয়।
- কৃষ্ণই আমার সম্পদ, কৃষ্ণই আমার প্রাণধন, তিনিই আমার জীবন; কৃষ্ণই আমার ব্রত-জপ-তপ, কৃষ্ণনামই আমার ভজন-পূজন—সম্বন্ধজ্ঞান-লব্ধ উৎসর্গীকৃত প্রাণ সাধক-সাধিকার কৃষ্ণচিন্তা ছাড়া আর কোন ধ্যান-ধারণা নাই, থাকিতে পারে না।
- গুরু-বৈষ্ণবগণের পারমার্থিক ঋণ কোনদিনই পরিশোধ্য নহে। তাঁহাদের নিকট ঋণ থাকিলে অর্থাৎ সম্বন্ধযুক্ত হইলে গোলোকগতি অবশ্যম্ভাবী।
- স্নেহ-প্রণয়-প্রীতি-মমতা আন্তর দর্শন বিধায় কোনরূপ লোকলজ্জা বা ব্যবহারিকতার অপেক্ষা রাখে না।
- অন্তরের শ্রদ্ধা-ভক্তি-অনুরাগই বাস্তব অর্ঘ্য, তাহাতেই অন্তর দেবতা তুষ্ট ও প্রসন্ন। জীবনে নিঃস্বার্থভাব লোকের উপকার করিতে আমার ইচ্ছা; এই প্রবৃত্তি পরমোদার শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতেই লাভ করিয়াছি।
- Missionএ আমার personal ব্যাপার একটাই—তাহা হইল নিজ ভজন-সাধন।
- গুরুকৃপা-বলে আমি সকলের ভুলবুঝাবুঝির ঊর্দ্ধেই ছিলাম, আছি ও থাকিব।

পত্র—২০

বিষয়—❀ গুরুদেবের প্রচার-পঞ্জী; ❀ প্রয়োজনে নৃসিংহ-কবচ, কিন্তু শনি-রাহু-কবচ নহে; ❀ নামাশ্রয়ীর দেব-দেবী-কবচ বা নির্ম্মাল্য-গ্রহণে নামাপরাধ; ❀ শিষ্টাচার-সম্মত অন্যায়-প্রতিবাদে গুরুসেবা; ❀ হরিকথা-প্রচারে গুরুবৈষ্ণব-কৃপার উপলব্ধি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ,
গৌরবাটসাহী, স্বর্গদ্বার, (পুরী)
উড়িষ্যা
২৮/৩/১৯৭৭

কল্যাণীয়াসু—

স্নেহের-----! তোমাদের পত্র পাইয়াছি। তোমরা নবদ্বীপ হইতে নির্ব্বিঘ্নে গৃহে পৌঁছিয়াছিলে, ইহা বিশেষ আনন্দের কথা। * * *

আমি জয়দেবকে সঙ্গে লইয়া গতকল্য নবদ্বীপ হইতে এখানে পুরীমঠে পৌঁছিয়াছি। এখানকার মঠের বিশেষ জরুরী বৈষয়িক ব্যাপারে আসিতে হইয়াছে। মাত্র ৪-৫ দিন থাকিব। আগামী 2nd April পুরী হইতে কলিকাতা যাইব, পথে Khargpur-এ ১ দিন থাকিব। 4th April কলিকাতা হইতে Dimond Harbour যাইব। তথা হইতে পরের দিন সুন্দবনে (মইপীঠ) যাইব। ঐ অঞ্চলে ৩ দিন বক্তৃতা আছে। 13th April সুন্দরবন হইতে নবদ্বীপ ফিরিব এবং 14/4/77 Toofan Exp.-এ মথুরা যাত্রা করিব। মথুরা হইতে 21/4/77 (৮ই বৈশাখ) সুন্দরানন্দকে সঙ্গে লইয়া বহরমপুরে পৌঁছিব আশা করিতেছি। * * *

নবদ্বীপ হইতে ফিরিবার পথে ট্রেণে এক জ্যোতিষী গৃহস্থ ভক্ত তোমাদের সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন ও বিধি-ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা হয়ত আংশিক সত্য হইতে পারে। তিনি সাধারণভাবেই ইহা বলিয়া থাকিবেন। তোমাদের কোন চিন্তা নাই। শনি-রাহুর কোন কবচ ধারণ করিতে হইবে না। যদি প্রয়োজন হয়, আমি নৃসিংহ-কবচ করাইয়া দিব।

প্রয়োজনে নৃসিংহ-কবচ, কিন্তু শনি-রাহু-কবচ নহে

যাঁহারা শ্রীনামাশ্রয়ী, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করেন, তাঁহাদের অন্য আধিকারিক দেব-দেবীর কোনরূপ কবচ-মাদুলী-নির্ম্মাল্যাদি গ্রহণের কোন আবশ্যকতা নাই। উহাতে নামাপরাধকেই আবাহন করা হয়। যাহাদের শ্রীনামে বিশ্বাস নাই, তাহারাই ঐরূপ অন্যায় উপদেশ করিয়া থাকেন ও উহাতে প্রীতিলাভ করেন। বিশুদ্ধ শ্রীনামাশ্রয়ী

বৈষ্ণব গৃহস্থই হউন আর ত্যাগীই হউন, তাঁহাদের সঙ্গ ও দর্শনাদি সুদুর্ল্লভ। দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষই কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদ ও প্রাকৃত-সহজিয়াবাদের আশ্রয় লইয়া সরল বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে লোকচক্ষে হীন প্রতিপন্ন করিতেছে। বিবর্ত্তবাদ তাহাদের মগজ ধোলাই করিতে চাহিতেছে। বাস্তব-কল্যাণকামী যাঁহারা, তাঁহারা সকল সময়ে সাধন-ভজন-বিষয়ে সাবধানতা, সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকেন। তত্ত্বসিদ্ধান্ত-জ্ঞান না থাকিলে ভজনোন্নতি সম্ভব নয়। তজ্জন্যই চরিতামৃতে উল্লিখিত হইয়াছে,—"**সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। যাহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস।**" তুমি সহজিয়া, নামাপরাধী ব্যক্তির কোনরূপ অন্যায় উপদেশ-নির্দ্দেশ গ্রহণ করিবে না। **যে কোন কথা শুনিবে, উহা শাস্ত্রীয় বিচার-যুক্তির সহিত মিলাইয়া লইবে। ভজনানুকূল হইলে সেই বাক্য গ্রহণযোগ্য, আর তদ্বিপরীত হইলে দুঃসঙ্গজ্ঞানে সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।**

নামাশ্রয়ীর দেব-দেবী-কবচ বা নির্ম্মাল্য গ্রহণে নামাপরাধ

অন্যায়ের প্রতিবাদ করাই গুরুসেবা। **যদি কখনও বুঝিতে পার যে, কেহ অন্যায় উপদেশ করিতেছেন, তাহার শিষ্টাচার-সম্মত প্রতিবাদ করিয়া বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত স্থাপন করাই আদর্শ গুরুসেবা-নিষ্ঠা।** সত্য জানিয়া শুনিয়া গোপন করিলে জ্ঞান-খলতা প্রকাশ পায় এবং তাহা কর্ত্তব্যের ত্রুটীও বটে। ইহাকে (প্রতিবাদকে) কখনও দৈন্য বা অমানী-মানদ-ধর্ম্মের পরিপন্থী বলা যায় না। প্রাকৃত সহজিয়াগণের আকু-পাকুভাব অবান্তর উদ্দেশ্যযুক্ত ও ন্যূনাধিক স্বার্থ-বিজৃম্ভিত। বৈষ্ণবতার নামে তাহারা জড়বিষয়ে আসক্তি ও প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহাদিই করিয়া থাকে। ভজনপিপাসু ব্যক্তির কোনদিনই সরলতার অভাব হয় না। সুতরাং কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে সুপ্রমাণিত।

শিষ্টাচার-সম্মত অন্যায়-প্রতিবাদে গুরুসেবা

তোমার যতটুক শাস্ত্রীয় জ্ঞান আছে, তাহা লইয়াই গুরুবৈষ্ণবগণের কৃপাকণা অবলম্বন করিয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করিবে। "**ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্**"—ইহা স্মরণ রাখিবে। ইহাতে গুরুবৈষ্ণবগণের সাক্ষাৎ করুণা হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিবে। হরিকথা-কীর্ত্তনকেই প্রচার বলে। তাহা প্রাণবন্ত বলিয়া অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশপূর্ব্বক ঝঙ্কার তোলে। তাহাতে মানুষের চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন হয়—মানব নূতন দিব্য জীবন লাভ করে। তুমি উৎসাহের সহিত হরিকথা প্রচার করিবে। কখনও খাওয়া-পরা-থাকার চিন্তায় বিব্রত হইও না। "**যোগক্ষেমং বহাম্যহম্**"—গীতার বাক্য আলোচনাপূর্ব্বক চিত্ত স্থির করিবে। সেবার আকাঙ্ক্ষাই—সেবাপ্রাণতা; ধৈর্য্য ও উৎসাহের দ্বারাই তাহা লাভ হয়।

হরিকথা-প্রচারে গুরুবৈষ্ণব-কৃপার উপলব্ধি

অধিক কি, তুমি আমার অকুণ্ঠ স্নেহাশীস্ লইবে। তোমাদের অন্যান্য পত্রগুলির উত্তর পরে দিব। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- যাঁহারা শ্রীনামাশ্রয়ী, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করেন, তাঁহাদের অন্য আধিকারিক দেব-দেবীর কোনরূপ কবচ-মাদুলী-নির্ম্মাল্যাদি গ্রহণের কোন আবশ্যকতা নাই। উহাতে নামাপরাধকেই আবাহন করা হয়।
- তত্ত্বসিদ্ধান্ত-জ্ঞান না থাকিলে ভজনোন্নতি সম্ভব নয়।
- যে কোন কথা শুনিবে, উহা শাস্ত্রীয় বিচার-যুক্তির সহিত মিলাইয়া লইবে। ভজনানুকূল হইলে সেই বাক্য গ্রহণযোগ্য, আর তদ্বিপরীত হইলে দুঃসঙ্গজ্ঞানে সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।
- যদি কখনও বুঝিতে পার যে, কেহ অন্যায় উপদেশ করিতেছেন, তাহার শিষ্টাচার-সম্মত প্রতিবাদ করিয়া বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত স্থাপন করাই আদর্শ গুরুসেবা-নিষ্ঠা।
- সত্য জানিয়া শুনিয়া গোপন করিলে জ্ঞান-খলতা প্রকাশ পায় এবং তাহা কর্ত্তব্যের ত্রুটীও বটে।
- তোমার যতটুক শাস্ত্রীয় জ্ঞান আছে, তাহা লইয়াই গুরুবৈষ্ণবগণের কৃপাকণা অবলম্বন করিয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করিবে।
- কখনও খাওয়া-পরা-থাকার চিন্তায় বিব্রত হইও না। "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"—গীতার বাক্য আলোচনাপূর্ব্বক চিত্ত স্থির করিবে।

পত্র—২১

বিষয়—✿সংক্ষেপে বিবিধ উপদেশ; ✿ভগবান্ ও গুরুদেব সম্বন্ধে একইপ্রকার ভাবনা অবলম্বনীয়; ✿সাধনের উন্নতাবস্থায় জ্যোতিষি-বিচার নিষ্ক্রিয়; ✿নিশ্চিন্ত জীবন ভজনের প্রতিকূল; ✿শুদ্ধনামগ্রহণ—সাধন ও কৃপাসাপেক্ষ; ✿মুক্ত-মহাত্মার নিকট পর্ণকুটীর বা প্রাসাদ, দুইই সমান; ✿সুস্থ-অসুস্থ সর্ব্বাবস্থায় নামপ্রচারে নিশ্চিত মঙ্গল; ✿দুঃখ-কষ্ট নিজ কর্ম্মফলেই, অন্য কেহ দায়ী নয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরাধেশ্যাম বসাক,
উকিলপাড়া, পোঃ রায়গঞ্জ
(পশ্চিম দিনাজপুর)
২৫/১১/১৯৭৭

কল্যাণীয়াসু—

স্নেহের -----! তোমার ১৫/১০/৭৭ তাং এর পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। তাহার পূর্ব্বে ২৩/২/৭৭, ১১/৩/৭৭, ১৯/৩/৭৭, ১৫/৪/৭৭, ৫/৫/৭৭,

৭/৫/৭৭, ৩১/৫/৭৭, ২০/৬/৭৭, ১৬/৭/৭৭ তাং এর পত্রগুলিও পাইয়াছি। বিলম্বে হইলেও পত্রগুলির প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া তোমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। তোমার অসীম ধৈর্য্য ও সহ্যগুণের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ না জানাইয়া পারিতেছি না। আমি পত্রোত্তর দিতে না পারিলেও তোমার চিঠি লিখিতে আদৌ উৎসাহ ভঙ্গ হয় নাই, এজন্য শতমুখে তোমাকে প্রশংসাবাদ জানাইতেছি। তোমার সব পত্রগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতেছি।

মঠ ও মিশনের হইয়া সেবানুকূল্য-সংগ্রহচেষ্টা যতই নগন্য হউক্ না কেন, তাহাতে হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা হয়, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সাধুসঙ্গে তীর্থদর্শনাদির সুযোগ হইলে পাঞ্চভৌতিক শরীরেরই উন্নতি (স্থূলতা লাভ) হয় না, উহাতে মন ও আত্মবৃত্তিরও উৎকর্ষতা লাভ হয়। ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় মঠাশ্রিত হইতে না পারা সত্যই দুঃখ ও আপশোষের বিষয়। স্বজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ ভক্তগণকে দর্শন করিলে হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয় ও মানসিক শান্তি লাভ করা যায়। মঠ-মিশনের সুখ্যাতি ও গুরুবৈষ্ণবগণের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিলে প্রত্যেক আশ্রিতেরই আনন্দিত হওয়া স্বাভাবিক। **'গুরুবৈষ্ণব ও তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা ছাড়া বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব'—ইহা আত্মস্বাস্থ্য-প্রাপ্ত সুস্থ মনেরই অভিব্যক্তি।** জীবনে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন সকলকেই হইতে হয় এবং তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার প্রচেষ্টাও চালাইয়া যাইতে হইবে। প্রাকৃত দুনিয়ায় বাস্তব শান্তি নাই; তাহার মধ্যে থাকিয়া 'গুরু-ভগবান্ সর্ব্বদা আমাদের সঙ্গে আছেন'—এই ভাবনাই আমাদের সকল বিপদাপদ হইতে রক্ষা করে।

সংক্ষেপে বিবিধ উপদেশ

শ্রীভগবানের জন্যই আমাদের অহোরাত্র চিন্তা থাকা প্রয়োজন। তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, তাঁহার অপ্রাকৃত বপু। তিনি প্রাকৃত কর্ম্মফল-ভোক্তা নন; লৌকিক জন্মমৃত্যুর অতীত বস্তু তিনি। তাঁহার একান্ত ভক্তসম্বন্ধেও ঐ একই বিচার শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। সেই ভগবান্ ও ভক্তে মন-প্রাণ সমর্পণ করিতে পারিলেই—তাঁহাদের আপনজন বলিয়া মানিলেই জীবের অশেষ কল্যাণ। তাঁহাদের অদর্শন, অনুপস্থিতি ও অকৃপার ন্যায় মর্ম্মপীড়াদায়ক অবস্থা সত্যই কল্পনাতীত। শ্রীভগবানের জন্য শতবার মরিতে পারা যায়, কিন্তু তাঁহার ও তদ্ভক্তের অদর্শন অসহনীয়। **"যাবৎ জনম মোর, অপরাধে হৈনু ভোর, নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা। তথাপি যে তুমি গতি, না ছাড়িহ প্রাণপতি, মোর সম নাহিক অধমা॥ যদি হই অপরাধী, তথাপিহ তুমি গতি, সত্য সত্য যেন সতীর পতি॥ তুমি ত' পরম দেবা, নাহি মোরে উপেক্ষিবা, শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর। যদি করি অপরাধ, তথাপিহ তুমি নাথ, সেবা দিয়া কর অনুচর॥"**—ইহাই ভক্তের দৈন্য ও বিজ্ঞপ্তি। **"মোর বপু-চিত্ত-মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,**

ভগবান্ ও গুরুদেব সম্বন্ধে একইপ্রকার ভাবনা অবলম্বনীয়

কৃষ্ণবিনা সকল বিফল। নাহি কৃষ্ণপ্রেম-ধন, দরিদ্র মোর জীবন, দেহেন্দ্রিয়, বৃথা মোর সব॥"---সমর্পিতাত্ম ভক্তের ইহাই আন্তর দর্শন।

জ্যোতির্ব্বিদ্যা—শাস্ত্রীয় এবং বেদানুগা। ষড়ঙ্গ-বেদের অন্তর্গত জ্যোতিষশাস্ত্র। ইহাদ্বারা অতীন্দ্রিয় বস্তুর জ্ঞানলাভ হয়। মানব এই শাস্ত্রবিচার-দ্বারা পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম ও বর্ত্তমান-জন্মে সেই কর্ম্মের ভাবিফল জানিতে পারেন। কিন্তু আধুনিক কালের দৈবজ্ঞ বা জ্যোতির্ব্বিদগণ মনুষ্যের কল্যাণচিন্তা বাদ দিয়া উহাকে অর্থকরী বিদ্যারূপে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। তাঁহাদের অভিজ্ঞতা দিয়া যদি তাঁহারা সাধারণ মানুষের পরমার্থ চিন্তা করিতে শেখেন, তবে সকলেরই মঙ্গল। তাঁহারা নবগ্রহের প্রভাব লইয়াই ভালমন্দের বিচার করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে ইহার বহুবিধ প্রতিকার ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। বিশেষতঃ সাধক-সাধিকাগণের উন্নতাবস্থা সকল বাধাবিপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম; তাঁহাদের উপর ইহা বিশেষ ক্রিয়াশীল হয় না।

সাধনের উন্নতাবস্থায় জ্যোতিষি - বিচার নিষ্ক্রিয়

বহু বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়াই আমাদের জীবন গঠিত হয়। নিশ্চিন্ত জীবন আলস্যময়, তাহা কখনও পারমার্থিকজনের কাম্য নয়। তাঁহারা জানেন—"An idle brain is the devil's workshop", সুতরাং সেবাময়—প্রগতিপূর্ণ জীবনই আদর্শ। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। "সবুরে মেওয়া ফলে"---ইহা সত্য কথা। কাহারও জীবনে পূর্ণছেদ পড়িয়াছে—ইহা কেহ দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারেন না বা তাহা সম্ভবও নয়। তবে (সাধন-ভজনে) উন্নতির চেষ্টা সব সময় করিয়া যাইতে হইবে। অন্ততঃপক্ষে স্থিতাবস্থা সংরক্ষণের জন্যও প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে।

নিশ্চিন্ত জীবন ভজনের প্রতিকূল

"**নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন**"—ইহা বাস্তব সত্য। শুদ্ধভাবে শ্রীনামগ্রহণ একদিনেই হয় না; ইহা সাধনার বিষয়ীভূত; আবার কৃপা-সাপেক্ষ ব্যাপার। দৃঢ়চিত্তে নিষ্ঠাসহকারে অগ্রসর হইলে বাঞ্ছিত ফললাভ অবশ্যই হইবে। তাহাতে মনে কোনরূপ সন্দেহ বা সংশয় রাখিবে না। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও শ্রী---ভজন-সাধন ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা আনয়ন করে, বহু বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি করে; কিন্তু নিষ্কপট সরল হইতে পারিলে অতিশীঘ্র সুফল পাওয়া যায়। সংসারে ব্যক্তিগত স্বার্থের হানাহানি থাকিবেই। তাহার মধ্যে থাকিয়াই যিনি আপন অভীষ্টপথে চলিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন, তাহার কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য-সহনশীলতাই জীবনপথে শ্রেষ্ঠ পাথেয় ও সম্বল। তাহার সহিত উৎসাহ, উদ্দীপনা, বিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা অবশ্যই সংযোগ করিতে হইবে। শ্রীভগবান্ নিশ্চয়ই প্রেরণাদান করেন, তাহা দ্বারাই জীব তাহার সাধনপথ নির্ণয় করেন এবং জীবনপথে অগ্রসর হয় ও চরমফল লাভ করে।

শুদ্ধনামগ্রহণ---সাধন ও কৃপাসাপেক্ষ

সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী মহারাজ 'গরীব কন্যার' অভিভাবক হইলে কি কন্যার দুঃখ-দুর্দ্দশা ঘুচে না? অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের ক্ষেত্রে সাংসারিক পরিবেশে হয়ত ইহার বহু বিরূপ উদাহরণ আছে, কিন্তু অত্যন্ত আপনজনের ক্ষেত্রে আশ্রিতাকে সমান অধিকারই লাভ করিতে দেখা যায়। সে-স্থলে 'গরীব-কন্যার' আব্দার নিশ্চয়ই সুরক্ষিত হইয়া থাকে। সাধক-সাধিকার কথা বাদ দিলেও নিত্যমুক্ত-মহাত্মাগণের আচরণে অনেক সময় পর্ণকুটীরই রাজপ্রাসাদরূপে পরিণত হয়, আবার অট্টালিকাও পর্ণকুটীরের অনাসক্তি প্রদান করে। সুতরাং শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবাই সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের সন্তুষ্টি বিধান করিয়া থাকে। 'তাহাদের সেবার জন্য কিছু করিতে পারিতেছি না'—এইরূপ দৈন্য ও নিরভিমান ভাবই সেবাধিকার প্রদান করে এবং এইরূপে হরিভজন সিদ্ধ হয়, ইহাতে সন্দেহের কোন কারণ নাই। সাধনক্ষেত্রে আশাবদ্ধ ও উৎকণ্ঠা নিশ্চয়ই সাধক-সাধিকাকে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে।

মুক্ত-মহাত্মার নিকট পর্ণকুটীর বা প্রাসাদ, দুইই সমান

শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তনই এই নশ্বর সুলভ ও সুদুর্ল্লভ দেহধারণের সার্থকতা। হরিকথা কীর্ত্তন করিতে করিতে দেহপাত হওয়া খুব আনন্দের বিষয়। শারীরিক সুস্থতা-অসুস্থতা চিরদিনই থাকিবে। তাহা লইয়াই শ্রীনামপ্রচার সেবায় ব্রতী হইতে পারিলে আমাদের আত্যন্তিক মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। প্রাকৃত-বিচারে ইহা 'নিষ্ঠুরতা' বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও ইহা মধ্যেই বাস্তবশান্তি লুক্কায়িত আছে। ভগবৎকথা কীর্ত্তনে যদি অব্যর্থকালত্ব, রুচি, ও আসক্তি না জন্মে, তাহার মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা না থাকে, উহা প্রাণহীন বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। **"প্রাণ আছে তার, সেহেতু প্রচার, (জড়) প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব"** —এই মহাজন বাণী আমাদের সর্ব্বদা স্মরণীয়। হরিকথা-কীর্ত্তনে দেহ-মনোধর্ম্ম বিদুরিত হয়, জাড্য ও আলস্য দূরে পলায়ন করে—**"পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে।"**

সুস্থ অসুস্থ সর্ব্বাবস্থায় নামপ্রচারে নিশ্চিত মঙ্গল

এ জগতে কেহ কাহাকেও দুঃখ-কষ্ট বা সুখশান্তি দিতে পারে না; জীব স্বীয় কর্ম্মফলেই শুভাশুভ প্রাপ্ত হয়—ইহাই তত্ত্বদর্শন। প্রাকৃত দেহ-গেহ-সর্ব্বস্ব অবুঝ মানব ইহা অনুধাবন করিতে পারে না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। গুরু-বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদে হারানো ছাতা-ব্যাগ কেন, পার্থিব অতুল ঐশ্বর্য্যও লাভ হইতে পারে এবং তাহার সদ্ব্যবহার সম্বন্ধেও শিক্ষা প্রাপ্তি হয়। * * * স্নেহাশীস্ লইবে। ইতি—

দুঃখ-কষ্ট নিজ কর্ম্মফলেই, অন্য কেহ দায়ী নয়

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি সুহৃৎ বামন

পত্রের চুম্বক

- 'গুরু-বৈষ্ণব ও তাঁহাদের কৃপা ছাড়া বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব'—ইহা আত্মস্বাস্থ্য-প্রাপ্ত সুস্থ মনেরই অভিব্যক্তি।
- প্রাকৃত দুনিয়ায় বাস্তব শান্তি নাই; তাহার মধ্যে থাকিয়া 'গুরু-ভগবান্ আমাদের সঙ্গে আছেন' এই ভাবনাই আমাদের সকল বিপদাপদ হইতে রক্ষা করে।
- শ্রীভগবানের জন্য শতবার মরিতে পারা যায়, কিন্তু তাঁহার ও তদ্ভক্তের অদর্শন অসহনীয়।
- সাধক-সাধিকাগণের উন্নতাবস্থা সকল বাধা-বিপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম, তাঁহাদের উপর জ্যোতিষি বিশেষ ক্রিয়াশীল হয় না।
- নিশ্চিন্ত জীবন আলস্যময়, তাহা কখনও পারমার্থিকজনের কাম্য নয়।
- (সাধন-ভজনে) উন্নতির চেষ্টা সব সময় করিয়া যাইতে হইবে, অন্ততঃপক্ষে স্থিতাবস্থা সংরক্ষণের জন্যও প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে।
- শুদ্ধভাবে শ্রীনামগ্রহণ একদিনেই হয় না; ইহা সাধনার বিষয়ীভূত, আবার কৃপাসাপেক্ষ ব্যাপার।
- নিত্যমুক্ত-মহাত্মাগণের আচরণে অনেকসময় পর্ণকুটীরই রাজপ্রাসাদ-রূপে পরিণত হয়, আবার অট্টালিকাও পর্ণকুটীরের অনাসক্তি প্রদান করে।
- দৈন্য ও নিরভিমান-ভাবই সেবাধিকার প্রদান করে এবং এইরূপে হরিভজন সিদ্ধ হয়।
- শারীরিক সুস্থতা-অসুস্থতা চিরদিনই থাকিবে, তাহা লইয়াই শ্রীনামপ্রচার সেবায় ব্রতী হইতে পারিলে আমাদের আত্যন্তিক মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।
- এ জগতে কেহ কাহাকেও দুঃখ-কষ্ট বা সুখ-শান্তি দিতে পারে না; জীব স্বীয় কর্ম্মফলেই শুভাশুভ প্রাপ্ত হয়—ইহাই তত্ত্বদর্শন।

বিষয়—❀ শিশুতুল্য নিশ্চেষ্ট শ্রীবিগ্রহের সেবা বাৎসল্যভাবে কর্ত্তব্য; ❀ নিম্নপ্রাণীকুলে আবির্ভাবেও কৃষ্ণের অপ্রাকৃত স্বরূপ-রক্ষা; ❀ শুদ্ধভক্তি প্রচার জন্যই মঠ, নতুবা খাওয়া থাকার আড্ডাখানা; ❀ 'জগদ্বন্ধুসুন্দর অবতার'—কেবল প্রলাপোক্তি; ❀ পারমার্থিক ঋণ শোধের আবশ্যকতা থাকে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া, (পঃ বঙ্গ)
২৬/২/১৯৭৮

কল্যাণীয়াসু—

স্নেহের -----! তোমার ৩/১/৭৮ এবং ২০/২/৭৮ অন্তর্দেশীয় পত্র ও খাম যথাসময়ে পাইয়াছি। বর্ত্তমানে কবিরাজী মতে ২/৩ টী ঔষধের ব্যবস্থা পাইয়া ২টী ঔষধ ব্যবহার করিতেছি। তাহাতে বেশ উপকার হইয়াছে এবং এখন একপ্রকার ভালই আছি। তবে সময়মত খাওয়া, বিশ্রাম না করিলে অসুবিধায় পড়িতে হয়। প্রচারাদির ক্ষেত্রে বাহিরে নিয়ম-নিষ্ঠা রক্ষা করা কষ্টকর এবং ইহা অপরিহার্য্য।

তোমার ভজনসাধন কিছুই হইতেছে না—ইহা যদি বুঝিতে পার, তবে ভজন-সাধনের আগ্রহ নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইবে। জানিয়া শুনিয়া যে চেষ্টা ও যত্ন না করে, তাহার কল্যাণ কোথায়? কৃষ্ণের সংসার ও বদ্ধজীবের সংসার—দুইটী এক নহে। উদ্দেশ্য ও নিষ্ঠায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীর সেবায় বিলম্ব হইলে তিনি বা তাঁহারা কিছুই বলিবেন না বলিয়াই তাঁহাদের ঐরূপ সেবাগ্রহণ-লীলা। শ্রীবিগ্রহ বা শ্রীমূর্ত্তি বা অর্চ্চালেখ্য বাৎসল্যরসে নিশ্চেষ্টভাবে শিশুর ন্যায় সেবাপূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে অভিভাবকগণের উপর নির্ভরশীল এবং ইহাই তাঁহাদের বাৎসল্য-ভাবোদ্দীপক।

শিশুতুল্য নিশ্চেষ্ট শ্রীবিগ্রহের সেবা-বাৎসল্যভাবে কর্ত্তব্য

পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলেই বৈষ্ণব-বংশে জন্মলাভ ও বৈষ্ণব হওয়া যায়। **ভজনের মধ্যে কর্ম্মগ্রাহিতা নাই সত্য, কিন্তু উৎসাহ-উদ্দীপনারও অভাব পরিলক্ষিত হয় না; বরং উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।** প্রাকৃত কর্ম্মী (Elevationist) ও ভক্তের মধ্যে বিরাট্ ব্যবধান। কর্ম্মী—দেহ-গেহারামী, আর ভক্ত—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণকারী, ভগবৎসেবায় উৎসর্গীকৃত-প্রাণ। "Time and tide wait for none"—**"সময় কাহারো নয়, বেগে ধায়, নাহি রহে স্থির। সহায়, সম্পদ, বল, সকলি ঘুচায় কাল, আয়ুঃ**

নিম্নপ্রাণীকুলে আবির্ভাবেও কৃষ্ণের অপ্রাকৃত স্বরূপ-রক্ষা

যেন পদ্মপত্রে নীর॥" "আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ, নিশ্চিন্ত না থাক ভাই। যত শীঘ্র পার, ভজ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ জীবনের ঠিক নাই॥" তোমার শ্রীকৃষ্ণ মৎস্য-কুর্ম্ম-বরাহাবতার গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে পাঁতিহাসও ত হইতে পারেন। তবে সেই সেই কুলে অবতীর্ণ হইয়াও তিনি তাঁহার নিজত্ব, অপ্রাকৃত স্ব-স্বরূপ রক্ষা করিয়াছেন, ইহাই অতীন্দ্রিয় ভগবানের বৈশিষ্ট্য।

শুদ্ধভক্তি প্রচার জন্যই মঠ, নতুবা খাওয়া থাকার আড্ডাখানা

কোন মহারাজ ছোট মন্দিরের পর বিরাট মঠ-মন্দির করিতেছেন জানিয়া আমাদের উল্লাসের কোন কারণ নাই। কিছুদিন পরে শ্রীবিগ্রহ গলগ্রহরূপে পরিণত হইয়া তাঁহার নিগ্রহ না হয়—ইহাই আশঙ্কা! শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্রের নামই—মঠ-মন্দির; সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে তথায় চামচিকার বাসা ও খাওয়া-থাকার আড্ডাখানা করিয়া লাভ কি? **"প্রাণ আছে তার, সেহেতু প্রচার, প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব"**—ইহা মহাজনবাণী। পারমার্থিক সঙ্ঘারাম বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই—আশ্রম বা মঠ নামে বিখ্যাত। তথায় সেই উদ্দেশ্য সফল হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই জগবন্ধু বা জগন্নাথরূপে ভুবন বিখ্যাত তত্ত্ব। শ্রীশচীনন্দন গৌরহরিই অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন, অতএব জগন্নাথই মহাপ্রভু বা শ্রীমন্মহাপ্রভুই শ্রীজগন্নাথদেব। বিষয়বিগ্রহ শ্রীজগবন্ধু—ভোক্তা ভগবান্—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা। 'প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর' সেই আসন কিরূপে দখল করিতে পারেন? আর কিরূপেই বা তাঁহাদের দল তাঁহাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতার বলিতে সাহস করেন? দুনিয়ার লোক নির্ব্বোধ ও তত্ত্বজ্ঞানহীন, তাই আবোল তাবোল প্রলাপোক্তি করিতে ভালবাসে। তত্ত্ব, সিদ্ধান্ত ও সদ্‌বিচারের তাহারা কোন ধার ধারে না। সুকৃতি থাকিলে তবে ত ভালমন্দ যাচাই করিবার বৃত্তি আসিবে? কাল—কলি, শ্রীভক্তিমার্গ কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগীর কুযুক্তিতে কোটি-কণ্টক-রুদ্ধ। কলির অর্থই বিবদমান যুগ, যে যুগের লোক সত্যপথ হইতে চ্যুত হইয়া মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহাই কলিযুগ। যেটা যাহা নয়, তাহাতেই সত্য বলিয়া প্রতীতিই কলির স্বভাব। এ সকল দেখিয়া তত্ত্ব-দর্শিগণ অবশ্যই সাবধান হইবেন, ইহাই তাঁহাদের চতুরতা।

'জগদ্বন্ধুসুন্দর অবতার'—কেবল প্রলাপোক্তি

এবার তুমি আমার পত্র পাইয়া হাসিবে। রায়গঞ্জ হইতে গত ২৫/১১/৭৭ তাং হইতে তোমাকে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। আজ সেই পত্রোত্তর শেষ করিলাম। তথাপি তুমি মনে মনে কতকটা আশ্বস্ত হইবে—"Better late than never."তোমাদের স্নেহ-মমতায় আমি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিব। এত সজ্জন ও সতী-সাধ্বীগণের শুভেচ্ছা কি বিফল হইবে? "What God wills, no frost can kill". অপরের দুঃখ-কষ্ট

পারমার্থিক ঋণ শোধের আবশ্যকতা থাকে না

অনুভব ও উপলব্ধি স্নেহ-ভালবাসাই প্রমাণ করে। তুমি আমার নিকট চিরঋণী, এ জন্মে তাহা শোধ হইবে না লিখিয়াছ। তবে আমার বিচার—ঋণ যদি করিতেই হয়, বৈষ্ণবের নিকটই (পারমার্থিক) ঋণী হওয়া বাঞ্ছনীয়, কারণ তথায় কোনরূপ (সে) ঋণ পরিশোধের জ্বালা নাই। অধিক কি, আমার স্নেহাশীস্ জানিবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

পত্রের চুম্বক

- শ্রীবিগ্রহ বা শ্রীমূর্ত্তি বা অর্চ্চালেখ্য বাৎসল্যরসে নিশ্চেষ্টভাবে শিশুর ন্যায় সেবাপূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে অভিভাবকগণের উপর নির্ভরশীল।
- শ্রীকৃষ্ণ মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাবতার গ্রহণ করিয়াছেন। তবে সেই সেই কুলে অবতীর্ণ হইয়াও তিনি তাঁহার নিজত্ব, অপ্রাকৃত স্ব-স্বরূপ রক্ষা করিয়াছেন, ইহাই অতীন্দ্রিয় ভগবানের বৈশিষ্ট্য।
- শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্রের নামই—মঠ-মন্দির; সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে তথায় চামচিকার বাসা ও খাওয়া-থাকার আড্ডাখানা করিয়া লাভ কি?
- বিষয়বিগ্রহ শ্রীজগবন্ধু—ভোক্তা ভগবান্—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা। 'প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর' সেই আসন কিরূপে দখল করিতে পারেন?
- যেটা যাহা নয়, তাহাতেই সত্য বলিয়া প্রতীতিই কলির স্বভাব। এ সকল দেখিয়া তত্ত্ব-দর্শিগণ অবশ্যই সাবধান হইবেন।

পত্র—

বিষয়—❀ ঔষধ—কৃষ্ণনাম, পথ্য—মহাপ্রসাদ, চিকিৎসক—সদ্‌গুরু; ❀ বৈষ্ণবসেবায় উৎকণ্ঠা মঙ্গলের কারণ; ❀ বাধাবিপত্তি থাকিবেই, তবে শ্রীনাম-কৃপায় উদ্ধার; ❀ প্রাকৃত দুঃখ ও অপ্রাকৃত বিরহে পার্থক্য; ❀ বাস্তবদর্শনে রোগ-কষ্টাদি প্রাকৃত দর্শন নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া, (পঃ বঙ্গ)
১০/৪/১৯৭৮

কল্যাণীয়াসু—

স্নেহের -----! * * * বহু বহু জন্মের সুকৃতির ফলে সাধু-মহাপুরুষের সঙ্গে যোগাযোগ হইয়া থাকে এবং তাঁহাদের কৃপালিপি পাইবার যোগ্যতা লাভ হয় সত্য, কিন্তু তাঁহাদিগকে আপনজন বলিয়া গ্রহণ করা ও নিকটতম আত্মীয় বলিয়া উপলব্ধির মধ্যে উদারতা ও মহানুভবতাই প্রকাশিত।

শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশীর পর তোমার শরীর অসুস্থ হইয়াছে জানিলাম। বলদেবাভিন্ন- বিগ্রহ গুরু-নিত্যানন্দের আবির্ভাবে জীবের ভজন-সাধন বহির্ভূত যাবতীয় কল্মষরাশি বিদূরিত হইয়া আত্মার স্বাস্থ্য লাভ হয়। তোমার ক্ষেত্রেও সর্দ্দি-কাশি আদি ভজন-বাধা শ্রীকৃষ্ণ-নামামৃত-পানে অপসৃত হওয়ায় সুস্থ হইয়াছ। এই জগতে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়, জীবগণ শ্রীনামসুধা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষয়বিষ সর্ব্বদা পান করিতেছে এবং তাহাতেই মশগুল হইতে চাহিতেছে। তাহাদের জন্য ঔষধ, পথ্য ও চিকিৎসক নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণনাম—সর্ব্বরোগহর মহৌষধ, ভগবন্নিবেদিত মহাপ্রসাদরূপ পথ্য এবং সদ্‌গুরুরূপ সুবৈদ্যরাজ বা কর্ণধারের সাহায্য বা আশ্রয় লইবার প্রবৃত্তি নাই, ইহা অপেক্ষা আর অধিক দুর্দ্দৈব কি হইতে পারে? ভক্ত্যঙ্গ-যাজনে যেরূপ অপরকে সাহায্য করা প্রয়োজন, তদ্রূপ নিজেরাও ঐরূপ সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। এইজন্যই উক্ত হইয়াছে,—**"জন্ম সার্থক করি', কর পর-উপকার।"** শ্রীমদ্ভাগবতের **"প্রাণৈরর্থৈধিয়া বাচা শ্রেয়ঃ আচরণ সদা"** বিচার তোমার মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছে দেখিয়া আনন্দিত ও উৎসাহিত হইলাম। **"রসো বৈ সঃ"—পঞ্চরসের অধিদেবতা লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আরাধনায় পূর্ণ শরণাগতি বা আত্মসমর্পণই বৈশিষ্ট্য**, ইহা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। বহু জন্মের সুকৃতি ও সাধুগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা-প্রভাবে এইরূপ সদ্বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে, তজ্জন্য তুমি ধন্যবাদার্হ ও প্রশংসার পাত্রী।

ঔষধ—কৃষ্ণনাম, পথ্য—মহাপ্রসাদ, চিকিৎসক—সদ্‌গুরু

শ্রীধাম-পরিক্রমায় সাধারণ যাত্রিগণ পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য আসেন, কেহ কেহ সুকৃতি-অর্জ্জনের নিমিত্তই শ্রীধাম ও তীর্থে গমনাগমন করিয়া থাকেন। তোমরা মঠে গিয়া কিরূপ যত্ন পাইয়া আস, তাহা আমার সঠিক জানা নাই। তবে তোমাদের বাড়ীতে গেলে আমরা বসিবার আসন পাইবার যোগ্য কিনা, তাহা বিবেচ্য। (মঠে) বোগরা চালের অন্ন, জলজল ডাল আর ডাটা চচ্চড়ী; ইহাতেই যদি এত সুখ্যাতি, তাহা হইলে সত্য আদরযত্ন করিতে পারিলে আমাদের স্বর্গরাজ্য—ইন্দ্রপুরীতে স্থান লাভের কোন বাধা দেখি না। তুমি বৈষ্ণবগণের সেবার জন্য কিছু করিতে পারিতেছ না, ইহা যদি সত্যই অন্তরে উপলব্ধি করিয়া থাক, তবে নিশ্চয়ই তোমার কোনদিন মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে।

বৈষ্ণবসেবায় উৎকণ্ঠা মঙ্গলের কারণ

আমরা বাধা-বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইবার জন্যই শ্রীনৃসিংহদেবকে স্মরণ করিয়া থাকি। "**ঔষধে চিন্তয়েদ বিষ্ণুং**" শ্লোকে "**সঙ্কটে মধুসূদনম্, কাননে নরসিংহঞ্চ..... গমনে বামনঞ্চৈব সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্**" এইরূপ শ্রীনামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। গহন-অরণ্যে চলিতে গেলে শ্রীনৃসিংহ ঠাকুরকে স্মরণ করিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু যাত্রাকালে শ্রীবামনদেবেরই স্মরণ প্রশস্ত। ঐরূপ আদেশ পালিত হইলেও তদ্ভক্তগণের ক্ষেত্রেও বিবিধ বাধা-বিপত্তি লক্ষ্য করা যায়; ইহার প্রতিকার কি? যদি সর্ব্ব ঘটের মাধবকে স্মরণ করা যায়, তাহাতেও যাত্রার অশুভ লক্ষণ দূরীভূত হয় কিনা? বাস্তব ক্ষেত্রে শ্রীনামের মহিমা অবশ্যই আছে এবং যাহা হইবার, তাহাও অবশ্যই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু নামপ্রভুর কৃপাতেই সেই বাধা-বিপত্তি অতিক্রান্ত হইয়া যায়। ভগবদিচ্ছা প্রবল হইলে হরতালের দিনেও কোন বিশেষ ব্যক্তির জন্য একখানি রিক্সাই বাহির হইয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে পারে।

বাধাবিপত্তি থাকিবেই, তবে শ্রীনাম-কৃপায় উদ্ধার

তোমাদের কুটীর মাঝে মাঝে ক্রন্দন করে জানিয়া দুঃখিত হইলাম। যে কাঁদিতে পারে, সে হাসিতেও জানে, আমার বিশ্বাস। এই হাসি-কান্না লইয়াই জগৎ। প্রাকৃত ক্রন্দন বা অদর্শনজনিত হা-হুতাশ আমাদিগকে দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন করে, কিন্তু অপ্রাকৃত বিরহ ও বিপ্রলম্ভ-ভাবে বিভাবিত হইতে পারিলে শ্রীভগবান্ ও ভক্তের প্রেম-প্রীতি লাভ করা যায়। * *

প্রাকৃত দুঃখ ও অপ্রাকৃত বিরহে পার্থক্য

প্রত্যক্ষ-দর্শন ও পরোক্ষ-দর্শনের মধ্যে চিরদিনই পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু নিত্যদর্শন চিরদিনই অপ্রাকৃত ও বাস্তব। তথায় ভূত-ভবিষ্যৎ কালের স্থিতি নাই। নিত্যদর্শনই নিত্য বর্ত্তমানকালের লভ্য বিষয়। "**ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে**"—ইহাই বাস্তবদর্শনের ফল। তথায় মস্তকে Tumour-দর্শন হয় না এবং তাহাতে ভয়েরও কোনরূপ আশঙ্কা নাই। পরমাত্মার মধ্যেই জীবাত্মার অধিষ্ঠান, তাঁহাকে বাদ দিয়া জীবাত্মার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্বই প্রমাণিত হয় না। "Operation successful, but the patient died"—ইহা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদীর দুরবস্থা। শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলার অপ্রাকৃত অনুভূতিতেই ভগবদ্ভক্তের সকল মঙ্গল এবং নবজন্ম লাভ হইয়া থাকে।

বাস্তবদর্শনে রোগ-কষ্টাদি প্রাকৃত দর্শন নাই

সাক্ষাতেই সকল বলিব ও শুনিব। স্নেহাশীষ লইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- জীবের জন্য ঔষধ, পথ্য ও চিকিৎসক নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণনাম—সর্ব্বরোগহর মহৌষধ, ভগবন্নিবেদিত মহাপ্রসাদরূপ পথ্য এবং সদ্‌গুরুরূপ সুবৈদ্যরাজ বা কর্ণধারের সাহায্য বা আশ্রয় লইবার প্রবৃত্তি নাই, ইহা অপেক্ষা আর অধিক দুর্দ্দৈব কি হইতে পারে?
- পঞ্চরসের অধিদেবতা লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আরাধনায় পূর্ণ শরণাগতি বা আত্মসমর্পণই বৈশিষ্ট্য।
- তুমি বৈষ্ণবগণের সেবার জন্য কিছু করিতে পারিতেছ না, ইহা যদি সত্যিই অন্তরে উপলব্ধি করিয়া থাক, তবে নিশ্চয়ই তোমার কোনদিন মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে।
- বাস্তবক্ষেত্রে শ্রীনামের মহিমা অবশ্যই আছে এবং যাহা হইবার, তাহাও অবশ্যই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু নামপ্রভুর কৃপাতেই সেই বাধা-বিপত্তি অতিক্রান্ত হইয়া যায়।
- প্রাকৃত দুঃখ বা অদর্শন জনিত হা-হুতাশ আমাদিগকে দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন করে, কিন্তু অপ্রাকৃত বিরহ ও বিপ্রলম্ভ-ভাবে বিভাবিত হইতে পারিলে
- শ্রীভগবান্ ও ভক্তের প্রেম-প্রীতি লাভ করা যায়।

শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলার অপ্রাকৃত অনুভূতিতেই ভগবদ্ভক্তের সকল মঙ্গল এবং নবজন্ম লাভ হইয়া থাকে।

বিষয়—❀ গুরুবৈষ্ণবের অন্তর্যামিত্ব; গুরুদেব ও তাঁহার অর্চ্চালেখ্য অভিন্ন; ❀ শিষ্য করা নয়, সেবায় নিযুক্ত করাই মহান্ত গুরুর লক্ষ্য; ❀ মধুমক্ষিকার ন্যায় শাস্ত্রসার গ্রহনীয়; ❀ Return ticket নয়, সদুপদেশ-পালন দ্বারা গুরুনিকটে বাস; ❀ 'দদাতি-প্রতিগৃহ্ণাতি' কথার তাৎপর্য্য; ❀ সমর্পিতাত্ম ভক্তের আত্মা পর্য্যন্ত সমর্পিত; ❀ জগজ্জননী না রাক্ষসী?

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

C/o Shri Rasik Ranjan Dasadhikari
Dhadika, PO-Kumarbad (S.P.)
Bihar
16/8/1978

স্নেহাস্পদাসু—

মা-----! তোমার ১৫/৭/৭৮ তাং এর পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। তুমি গুরুবৈষ্ণবের ফিরিবার সময় আমার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই বলিয়া দুঃখ করিয়াছ।

অন্তর্যামিত্ব

গুরু-বৈষ্ণব যদি অন্তর্যামী হন, তাহা হইলে তাঁহারা তোমাদের বিদায়কালীন দর্শনেচ্ছা অন্তরেই দেখিয়া লইয়াছেন।

গুরুদেব ও তাঁহার অর্চ্চালেখ্য অভিন্ন

আমি চিরদিন সবসময় তোমাদের নিকট বসিয়া থাকিতে পারি না। আবার আলেখ্যরূপে সর্ব্বদা তোমাদের সম্মুখে অবস্থিত। তাহার নিকটেই তোমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া লইবে। সেই অর্চ্চালেখ্যের নিকটই সকল বিষয় নিবেদন করিলে মনে শান্তি পাইবে।

যিনি নিখিল শাস্ত্রার্থ চয়নপূর্ব্বক স্বয়ং আচরণ করেন এবং উহাই সকলের নিকট প্রচারে ব্রতী হন, সেই আচারপরায়ণ প্রচারকপ্রবরই 'আচার্য্য' নামে খ্যাতি লাভ করেন, তাঁহার শ্রীচরণে স্থানলাভ করিয়া তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষায় জীবনোৎসর্গ করিতে পারিলে

শিষ্য করা নয়, সেবায় নিযুক্ত করাই মহান্ত গুরুর লক্ষ্য

আমাদের আত্যন্তিক কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। মহান্তগুরু কখনই কাহাকেও শিষ্য করেন না, তিনি তাঁহার অনুগত জনগণকে তাঁহার প্রভুর সেবোপকরণ জ্ঞান করিয়া সেবায় নিযুক্ত করেন। কোন নিত্যসিদ্ধ মহাত্মা তাঁহার আশ্রিত জনগণকে "**বিপদুদ্ধারণ বান্ধবগণ**" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ইহাই নিত্যযুক্ত মহাপুরুষগণের অনুভূতি ও বাস্তবদর্শন।

এবার কোন পণ্ডিতম্মন্য উচ্চাধিকারী (?) সেবক-ব্রহ্মচারী হরিকথা-রূপ কৃপা বিতরণ করিতে গিয়া বহু অপ্রাসঙ্গিক বিরূপ সমালোচনা আরম্ভ করেন, যাহার জন্য মহিলা শ্রোতাদের কয়েকজন বেশ অসন্তুষ্ট হন এবং পরে আমার নিকট উহার ব্যাখ্যা

মধুমক্ষিকার ন্যায় শাস্ত্রসার গ্রহনীয়

প্রার্থনা করেন। আমি ঐ অংশের তাৎপর্য্য ও শিক্ষা ভালরূপে বুঝাইয়া দিলে তাহারা সন্তুষ্ট হন। শাস্ত্র স্ত্রী-পুরুষ সকলের প্রতিই সমানভাবে উপদেশ করিয়াছেন, ইহা তাহারা বুঝিতে পারেন। "**মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি মধুমিচ্ছন্তি ষট্পদাঃ**"—ইহাই দুর্জ্জন ও সজ্জনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। "**সজ্জনাঃ গুণমিচ্ছন্তি দোষমিচ্ছন্তি পামরাঃ**"—ইহা সজ্জন ও দুর্জ্জনের মাপকাঠি। "**সর্ব্বত্র সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ**"—ইহা মধুমক্ষিকার বৃত্তি। কনিষ্ঠাধিকারী হইয়া কেহ মধ্যমাধিকারের পদাধিকার দাবী করিলে তাহা হাস্যাস্পদ হইয়া পড়ে। "**বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি**"—ইহা যেরূপ তত্ত্বদর্শন-লাভে অযোগ্যতা প্রমাণ করে, তদ্রূপ "**নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে**"—এ প্রবাদবাক্য অনধিকারীকে উপেক্ষা করিয়া নীরবতা-রূপ

উদারতা প্রদর্শন করে। সাধক সাধন-ভজন করিতে গিয়া লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশার মোহে গুরু-বৈষ্ণব-অবজ্ঞার আবাহনপূর্ব্বক মুক্তপুরুষ সাজিতে গিয়া অবশেষে অধঃপতিত হয়। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে।

বৈষ্ণবগণের সান্নিধ্যে আসা খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার। তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া গৃহে ফিরিয়া যাওয়া অর্থাৎ Return ticket* কাটাও দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিয়া সারস্বত গৌড়ীয় গুরুবর্গ জানাইয়াছেন। সকল সময়েই গুরু-বৈষ্ণবগণের সান্নিধ্যে বাস করা সম্ভব হয়, যদি তাঁহাদের উপদেশ-নির্দ্দেশ পালন করা যায়। চিন্তা-ভাবনার দ্বারাই তাঁহাদের সাক্ষাদ্দর্শন পাওয়া সম্ভবপর।

Return ticket নয়, সদুপদেশ-পালন দ্বারা গুরুনিকটে বাস

গুরু-বৈষ্ণবগণের সহিত সেবক-সেবিকার কোন পার্থিব জগতের সম্পর্ক নাই। জাগতিক কোন বিনিময়ে তাঁহারা সন্তুষ্ট হন না। "**দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি**" উপদেশামৃতের শ্লোক ভালভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহাতে কোন প্রাকৃত লেনদেনের কথা নাই। অপ্রাকৃত স্নেহ-মমতার আদান-প্রদানই গুরু-শিষ্যের বিশেষ সম্পর্ক, ইহা সাধারণ সংসারী জীব অনুধাবন করিতে না পারিয়া অনেকসময় গুরু-বৈষ্ণবনিন্দায় পঞ্চমুখ হয়। ইহাতে উন্নতমনা বৈষ্ণবের কোন ক্ষতি না হইলেও বদ্ধজীবের বিশেষ অনিষ্ট হয়।

'দদাতি-প্রতিগৃহ্ণাতি' কথার তাৎপর্য্য

শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্ম ভক্ত নিজের কোন কিছু আছে বলিয়া দাবী করেন না, তিনি জানেন,—তাঁহার বলিয়া কিছুই নাই, সবই গুরুদেবের। ভগবানের দেওয়া সম্পদ লইয়া তিনি উভয়ের সেবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। "**আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই। তুমিই আমার মাত্র পিতা, বন্ধু, ভাই।।**"—ইহাই একান্ত শরণাগত ব্যক্তির সম্বন্ধজ্ঞান ও সম্পর্কবোধ। সাধক-সাধিকার নিজের বলিতে কিছুই থাকে না। তাঁহার মন, হৃদয়, দেহ, গেহ, অর্থাদি সকল বস্তুই গুরু-ভগবানকে সম্প্রদান-পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকেন। তাঁহার কায়, মন, বাক্য, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধিবৃত্তি সবই দান করিয়া নিঃস্ব—অকিঞ্চনভাবে জীবনযাপন করাই তাঁহার স্বরূপগত স্বভাবে পরিণত হয়। নির্ভরতাই তথায় তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করে।

সমর্পিতাত্ম ভক্তের আত্মা পর্য্যন্ত সমর্পিত

শ্রীগোপাল-তত্ত্ব সাক্ষাদ্ভাবে সময়মত আলোচনা করিব। এ-বিষয়ে অনুভূতি প্রধান বিষয়। গৃহস্থের পাঠা-বলি না দিয়া মূল্য ধরিয়া দিলেও চলিবে। যদি ইহাতে সন্তুষ্ট না হন, তবে জানিব, মা—রাক্ষসী, তিনি ঠিক্ ঠিক্ জগজ্জননী নহেন। তুমি আমার স্নেহাশীস্ জানিবে। ইতি—

জগজ্জননী না রাক্ষসী?

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

---

* গুরুবৈষ্ণব-নিকটে আসিয়া ভগবদ্ভজনের পথ অবলম্বন না করিয়া পুরাতন ভগববিদ্বমুখতার বৃত্তিতেই ফিরিয়া যাওয়াই—Return ticket কাটা।

পত্রের চুম্বক

- (আমি) আলেখ্যরূপে সর্ব্বদা তোমাদের সম্মুখে অবস্থিত। তাহার নিকটেই তোমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া লইবে।
- সেই অর্চ্চালেখ্যের নিকটই সকল বিষয় নিবেদন করিলে মনে শান্তি পাইবে। মহান্তগুরু কখনই কাহাকেও শিষ্য করেন না, তিনি তাঁহার অনুগত জনগণকে তাঁহার প্রভুর সেবোপকরণ জ্ঞান করিয়া সেবায় নিযুক্ত করেন।
- সকল সময়েই গুরু-বৈষ্ণবগণের সান্নিধ্যে বাস করা সম্ভব হয়, যদি তাঁহাদের উপদেশ-নির্দ্দেশ পালন করা যায়।
- গুরু-বৈষ্ণবগণের সহিত সেবক-সেবিকার কোন পার্থিব জগতের সম্পর্ক নাই। অপ্রাকৃত স্নেহ-মমতার আদান-প্রদানই গুরু-শিষ্যের বিশেষ সম্পর্ক।
- শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্ম ভক্ত নিজের কোন কিছু আছে বলিয়া দাবী করেন না, তিনি জানেন,—তাঁহার বলিয়া কিছুই নাই, সবই গুরুদেবের।

বিষয়—❀ প্রচারার্থে গুরুদেবের অশেষ কষ্ট-স্বীকার; ❀ ভগবৎসেবা বিনা কোন পুরুষার্থই ভক্তের কাম্য নয়; ❀ সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণচিন্তায়ই জীবনের সফলতা; ❀ একা নয়, সর্ব্বক্ষণের সঙ্গী শ্রীহরি ও গুরু; ❀ যন্ত্র-মাধ্যমে হরিকথা-শ্রবণেও সাধুসঙ্গের ফল; ❀ অনুক্ষণ নামকীর্ত্তনেই শ্রীনামীর কৃপালাভ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া, (পঃ বঙ্গ)
১৯/২/১৯৭৯

কল্যাণীয়াসু—

স্নেহের -----! আশা করি ভগবৎকৃপায় তোমরা সকলে কুশলে আছ। তুমি ৮/২/৭৯ তারিখে যে স্বপ্ন দেখিয়াছ, উহা যথার্থ। ঐদিন সকাল ৮ টায় সুন্দরবন হইতে মোটরলঞ্চে ১৫/২০ মাইল অতিক্রমপূর্ব্বক রায়দিঘী পৌঁছি। তথা হইতে Motor Bus-এ অত্যধিক ভীড়ের মধ্যে ৯/১০ মাইল পথ পার হইয়া কাশীনগর উপস্থিত হই বেলা ১টায়। এইদিন পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশী ও শ্রীবরাহ-দ্বাদশীর নিরম্বু উপবাস মোটা অক্ষরে লিখিত হইলেও 'অসমর্থপক্ষে' আমরা ২ বেলা অনুকল্পের

সঙ্কল্প লইয়াছিলাম। তদনুসারে মাত্র ৩ ঘণ্টা বিশ্রামের পর পুনরায় এখান হইতে ৮/১০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে কিছুটা রিক্সা এবং অবশিষ্ট পায়ে হাঁটিয়া গন্তব্যস্থলে রাত্র ৭ টায় পৌঁছি। ভাগবত পাঠের কথা ছিল, কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রমে শারীরিক ক্লান্তির জন্য পাঠ না করিয়া বিশ্রাম করি। পরদিবস (৯/২/৭৯) বেলা ১০ টার মধ্যে পারণ করিয়া ২/৩ স্থানে halt করিবার পর ২৫/৩০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে শ্যামবোসের চকে ৩ দিন ব্যাপী বক্তৃতার আসরে হাজির থাকিতে হইয়াছিল।

প্রচারার্থে গুরুদেবের অশেষ কষ্ট-স্বীকার

স্নেহ-মমতার আকর্ষণ এইরূপ অদ্ভুত যে, তুমি বহুদূর হইতেও শারীরিক অসুস্থতা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে। আর সেইজন্যই সব কথা খুলিয়া লিখিতে বাধ্য হইলাম। সঙ্গত কারণেই তোমার মন খুঁত খুঁত করিতেছিল। অন্তরের টান থাকিলে অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভবও সম্ভবে পরিণত হয়। তোমার ক্ষেত্র তাহাই, এ সকল ব্যাপার লইয়া আজকাল অনেক Researchও হইতেছে ও হইবে।

শ্রীভগবানের অহৈতুকী করুণার কাঙ্গালিনী হইয়া যে আশাবন্ধ ও উৎকণ্ঠা, তাহা কল্যাণেরই নিমিত্ত জানিবে। "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া তুমি হৃদয় হইতে ক্রন্দন করিতে পারিবে এবং স্বপ্নেও শ্রীরাধাবিনোদবিহারীর অপার লীলা দর্শনের নিশ্চয়ই সৌভাগ্য পাইবে। যাঁহারা শ্রীভগবানের নিষ্কপট সেবার অধিকারী হইতে চাহেন, তাঁহাদের কোনরূপ প্রাকৃত demand থাকে না এবং তাঁহারা সম্পূর্ণ নির্ম্মৎসর। তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবত পরম নির্ম্মৎসরগণেরই একমাত্র আলোচ্য গ্রন্থ-সম্রাট্। বাস্তব সাধু ও সাধ্বীগণই এই নিরস্তকুহক বাস্তব সত্যের আশ্রয়ী ও অনুশীলনকারী। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অতীত—পঞ্চম পুরুষার্থ ভগবৎপ্রীতি বা প্রেমই ইহার একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় বা প্রয়োজন। "**অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ বাঞ্ছা আদি এই সব॥ তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান। যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥**" সুতরাং পুরুষার্থ চতুষ্টয় একান্তী ভক্তগণের আদৌ কাম্য বিষয় নহে। শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত সারসিকী সেবা-প্রাপ্তিই তাঁহাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়।

ভগবৎসেবা বিনা কোন পুরুষার্থই ভক্তের কাম্য নয়

তুমি নিশ্চিন্তমনে হরিভজন কর, তোমার কোন অসুবিধাই হইবে না। তুমি যাহাতে মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যাইতে পার, তদ্রূপ শুভেচ্ছাই জানাইতেছি। কৃষ্ণপ্রীতির জন্য তাঁহার চিন্তা-ভাবনা লইয়াই সারা-জীবন অতিবাহিত করিবে, তবেই দুর্ল্লভ মনুষ্যজীবনের সফলতা জানিবে এবং ইহাই শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবগণের পূর্ণ কৃপা বলিয়া বিশ্বাস করিবে। সাধন-ভজনের জন্য চিত্তের আকুলতা-ব্যাকুলতাই ঐ পথে বিশেষ সাহায্যকারী।

সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণচিন্তায়ই জীবনের সফলতা

আমাদের সব সময়েই স্মরণ রাখিতে হইবে, আমরা কখনই একাকী নহি। যখনই ভাবি—'আমি একা' তখনই আমি সভয় ও নিরাশ্রয়। শ্রীহরি-গুরুপাদপদ্ম সর্ব্বক্ষণ আমার নিকট থাকিয়া আমাকে পরিচালনা করিতেছেন—ইহা ভাবিতে পারিলে আর কোন চিন্তার কারণ থাকে না। তজ্জন্যই মহাজন গাহিয়াছেন,—"**আত্মনিবেদন তুয়া পদে করি, হইনু পরম সুখী। দুঃখ দুরে গেল, চিন্তা না রহিল, চৌদিকে আনন্দ দেখি॥**"

একা নয়, সর্ব্বক্ষণের সঙ্গী শ্রীহরি ও গুরু

কাহারও মন খারাপ হইলে হরিকথা-শ্রবণের দ্বারা পুনরায় ধৈর্য্য-উৎসাহ ফিরিয়া আসে—শাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ রহিয়াছে। সংরক্ষণ-যন্ত্রের (Tape recorder) মাধ্যমে গুরুবৈষ্ণবগণের পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতাদি শ্রবণানুশীলনেও সৎসঙ্গের ফল লাভ হয়; উহা পরোক্ষ হইলেও প্রত্যক্ষের ন্যায়ই ফল দান করে, যেখানে নামী ও নাম অভিন্ন—ব্যক্তিত্ব ও বাণী এক—identical.

যন্ত্র-মাধ্যমে হরিকথা-শ্রবণেও সাধুসঙ্গের ফল

শ্রীনাম নিরন্তর স্মরণ করিলে উহার বাস্তবফল লাভ হয় অর্থাৎ সাক্ষাদ্দর্শন বা বিষ্ণুজন-সেবকের সান্নিধ্য লাভ হয়। অনুক্ষণ শ্রীনাম-কীর্ত্তনে তন্ময়তা আসে এবং তদ্দ্বারাই শ্রীনামীর কৃপালাভ সম্ভব। শ্রীগুরু-ভগবানের নাম করিয়াই ত' আমরা অন্নজল গ্রহণ করি, তাঁহাদিগকে সমর্পণপূর্ব্বক অবশেষ মহাপ্রসাদ-গ্রহণই বিঘশাষী অনুগত জনগণের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বিষয়। তাঁহাদের কৃপারূপ লেখনী-প্রসাদও বাস্তব কল্যাণের সহায়ক।

অনুক্ষণ নামকীর্ত্তনেই শ্রীনামীর কৃপালাভ

তোমরা আমার স্নেহাশীস্ লইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- পুরুষার্থ চতুষ্টয় একান্তী ভক্তগণের আদৌ কাম্য বিষয় নহে। শ্রীরাধা-গোবিন্দের অপ্রাকৃত সারসিকী সেবা-প্রাপ্তিই তাঁহাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়।
- শ্রীহরি-গুরুপাদপদ্ম সর্ব্বক্ষণ আমার নিকট থাকিয়া আমাকে পরিচালনা করিতেছেন—ইহা ভাবিতে পারিলে আর কোন চিন্তার কারণ নাই।
- সংরক্ষণ-যন্ত্রের (Tape recorder) মাধ্যমে গুরুবৈষ্ণবগণের পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতাদি শ্রবণানুশীলনেও সৎসঙ্গের ফল লাভ হয়।
- শ্রীনাম নিরন্তর স্মরণ করিলে উহার বাস্তবফল লাভ হয় অর্থাৎ সাক্ষাদ্দর্শন বা বিষ্ণুজন-সেবকের সান্নিধ্য লাভ হয়।
- তুমি যাহাতে মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যাইতে পার, তদ্রূপ শুভেচ্ছাই জানাইতেছি।

পত্র—২৬

বিষয়—❀ স্ত্রীজন্ম লাভ—পাপের ফল নহে; হরিভজনেই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা; ❀ হরি-গুরু-বৈষ্ণব-স্মরণেই তৎসঙ্গফল-লাভ; ❀ একাদশীতেও শ্রীবিগ্রহকে অন্নভোগ-প্রদান কর্ত্তব্য; ❀ সাংসারিক দুঃখে নয়, শুদ্ধভক্তির জন্যই ভগবানের নিকট ক্রন্দন; ❀ ভগবান্‌কেই পতিরূপে বরণ করিলে জাগতিক পতি অনাবশ্যক; ❀ সেবাধর্ম্মী জীবনই সাধকের ধ্যান, জপ-তপ; ❀ ভগবানে সর্ব্বাত্মসমর্পণই শুদ্ধমনের পরিচয়; ❀ হরিগুরুবৈষ্ণবের সর্ব্বকালীন দর্শন-লাভের উপায়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া, পঃ বঙ্গ
১৭/২/১৯৭৯

সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বিকেয়ম্—

স্নেহের মা----! আমার পত্র পাইলে তোমরা আনন্দিত হও ও মানসিক শান্তি লাভ কর, তজ্জন্য সময়ের অভাব হইলেও আজ চিঠি লিখিতে বসিয়াছি। আমরা গেলে তোমাদের আনন্দ, আর চলিয়া আসিলে কান্নাকাটি! তাহা হইলে ইহার পর তোমাদের দুঃখ দিতে যাইব কিনা, তাহাই ভাবিতেছি। কিন্তু তোমাদের স্নেহাকর্ষণে না গিয়া উপায় নাই।

স্ত্রীজন্ম লাভ—পাপের ফল নহে

বহু পাপের ফলে স্ত্রীজন্ম লাভ করিতে হয়, ইহা তোমাকে কে বলিল? ইহা কি কোন শাস্ত্রে লিখা আছে? আমার কিন্তু উহা আদৌ জানা নাই। আমি জানি কর্ম্মফলেই জীব বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম, লতা, পাখী, পশু ও মনুষ্যজন্ম লাভ করে। শ্রীহরিভজন বা ভগবৎ আরাধনা করিলেই তাহার জীবনের সফলতা লাভ হয় এবং সাধনোচিত ধামে গিয়া শ্রীভগবানের সাক্ষাৎসেবার অধিকার প্রাপ্ত হয়।

হরি-গুরু-বৈষ্ণব-স্মরণেই তৎ সঙ্গফল-লাভ

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে স্মরণ করিলেই তাঁহাদের সঙ্গে থাকিবার ফল পাওয়া যায়। যেখানে থাকিয়া শ্রীভগবন্নাম করিবার প্রচুর সুযোগ মিলে, তাহাই ভজনের প্রকৃত পরিবেশ বা বাতাবরণ জানিবে। **"ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা?"** সুতরাং গুরুবৈষ্ণব-সেবাই ভজনের মূল লক্ষ্য। তাঁহাদের শ্রীচরণছায়ায় থাকিতে পারাই সাধক-সাধিকার মহাসৌভাগ্য বলিয়া জানিতে হইবে।

একাদশী ও অন্যান্য তিথিতে উপবাসাদির ব্যবস্থা আমাদের আত্মকল্যাণের জন্য। তজ্জন্য শ্রীভগবান্ উপবাস করিবেন কেন? গিরিধারী ও শালগ্রাম-শিলা প্রভৃতিকে একাদশীতেও যথারীতি অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোগ দিতে হইবে, স্মৃতিশাস্ত্রে এইরূপ নিয়ম আছে। তোমার মাকে এ-বিষয়টী জানাইয়া দিবে।

একাদশীতেও শ্রীবিগ্রহকে অন্নভোগ দাতব্য

তুমি প্রত্যহ নির্ব্বন্ধ-সহকারে শ্রীনাম (জপ) করিবে। গ্রন্থও কিছু কিছু আলোচনা করিবে। পূজার্চ্চনা ভালরূপ শিখিয়া লইবে। রন্ধনাদি যাবতীয় সাংসারিক কার্য্যে মাকে সাহায্য করিবে। গুরু-বৈষ্ণব-সেবা ছাড়া ভগবদ্ভক্তি লাভ অসম্ভব, তাঁহাদের নিকট সেবা করিবার যোগ্যতা প্রার্থনা করিতে হয়। নিষ্ঠার সহিত গায়ত্রী-মন্ত্রাদি জপ করিবে। শ্রীভগবানের নাম-কীর্ত্তন কালে তাঁহার চিন্তা-ভাবনা করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে পারিলেই জীবন সার্থক। সংসারের দুঃখ-কষ্টের কথা মনে করিয়া কখনই ক্রন্দন করিতে নাই; শ্রদ্ধা-ভক্তিলাভের জন্যই শ্রীগুরু-ভগবানের নিকট অশ্রুবিসর্জ্জন কর্ত্তব্য।

সাংসারিক দুঃখে নয়, শুদ্ধভক্তির জন্যই ভগবানের নিকট ক্রন্দন

"জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল"—ইহাই মন্ত্রজপের সাধনায় সিদ্ধিলাভ। শ্রীনামে রুচি আসিলে প্রকৃত সাধন আরম্ভ হয়। যাহার শ্রীভগবান্‌কে পতিরূপে বরণ করিবার দৃঢ়তা আসিয়াছে, তাহার প্রাকৃত জগতের পতির কোন প্রয়োজন নাই সত্য। তুমি বিশ্বপতি, জগৎপতি, শ্রীজগন্নাথকেই 'পতি' বলিয়া বরণ করিলে আমি তোমার বিবাহের চেষ্টা করিব না। তিনি তোমাকে নিশ্চয়ই পালন-পোষণ করিতেছেন ও করিবেন। তিনি অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পতি বা মালিক। তিনি আমাদের সকলেরই পালন-পোষণ-কর্ত্তা। আমি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংসারের প্রাকৃত আসক্তিতে জড়াইব না। তুমি যদি পিতৃগৃহে থাকিয়া আদর্শ কন্যারূপে গিরিধারীর সেবা-সঙ্কল্প করিয়া থাক, আমি তাহাতে বাধা দিব না।

ভগবান্‌কেই পতিরূপে বরণ করিলে জাগতিক পতি অনাবশ্যক

তুমি উৎসাহের সহিত তোমার পিতৃগৃহে থাকিয়াই হরিভজন কর। যাহারা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে ভালবাসেন, যাহারা তাঁহাদের সেবাই জীবনের ব্রত বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহাদের কোনরূপ পাপ, অপরাধ থাকিতে পারে না। শ্রীভগবানের অহৈতুকী করুণা তাহাদিগকে সর্ব্বসময়ে রক্ষা করেন। তুমি সেবাধর্ম্মী হইয়া সংসারে থাকিবে এবং ইহাই তোমার ধ্যান, জপ-তপ জানিবে। দুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম পাইয়া হরিভজন করাই তাহার সফলতা।

সেবাধর্ম্মী জীবনই সাধকের ধ্যান, জপ-তপ

তুমি সত্যই লিখিয়াছ,—"মনই বন্ধন ও মুক্তির কারণ।" সুতরাং দেহ, মন, প্রাণ শ্রীভগবানে সমর্পণ-শিক্ষাই শুদ্ধ মনের পরিচয়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা চঞ্চল

মনকে বশীভূত করা যায় না; ভগবৎকৃপায় সাধনোপযোগী সকল সুবিধাই পাওয়া যায়। তোমার আন্তর নিষ্ঠার দ্বারা তুমি সে-সকল লাভ করিবে। এ-সকল বিষয়ে ধৈর্য্য ধারণ করা কর্ত্তব্য। **"মহৎকৃপা বিনা কোন কার্য্য সিদ্ধ নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥"**

ভগবানে সর্ব্বাত্মসমর্পণই শুদ্ধমনের পরিচয়

আমি সুস্থ আছি, তোমাদের কুশল জানাইবে। ইচ্ছা করিলে তোমরা সকল সময়েই গুরু-বৈষ্ণবের হাসিমুখ দর্শন করিতে পার। শ্রীভগবানের শ্রীনাম, রূপ, গুণ, লীলাকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণের দ্বারাই তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ হয়। সার্ব্বকালীন দর্শনের ইহাই একমাত্র উপায়। তোমরা আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ লইবে। ইতি—

হরিগুরুবৈষ্ণবের সর্ব্বকালীন দর্শন-লাভের উপায়

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি সুহৃৎ বামন

পত্রের চুম্বক

- শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে স্মরণ করিলেই তাঁহাদের সঙ্গে থাকিবার ফল পাওয়া যায়।
- গিরিধারী ও শালগ্রাম-শিলা প্রভৃতিকে একাদশীতেও যথারীতি অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোগ দিতে হইবে, স্মৃতিশাস্ত্রে এইরূপ নিয়ম আছে।
- সংসারের দুঃখ-কষ্টের কথা মনে করিয়া কখনই ক্রন্দন করিতে নাই; শ্রদ্ধা-ভক্তিলাভের জন্যই শ্রীগুরু-ভগবানের নিকট অশ্রুবিসর্জ্জন কর্ত্তব্য।
- "জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল"—ইহাই মন্ত্রজপের সাধনায় সিদ্ধিলাভ।
- যাহার শ্রীভগবান্‌কে পতিরূপে বরণ করিবার দৃঢ়তা আসিয়াছে, তাহার প্রাকৃত জগতের পতির কোন প্রয়োজন নাই।
- যাহারা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে ভালবাসেন, যাহারা তাঁহাদের সেবাই জীবনের ব্রত বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহাদের কোনরূপ পাপ, অপরাধ থাকিতে পারে না।
- দেহ, মন, প্রাণ শ্রীভগবানে সমর্পণ-শিক্ষাই শুদ্ধ মনের পরিচয়।
- শ্রীভগবানের শ্রীনাম, রূপ, গুণ, লীলাকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণের দ্বারাই তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ হয়। সার্ব্বকালীন দর্শনের ইহাই একমাত্র উপায়।

বিষয়—❀ স্নেহাধীন গুরুদেবের শিষ্য-আর্ত্তিপূরণ; ❀ সাংসারিক দায়-দায়িত্বপালন ভগবৎইচ্ছা-নির্ভর; ❀ মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু ভগবচ্চিন্তাসহ মৃত্যু ভজনের ফল; ❀ অন্তিম-কালে 'দোষ পাওয়া'-বিচার ভক্ত-ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য; ❀ সাংসারিক ক্ষতিতে ভক্ত অকাতর-চিত্ত; ❀ অভাবময় সংসারে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অশেষ ধৈর্য্যের ফল।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ গোলোকগঞ্জ (গোয়ালপাড়া)
আসাম
১৪/৯/১৯৭৯

স্নেহাস্পদাসু—

মা----! তোমার ২৮/৪/৭৯ ও ৬/৮/৭৯ এর পত্র যথাসময়ে পাইয়া বিস্তারিত অবগত হইয়াছি। পরে পিতৃশ্রাদ্ধের মুদ্রিত নিমন্ত্রণ-পত্রও আমার হস্তগত হইয়াছে। ৩/৪ খানি পত্র না দিলে আমার চিঠি লিখিবার অবসর হয় না এবং তাহাও অনেক চেষ্টার পর। তথাপি তোমরা পত্র লিখিয়া তোমাদের ধৈর্য্য-পরীক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হও না, ইহা তোমাদের বিশেষ সদ্‌গুণ।

স্নেহাধীন গুরুদেবের শিষ্য-আর্ত্তিপূরণ

এবার '১লা বৈশাখ' (তোমাদের স্থানে) আকস্মিক "বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়িবার" ন্যায় হইয়াছে। আমিও পূর্ব্বে চিন্তা করি নাই যে, ঐদিন দৈব-দুর্ব্বিপাকবশতঃ আমাদের ঐখানে অবস্থিতি ঘটিবে এবং প্রস্তুত বিচিত্র প্রসাদ গ্রহণের সুযোগ হইবে। স্নেহাকর্ষণ বড় ভীষণ জিনিস। তোমাদের আকুলতা-ব্যাকুলতাই এইরূপ সংযোগ রক্ষা করিয়াছে, সে বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নাই। অন্তর হইতে কেহ কিছু প্রার্থনা করিলে তাহা অবশ্য সিদ্ধ হয়।

সাংসারিক দায়-দায়িত্ব পালন ভগবৎইচ্ছা-নির্ভর

সংসারে Guardian-দের চিন্তাভাবনা চিরদিনই থাকে ও থাকিবে। দায়িত্বগ্রহণ করেন যাঁহারা, তাহারাই মাতা-পিতা অভিভাবক। কিন্তু এ-সংসারে কেহ কাহারও বাস্তব দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হন কি? পিতার অগ্রে পুত্র, মাতার আগে কন্যা জগৎ হইতে বিদায় লইতেছে, তাহাতে দায়িত্ব পালনের অবসর কোথায়? সুতরাং (সংসারে) দায়-দায়িত্ব আমরা ঘাড়ে তুলিয়া লই মাত্র, কিন্তু তাহা পালন করিবার সুযোগ অদৃশ্য শক্তির উপর নির্ভর করে। * *

তোমার ২য় পত্রে খুব ব্যথিত ও মর্ম্মবেদনা পাইলাম। অবশ্য তোমরা বেশ কিছুদিন হইতে তোমার পিতার অন্তিম সময়ের জন্য প্রস্তুত ছিলে। দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে —

ইহা নিঃসন্দেহে মর্ম্মপীড়াদায়ক। এ-জগতে কাহারও চিরদিন স্থিতিশীলতা নাই। **"আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ, নিশ্চিন্ত না থাক ভাই"—ইহাই জগতের রূঢ় বাস্তব এবং চরম শিক্ষা। মানুষ ইহা বুঝিয়াও বুঝে না—দেখিয়াও দেখে না।** এ সময়ে তুমি অবশ্যই ধৈর্য্য ধারণ করিবে। এ জড় দুনিয়ায় একই Tradition—ইহা লইয়াই আমাদের চলিতে হইবে। জন্ম-মৃত্যু আমাদের সাথী, সঙ্গী। কিন্তু হরিভজন-পরায়ণগণের পক্ষে ইহা তাৎকালিক ও স্বপ্নবৎ অলীক। আত্মার মৃত্যু নাই—ইহা ধ্রুব সত্য কথা। তোমার পিতা ধার্ম্মিক ছিলেন, তিনি সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সদ্‌গতি হইয়াছে জানিবে। **অন্তিম সময়ে ভগবচ্চিন্তা পরাগতির কারণ। ইহাই জীবন ভোর সাধন-ভজনের প্রকৃষ্ট ফল।**

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু ভগবচ্চিন্তাসহ মৃত্যু ভজনের ফল

"দোষ পাওয়া"—কর্ম্মকাণ্ডীয় গৌণ বিচার। ভক্তের বেলায়—দীক্ষিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঐরূপ বিচার নাই। নবদ্বীপ মঠ হইতে ব্রহ্মচারিগণ আসিয়া মোটামুটি বৈষ্ণবস্মৃতি-অনুসারে মহাপ্রসাদদ্বারা তোমার পিতার শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করিয়াছেন জানিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। তুমি সর্ব্বদা ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া চলিবে। তুমি অধৈর্য্য হইলে সংসারে অসুবিধা ও বিপদ।

অন্তিম-কালে 'দোষ পাওয়া'-বিচার ভক্ত-ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য

সাংসারিক ক্ষতিকে ভক্ত ও সাধক কোনদিনই পরমার্থের অন্তর্গত করেন না; সাধনভজন পৃথক্ ব্যাপার, তাহা স্বতন্ত্রতা লইয়াই স্বীয় মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। সাংসারিক ক্ষতিতে ভক্ত কখনও কাতর হন না বা তাহার মনের বলও কমিয়া যায় না। দুর্ব্বল ব্যক্তি শ্রীভগবৎকৃপা লাভের অযোগ্য—**"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"** পার্থিব স্নেহ-মমতা জীবকে দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন করে, ভগবৎপ্রীতিই তাহার ঊর্দ্ধগতির কারণ ও অবলম্বন।

সাংসারিক ক্ষতিতে ভক্ত অকাতর-চিত্ত

জীবনই যন্ত্রণাদায়ক, তথায় নারীজীবনে হয়ত কিছু দুঃখের আধিক্য আছে। কারণ—সামাজিক-বন্ধন ও বিচারে তাহাদের বাহ্যাচারে বড় সংযত জীবন যাপন করিতে হয়। কিন্তু **"গোরার আচার, গোরার বিচার লইলে ফল ফলে"**—ইহাই মুখ্য উপদেশ-নির্দ্দেশ। বিবেকী হইয়া বিচারবুদ্ধির শুদ্ধিতা লইয়া চলিলে মানুষের কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। অভাব-অভিযোগ দিয়াই সংসারটা গড়া। তথায় স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বড় কঠিন ব্যাপার। যাঁহারা সংসারের মধ্যে থাকিয়াও নির্লিপ্ত ও অসঙ্গ-জীবন যাপন করিতে পারেন, তাঁহারাই ধৈর্য্যশীল সাধক-সাধিকা। নির্দ্দিষ্ট আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইবে, তাহাতে ধৈর্য্য-উৎসাহই প্রধান উপাদান। * *

অভাবময় সংসারে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অশেষ ধৈর্য্যের ফল

তুমি আমার স্নেহাশীস্ লইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- (সংসারে) দায়-দায়িত্ব আমরা ঘাড়ে তুলিয়া লই মাত্র, কিন্তু তাহা পালন করিবার সুযোগ অদৃশ্য শক্তির উপর নির্ভর করে।
- অন্তিম সময়ে ভগবচ্চিন্তা পরাগতির কারণ। ইহাই জীবন ভোর সাধন-ভজনের প্রকৃষ্ট ফল।
- (মৃত্যু-কালীয়) "দোষ পাওয়া"—কর্ম্মকাণ্ডীয় গৌণ বিচার। ভক্তের বেলায়—দীক্ষিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঐরূপ বিচার নাই।
- সাংসারিক ক্ষতিকে ভক্ত ও সাধক কোনদিনই পরমার্থের অন্তর্গত করেন না; সাধনভজন পৃথক্ ব্যাপার, তাহা স্বতন্ত্রতা লইয়াই স্বীয় মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।
- যাঁহারা সংসারের মধ্যে থাকিয়াও নির্লিপ্ত ও অসঙ্গ-জীবন যাপন করিতে পারেন, তাঁহারাই ধৈর্য্যশীল সাধক-সাধিকা।

বিষয়—❀ গুরুমহারাজের প্রচার-পঞ্জী; ❀ লক্ষনাম-গ্রহণের তাৎপর্য্য; ❀ ভোজনে দেহপুষ্টির ন্যায় শুদ্ধভজনেও আত্মপুষ্টি; ❀ সাধন-ভজনে গুরু-বৈষ্ণবকৃপার গুরুত্ব; ❀ হরিভজন বিনা সাংসারিক জ্বালা-যন্ত্রণা অতিক্রম অসম্ভব; ❀ গুরুপাদপদ্মে সব সুখ-দুঃখ জানাইয়া হরিনামাশ্রয় কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌজয়তঃ

C/o শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী
গ্রাম+পোঃ—বারবিশা (জলপাইগুড়ি)
শ্রীশ্রীবিরহতিথি
৫/১০/১৯৭৯

স্নেহাস্পদাসু—

মা-----! * * * আশা করি তোমরা ভগবৎকৃপায় কুশলে আছ। * * আমি পার্টীসহ গত ২/৯/৭৯-এ শ্রীমেঘালয় মঠ হইতে যাত্রা করিয়া ধুবড়ী, গৌরীপুর, গোলকগঞ্জ, বিলাসীপাড়া, বাসুগাঁও প্রভৃতিস্থানে প্রচার করিয়া ৩/৪ দিন হইল এই ঠিকানায় আসিয়াছি। এখান হইতে কোচবিহারে প্রচারে যাইব। কার্ত্তিকের ১০ই সাপটগ্রামে, পরে গোলকগঞ্জ, তারপর ১৪ই ধুবড়ী যাইব। তথা হইতে জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি,

গুরুমহারাজের প্রচার-পঞ্জী

মাথাভাঙ্গা হইয়া শিলিগুড়ি মঠে অগ্রহায়ণ মাসে ১ম সপ্তাহে পৌঁছিব। পরে চিত্তরঞ্জন, আসানসোল, বর্দ্ধমান হইয়া পৌষের ১ম সপ্তাহে নবদ্বীপ ফিরিব।

তুমি প্রত্যহ ১লক্ষ নাম জপ করিতেছ জানিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। সংসারের সকল রকম কাজ সারিয়া প্রত্যহ লক্ষ নাম জপ, ঠাকুরের পূজার্চ্চন, গ্রন্থাদি-আলোচনা ও মঠে যাইয়া শ্রীহরিকথা শ্রবণের সুযোগ অবশ্যই করিতে হইবে। ইহাই কৃষ্ণের সংসার বা ভগবৎসংসারের বিশেষ তাৎপর্য্য। **অনেকের ধারণা, লক্ষ নাম জপ অর্থাৎ লক্ষ্য স্থির করিয়া নাম করা। কিন্তু তাহা একদেশিক বিচার। স্থিরচিত্তে ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে করিতে যে-নাম গ্রহণ করা যায়, তাহাই নির্ব্বন্ধসহকারে শ্রীনামাদি-গ্রহণ।** তাহার মধ্যে নির্দ্ধারিত সংখ্যানাম অবশ্যই পূরণ করিতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তগণকে প্রত্যহ ১ লক্ষ নাম জপ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর প্রত্যহ ৩ লক্ষ নামগ্রহণ করিতেন। ষড়্গোস্বামিগণ এবং তদনুগত আচার্য্যগণ সকলেই শ্রীনাম-জপের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এবং ইহা অভ্যাসযোগের অন্তর্গত সাধন-ভজন। চেতন-জিহ্বায় শুদ্ধনাম উচ্চারিত হইলে নামী পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয় এবং তাঁহার সাক্ষাৎসেবায় অধিকার আসে। **অনর্থযুক্ত অবস্থায় সাধক-সাধিকার প্রথমে শুদ্ধনাম হয় না, নামাপরাধ হইতে থাকে। কিন্তু অনুরাগ-ভরে ঐ নাম গ্রহণ করিতে থাকিলে নামাভাস, পরে শুদ্ধনাম হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করেন।** তোমার শুদ্ধনাম হয় কিনা, ইহা তুমি নিজেই কখনও উপলব্ধি করিতে পারিবে।

লক্ষনাম-গ্রহণের তাৎপর্য্য

খাইলে পেট ভরে কিনা, ইহা ঠিক প্রশ্ন নহে। কারণ খাইলে পেট ভরে ও খাওয়া ঠিক না হইলে পেটে ক্ষুধা থাকিয়াই যায়। তবে কিরূপে পেট ভরে, ইহা সকলকে বুঝানো যায় না। **প্রতিগ্রাস অন্নগ্রহণে যেরূপ ভোজনকারীর তুষ্টি-পুষ্টি-ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ শ্রীনাম-গ্রহণে কিরূপ আনন্দ পাওয়া যায়, উহা সাধক-সাধিকাই হৃদয়ে অনুভব ও উপলব্ধি করিতে পারেন।** ইহা কাহাকেও ব্যাখ্যা করিয়া বুঝানো সম্ভব নয়।

ভোজনে দেহপুষ্টির ন্যায় শুদ্ধভজনেও আত্মপুষ্টি

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত আমাদের আত্যন্তিক মঙ্গল লাভের অন্য কোন পন্থা নাই। এইজন্য মঙ্গলাচরণে বলা হইয়াছে,—**"হরি-গুরু-বৈষ্ণব—তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন।।" "তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ"—"ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা?"** যে-কোন উপায়ে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা ও কৃপালোকে উদ্ভাসিত হইয়া কৃষ্ণভজনে আমাদিগকে মনোনিবেশ করিতে হইবে—**"যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।"** ইহাই সার-কথা। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের

সাধনভজনে গুরু-বৈষ্ণবকৃপার গুরুত্ব

কৃপা হইলে সাধন-ভজনে সফলতা লাভ হয়। কৃপা-লাভের যোগ্যতা—সরলতা, নিষ্কপটতা। "**যোগ্যতা-বিচারে কিছু নাহি পাই, তোমার করুণা সার। করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আর।।**"—এইরূপ দৈন্যই কৃপালাভের অধিকার প্রদান করে। গুরু-বৈষ্ণবগণের নিকট জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে কতপ্রকার দোষত্রুটী, অপরাধ-অন্যায়, হইয়া যায়। কিন্তু "**তোমা স্থানে অপরাধ—তুমি কর ক্ষয়**"—এ প্রার্থনা ব্যতীত আমাদের কোন উপায় নাই। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের সন্তুষ্টিবিধানই সেবা এবং তাহাই ভজন-সাধন। তাঁহাদের অহৈতুকী করুণা-কটাক্ষ লাভ হইলেই সংসারদশা ঘুচিয়া ভগবদ্ভক্তি-ভগবৎপ্রেম প্রাপ্তি সম্ভব হয়।

তুমি যদি বুঝিয়া থাক—'দৈন্যই বৈষ্ণব বা ভক্তের ভূষণ বা অলঙ্কার, তাহা হইলে কোনদিন দম্ভ-জড়াহঙ্কার পরিত্যাগ করা তোমার পক্ষে সম্ভব হইবে। শ্রীনামকীর্ত্তনের অধিকার-লাভের ৪টী গুণ অবশ্যই প্রয়োজন—"দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা-বর্জ্জন। চারিগুণে গুণে গুণী হই করহ কীর্ত্তন।।"

হরিভজন বিনা সাংসারিক জ্বালা-যন্ত্রণা অতিক্রম অসম্ভব

বদ্ধাবস্থায় মায়ার সংসারে আমাদের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিতেই হইবে। তাহার মধ্যে "কৃষ্ণ-ভজিবার তরে সংসারে আইনু"—এই বিচারই আমাদিগকে বাস্তব লক্ষ্যে পৌঁছাইবে। তুমি বৈষ্ণবগণের নিকট বহু হরিকথা শ্রবণ করিয়াছ, তজ্জন্য সুন্দর তত্ত্বসিদ্ধান্ত লিখিয়াছ। শ্রবণ না হইলে তুমি কিরূপে কীর্ত্তন করিবে? আমার হরিকথা জানা হইলে পরে তোমাকে কিছু লিখিতে পারিব। **এখনও জানা, শিখা ও বুঝা হয় নাই। উহা সমাপ্ত হইলে তখন তোমাদের সহিত আর বাক্যালাপের কোন প্রয়োজন থাকিবে না। তখন চুপ করিয়া চক্ষু মুদ্রিতাবস্থায় শ্রীরাধাগোবিন্দের ধ্যানেই বিভোর থাকিব।**

তোমার সকল সুখ-দুঃখের কথা আমাকে সরলভাবে দ্বিধা না করিয়া জানাইবে ও বলিয়া ফেলিবে। তাহা হইলে তোমার ভারাক্রান্ত হৃদয় হাল্কা হইবে। তুমি নিশ্চিন্তে শ্রীনাম করিতে পারিবে। তখন তুমি নিষ্কপটে গান করিতে পারিবে—"**সংসার ফুকার কাণে না পশিবে, দেহরোগ দূরে রবে।**"

গুরুপাদপদ্মে সব সুখ-দুঃখ জানাইয়া হরিনামাশ্রয় কর্ত্তব্য

তোমরা আমার স্নেহাশীস্ লইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

অনেকের ধারণা, লক্ষ নাম জপ অর্থাৎ লক্ষ্য স্থির করিয়া নাম করা। কিন্তু তাহা একদেশিক বিচার। স্থিরচিত্তে ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে করিতে যে-নাম গ্রহণ করা যায়, তাহাই নির্ব্বন্ধসহকারে শ্রীনামাদি-গ্রহণ।

- অনর্থযুক্ত অবস্থায় সাধক-সাধিকার প্রথমে শুদ্ধনাম হয় না, নামাপরাধ হইতে থাকে। কিন্তু অনুরাগ-ভরে ঐ নাম গ্রহণ করিতে থাকিলে নামাভাস, পরে শুদ্ধনাম হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করেন।
- প্রতিগ্রাস অন্নগ্রহণে যেরূপ ভোজনকারীর তুষ্টি-পুষ্টি-ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ শ্রীনাম-গ্রহণে কিরূপ আনন্দ পাওয়া যায়, উহা সাধক-সাধিকাই হৃদয়ে অনুভব ও উপলব্ধি করিতে পারেন।
- গুরু-বৈষ্ণবগণের নিকট জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে কতপ্রকার দোষত্রুটী, অপরাধ-অন্যায়, হইয়া যায়। কিন্তু "তোমা স্থানে অপরাধ—তুমি কর ক্ষয়"—এ প্রার্থনা ব্যতীত আমাদের কোন উপায় নাই।
- এখনও জানা, শিখা ও বুঝা হয় নাই। উহা সমাপ্ত হইলে তখন তোমাদের সহিত আর বাক্যালাপের কোন প্রয়োজন থাকিবে না। তখন চুপ করিয়া চক্ষু মুদ্রিতাবস্থায় শ্রীরাধাগোবিন্দের ধ্যানেই বিভোর থাকিব।
- তোমার সকল সুখ-দুঃখের কথা আমাকে সরলভাবে দ্বিধা না করিয়া জানাইবে ও বলিয়া ফেলিবে। তাহা হইলে তোমার ভারাক্রান্ত হৃদয় হাল্কা হইবে। তুমি নিশ্চিন্তে শ্রীনাম করিতে পারিবে।

পত্র—২৯

বিষয়—❀ Duty পালন নহে, সপ্রাণ সেবাই সেবকের ধর্ম্ম; ❀ সেবক ২ প্রকার—ভজনানন্দী ও গোষ্ঠানন্দী; ❀ বৈষ্ণবানুগত্যে সবই লভ্য, নতুবা শূন্য গ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ
স্বর্গদ্বার (পুরী) উড়িষ্যা
৭/৮/১৯৮০

স্নেহাস্পদেষু—

------! তোমার ৫/৮/৮০ তারিখের পত্র অদ্য পাইয়াছি। তুমি ওখানে যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীনৃসিংহ এখানে চলিয়া আসিয়াছে। তুমি ওখানে নূতন। সুতরাং তোমার পক্ষে অসুবিধা স্বাভাবিক। তুমি ঠাকুরের অর্চ্চন ভালভাবে অভ্যাস করিবে। হরিজন মহারাজের নিকট হইতে উহা ভালরূপে শিখিয়া লইবে। কয়েকদিন দেখাইয়া দিলেই তুমি নিজে ঠিক করিয়া লইতে পারিবে।

ঠাকুরের পূজা ছাড়াও খুচরা সেবাকাজ যতটা তোমার পক্ষে সম্ভব নিজের মনে করিয়া উহা করিবে। মঠ-মন্দিরকে যদি তোমার নিজের করিয়া লইতে না পার তাহা হইলে সঠিকভাবে সেবা অনুষ্ঠিত হয় না। যখন মঠের প্রত্যেকটি জিনিষের প্রতি তোমার টান ও আসক্তি আসিবে তখনই সেবক পদবাচ্য হওয়া যায়। Duty পালন করাই সেবকের ধর্ম্ম নহে। উহার মধ্যে রাজসিক ভাব ও পার্থিব জগতের আদান-প্রদান বিদ্যমান। সেবক স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রণোদিতভাবে নিজের মনে করিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রীত্যর্থে মঠে যে কর্ম্মাচরণ করেন তাহাই প্রকৃত সেবা। তাহার মধ্যে প্রাণ আছে। সেবাপ্রাণ হওয়াই সেবকের মূল লক্ষণ।

Duty পালন নহে, সপ্রাণ সেবাই সেবকের ধর্ম্ম

বাস্তব সেবক দুইপ্রকার—যাঁহারা মঠ-মন্দিরে থাকিয়া গুরু-বৈষ্ণব সেবায় প্রত্যক্ষ দায়-দায়িত্ব পালন করেন; দ্বিতীয় প্রকার—যাহারা ভগবৎ-ভাগবত-মহিমা-মাহাত্ম্য বিশ্বের দ্বারে দ্বারে প্রচারের দায়িত্ব বহন করেন। এ-দুই প্রকার সেবকের মধ্যে কে বড়, কে ছোট—তাহা নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার। শাস্ত্রীয় নিরপেক্ষ বিচারে দেখা যায় ভজনানন্দী ও গোষ্ঠানন্দী দুইই সমান পরোপকারী। ইহার মধ্য হইতে প্রহ্লাদ মহারাজ শেষোক্ত প্রকারকে অধিক পরদুঃখ-দুঃখী ও মহামহাবদান্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রথম গোষ্ঠীকে পরার্থ-নিষ্ঠায় অপেক্ষাকৃত কম বদান্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাধনভজনের দিক হইতে এই উভয় পক্ষ কেহই কমা নহেন। তবে তুলনামূলকভাবে আচার ও প্রচারকে একই গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়াছেন। জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন—**"প্রাণ আছে তার সেহেতু প্রচার, প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব।"** শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও লিখিয়াছেন,—**"আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য। তুমি জগতের গুরু তুমি জগতের আর্য্য॥"** এসকল বিচারের উভয়পক্ষ সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়।

সেবক ২ প্রকার—ভজনানন্দী ও গোষ্ঠানন্দী

তুমি বাচ্চা ছেলের মত মহারাজের নিকটে থাকিয়া সেবা কাজের হাতেখড়ি শিক্ষা কর। তাহা হইলে পরবর্ত্তিকালে সেবাকার্য্যে তোমার বিচক্ষণতা প্রকাশ পাইবে। বৈষ্ণবধর্ম্ম আনুগত্যের ধর্ম্ম। **তোমার বৈষ্ণবানুগত্য থাকিলে তোমার জন্য সবই আছে, আর আনুগত্য-বিহীন হইলে "শূন্য গ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন।"** বৈষ্ণবগণের ইচ্ছানুসারে চলিতে পারিলে বাস্তব আত্মকল্যাণ লাভ হয়। বিচক্ষণতার সহিত অভাব-অনটনের মধ্যে সেবাকাজ চালাইয়া লইতে পারা বুদ্ধিমত্তারই পরিচয়। ঠাকুরের ভোগরাগ-সেবা যথা নিয়মেই হওয়া উচিত। কারণ শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ও বিগ্রহসেবাকে কেন্দ্র করিয়াই সেবা স্থাপন। অল্পপয়সায় পরিপাটির সহিত সেবা করার মধ্যে

বৈষ্ণবানুগত্যে সবই লভ্য, নতুবা শূন্য গ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন

সেবকের কৃতিত্ব প্রকাশ পায়। মঠের সেবার কোন জিনিষই যাহাতে নষ্ট না হয় ইহাতে সেবকের বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

সেবা কাজের ভালমন্দ যখন যেটা বুঝিতে পারিবে না, ধীরস্থিরভাবে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইবে। তুমি আমার স্নেহাশীস্ জানিবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি সেবক বামন

পত্রের চুম্বক

- মঠ-মন্দিরকে যদি তোমার নিজের করিয়া লইতে না পার তাহা হইলে সঠিকভাবে সেবা অনুষ্ঠিত হয় না।
- যখন মঠের প্রত্যেকটি জিনিষের প্রতি তোমার টান ও আসক্তি আসিবে তখনই সেবক পদবাচ্য হওয়া যায়।
- Duty পালন করাই সেবকের ধর্ম্ম নহে।
- সেবক স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রণোদিতভাবে নিজের মনে করিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রীত্যর্থে মঠে যে কর্ম্মাচরণ করেন তাহাই প্রকৃত সেবা।
- শাস্ত্রীয় নিরপেক্ষ বিচারে দেখা যায় ভজনানন্দী ও গোষ্ঠানন্দী দুইই সমান পরোপকারী। ইহার মধ্য হইতে প্রহ্লাদ মহারাজ শেষোক্ত প্রকারকে অধিক পরদুঃখ-দুঃখী ও মহামহাবদান্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (কিন্তু) সাধনভজনের দিক হইতে এই উভয় পক্ষ কেহই কমা নহেন।
- তোমার বৈষ্ণবানুগত্য থাকিলে তোমার জন্য সবই আছে, আর আনুগত্য-বিহীন হইলে "শূন্য গ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন।"
- বিচক্ষণতার সহিত অভাব-অনটনের মধ্যে সেবাকাজ চালাইয়া লইতে পারা বুদ্ধিমত্তারই পরিচয়।
- মঠের সেবার কোন জিনিষই যাহাতে নষ্ট না হয় ইহাতে সেবকের বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

পত্র—৩০

বিষয়—❀ গুরুমহারাজের দেওঘরস্থ বালানন্দ-আশ্রমে অবস্থান; ❀ গুরুমহারাজের আশ্রিত-বাৎসল্য; ❀ কলিকাতায় থাকিয়াই গুরুমহারাজের মানসে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স্নেহাস্পদাসু

C/o Shri Balananda Ashram
"Santosh Ashram" P.O.-Asharam Karanibad
B. Deoghar (S.P) Bihar,
28/12/1980

মা-----! তোমার ২৭/১১/৮০ তাং এর অন্তর্দেশীয় পত্র কলিকাতার ঠিকানায় যথাসময়ে পৌঁছিয়াছিল। ৩/৪ দিন হইল ঐ পত্রখানি এখানে পাইয়াছি। আমরা গত ৬/১২/৮০ তাং-এ শিয়ালদহ হইতে মুজাফ্‌ফরপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জার-এ যাত্রা করিয়া জেসিডি জং হইয়া বৈদ্যনাথ দেওঘরে পৌঁছিয়াছি। ২ মাসের জন্য Change-এ আসিয়াছি। "সন্তোষ আশ্রম" নামক বাড়ীখানা মাসিক ২০০ টাকায় ভাড়া লইয়াছি। শ্রীবালানন্দ আশ্রমের মধ্যেই এই বাড়ী। বেশ নির্জ্জন, স্নিগ্ধ, শান্ত পরিবেশ। চারিদিকে মন্দির, ফল-ফুল-সব্জীর বাগান-বাগিচা। আমার স্থানটী বেশ পছন্দ হইয়াছে। সাধনভজনের উপযোগী স্থান বলিয়া মনে হয়।

গুরুমহারাজের দেওঘরস্থ বালানন্দ-আশ্রমে অবস্থান

তোমরা শ্রীমথুরা-বৃন্দাবনাদি স্থান সুষ্ঠুভাবে পরিক্রমা ও দর্শন করিয়াছ জানিয়া আনন্দিত হইয়াছি। শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজ তোমাদের জন্য যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, বুঝিলাম। তিনি তোমাদের আমার অভাব অনুভব করিতে দেন নাই জানিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলাম। তোমরা নিশ্চিন্তে পরিক্রমা করিয়াছ বলিয়া আমি শীঘ্র সুস্থ হইয়া উঠিয়াছি। যদি তোমাদের পরিক্রমায় না যাওয়া হইত, তবে আমি মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতাম। আমার জন্যই হয়ত যাওয়া হইল না—বিবেচনা করিতাম। * * * তোমরা নিশ্চিন্তে হরিভজন করিতে পারিলেই আমার মানসিক শান্তি।

গুরুমহারাজের আশ্রিত-বাৎসল্য

তুমি কাম্যবনে যাহা প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছ, তাহাতে মনে হয় আমি যেন তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না। কিন্তু **আমি ত' বরাবরই তোমাদের সঙ্গে বনপরিক্রমা ও দর্শনাদিতে হাজির ছিলাম। তোমরা আমার উপস্থিতি কেন লক্ষ্য করিতে পারিলে না, বুঝিলাম না। চেষ্টা করিলে তোমাদের সঙ্গেই আমাকে দেখিতে**

পাইতে। আমি কলিকাতায় বসিয়াই মানসে বৃন্দাবনাদি পরিক্রমা ও দর্শন করিয়াছি। আমার সঙ্গে শ্রীগৌর-গোপালের বিজয়-বিগ্রহ ছিলেন এবং বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীও অনুগমন করিয়াছিলেন। তথাপি যখন পুনরায় প্রণয়ি-ভক্তসঙ্গে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় ইচ্ছা পোষণ করিয়াছ, উহা নিশ্চয়ই শ্রীভগবান্ পূর্ণ করিবেন। **আমি যখন তোমাদের সর্ব্বস্ব, তখন তোমাদের মনোবাঞ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হওয়া উচিত ও হইবে।**

কলিকাতায় থাকিয়াই গুরুমহারাজের মানসে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

আমি বর্ত্তমানে ভাল আছি। আমার জন্য তোমরা আর কোনরূপ চিন্তা করিবে না। এখন তোমাদের জন্য আমার চিন্তা-ভাবনার সময় আসিয়াছে। * * শ্রীব্যাসপূজায় আমাকে নবদ্বীপে সুস্থাবস্থায় দেখিতে পাইবে। শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমায়ও সুস্থ থাকিব আশা করিতেছি। গত পরিক্রমায় আমি কোথাও যাইতে পারি নাই। এমনকি শ্রীধাম মায়াপুরও দর্শনের সৌভাগ্য হয় নাই। এবার দর্শনের আশা রাখি। পূর্ব্ব হইতে বেশী আশা করিতে নাই, কারণ ভয় হয়—"Man proposes, God disposes" * * তুমি আমার স্নেহাশীস্ লইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- আমি ত' বরাবরই তোমাদের সঙ্গে বনপরিক্রমা ও দর্শনাদিতে হাজির ছিলাম। তোমরা আমার উপস্থিতি কেন লক্ষ্য করিতে পারিলে না, বুঝিলাম না। চেষ্টা করিলে তোমাদের সঙ্গেই আমাকে দেখিতে পাইতে।
- আমি যখন তোমাদের সর্ব্বস্ব, তখন তোমাদের মনোবাঞ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হওয়া উচিত ও হইবে।

পত্র—৩১

বিষয়—সেবকের আকস্মিক নির্য্যাণে গুরুপাদপদ্মের গভীর সন্তান-বাৎসল্যের প্রকাশ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া, (পঃ বঙ্গ)
১২/১০/১৯৮২

কল্যাণীয়াসু—

স্নেহের -----! তোমার ২৯/৯/৮২ তাং এর পত্র কলিকাতা হইতে গত ৭/১০/৮২ তাং এ ফিরিয়া আসিয়া পাইয়াছি। কলিকাতা মঠে বসিয়া ২/৩ বার তোমাদের উদ্দেশ্যে পত্র লিখিতে বসিয়াও লিখিতে পারি নাই, কারণ কি, তাহা

তোমরাই বুঝিতে পার। কে যেন আমাকে সংবাদ দিতে নিষেধ করিতেছিল; কিন্তু আমি জানিয়াছি, মা কলিকাতায় গিয়া সেই দুঃসংবাদ জানিয়া ফেলিয়াছে।

আমার বড়ই দুর্ভাগ্য, তাহা না হইলে সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া আমার স্নেহের দুলাল শ্রীমান সুন্দরানন্দের অন্তিম দৃশ্য দেখিতে হইল! আমার বিশ্বাস, তোমরাও ঐরূপ দৃশ্যে ধৈর্য্যহারা ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতে। ছেলেটি রোগভোগের পর চিকিৎসাদির শেষে চলিয়া গেলে এত দুঃখ ও মর্ম্মবেদনা থাকিত না, মাত্র দেড়/দুই মিনিটের মধ্যেই এমন মর্ম্মন্তুদ ঘটনা ঘটিয়া গেল, যাহা আজও আমার চিত্তকে উদ্ভ্রান্ত রাখিয়াছে। আমি ত' শ্রীমানের কথা আদৌ ভুলিতে পারিতেছি না।

পুরীতে থাকাকালে আমার চরম অসুস্থাবস্থায় সে রাতের পর রাত আমার পার্শ্বে ক্রন্দন-পূর্ব্বক বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছে। আমার নিষেধ সত্ত্বেও সে আমার পায়ে পড়িয়া বারবার অস্ফুটস্বরে অন্তর্যামীকে তাহার শেষ সঙ্কল্প জানাইয়াছে—"হে ভগবান্! আমার প্রভু সুস্থ হইয়া উঠুন, তাঁহার কষ্ট আমি সহ্য করিতে পারি না, তুমি আমার পরমায়ু তাহাকে দাও।" তাহার এ জাতীয় উক্তি শুনিয়া তাহাকে মৃদু শাসন করিয়াছি—ঐরূপ বলিতে নাই, তাহাও জানাইয়াছি। কিন্তু সে নিজেই তাহার পরমায়ু সংক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। "আমি আপনার আগেই চলিয়া যাইব"—ইহাই ছিল শ্রীমানের সঙ্কল্প। আর শ্রীভগবান্ তাহার ইচ্ছাই পূরণ করিলেন—পিতার সম্মুখে পুত্রের মহাপ্রয়াণ! এ কি নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সঙ্কল্প ও আব্দার! আমি আজও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, শ্রীভগবান্ কেন এইরূপ স্নেহ-মমতা দিয়া আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখেন? ইহার মধ্যে শিক্ষা কি? শ্রীমানের অভাবে আজ মিশনের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী সেবকগণ শোকে মুহ্যমান্, গৃহস্থগণ সংবাদ-শ্রবণে হতবাক্—"আকাশ কান্দে, বাতাস কান্দে, কান্দে তরুলতা।" আমি পাথর হইয়া গিয়াছি, আমার কাঁদিবার উপায় নাই। এইরূপ সন্তান-বিয়োগজনিত অসহনীয় দুঃখ সহ্য করিতে হইবে, ইহা স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই। অসংসারীরও সংসার-দুঃখ জ্বালা! শ্রীভগবান্! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। অন্তর্যামীই জীবের ভালমন্দ সঠিকভাবে অনুধাবন করিয়া থাকেন। তাঁহার গম্ভীর লীলা বুঝা ভার।

২৫/৯/৮২ তারিখে নবদ্বীপ আসি; ২৬/৯/৮২-এ শ্রীমানের স্মরণ-মহোৎসব ও রাত্রে বিরহ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজ প্রভৃতি বক্তৃতাকালে বিশেষ অভিভূত হইয়া পড়েন। সকলেই একবাক্যে বলেন,—"এইরূপ গুরু-বৈষ্ণব-সেবানিষ্ঠ আর দ্বিতীয় ভক্ত মিলিবে না।" শিলিগুড়ি, মেঘালয়, মথুরা, কলিকাতা বিভিন্ন প্রচারকেন্দ্রেও বিরহ-মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান হইয়াছে।

আমি তোমাদের স্নেহছায়ায় একপ্রকার আছি; তোমরা সুস্থ হইয়া কর্ত্তব্য করিয়া গেলে আমি নিশ্চিন্ত ও সুখী হইব। সুন্দরানন্দের মত তোমরা আমাকে ঠকাইবে না ত'? এখনও জীবনী-লিখা ভালরূপ আরম্ভ করিতে পারি নাই, মন বড় উদ্বিগ্ন ও উদাসীন! তোমরা আমার স্নেহাশীস্ লইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্র—৩২

বিষয়— ❀ পত্র-লিখনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-শিষ্টাচার; ❀ এই সংসারে বাস্তব সুখ-শান্তি অসম্ভব; ❀ অন্তর্যামী, তথাপি হরি-গুরু-নিকট দোষস্বীকারে চিত্তশুদ্ধি; ❀ পাপ ও অপরাধের পার্থক্য ও প্রায়শ্চিত্ত; ❀ ভগবানের চৈত্ত্যগুরুরূপে পরিচালনা; ❀ ক্ষমাগুণেই ভজনপথে অগ্রসর সম্ভব; ❀ ক্ষমাশীল ব্যক্তিপ্রতি শ্রীগুরু ও ভগবান্ প্রসন্ন; ❀ অপরকে নয়, নিজ কর্ম্মকে দোষী করাই বৈষ্ণবতা; ❀ গুরু-আদেশপালনই শিষ্যের ব্রত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া, (পঃ বঙ্গ)
২৭/১/১৯৮৩

স্নেহাস্পদাসু—

মা----! তোমার ১৭/১/৮৩ তাং এর স্নেহলিপি পাইয়া খুব আনন্দিত হইয়াছি। পত্রারম্ভে তুমি আশ্রয় ও বিষয়বিগ্রহকে দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপন করিয়াছ, ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-শিষ্টাচার। ইষ্টদেব শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ-রাধা-বিনোদবিহারীর কুশল প্রার্থনা পূর্ব্বক তোমার স্নেহের আবেদন-নিবেদন জ্ঞাপন করিয়াছ দেখিয়া মমতা-প্রীতিতে খুশী হইলাম। অপরের কুশল প্রার্থনায় বাৎসল্য-ভাব প্রতিফলিত হয়। সুতরাং তুমি স্বীয় গুণে সন্তুষ্ট হও।

পত্র-লিখনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-শিষ্টাচার

তুমি সত্যই লিখিয়াছ, শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট সাধক-সাধিকার ভজনপথের যাবতীয় অনুকূল-প্রতিকূল বিষয় জ্ঞাপন করিলে ভজনে নিষ্ঠা বৃদ্ধি হয়। সাংসারিক দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণা চিরদিনই আছে ও থাকিবে। এই জড়জগৎ দুঃখ দিয়াই গড়া। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"**তস্মাৎ ইদং জগদশেযমসৎস্বরূপম্। স্বপ্নাভমস্তবিষণং পুরদুঃখ-দুঃখম্**॥" এই মায়ার জগতে বাস্তব সুখ-শান্তি হইতে পারে না, তজ্জন্য জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিলেন,—"**ভাবিয়া দেখহ ভাই, অমিশ্র আনন্দ নাই, যে-আছে সে দুঃখের কারণ। সে সুখের তরে তবে, কেন মায়াদাস হবে, হারাইবে পরমার্থ ধন**॥"

এই সংসারে বাস্তব সুখ-শান্তি অসম্ভব

আপন ভজন-বিষয়ের সুবিধা-অসুবিধা শ্রীগুরুবর্গের নিকট জানাইবার রীতি আছে। তাহাতে "পাছে লোকে কিছু বলে" জাতীয় লজ্জা পরিত্যাগ করিতে হয়। শ্রীগুরু-ভগবান্ অন্তর্যামী হইলেও আত্মশোধনের নিমিত্ত এই নীতির প্রয়োজন। Christianity-তে confession বা আত্মস্বীকৃতির রেওয়াজ আছে, যদিও ইহা

ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মেরই নীতি-আদর্শেরই রূপান্তর মাত্র। এই নিয়মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধির পর ভজনে নিষ্ঠা দেখা দেয়। মানুষ-এ জগতে জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে শাস্ত্রবিরুদ্ধ অর্থাৎ নীতি-আদর্শবর্জ্জিত বহু কর্ম্মাচরণ করে, যাহার অপর নাম পাপ বা অপরাধ। "Violation of the rules of state-laws or moral laws."কেই সাধারণতঃ পাপ বলা হয়, আর গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রতি যে অসূয়া-অবজ্ঞা প্রদর্শিত হয়, তাহাকে 'অপরাধ' বলে। পাপের শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন। কিন্তু অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত অনুতাপ-সহ ক্ষমাপ্রার্থনা। শ্রীহরি রুষ্ট হইলে শ্রীগুরুই রক্ষক, আর গুরুদেব রুষ্ট হইলে অন্য কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই; তজ্জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের পার্থক্য ও প্রায়শ্চিত্ত সর্ব্বতোভাবে তুষ্টিবিধান করা তদাশ্রিত ব্যক্তিগণের বিশেষ কর্ত্তব্য। জগতের লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা, অর্থ-সম্পদ সদ্‌গুরুর কখনই কাম্য নয়। কিন্তু সাধু-শাস্ত্র-গুরু-আজ্ঞাপালনকারীই তাঁহার প্রীতি-আকর্ষণে সমর্থ।

অন্তর্যামী, তথাপি হরি-গুরু-নিকট দোষস্বীকারে চিত্তশুদ্ধি

শ্রীভগবান্ চৈত্ত্যগুরুরূপে আমাদিগকে সর্ব্বসময়ে সাবধান ও পরিচালিত করেন। জ্ঞানে অজ্ঞানে কৃত দোষ-ত্রুটী ক্ষমা করিয়া তিনি বিবেকরূপে পথনির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। জ্ঞানালোকেই গুরুরূপী ভগবানের দর্শন সম্ভব, অজ্ঞানান্ধকার হইতে তিনি কোটী যোজন দূরে অবস্থিত, কিন্তু জিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে প্রেরণাদান তাঁহার ভক্তবাৎসল্যেরই পরিচায়ক। সরল নিষ্কপট ব্যক্তির নিকট তিনি চিরপ্রকাশিত, কাপট্যের দ্বারা তাঁহার প্রাপ্তি সুদূরপরাহত। শ্রীভগবান্ শাস্ত্রাদিতে সরলতাকেই ব্রাহ্মণতা ও বৈষ্ণবতা বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন, আর কপটতাকে শূদ্রত্ব ও অবৈষ্ণবত্ব বলিয়া গর্হণ করিয়াছেন। সুতরাং সরলতাদ্বারাই শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের সাক্ষাৎদর্শন ও কৃপালাভ করা যায়।

ভগবানের চৈত্ত্যগুরুরূপে পরিচালনা

সংসারে যদি কেহ ভুলবশতঃ তোমার প্রতি অন্যায় আচরণ করে, তুমি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিলেই তোমার মহত্ব ও উদারতা প্রমাণিত। এই ক্ষমা-গুণই মানুষকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে। অপরের দোষ-ত্রুটি গ্রহণ না করিয়া নিজের ভজনপথে চলিতে পারিলে শান্তি-স্বস্তি লাভ করিতে পারা যায়। এই সংসার প্রহেলিকা-পূর্ণ, স্বার্থপরতায় ভরপুর। **"আপনারে লয়ে বিব্রত হৈতে, আসে নাই কেহ অবনী-পরে। সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।।"**—এই নীতি ও আদর্শ আজ কোথায়?

ক্ষমাগুণেই ভজনপথে অগ্রসর সম্ভব

হিংসা ও অবিমৃষ্যকারিতার বদলা লইতে হয় স্নেহ ও ক্ষমা-গুণের দ্বারা। উহাই চিরদিন উজ্জ্বল তারকার ন্যায় দীপ্তি দান করে এবং বিমূঢ় ব্যক্তির পথের দিশারী হয়। মা, তুমি সেই উদারতা প্রদর্শন কর, শ্রীগুরু ও ভগবান্ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। মাতৃজাতি ক্ষমাগুণের বিশেষ অধিকারিণী। সর্ব্বংসহা পৃথ্বী দেবীর

ন্যায় তোমার মহিমা জগতে বিঘোষিত হউক। গীতার বাক্য—"**কীর্ত্তিঃ শ্রী-বাক্ চ নারীণাং স্মৃতি-মেধা-ধৃতি-ক্ষমা**" তুমি স্মরণ রাখিবে। "**মা হিংসাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি**"—ইহা ভুলিলে চলিবে না।

অপরকে নয়, নিজ কর্ম্মকে দোষী করাই বৈষ্ণবতা

মানুষ ইহ সংসারে সাধ্যানুসারে নীতি-আদর্শ পালন করিয়া চলিলেও অনেকেই হয়ত তাহার যথার্থ মূল্যায়ণ করিতে পারেন না। উদারতার দ্বারাই তাহার স্বীকৃতির সম্ভাবনা। গুরুজনদের উপর দোষারোপ না করিয়া "**স্বকর্ম্ম-ফলভুক্ পুমান্**"—এই বৈষ্ণবীয় বিচার গ্রহণ করিলে হৃদয়ে শান্তি ও স্বস্তিলাভ করিতে পারা যায়। আমি তোমাকে ভজনে উৎসাহ, ভক্তিতে বিশ্বাস ও ভগবৎ- প্রীতিলাভে ধৈর্য্যধারণ করিতে অনুরোধ করি। মা আমার, তুমি নিশ্চয়ই আমার এই অনুরোধ ও আব্দার রক্ষা করিয়া চলিবে।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদই তোমার জীবনের পাথেয় হউক্। ইহাই বর্ত্তমানে তোমার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য ও সান্ত্বনা বলিয়া আমি মনে করি। শ্রীগুরুর

গুরু-আদেশ পালনই শিষ্যের ব্রত

আদেশ-নির্দ্দেশ-উপদেশ পালন করাই তদাশ্রিত জনগণের দায়িত্ব ও ব্রত। শ্রীভগবান্ তোমাকে সকল বিষয় সহ্য করিবার ক্ষমতা দান করুন—ইহার তাঁহার নিকট নিবেদন।

তুমি নিষ্ঠার সহিত শ্রীনামগ্রহণ করিবে। গ্রন্থাদি প্রত্যহ কিছু কিছু আলোচনার অভ্যাস রাখিবে। বৃদ্ধা মাকে সবসময় সাহায্য করিবে। তাঁহার আশীর্ব্বাদে তোমার পারমার্থিক কল্যাণ নিশ্চয় হইবে। আমার স্নেহাশীস্ লইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- সাংসারিক দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণা চিরদিনই আছে ও থাকিবে। এই জড়জগৎ দুঃখ দিয়াই গড়া।
- শ্রীগুরু-ভগবান্ অন্তর্যামী হইলেও আত্মশোধনের জন্য এই (confession বা আত্মস্বীকৃতি) নীতির প্রয়োজন।
- পাপের শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন, কিন্তু অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত অনুতাপ সহ ক্ষমাপ্রার্থনা।
- সংসারে যদি কেহ ভুলবশতঃ তোমার প্রতি অন্যায় আচরণ করে, তুমি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিলেই তোমার মহত্ব ও উদারতা প্রমাণিত।
- অপরের দোষ-ত্রুটি গ্রহণ না করিয়া নিজের ভজনপথে চলিতে পারিলে শান্তি স্বস্তি লাভ করিতে পারা যায়।

হিংসা ও অবিমৃষ্যকারিতার বদলা লইতে হয় স্নেহ ও ক্ষমা-গুণের দ্বারা। গুরুজনদের উপর দোষারোপ না করিয়া "স্বকর্ম্ম-ফলভুক্ পুমান্"—এই বৈষ্ণবীয় বিচার গ্রহণ করিলে হৃদয়ে শান্তি ও স্বস্তিলাভ করিতে পারা যায়। শ্রীগুরুর আদেশ- নির্দ্দেশ-উপদেশ পালন করাই তদাশ্রিত জনগণের দায়িত্ব ও ব্রত।

বিষয়—❀ সংসারে সমস্ত দায়িত্ব-মধ্যেও পঞ্চাঙ্গ-ভক্তিসাধন আবশ্যক; ❀ ভক্ত ও ভগবৎ যুগ্ম অবতার—শ্রীগিরিরাজ; ❀ সমালোচনায়ও পরোপকার ত্যাজ্য নহে; ❀ সাধুসন্ত ধনমদান্ধের তাবেদার নহেন; ❀ ত্রিকণ্ঠী মালা ধারণের ব্যাখ্যা; ❀ প্রসাদ-প্রসঙ্গে প্রভুপাদের স্মৃতি; ❀ নিত্যসিদ্ধ হইয়াও উৎকণ্ঠা প্রদর্শন দ্বারা শিক্ষা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ,
২৮, হালদার বাগান লেন,
কলিকাতা-৪
২৪/২/১৯৮৩

কল্যাণীয়াসু—

স্নেহের -----! তোমার ১২/২/৮৩ তাং এর স্নেহলিপি যথাসময়ে পাইয়াছি। আশা করি ভগবৎকৃপায় তোমরা কুশলে আছ। মাত্র দুইজনকে পত্র দিয়া থাক, আজকাল তাহাও যখন পারিতেছ না, তখন তোমার নিশ্চয়ই "অব্যর্থকালত্ব" রূপ বিশেষ সদ্‌গুণ লাভ হইয়াছে। সাধন-ভজনে খুব মনোনিবেশ করিলে সময়ের অভাব হইবেই, ইহা ভাল-লক্ষণ; ইহাতে দোষত্রুটীর কোন কারণ নাই।

সংসারে সকলের সমানভাবে মন যোগাইয়া চলা অসম্ভব, তথাপি ধীরস্থিরভাবে সবদিক্ বিবেচনা করিয়া আমাদিগকে জীবনপথে অগ্রসর হইতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার *সংসারে সমস্ত দায়িত্ব-মধ্যেও* দায়িত্ব-পালনের মধ্যেই শ্রীনামগ্রহণ, গ্রন্থাদি-পাঠ, হরিকথা *পঞ্চাঙ্গ-ভক্তিসাধন আবশ্যক* শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ, সাধু-অতিথি-সেবা প্রভৃতি সংরক্ষণ করিতে হইবে। সাংসারিক কর্ত্তব্যাচরণের মধ্যে থাকিয়াই সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তনাদি পঞ্চাঙ্গ ভক্তিসাধনের অবশ্যই ব্যবস্থা রাখিতে হইবে, ইহাই গৃহস্থের মূল আদর্শ ও প্রাণকেন্দ্র।

এবার কার্ত্তিকব্রতে গিয়া গিরিরাজ ও কামেশ্বর মহাদেবের পূজা নিশ্চয়ই দিয়াছ। গিরিরাজ ও গিরিধারী কাঁহার প্রিয় নন? ভক্ত ও ভগবানের যুগ্ম অবতার

শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন। গুরুবৈষ্ণবগণের সেবার উদ্দেশ্যে সঙ্কল্প গ্রহণ করা অন্যায় বা অপরাধ নহে। বৈষ্ণবগণের কোন্ বিষয়ে ইচ্ছা-অনিচ্ছা, তাহা 'বৈষ্ণব' হইলেই বুঝিতে পারা যায়। শ্রীধাম ও শ্রীধামেশ্বরীর কৃপা না হইলে অপ্রাকৃত ব্রজদর্শন সম্ভব নয়। যাহাদের সে সৌভাগ্য হইয়াছে, তাহারা তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিবেন।

ভক্ত ও ভগবৎ যুগ্ম অবতার—শ্রীগিরিরাজ

কাহারও পারমার্থিক কল্যাণের চেষ্টা করিতে গেলে দুনিয়ার লোকের সমালোচনার পাত্র অবশ্যই হইতে হয়। ইহাতে পরোপকার-চিন্তা ছাড়িয়া দিলে চলিবে কেন? বাস্তব কল্যাণ কাহাকে বলে, সে সম্বন্ধে জড়বাদিগণের কোন concrete idea নাই। তজ্জন্যই ভুল-বুঝাবুঝির ক্ষেত্র থাকিয়া যায়।

সমালোচনায়ও পরোপকার ত্যাজ্য নহে

কেবল গীতাপাঠ করিলেই সাধন-ভজন হয় না, ইহাতে বিশ্বাস থাকা চাই। মুখে উচ্চারণ করিলেই হয় না। তবে মানুষে আরও ১০খানা প্রকরণ (ব্যাখ্যা)-গ্রন্থ সংগ্রহ করে কেন? সাধু-সন্তগণকে কেহ টাকা-পয়সা দিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারে না। যাঁহারা 'শ্রীভগবানই সার' এবং এইরূপে তাঁহার নামকীর্ত্তনে কালাতিপাত করিয়া জীবনধারণের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ধনমদান্ধ ব্যক্তিগণের তাবেদারী করেন না। তবে **"প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা"**—ইহা তাহারা অনুধাবন করেন। সাধুসন্তগণের নিস্পৃহভাব সাধারণের বোধগম্য নয়, উহা বুঝিতে গেলে সরল বৃত্তির প্রয়োজন। সাধুসজ্জনগণের মধ্যে ব্যবহার-বৈষম্য নাই। তাঁহারা সমদর্শী। বহু ভাগ্যের ফলে ইহা হৃদয়ঙ্গম হয়।

সাধুসন্ত ধনমদান্ধের তাবেদার নহেন

ত্রিকণ্ঠী মালা-ধারণের বিষয় স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। বৈষ্ণবগণের পক্ষে তিন-লহরী তুলসী মালা কণ্ঠে ধারণই সমীচীন। দুই-কণ্ঠী অভাব-পক্ষে। কিন্তু এক-কণ্ঠী কখনই নয়। অতিবাড়ী সম্প্রদায় এককণ্ঠী মালা ধারণ করিয়া শাস্ত্র-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছে। উহারা শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ হইতে স্বতন্ত্র ও স্বেচ্ছাচারী। ত্রিকণ্ঠী মালা-ধারণের ব্যাখ্যারূপে বলা যায়,—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন; সত্ত্ব, রজঃ তমঃগুণের সাম্যাবস্থা; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর; গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীরূপ ত্রিধারা; ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্—তত্ত্ববস্তুর ত্রিবিধ প্রতীতি; বৈধী, রাগানুগা, রাগাত্মিকা—ত্রিবিধ ভক্তি; শ্রীভগবান্, ভক্তি ও ভক্ত—ত্রিবিধ তত্ত্ব; গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্; গুরুগোপাল, গৌরগোপাল, কৃষ্ণগোপাল; গৌর, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত তত্ত্বাত্মক সেব্য-সেবক-সম্বন্ধাদি ব্যাখ্যারূপে গৃহীত হইতে পারে।

ত্রিকণ্ঠী মালা ধারণের ব্যাখ্যা

তুমি সেবাযত্ন কাকে বলে, জান না বলিয়া লিখিয়াছ। অভ্যাসেই ত মানুষের শিক্ষা হয়। গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাবলে সবই সম্ভব। স্নেহ-মমতা থাকিলে খারাপও ভাল হইয়া যায়, চাল-চিড়াও অমৃতের ন্যায় আস্বাদ প্রদান করে। তোমার রান্না, তাতে

আবার একাদশী, সেজন্য ঐদিন বাধ্য হইয়া আমি তরকারী খাইয়াছিলাম। রান্নাটায় কিন্তু বেশ স্বাদ হইয়াছিল, শ্রীল প্রভুপাদকে দিলে তিনি নিশ্চয়ই খুব আনন্দের সহিত উহা ভোজন করিতেন। **শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর অত্যধিক লবণ ও অতিমাত্রায় মিষ্ট সেবা করিতেন। লবণের জন্য তাঁহার প্রসাদ পাওয়া আমাদের পক্ষে মুস্কিল ছিল।** তোমরা আমার আপনজন, তজ্জন্য আমাকে লইয়া দুশ্চিন্তার কারণ নাই। আমি লবণে পোড়া বা আনোনা— দুইই লইতে অভ্যস্ত। আমি প্রসাদ পাইয়া থাকি, সুতরাং তাহার দোষ-গুণ বিচার করিলে অপরাধ হয় জানি।

প্রসাদ-প্রসঙ্গে প্রভুপাদের স্মৃতি

আমি সকল সময়ে বৈকুণ্ঠেই বাস করি। বৈকুণ্ঠের বিভিন্ন প্রদেশও 'বৈকুণ্ঠ' নামে অভিহিত। কোনদিন গোলোক-বৃন্দাবনে স্থান পাইব, এই আকাঙ্ক্ষায় দিনযাপন করিতেছি। **জানিনা দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীশ্যামসুন্দর শ্রীরাধাসহ কোনদিন অনাথিনী সেবিকাকে আত্মসাৎ করিবেন কিনা?** তোমরা ভজনপথে অগ্রসর হও, শ্রীরাধা-গোপীনাথ তোমাদিগকে অবশ্যই নিজত্বে গ্রহণ করিবেন। ধৈর্য্য, উৎসাহ, আশাবন্ধ লইয়া চলিলে, কোনরূপ অসুবিধা হইবে না। আমার শুভাশীস্ গ্রহণ করিবে। অধিক কি, ইতি—

নিত্যসিদ্ধ হইয়াও উৎকণ্ঠা প্রদর্শন দ্বারা শিক্ষা

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- সাংসারিক কর্ত্তব্যাচরণের মধ্যে থাকিয়াই সাধুসঙ্গ, নামসঙ্কীর্ত্তনাদি পঞ্চাঙ্গ ভক্তিসাধনের অবশ্যই ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। ইহাই গৃহস্থের মূল আদর্শ ও প্রাণকেন্দ্র।
- গিরিরাজ ও গিরিধারী কাঁহার প্রিয় নন? ভক্ত ও ভগবানের যুগ্ম অবতার শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন।
- কাহারও পারমার্থিক কল্যাণের চেষ্টা করিতে গেলে দুনিয়ার লোকের সমালোচনার পাত্র অবশ্যই হইতে হয়। ইহাতে পরোপকার-চিন্তা ছাড়িয়া দিলে চলিবে কেন?
- যাঁহারা 'শ্রীভগবানই সার' এবং এইরূপে তাঁহার নামকীর্ত্তনে কালাতিপাত করিয়া জীবনধারণের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ধনমদান্ধ ব্যক্তিগণের তাবেদারি করেন না।
- বৈষ্ণবগণের পক্ষে তিন-লহরী তুলসী মালা কণ্ঠে ধারণই সমীচিন। দুই-কণ্ঠী অভাব-পক্ষে; কিন্তু এক-কণ্ঠী কখনই নয়।

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর অত্যধিক লবণ ও অতিমাত্রায় মিষ্ট সেবা করিতেন। লবণের জন্য তাঁহার প্রসাদ পাওয়া আমাদের পক্ষে মুস্কিল ছিল।

আমি লবণে পোড়া বা আনোনা—দুইই লইতে অভ্যস্ত। আমি প্রসাদ পাইয়া থাকি, সুতরাং তাহার দোষ-গুণ বিচার করিলে অপরাধ হয় জানি।

আমি সকল সময়ে বৈকুণ্ঠেই বাস করি। বৈকুণ্ঠের বিভিন্ন প্রদেশও 'বৈকুণ্ঠ' নামে অভিহিত।

তোমরা ভজনপথে অগ্রসর হও, শ্রীরাধা-গোপীনাথ তোমাদিগকে অবশ্যই নিজত্বে গ্রহণ করিবেন।

বিষয়—❀ অন্তর্যামিত্বের সংজ্ঞা; ❀ সরলতাই বৈষ্ণবতা ও কপটতা—শূদ্রতা; ❀ শৈশবকালে গুরুদেবের শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন; ❀ 'ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটে শিক্ষালাভ; ❀ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে গৌড়ীয় মঠের সমস্ত প্রচারকেন্দ্র অখণ্ডUnit; ❀ গুরুপাদপদ্মেরঅমানী-স্বভাব ❀ সাধনভজনেধৈর্য্য-স্থৈর্য্যের আবশ্যকতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ
তুরা, মেঘালয়
৭/৯/১৯৮৩

স্নেহাস্পদাসু—

মা----! তোমার স্নেহলিপি ২৬/৮/৮৩ তাং এ শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে পৌঁছিবার পর পাইয়াছি।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ ক্ষমাশীল ও অন্তর্যামী; সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অন্তর্যামিত্বের সংজ্ঞা

অপরের সুখ-দুঃখ অনুভব ও উপলব্ধি করিবার বিশেষ অধিকারকেই 'অন্তর্যামিত্ব' বলে। সুতরাং স্নেহার্থী প্রিয়জনের ভাল-মন্দ চিন্তা গুরুবৈষ্ণবগণের সর্ব্বদা অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে।

সরলতাই বৈষ্ণবতা ও কপটতা—শূদ্রতা

নিষ্কপটতা বা সরলতাই সাধন-ভজনপথের শ্রেষ্ঠ পাথেয়। ইহাই ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের ভিত্তি ও বৈষ্ণবতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কপটতাই অনার্য্য লক্ষণ, তাহাই প্রাকৃত শূদ্রত্ব। যাহারা জড়শোক-মোহের বশীভূত, তাহাদের সাধন-ভজনে উন্নতি সম্ভবপর নহে। ধৈর্য্য-উৎসাহ লইয়া চলিলে ভগবৎকৃপায় ভজনপথের যাবতীয় বাধা-বিপত্তি দূরীভূত হয় এবং তদ্দ্বারাই শান্তিলাভ সম্ভব।

তুমি শ্রীল---মহারাজের নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া ভালই করিয়াছ, ইহাতে বহু সমালোচনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছ। আমি ইং ১৯৩১ সালের মার্চ্চ মাসে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের ভজনস্থলী শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আসিবার সুযোগ-সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত পরবিদ্যাপীঠে থাকিয়া ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীমৎ ভক্তিকেবল ঔডুলোমী মহারাজের আনুগত্যে একই পারমার্থিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম। মদীয় শিক্ষাগুরুদ্বয় একই বিদ্যালয়ের রেক্টর ও প্রধানশিক্ষক ছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে পৃথক্ বিদ্যালয়ের চিন্তা কোনদিন পরিলক্ষিত হয় নাই। একই গৌড়ীয় হাসপাতালে আমার ন্যায় বহু অকিঞ্চন ব্যক্তি ভবব্যাধির চিকিৎসার সুযোগ পাইয়াছিলেন, কিন্তু কদাপি পৃথক্ প্রতিষ্ঠানের চিন্তার কোন অবসর তাঁহাদের ছিল না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে আজ গৌড়ীয় মঠের যত প্রচারকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, আমি সকলগুলিকে একটী অখণ্ড Unit বলিয়াই মনে করি। জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের অনুকম্পিত ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণকে তদীয় জানিয়া 'গৌড়ীয়' জ্ঞানেই প্রণতি জ্ঞাপন করি। আমি শ্রীগৌর-বাণী-বিনোদ-ধারায় স্নাত বৈষ্ণবমাত্রকেই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী পরমবান্ধব পরমাত্মীয় জ্ঞান করি, কিন্তু কোন ক্রমেই পৃথক্ প্রতিষ্ঠানের কল্পনা করিতে পারি না।

শৈশবকালে গুরুদেবের শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন

'ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটে শিক্ষালাভ

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে গৌড়ীয় মঠের সমস্ত প্রচারকেন্দ্র অখণ্ড Unit

আমি পূর্ব্বে তোমাকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি, বর্ত্তমানেও একই সম্বোধন করিব। তোমার প্রতি আমার স্নেহের কোন তারতম্য হইবে না। এ বিষয়ে তোমার কোন দুশ্চিন্তার কারণ নাই। আমি কাহাকেও শিষ্য করি নাই বা ঐ বিষয়ে কোন দাবীও রাখি না; 'কাকাগুরু' হইবারও কোন আশা পোষণ করি না; সুতরাং নিশ্চিন্ত হইয়া তুমি শ্রীনামভজনে রত থাকিবে; ইহাতেই তোমার আত্যন্তিক কল্যাণ নিহিত আছে। জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁহার অনুকম্পিত শিষ্যগণকে **'বিপদুদ্ধারণ বান্ধব'** রূপে সম্বোধন করিয়া মহাভাগবতের আচরণীয় লীলা প্রকাশ করিয়াছেন ও অমানী-মানদ-ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন। এ সকল অপ্রাকৃত শিক্ষা আমাদের অনুধাবনের বিষয়।

গুরুপাদপদ্মের অমানী-স্বভাব.

অভ্যাসযোগ ও নিষ্ঠার দ্বারাই চঞ্চলচিত্ত স্থির হয়। সাধন-জপ-তপ সকলই ধৈর্য্য-স্থৈর্য্যের উপর নির্ভরশীল। শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণনাম-জপের দ্বারা সংসারদশা নিবারিত হয় ও ভগবৎসাক্ষাৎকার সম্ভব হয়। শ্রীগুরুর গুরুত্ব নিত্যকাল সুপ্রতিষ্ঠিত, শিষ্যত্বও তদ্রূপ। গুরু-শিষ্য সম্পর্ক নিত্য; **"নিতাইর চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য"**।* * * *

সাধনভজনে ধৈর্য-স্থৈর্য্যের আবশ্যকতা

আমার স্নেহাশীস্ লইবে। মা ও অন্যান্যদের যথাযোগ্য শুভেচ্ছাদি জ্ঞাপন করিবে। অধিক কি, ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বামন

পত্রের চুম্বক

- নিষ্কপটতা বা সরলতাই সাধন-ভজনপথের শ্রেষ্ঠ পাথেয়। ইহাই ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মের ভিত্তি ও বৈষ্ণবতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।
- ধৈর্য্য-উৎসাহ লইয়া চলিলে ভগবৎকৃপায় ভজনপথের যাবতীয় বাধা-বিপত্তি দূরীভূত হয় এবং তদ্দ্বারাই শান্তিলাভ হয়।
- আমি ইং ১৯৩১ সালের মার্চ্চ মাসে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের ভজনস্থলী শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আসিবার সুযোগ-সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম।
- প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে আজ গৌড়ীয় মঠের যত প্রচারকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, আমি সকলগুলিকে একটী অখণ্ড Unit বলিয়াই মনে করি।
- আমি শ্রীগৌর-বাণী-বিনোদ-ধারায় স্নাত বৈষ্ণবমাত্রকেই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী পরমবান্ধব পরমাত্মীয় জ্ঞান করি।
- অভ্যাসযোগ ও নিষ্ঠার দ্বারাই চঞ্চলচিত্ত স্থির হয়।
- শ্রীগুরুর গুরুত্ব নিত্যকাল সুপ্রতিষ্ঠিত, শিষ্যত্বও তদ্রূপ।

বিষয়—❀ সাংসারিক দুঃখকষ্ট সবই ভগবৎ পরীক্ষা-রূপে গ্রহণীয়; ❀ শ্রীভগবান্ সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন—এই বিশ্বাস বিশেষ প্রয়োজন; ❀ 'যে কালী সেই কৃষ্ণ'—ইহা তত্ত্ববিরোধ; ❀ বিবাহ-অনুষ্ঠানে ত্যক্তগৃহ-ব্যক্তির উপস্থিতি নিষেধ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ
পোঃ-তুরা, মেঘালয়
১৪/৯/৮৩

স্নেহাস্পদাসু—

মা----! তোমার ১৫/৭/৮৩ তাং এর স্নেহলিপি পাইয়াছিলাম, সময়মত তাহার উত্তর দিতে পারি নাই বলিয়া ক্ষমা করিবে। আমি একপ্রকার সুস্থ আছি।

তোমরা সকলেই আমার জন্য চিন্তা-ভাবনা কর, তাই ভগবান্ আমাকে সুস্থ রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। তোমাকে রথযাত্রা উৎসবে শ্রীনবদ্বীপধামে আসিতে লিখিয়াছিলাম। অন্য কোন সময়ে সুযোগমত আসিবে ও শ্রীধামদর্শন করিয়া যাইবে। নিজের চেষ্টা থাকিলে শ্রীভগবান্ তোমায় সুযোগ করিয়া দিবেন।

তুমি সংসারে থাকিয়াও অসংসারী থাকিবার চেষ্টা করিবে। শ্রীভগবান্ তোমাকে তদ্রূপ জ্ঞান-বিবেক-বিবেচনাশক্তি দিয়াছেন। এ-জগতে উদারনৈতিক নীতি অবলম্বন না করিলে নিজের ও অপরের কল্যাণ করা যায় না। নিরপেক্ষ না হইতে পারিলে স্বধর্ম্ম সংরক্ষণ করা যায় না। ------বাবুর অসুখ বাড়াবাড়ী হইয়াছে জানিয়া চিন্তিত হইলাম। তোমরা সাধ্যানুসারে চিকিৎসার চেষ্টা করিবে, ফল—শ্রীভগবানের হাতে। প্রতিটী মানুষ সংসারে স্ব-স্ব ভাগ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, উহা অন্যথা করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। স্বয়ং শ্রীভগবান্ও জীবের কর্ম্ম-কর্ম্মফলের উপর হস্তক্ষেপ করেন না। তোমার সংসারের দুঃখকষ্টকে তুমি শ্রীগিরিধারী-গোপালের কঠোর পরীক্ষা বলিয়া গ্রহণ করিবে। চিন্তা-ভাবনায় কাতর হইয়া পড়িবে না, ইহাই তোমার নিকটে আব্দার। সাংসারিক দুঃখক্লেশ গোপালের দিকে তাকাইয়া সহ্য করিবে।

সাংসারিক দুঃখকষ্ট সবই ভগবৎ পরীক্ষা-রূপে গ্রহণীয়

"শ্রীভগবান আমাদিগকে রক্ষা করিবেন নয়, সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন"—ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতে হইবে। অন্নচিন্তার জন্য কখনই তোমাদের ভগবৎচিন্তার ব্যাঘাত হইবে না, ইহাই বিশেষ শুভেচ্ছা জানিবে। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবে তোমাদের অটুট শ্রদ্ধা-বিশ্বাসই তোমাদিগকে উন্নতির চরম শিখরে স্থাপন করিবে। তুমি গুরু-বৈষ্ণবে আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছ বলিয়া তোমার কোন চিন্তা নাই।

শ্রীভগবান্ সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন—এই বিশ্বাস বিশেষ প্রয়োজন

যাহারা ভগবানের বা কোন দেব-দেবীর করুণা পাইয়াছে বলিয়া অহঙ্কার প্রকাশ করে, তাহাদের কখনও কল্যাণ হইতে পারে না। শ্রীভগবান্ যাহাকে দয়া করেন, তাহার কখনও সিদ্ধান্ত বিরোধ হইবে না; তিনি কখনও অশাস্ত্রীয় অযৌক্তিক কথা ভাবাবেশে বলিতে পারেন না। সাধন-ভজন ও ভগবদ্বিষয়ে অভিজ্ঞান—বাস্তব; উহা কখনও কাল্পনিক মিথ্যা নহে। কোন দেবদেবী ভুল সিদ্ধান্ত কখনও বলিতে পারেন না। তাহারা সত্যাশ্রয়ী বলিয়া তত্ত্বসিদ্ধান্তানুযায়ী উক্তিই করিয়া থাকেন। শাস্ত্রজ্ঞ তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ কখনই ভুল, সিদ্ধান্তবিরোধপূর্ণ কথা বলেন না। সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য একই তত্ত্বদর্শন প্রকাশ করিয়া থাকেন। তোমরা ঐরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইবে না। "**যেই কালী, সেই কৃষ্ণ**"—কখনই হইতে পারে না, ইহা তত্ত্ববিরোধ।

'যে কালী সেই কৃষ্ণ'—ইহা তত্ত্ববিরোধ

তোমার কন্যার বিবাহের সময় আমি উপস্থিত থাকিতে পারিব না। তবে কলিকাতা হইতে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত ও গৃহস্থ ২/৩ জন বৈষ্ণবকে পাঠাইব। উক্ত বৈষ্ণবগণ যজ্ঞ-হোম, রন্ধন, পরিবেশনাদি কার্য্য চালাইয়া লইবেন। আমি তাঁহাদিগকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিব। **বিবাহের অনুষ্ঠানে কোন ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীর উপস্থিত থাকিতে নাই**—ইহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে। বিবাহের পূর্ব্বে ও পরে সময়মত তাঁহারা হাজির থাকিতে পারেন, তাহাও বেশ কিছুদিন পরে। তজ্জন্যই আমি বা গৈরিকবসন-পরিহিত কোন সেবক উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতে পারিব না। ২/১ মাস পরে গিয়া দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া আসিব। ইহাতে তোমরা কোনরূপ দুঃখপ্রকাশ করিবে না।

বিবাহ-অনুষ্ঠানে ত্যক্তগৃহ-ব্যক্তির উপস্থিতি নিষেধ

আমার শরীর সুস্থ হইলে জ্যৈষ্ঠমাসের মধ্যে হঠাৎ একদিন গিয়া তোমাদের সহিত দেখা করিয়া আসিব। ইহা কাহাকেও জানাইবে না। পরের দিন আমাকে ফিরিতে হইবে, কারণ কলিকাতায় গ্রন্থাদি ছাপাছাপি চলিতেছে। তোমরা আমার স্নেহাশীস্ জানিবে ও ছেলে-মেয়েদেরও জানাইবে। অধিক কি। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- তোমার সংসারের দুঃখকষ্টকে তুমি শ্রীগিরিধারী-গোপালের কঠোর পরীক্ষা বলিয়া গ্রহণ করিবে। চিন্তা-ভাবনায় কাতর হইয়া পড়িবে না, ইহাই তোমার নিকটে আব্দার।
- "শ্রীভগবান আমাদিগকে রক্ষা করিবেন নয়, সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন"—ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতে হইবে।
- যাহারা ভগবানের বা কোন দেব-দেবীর করুণা পাইয়াছে বলিয়া অহঙ্কার প্রকাশ করে, তাহাদের কখনও কল্যাণ হইতে পারে না।
- কোন দেবদেবী ভুল সিদ্ধান্ত কখনও বলিতে পারেন না। তাহারা সত্যাশ্রয়ী বলিয়া তত্ত্বসিদ্ধান্তানুযায়ী উক্তিই করিয়া থাকেন।
- বিবাহের অনুষ্ঠানে কোন ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীর উপস্থিত থাকিতে নাই—ইহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে।

বিষয়—❀ হরিভজনেই মানবজীবনের সফলতা; ❀ শত দুঃখমধ্যেও হরিভজন করণীয়; ❀ বাধাগ্রস্ত হইলেই হরিভজন বৃদ্ধি পায়; ❀ সেবাপ্রবৃত্তিই সেবকের পরিচয়; ❀ গুরুসেবার ফলে গুরুসেবকের পরমগতি; ❀ গুরুপাদপদ্মের আশীর্ব্বাদ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ
২৮, হালদার বাগান লেন
কলিকাতা-৪
১৩/১২/১৯৮৩

স্নেহাস্পদাসু—

মা----! তোমার ৫ খানি পত্র ইতঃপূর্ব্বে পাইয়াছি। ঐগুলির উত্তর দিতে পারি নাই বলিয়া ক্ষমা করিবে। তোমাদের ধৈর্য্যের প্রশংসা করিতে হয়। আমি তোমাদের স্নেহ-প্রীতির জন্য বিশেষভাবে ঋণী।

তোমরা অজ্ঞান-অন্ধকারে কিরূপে রহিলে বুঝিলাম না। যাহারা সদ্‌গুরু-পদাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীনামগ্রহণ করেন ও ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী-মন্ত্রাদি জপ করেন, তাহারা জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত, দিব্যজ্ঞান-লাভে ধন্য। জগতের সাধারণ মানুষ খাওয়া-পরা-থাকাতেই ব্যস্ত, কিন্তু যাহারা আত্মকল্যাণকামী, তাহাদের জীবন সফল ও ধন্য। দুর্ল্লভ মানবজন্মের সফলতা তাহারাই করিতেছেন।

হরিভজনেই মানবজীবনের সফলতা

তোমার কোন সাধন-ভজন হইতেছে না কেন? চেষ্টা করিয়া উৎসাহ রাখিয়া সব কিছু করিতে হইবে। অধৈর্য্য হইলে চলিবে না। সংসারের সকল সেবাকাজের মধ্যেই শ্রীনামগ্রহণ, ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত পূজার্চ্চন, গ্রন্থ-অধ্যয়ন করিতে হইবে। সংসারে দুঃখ কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা আছে ও থাকিবে। উহার মধ্য হইতেই যত কিছু আত্মকল্যাণ চিন্তা করিতে হইবে। ধৈর্য্য, সহ্যগুণ, সরলতার দ্বারা অসম্ভব সম্ভব হইবে।

শত দুঃখমধ্যেও হরিভজন করণীয়

যেখানেই থাক, ভজন-সাধনই আমাদের মুখ্য। যেখানে নাস্তিক বেশী, সেখানেই ভালভাবে সাধন-ভজন হয়। যেখানে কোন বাধাবিপত্তি নাই, সেখানে সংশোধিত হইবার ক্ষেত্র কোথায়? হরিভজনে বাধা আসিলেই ভজনবিষয়ে আগ্রহ ও একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং উহা ভজনানুকূল পরিবেশ বলিয়াই মানিয়া লইবে। যাঁহারা শ্রীনামপরায়ণ, যাঁহারা প্রত্যহ

বাধাগ্রস্ত হইলেই হরিভজন বৃদ্ধি পায়

শ্রীবিগ্রহ-সেবাপূজা ও ভক্তিগ্রন্থাদি আলোচনা করেন, তাঁহাদের সকল স্থানই ভজনানুকূল। এজন্য তোমরা মন খারাপ করিও না। ভজন করিলে মনে ধৈর্য্য ও উৎসাহ লাভ হয়। তোমরা দৃঢ়ভাবে ভজনে নিযুক্ত থাকিবে। * * *

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের নিকট থাকিয়া যে-কোনরূপ সেবাকাজ করিলেই হইল। সেবাকাজের মধ্যে তর তম নাই। সবই আন্তরিকতা-সরলতার পরীক্ষা। গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ সাধক- সাধিকার নিকট হইতে সেই পরীক্ষা লইতে চাহেন। যাঁহার যত সেবানিষ্ঠা, তিনি তত পরিমাণেই উত্তম। শ্রীগুরু ও ভগবান্ সেবার যোগ্যতা ও অধিকার দান করিলেও যাঁহারা সেবায় আগ্রহী, তাঁহাদের নিষ্ঠা ও যত্নাগ্রহ সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠিত। সেবাকাজ কেহ দান করেন না। উহা নিজেই চাহিয়া লইতে হয়। সেবাধর্ম্মী ব্যক্তির অন্তর ও হৃদয় হইতেই সেবাপ্রবৃত্তি উদিতা হন। তাহাই প্রকৃত সেবা। তোমরা প্রতিজন্মে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা লাভ কর, ইহাই আমার পরমসেব্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা। **"অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়"**—ইহাই সমর্পিতাত্ম ব্যক্তির বাস্তব সেবাধর্ম্ম।

সেবাপ্রবৃত্তিই সেবকের পরিচয়

শ্রীমান্ সুন্দরানন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার আরাধ্যদেবের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের কিছুই করিবার নাই। ইহা বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায়ই সংঘটিত হইয়াছে। চিরদিন কাহাকেও এ জগতে আমরা ধরিয়া রাখিতে পারি না—ইহা জানিয়াই সংসারে থাকিতে হইবে। **আমাকে ছাড়িয়া এক মিনিটও থাকিতে পারিত না—এই সেবাফলেই সে স্বীয় আরাধ্যদেবের নিত্যসেবায় নিযুক্ত হইয়াছে।**

গুরুসেবার ফলে গুরুসেবকের পরমগতি

তোমরা ধীরস্থিরভাবে নিশ্চিন্তে হরিনাম ও ভজন করিতে পারিলে আমি নিশ্চিন্ত ও খুশী হইব। তোমাদের মুখে হাসি ফুটাইতে পারিলেই আমার আনন্দ ও সুখ। সাংসারিক শত বাধা-বিপত্তির মধ্যেও তোমরা ধৈর্য্যহারা হইবে না, হরিভজন করিয়া যাইবে। আমার স্নেহাশীস্ জানিবে। ইতি—

গুরুপাদপদ্মের আশীর্ব্বাদ

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- সংসারে দুঃখ কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা আছে ও থাকিবে। উহার মধ্য হইতেই যত কিছু আত্মকল্যাণ চিন্তা করিতে হইবে।
- হরিভজনে বাধা আসিলেই ভজনবিষয়ে আগ্রহ ও একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়।

- যাঁহারা শ্রীনামপরায়ণ, যাঁহারা প্রত্যহ শ্রীবিগ্রহ-সেবাপূজা ও ভক্তিগ্রন্থাদি আলোচনা করেন, তাঁহাদের সকল স্থানই ভজনানুকূল।
- যাঁহার যত সেবানিষ্ঠা, তিনি তত পরিমাণেই উত্তম।
- সেবাকাজ কেহ দান করেন না। উহা নিজেই চাহিয়া লইতে হয়।
- "অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়"—ইহাই সমর্পিতাত্ম ব্যক্তির বাস্তব সেবাধর্ম্ম।
- সাংসারিক শত বাধা-বিপত্তির মধ্যেও তোমরা ধৈর্য্যহারা হইবে না, হরিভজন করিয়া যাইবে।

বিষয়—❀ সর্ব্বাবস্থাই ভগবৎব্যবস্থা বলিয়া মান্য; ❀ শ্রীমূর্ত্তি সেবায় সন্তুষ্ট হইলে কথা বলেন; ❀ নাম-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইলেই গৃহের পূর্ণত্ব; ❀ সৎগ্রন্থ-আলোচনাই পরোক্ষ সাধুসঙ্গ; ❀ সাধন-ভজন-প্রতিকূলে বিবাহাদি অনাবশ্যক; ❀ জাগতিক পতি নহে, জগৎপতিই পালক-পোষক; ❀ কৃষ্ণদাস-বুদ্ধির অভাবেই স্ত্রীপুরুষ বুদ্ধি-ভেদ; ❀ কেবল ধামে জন্ম নয়, ধামের করুণালাভেই তৎসার্থকতা; ❀ বাহাদুরী-রহিত হইলে বাস্তব ফল লাভ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ
২৮, হালদার বাগান লেন
কলিকাতা-৪
২৮/৩/১৯৮৪

কল্যানীয়াসু—

স্নেহের-----! আশা করি তোমরা ভগবৎকৃপায় কুশলে আছ। * * * অনিয়ম ও বিশ্রামের অভাবে আমি তোমাদের ওখানে অসুস্থ হইয়া পড়ি। প্রতিবার পরিক্রমার পর ৭ দিন বিশ্রাম করিয়া অন্যত্র যাতায়াত করি। এবার সে বিশ্রাম হয় নাই। শ্রীভগবান্ যাহা করেন তাহা আমাদের মঙ্গলেরই জন্য। অসুস্থ না হইলে হয়ত তোমাদের গৃহে অতদিন থাকা যাইত না। শ্রীভগবান্ আমাদিগকে যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাহাই মানিয়া লইতে হয়। তিনি কাহাকে কিরূপ কৃপা করেন, তাহা বদ্ধজীবের বোধগম্য নহে। তাঁহার অহৈতুকী করুণা আমাদের বুঝিবার শক্তি কোথায়? গুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপা অন্তরে

সর্ব্বাবস্থাই ভগবৎ ব্যবস্থা বলিয়া মান্য

উপলব্ধি করিবার বিষয়। যাহাদের জড়াহঙ্কার আছে, তাহারা ইহা কোনদিনই অনুভব করিতে পারেন না। তাঁহাদের নিষ্কপটভাবে সেবার দ্বারাই ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়।

শ্রীমূর্ত্তি সেবায় সন্তুষ্ট হইলে কথা বলেন

তোমাদের গৃহে শ্রীগৌর-গোপাল, কৃষ্ণগোপাল, গুরুগোপাল প্রভৃতি নিত্যসেবিত ও সম্পূজিত হইতেছেন। সুতরাং তোমরাই বিশেষ ভাগ্যবতী। তোমরা চেষ্টা করিলেই শ্রীমূর্ত্তি সাক্ষাদ্ভাবে তোমাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিবেন এবং তোমরা আনন্দ ও শান্তিলাভ করিবে।

তোমরা সবসময় ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকিবে। হরিকীর্ত্তনময় গৃহই গোলোক-বৃন্দাবন, তথায় শ্রীভগবানের নিত্য অধিষ্ঠান। "**যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।**" তোমরা নির্ব্বন্ধ-সহকারে শ্রীনাম গ্রহণ করিবে। কীর্ত্তন ও গ্রন্থাদি আলোচনার অভ্যাস রাখিবে। তবেই তোমাদের গৃহ সবসময় পূর্ণ থাকিবে। তোমাদের গৃহে বহু শ্রীমূর্ত্তির অবস্থিতি রহিয়াছে। তবে ঘর ফাঁকা লিখিয়াছ কেন? * * *

নাম-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইলেই গৃহের পূর্ণত্ব

তোমাদের ওখানে সৎসঙ্গের অভাব লিখিয়াছ। সৎগ্রন্থাবলী তোমার পরোক্ষ সাধুসঙ্গ। তথাপি তোমাদের দেশে সৎসঙ্গের অভাব লিখিয়াছ কেন? যাঁহারা সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপা লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের সাধুসঙ্গের অভাব হইবে কেন? দূরদেশে থাকিয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের স্মরণ করিবার নির্দ্দেশই শাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে।

সৎগ্রন্থ-আলোচনাই পরোক্ষ সাধুসঙ্গ

যদি তোমার বাড়ীতে থাকিতে ইচ্ছা করে না, আবার পরের বাড়ীতেও যাইতে ইচ্ছা করে না, তবে তুমি বনাঞ্চলে একটী কুটীর বাঁধিয়া তথায় সাধন-ভজন করিতে থাক। কন্যা হইলেই যে সকলকে পরের ঘরে যাইতে হইবে, এমন কথা নয়। অভিভাবকগণ মনে করেন, মেয়েদের বিবাহ দিয়া পরের ঘরে পাঠাইতে পারিলেই সব দায় মিটিয়া গেল। কিন্তু তথায় গিয়া সাধন-ভজনহীন অবস্থায় কাল-যাপন করা কোন সুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। শ্রীভগবানের চিরস্মৃতি যেখানে বজায় রাখা যায়, সেখানেই থাকা উচিত বিবেচনা করি। সর্ব্বদা গুরু-বৈষ্ণবের সান্নিধ্যে থাকিতে পারিলেই আমাদের মঙ্গল।

সাধন-ভজন প্রতিকূলে বিবাহাদি অনাবশ্যক

শ্রীভগবানই নিখিল বিশ্বের ভোক্তা, গোপ্তা, পালয়িতা। তাঁহার শুভেচ্ছায় অনন্ত বিশ্বসংসার সুবিন্যস্ত উপায়ে পালিত ও পোষিত হইতেছে। তিনিই জগন্নাথ—জগৎপতি—বিশ্বপতি। বদ্ধজীব তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াই মায়িক সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছে। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের শ্রীনাম, রূপ, গুণ, লীলাকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন- স্মরণরূপ অনুশীলনদ্বারাই জীবের বাস্তব কল্যাণ লাভ হয়। সচ্চিন্তা, সদ্ভাবনা-দ্বারাই আমাদের কল্যাণ সম্ভব; যেখানেই আমরা থাকি না কেন, সেইরূপ

জাগতিক পতি নহে জগৎপতিই পালক-পোষক

পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে। স্মরণদ্বারাই গুরু-বৈষ্ণবগণের সেবা ও সান্নিধ্য লাভ করা যায়। তাহা হাজার মাইল দূরে থাকিয়াও সম্ভব।

যদি আমার ভজন-সাধন হয়, তাহা হইলে স্ত্রী-পুরুষ ভেদে কিছু আসে যায় না। "**যেই ভজে সেই বড়**"—ইহাই ত' সনাতন শাস্ত্রবাণী। "**কিবা যতি সতী, কিবা নীচ জাতি, যেই হরি নাহি ভজে। তবে জনমিয়া ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া রৌরব নরকে মজে।।**"—ইহাই ত' স্ত্রী-পুরুষের স্বীকৃত শাস্ত্রীয় সমানাধিকার। আরও শাস্ত্রীয় বিচারে দেখিতে পাওয়া যায়,—একমাত্র লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই পরমপুরুষ, আর সকল জীবাত্মাই শক্তি বা প্রকৃতি; ইহাই ত জীবের স্বরূপ; শ্রীভগবানের দাস স্বরূপে তাঁহার সেবাই জীবের একমাত্র ধর্ম্ম। সেই সেবাধর্ম্ম ভুলিয়া গেলেই তখন প্রাকৃত স্ত্রী-পুরুষের প্রাধান্য লাভ করে। "অনন্ত জীবাত্মা সকলেই শ্রীভগবানের আশ্রিতা ও সেবিকা"—ইহা বুঝিতে পারিলে তোমার স্ত্রী-জন্মের জন্য আর আপসোস্ থাকিবে না।

কৃষ্ণদাস-বুদ্ধির অভাবেই স্ত্রীপুরুষ বুদ্ধি-ভেদ

তোমার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা থাকিলে ও কাতর প্রার্থনা জানাইলে শ্রীভগবান্ তোমাকে শ্রীধামেই বাসস্থান দিবেন। শ্রীধামে জন্মগ্রহণ করিলেও তদ্রূপবৈভব শ্রীধামের করুণা লাভ করিলে আমাদের জীবন ধন্য হয়। তখন শ্রীবিগ্রহ দর্শন, হরিকথা শ্রবণ, প্রভৃতির সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়।

কেবল ধামে জন্ম নয়, ধামের করুণালাভেই তৎ সার্থকতা

তুমি যখন শ্রীগুরু ও ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছ, তখন তোমার নিজস্ব বলিয়া কিছুই নাই বা থাকিতে পারে না। তবে কেন দোষ-ত্রুটী ক্ষমার প্রশ্ন? সেবার তারতম্য-অনুসারে সাধক-সাধিকা ভজনের ফল লাভ করিয়া থাকেন। তুমি ভগবৎসেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছ, তদ্রূপ ফলই তোমার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। তোমার নিজের কোন বাহাদুরী রাখিবে না, তাহা হইলে বাস্তব ফল লাভ করিবে। স্নেহাশীর্ব্বাদ লইবে। অধিক কি, ইতি—

বাহাদুরী-রহিত হইলে বাস্তব ফল লাভ

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- গুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপা অন্তরে উপলব্ধি করিবার বিষয়। যাহাদের জড়াহঙ্কার আছে, তাহারা ইহা কোনদিনই অনুভব করিতে পারেন না। তোমরা চেষ্টা করিলেই শ্রীমূর্ত্তি সাক্ষাদ্ভাবে তোমাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিবেন।
- তোমরা নির্ব্বন্ধ সহকারে শ্রীনাম গ্রহণ করিবে। কীর্ত্তন ও গ্রন্থাদি

- আলোচনার অভ্যাস রাখিবে। তবেই তোমাদের গৃহ সবসময় পূর্ণ থাকিবে। কন্যা হইলেই যে সকলকে পরের ঘরে যাইতে হইবে, এমন কথা নয়।
- তিনিই জগন্নাথ—জগৎপতি—বিশ্বপতি। বদ্ধজীব তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াই মায়িক সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছে।
- স্মরণদ্বারাই গুরু-বৈষ্ণবগণের সেবা ও সান্নিধ্য লাভ করা যায়। তাহা হাজার মাইল দূরে থাকিয়াও সম্ভব।
- শ্রীভগবানের দাস স্বরূপে তাঁহার সেবাই জীবের একমাত্র ধর্ম্ম। সেই সেবাধর্ম্ম ভুলিয়া গেলেই তখন প্রাকৃত স্ত্রী-পুরুষের প্রাধান্য লাভ করে।
- শ্রীধামে জন্মগ্রহণ করিলেও তদ্রূপবৈভব শ্রীধামের করুণা লাভ করিলে আমাদের জীবন ধন্য হয়।
- তুমি যখন শ্রীগুরু ও ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছ, তখন তোমার নিজস্ব বলিয়া কিছুই নাই বা থাকিতে পারে না।
- তোমার নিজের কোন বাহাদুরী রাখিবে না, তাহা হইলে বাস্তব ফল লাভ করিবে।

পত্র—৩৮

বিষয়—❀ আসক্তিরহিত ও সম্বন্ধসহিত বিষয় ত্যাজ্য নহে; ❀ নিজস্ব নয়, হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সম্মানই আবশ্যক; ❀ জন্ম-ধন-বিদ্যা-রূপ—ভজনবিঘ্ন স্বরূপ; ❀ শ্রীহরি ও হরিজনেরই অন্তর্যামিত্ব, অন্যের নয়; ❀ কর্ত্তৃপক্ষ-নির্দ্দেশ-লঙ্ঘনকারীর পদে অযোগ্যতা; ❀ ভাল-সাজা—বিপ্রলিপ্সা, ভাল হওয়ার প্রয়াস—দৈন্য; ❀ ভজনের জন্য সর্ব্বত্যাগ স্বীকার্য্য।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ
২৮, হালদার বাগান লেন
কলিকাতা-৪
২৪।৫।১৯৮৪

স্নেহাস্পদেষু—

বাবা----! তোমার ১৬/৪/৮৪ তাং এর পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। পত্রের উত্তর দিতে দেরী হইল। আমি গত ২৭/৪/৮৪ লক্ষ্ণৌ হইয়া কানপুর গিয়াছিলাম পার্টীসহ। ঐখানে সর্দ্দিগর্ম্মি 'Loo' লাগিয়াছিল। কলিকাতায় ৫/৫/৮৪ তাং এ

পৌঁছিবার পর শয্যাশায়ী হইয়া পড়ি। প্রবল জ্বর, বমি, মাথার যন্ত্রণা, খাইতে অরুচি, দুর্ব্বলতা মিলিয়া এক অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। এখনও ঠিকমত খাইতে ও চলিতে ফিরিতে পারি না।

আমার প্রেরিত ঘড়িটা তোমার নিকট যত্ন-সহকারে রাখিয়া দিবে, উহা তোমার ইচ্ছানুযায়ী আমি তোমাকে উপহার দিয়াছি। যদি একান্তই রাখিতে ইচ্ছা না কর, আমি জন্মাষ্টমীর সময় গেলে যাহা হয় ব্যবস্থা করিব। ঘড়ি রাখিলে তোমার বৈরাগ্য কি কমিয়া যাইবে অথবা সাধন-ভজনে উন্নতি ব্যাহত হইবে? যাহার যাহা হইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধারিত হইয়া আছে। "**আসক্তিরহিত, সম্বন্ধসহিত, বিষয়সমূহ সকলি মাধব**"—এই চিন্তা লইয়া চলিতে অমঙ্গল হয় না জানিবে।

আসক্তিরহিত ও সম্বন্ধসহিত বিষয় ত্যাজ্য নহে

তোমার প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতেছি ঃ—(১) কেহ সাধু হইলে তাঁহার প্রেস্টিজ্ বলিয়া পৃথক্ কিছু থাকা উচিত নয়। তবে যতদিন আমরা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টভোজী ভৃত্য বলিয়া গৌরববোধ করিব, ততদিন আমাদের যাহা কিছু মান-সম্মান, সবই মূলকেন্দ্রিক। যদি গুরুবৈষ্ণবের সহিত সম্পর্কহীন হই, তখন আমার পৃথক্ আত্মসম্ভ্রম-জ্ঞান উপস্থিত হয়, যাহা আমাকে অনাশ্রিত অবস্থায় অধঃপাতিত করে।

নিজস্ব নয়, হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সম্মানই আবশ্যক

(২) মানুষের রূপ-যৌবনদ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না। তজ্জন্যই আচার্য্য শ্রীশঙ্কর বলিয়াছেন,—"**মা কুরু ধন-জন-যৌবন-গর্ব্বম্। হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।।**" শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—"**ত্যজ জীবন-যৌবন-রাজ্যসুখম্। ন হি নিত্যমনুক্ষণ নাশপরম্।**" ভগবৎসাধন-পথে জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, স্ত্রী—বাধাস্বরূপ। ইহা জড়াহঙ্কার।

জন্ম-ধন-বিদ্যা-রূপ—ভজনবিঘ্ন-স্বরূপ

(৩) মানুষের মনোভাব অন্তর্যামী শ্রীভগবান্ ও নিত্যসিদ্ধ মহাত্মাগণ জানিতে ও বুঝিতে পারেন। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন সকলেরই চিত্তবৃত্তি বুঝিতে সক্ষম। গুরু-বৈষ্ণবগণ অন্তর্যামি-সূত্রে জীবের মনোবৃত্তি সম্যক্‌ভাবে অবগত হইতে পারেন। হৃদয়ের সহজ, সরল ভাব শ্রীভগবান্‌কে নিবেদন করাই শ্রদ্ধা, ভক্তি। তাহাই সরলতা, নিষ্কপটতা ও আর্জ্জব-ভাব। দেবতাবৃন্দ বা সাধারণ মনুষ্য সকলের মনোভাব বুঝিতে অক্ষম, তাই "**দেবাঃ ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যঃ?**"—প্রশ্নের অবতারণা।

শ্রীহরি ও হরিজনেরই অন্তর্যামিত্ব, অন্যের নয়

(৪) মঠরক্ষক যদি President-এর আদেশ-নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করেন, তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার অযোগ্য; তিনি যদি Secretary-র নির্দ্দেশ অমান্য করেন, তিনি উক্ত অধিকার আকড়াইয়া থাকিতে পারেন না। আইন-কানুন মানিয়া চলিতে পারাই শিষ্টাচরণ—

কর্ত্তৃপক্ষ-নির্দ্দেশ লঙ্ঘনকারীর পদে অযোগ্যতা

ইহাই বিরুদ্ধ-প্রকৃতি সমালোচনার যোগ্য। প্রাকৃত লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা প্রবল হইলেই মানুষ অশিষ্ট আচরণে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে অমানুষ।

(৫) কেহ নিজে অন্যায় আচরণ করিয়া ন্যায়কারী বা ভাল মানুষ সাজিতে চাহে—ইহা বিপ্রলিপ্সা-দোষের অন্তর্গত ভজন-বাধা। আমি অসৎ-অন্যায়কারী, ইহা গুরুবৈষ্ণবগণের নিকট জ্ঞাপনপূর্ব্বক সৎ হইবার প্রয়াসী হওয়াকে দৈন্য বলে। জড়- অহমিকা ও দম্ভ প্রকাশ করিলে শ্রীমধুসূদন তাহার দর্পচূর্ণ করেন, ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। যাহারা ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তি, তাঁহারা নিরভিমান; তাঁহাদের হৃদয়ে দাম্ভিকতার কোন স্থান নাই। অন্তরে স্বাভাবিক দৈন্য না থাকিলে চিত্ত বজ্রসম কঠিন হয়, তাহাতে সরস ভক্তিবৃত্তির স্থানাভাব ঘটে। দৈন্যই সেবক বা সাধকের ভূষণ—অলঙ্কার। * * *

ভাল-সাজা—বিপ্রলিপ্সা, ভাল হওয়ার প্রয়াস—দৈন্য

বাবা, তুমি মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া কার্য্য করিবে। রাগ ও ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও তুমি ধৈর্য্যহারা হইবে না—মান-অভিমান করিবে না। হরিভজনই আমাদের একমাত্র কাম্য, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। সাধন-ভজনের জন্যই আমরা ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি ও করিব। তুমি আমার স্নেহাশীস্ জানিবে। ইতি—

ভজনের জন্য সর্ব্বত্যাগ স্বীকার্য্য

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি সুহৃৎ বামন

পত্রের চুম্বক

- "আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ-সহিত, বিষয়সমূহ সকলি মাধব"—এই চিন্তা লইয়া চলিতে অমঙ্গল হয় না জানিবে।
- যতদিন আমরা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টভোজী ভৃত্য বলিয়া গৌরব বোধ করিব, ততদিন আমাদের যাহা কিছু মান-সম্মান সবই মূলকেন্দ্রিক।
- আমার পৃথক্ আত্মসম্ভ্রম-জ্ঞান আমাকে অনাশ্রিত অবস্থায় অধঃপাতিত করে।
- ভগবৎসাধনপথে জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, স্ত্রী—বাধাস্বরূপ। ইহা জড়াহঙ্কার।
- (কর্ত্তৃপক্ষের) আইন-কানুন মানিয়া চলিতে পারাই শিষ্টাচরণ—ইহার বিরুদ্ধ প্রকৃতি সমালোচনার যোগ্য।
- প্রাকৃত লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা প্রবল হইলেই মানুষ অশিষ্ট আচরণে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে অমানুষ।
- অন্তরে স্বাভাবিক দৈন্য না থাকিলে চিত্ত বজ্রসম কঠিন হয়, তাহাতে সরস ভক্তিবৃত্তির স্থানাভাব ঘটে।
- রাগ ও ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও তুমি ধৈর্য্যহারা হইবে না—মান-অভিমান করিবে না।

পত্র—৩৯

বিষয়—❀ অযোগ্যকে যোগ্যতা দানই গুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী করুণা; ❀ হরি-গুরু-বৈষ্ণব সর্ব্বজ্ঞ তথা অন্তর্যামী; ❀ নিষ্কপটতাই সাধনপথের মূল পাথেয়; ❀ বদ্ধজীবের চরম দুর্গতি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

C/o "Santosh Ashram"
Shri Balananda Ashram
P.O.-Asharam Karanibad
B. Deoghar (S.P) Bihar,
13/8/1984

স্নেহাস্পদাসু—

মা----! তোমার ২৭/৫/৮৪, ৫/৬/৮৪ ও ৫/৭/৮৪ তাং এর পত্র যথাসময়ে কলিকাতা মঠে পৌঁছিয়াছিল। * * *

তোমাকে ফেলিয়া দেওয়া বা তোমার পারমার্থিক দায়িত্ব পরিত্যাগ করার কোন প্রশ্নই আসে না। গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক যদি নিত্য, তবে এরূপ চিন্তার কোন ভিত্তি নাই। যোগ্যতা না থাকিলেও, অযোগ্যকে যোগ্যতা দান করাই অহৈতুকী করুণার নিদর্শন। **"যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই, তোমার করুণা সার"**—ইহাই গুরুবৈষ্ণবচরণে সাধক-সাধিকার কাতর প্রার্থনা। ভজন-সাধনে ফাঁকি দিবার প্রবৃত্তি থাকিলে মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। অপরের উদাহরণ দেখিয়া সাবধান হওয়া বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ। সাধনে দৃঢ়তা, নিষ্ঠাই স্বীয় অভীষ্টলাভে একমাত্র সহায়িকা। তুমি ধৈর্য্য ও উৎসাহ, সহনশীলতা লইয়া চলিলে তোমার কোনপ্রকার অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই।

অযোগ্যকে যোগ্যতা দানই গুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী করুণা

অন্তর্যামি-সূত্রে গুরু-বৈষ্ণবগণ সকল বিষয়ই অবগত আছেন। তথাপি আমাদিগকে পরীক্ষায় বসিতেই হইবে। Feeling ও Realisation বাস্তব হওয়া প্রয়োজন। বাস্তব অনুভব বা অনুভূতি মুক্তজীবের পক্ষেই সম্ভব। বদ্ধজীবের অনুভব বা Mental speculation কে বাস্তব অনুভূতি বা মহাজনানুভব বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। মুক্ত-ভূমিকায় সব কিছু practical, তথায় material assumption এর কোন ক্ষেত্রই নাই। সুতরাং হরি-গুরু-বৈষ্ণব omniscient—সর্ব্বজ্ঞ বা অন্তর্যামী, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

হরি-গুরু-বৈষ্ণব সর্ব্বজ্ঞ তথা অন্তর্যামী

তুমি নিষ্কপটভাবে ভজনপথে আগাইয়া চল; সেবায় অধিকার তুমি অবশ্যই লাভ করিবে। তোমার Spiritual Guide-এর আশীর্ব্বাদ-বঞ্চিত কোনদিনই হইবে না, ইহাই আমার স্নেহাশীস্। সরলতা বা নিষ্কপটতাই সাধনপথের মূল পাথেয়, তাহাতে গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা যুক্ত হইলেই সেবা আরম্ভ হয়। সেবা—নিত্য, শাশ্বতী, গতিশীলা। সেবাবৃত্তি বা ভক্তিদ্বারাই সব কিছু সহজলভ্য হয়। প্রকৃত সাধক-সাধিকার ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন বস্তু আকাঙ্ক্ষণীয় নহে।

নিষ্কপটতাই সাধনপথের মূল পাথেয়

সব কিছু বুঝিয়া গুরু-বৈষ্ণবগণ অবাক্ (নির্ব্বাক) অভিনয় করেন, ইহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। তাঁহাদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে অনেকপ্রকার পরীক্ষাই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বদ্ধজীবের স্বাভাবিক রুচি পারমার্থিকতায় পরিবর্ত্তিত না হইলে অনর্থ আসিয়া গ্রাস করে। (তাহারা) ভজনানুকূল পরিবেশ লাভের অজুহাতে অনেক সময়ে জাগতিক ভোগবাদকেই আবাহন করিয়া বসে—ইহাই চরম দুর্গতি। তুমি ও তোমরা স্নেহাশীস্ জানিবে। ইতি—

বদ্ধজীবের চরম দুর্গতি

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- তোমাকে ফেলিয়া দেওয়া বা তোমার পারমার্থিক দায়িত্ব পরিত্যাগ করার কোন প্রশ্নই আসে না। গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক যদি নিত্য, তবে এরূপ চিন্তার কোন ভিত্তি নাই।
- যোগ্যতা না থাকিলেও, অযোগ্যকে যোগ্যতা দান করাই অহৈতুকী করুণার নিদর্শন।
- হরি-গুরু-বৈষ্ণব omniscient—সর্ব্বজ্ঞ বা অন্তর্যামী, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।
- সরলতা বা নিষ্কপটতাই সাধনপথের মূল পাথেয়, তাহাতে গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা যুক্ত হইলেই সেবা আরম্ভ হয়।
- বদ্ধজীবের স্বাভাবিক রুচি পারমার্থিকতায় পরিবর্ত্তিত না হইলে অনর্থ আসিয়া গ্রাস করে।
- (বদ্ধজীব) ভজনানুকূল পরিবেশ লাভের অজুহাতে অনেক সময়ে জাগতিক ভোগবাদকেই আবাহন করিয়া বসে—ইহাই চরম দুর্গতি।

পত্র—৪০

বিষয়—❀ প্রাকৃত স্ত্রী বা পুরুষ উভয় অভিমানই ত্যজ্য; ❀ চাকরী-ক্ষেত্রে চাই দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন-নীতি; ❀ সকল কার্য্য কৃষ্ণ-সম্বন্ধে হইলেই মানসিক শান্তি; ❀ প্রেমিক ভক্তের অব্যর্থকালত্ব; ❀ গুরু-কৃষ্ণের বাৎসল্য পিতামাতা অপেক্ষা অধিক; ❀ গুরু-গৌর-ইচ্ছাপূর্ত্তিই জীবের সাধন-ভজন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Santosh Ashram
P.O.-Ashram Karanibad
Baidyanath, Deoghar
(S.P) Bihar,
14/8/1984

স্নেহাস্পদাসু—

মা----! তোমার ১৯/৭/৮৪ তাং এর স্নেহলিপি ২৪/৭/৮৪ তাং এ এখানে পাইয়াছি। শারীরিক অসুস্থতার দরুন May মাস হইতে ৩ মাস যাবৎ আমি স্বহস্তে লিখিয়া কাহাকেও পত্র দেই নাই। কয়েকদিন হইল নিজেই পত্র লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। * * *

* * আমার কুশল সংবাদের জন্য তুমি খুব উদ্বেগ ও মানসিক অশান্তি ভোগ করিতেছ বলিয়া শীঘ্র পত্রোত্তর দিলাম। স্ত্রী-শরীরধারী বলিয়া ইচ্ছানুসারে গুরু-বৈষ্ণবের সাক্ষাৎদর্শনের সুযোগ-সুবিধা তোমার কম, ইহা জানিয়া দুঃখিত হইলাম।

আমাদের পূর্ব্বগুরু বৈষ্ণব-কবি-সাহিত্যিক ও মহাজন শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার অপ্রাকৃত গীতি-সাহিত্যে জানাইয়াছেন,—"**ছোড়ত পুরুষাভিমান। কিঙ্করী হইলুঁ আজি কান।। বরজ-বিপিনে সখী-সাথ। সেবন করবুঁ রাধানাথ।।**" "**আমি ত' স্বানন্দসুখদ-বাসী। রাধিকা-মাধব-চরণদাসী।। দুঁহার মিলনে আনন্দ করি। দুঁহার বিয়োগে দুঃখেতে মরি।।**" প্রভৃতি। তিনি প্রাকৃত পুরুষত্ব ছাড়িয়া অপ্রাকৃত সখীভাব প্রার্থনা করিয়াছেন। আর তুমি নারীজন্ম লাভ করিয়া মহাপুরুষগণের একান্ত আনুগত্যে তোমার প্রাকৃত মানাভিমান সবকিছু অপ্রাকৃত নবীনমদন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে সমর্পণের সঙ্কল্প গ্রহণ কর নাই কেন? শ্রীগীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রে 'পুমান্'-শব্দে জীবাত্মাকে লক্ষ্য করিয়াছেন। সেই **জীবাত্মা প্রাকৃত ভোগী পুরুষ বা স্ত্রী নহেন, তিনি শ্রীভগবানের সেবা-সান্নিধ্য-লাভে অধিকার প্রাপ্তা জীবশক্তি-রূপে অভিহিত। 'যোষিৎ' বা**

প্রাকৃত স্ত্রী বা পুরুষ উভয় অভিমানই ত্যজ্য

'যোষা'-শব্দে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের ভোগ্যবুদ্ধি বা ভোগাকাঙ্ক্ষাকেই লক্ষ্য করে। এই জড়াসক্তি পরিত্যক্ত হইলেই চেতনজীবাত্মার শুদ্ধস্বরূপ বাস্তবরূপে প্রকাশিত হয় জানিবে। "কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী, ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব"—বাক্যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের যোগ্যতা-অধিকার প্রকাশিত হইয়াছে; বৈষ্ণবতায় বা ভক্তত্বে স্ত্রী-পুরুষরূপে কোন ভেদ স্বীকৃত হয় নাই; উহা অপ্রাকৃত গুণগত বিচার বলিয়া 'নির্গুণ'-শব্দবাচ্য।

সারাদিন ভজন করার মত ধৈর্য্য ও অধ্যাবসায় নাই এবং সংসারের খুঁটিনাটি আলোচনায় সময় নষ্ট না করার অভিপ্রায়ে তুমি স্কুলে শিক্ষকতার কাজে যোগ দিয়াছ জানিলাম। কিন্তু স্কুলে ভজনবিরোধী পরিবেশের মধ্যে পড়িয়া খুঁটিনাটীর (কুটিনাটী) মধ্যে সাধন-বিষয়ে তোমার কোনরূপ ক্ষতি না হয়, ইহাও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। এ-বিষয়ের ভালমন্দ সবকিছু তোমার নিজের উপর নির্ভর করিতেছে। **তোমার Strong personality ও দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন-নীতির বাস্তব প্রয়োগদ্বারা তুমি বহু বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা পাইতে পার।** কিন্তু উহা সম্পূর্ণভাবে গুরুবৈষ্ণবের অহৈতুকী করুণায় সম্ভব হয়। **তোমার শিক্ষকতা-কার্য্যকে তুমি যদি ভজনের অঙ্গ ও অংশবিশেষ বলিয়া জানিয়া লইতে পার, তবে তোমার কোন অশুভ বা বিপদের সম্ভাবনা নাই, অন্যথায় উহার একটা খারাপ দিক্‌ও আছে।** সব দিক্ দিয়া বিচার করিয়া চলাই বুদ্ধিমত্তা। **"যেই জন কৃষ্ণ ভজে, সেই বড় চতুর"**—ইহা ভুলিলে চলিবে না।

চাকরী-ক্ষেত্রে চাই দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন-নীতি

তুমি প্রতিদিন মহাজন-পদাবলী হইতে আত্মকল্যাণজনক অংশ কীর্ত্তন ও আলোচনা করিবে, ইহাতে নিশ্চয়ই ধৈর্য্য-উৎসাহ থাকা প্রয়োজন। অবসর-সময়ে কিছু কিছু নির্দ্দিষ্ট সেবাকাজ করিতে হইবে। **যখন সংসারটাকে গোবিন্দের বলিয়া ভাবিতে পারিবে, তখন সম্বন্ধজ্ঞান-হেতু সকল বিষয়েইসেবাপর রুচি লাভ হইবে।** যে-কোন কার্য্যকে তুমি কৃষ্ণ-সম্বন্ধে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিবে এবং ইহাতে তোমার মানসিক শান্তি আসিবে। তোমার স্বীয় ইচ্ছানুসারে ব্যবস্থা লইলে চলিবে না। সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য ও তাঁহাদের বিচারানুসারে তোমার জীবন পরিচালিত হইলেই মঙ্গল।

সকল কার্য্য কৃষ্ণ-সম্বন্ধে হইলেই মানসিক শান্তি

* * স্কুলের কাজে প্রবেশ করায় তোমার ইচ্ছা থাকিলেও উপায় নাই অর্থাৎ দেওঘরে বেড়াইতে আসিবার অবসর নাই বুঝিলাম। প্রেমিক ভক্তের ক্ষেত্রেও 'অব্যর্থকালত্ব' উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারও সাংসারিক কোনবিষয়ে মনোনিবেশ করিবার অবসর থাকে না। **"সংসার ফুকার কানে না পশিবে", "কবে এসংসার-সিন্ধু পার হয়ে তব ব্রজপুরে যাব"**—ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা ও অভিলাষ। তুমি তাঁহাদের অনুসরণ করিতে পারিলেই মঙ্গল।

প্রেমিক ভক্তের অব্যর্থকালত্ব

শারীরিক সুস্থ-অসুস্থতা স্ব-স্ব কর্ম্মফলের উপর প্রতিষ্ঠিত। **কর্ম্ম ভাল থাকিলে গুরু-বৈষ্ণবগণের আদেশ-নির্দ্দেশ-উপদেশ পালনে নিষ্ঠার অভাব হয় না, আর খারাপ হইলে উহা বিষবৎ তিক্ত বোধ হয়।** গুরু-বৈষ্ণবগণের অপ্রাকৃত স্নেহ-মমতা যাহারা উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহারা ধন্য। শ্রীগুরু-ভগবান্ তাঁহাদিগকে অবশ্যই আত্মসাৎপূর্ব্বক নিজত্বে গ্রহণ করেন। জাগতিক কোনরূপ মায়া-মমতা অপ্রাকৃত অবস্থার তুল্যমূল্য হইতে পারে না। **পিতামাতা হইতেও অধিক স্নেহশীল বলিয়া শ্রীগুরু ও ভগবান্ সেবকবৎসল ও আশ্রিতজন-পালক।** তুমি এ সকল বিষয় কোনদিন অনুভব ও উপলব্ধির অবসর পাইবে।

পিতামাতা অপেক্ষা অধিক

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের নির্দ্দেশিত পন্থায় আমাদিগকে অবশ্যই চলিতে হইবে। আমি যন্ত্র, শ্রীভগবান্ যন্ত্রী—ইহা সত্য। **"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া।।"**—গীতার শ্লোকে এই বিচার পরিস্ফুট। **শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের ইচ্ছাপূর্ত্তিই সাধক-সাধিকার ভজন-সাধন।** সমদর্শী ব্যক্তিই সিদ্ধ ও মহাত্মা-পদবাচ্য। তিনি ঈর্ষা-হিংসা-মাৎসর্যশূন্য, পরদুঃখদুঃখী, মহামহাবদান্য ও কৃষ্ণৈকশরণ। তাঁহার দর্শন, স্মরণমাত্রেই বদ্ধজীবের কল্যাণ লাভ হয়। **"কনিষ্ঠে আদর, মধ্যমে প্রণতি, উত্তমে শুশ্রূষা জানি"**—ইহাই অধিকার-বিচার। স্বীয় অধিকারে নিষ্ঠাই 'গুণ' বলিয়া অভিহিত। অনধিকার চর্চ্চা সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়। তুমি ও তোমরা স্নেহাশীস্ জানিবে। ইতি—

গুরু-গৌর-ইচ্ছাপূর্ত্তিই জীবের সাধন-ভজন

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি সেবক বামন

পত্রের চুম্বক

- জীবাত্মা প্রাকৃত ভোগী পুরুষ বা স্ত্রী নহেন, তিনি শ্রীভগবানের সেবা-সান্নিধ্য-লাভে অধিকার প্রাপ্তা জীবশক্তি-রূপে অভিহিত।
- 'যোষিৎ' বা 'যোষা'-শব্দে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের ভোগ্যবুদ্ধি বা ভোগাকাঙ্ক্ষাকেই লক্ষ্য করে। এই জড়াসক্তি পরিত্যক্ত হইলেই চেতনজীবাত্মার শুদ্ধস্বরূপ বাস্তবরূপে প্রকাশিত হয় জানিবে।
- বৈষ্ণবতায় বা ভক্তত্বে স্ত্রী-পুরুষরূপে কোন ভেদ স্বীকৃত হয় নাই; উহা অপ্রাকৃত গুণগত বিচার বলিয়া 'নির্গুণ'-শব্দবাচ্য।
- যখন সংসারটাকে গোবিন্দের বলিয়া ভাবিতে পারিবে, তখন সম্বন্ধজ্ঞান-হেতু সকল বিষয়েই সেবাপর রুচি লাভ হইবে।

- যে-কোন কার্য্যকে তুমি কৃষ্ণ-সম্বন্ধে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিবে এবং ইহাতে তোমার মানসিক শান্তি আসিবে।
- তোমার স্বীয় ইচ্ছানুসারে ব্যবস্থা লইলে চলিবে না। সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য ও তাঁহাদের বিচারানুসারে তোমার জীবন পরিচালিত হইলেই মঙ্গল।
- পিতামাতা হইতেও অধিক স্নেহশীল বলিয়া শ্রীগুরু ও ভগবান্ সেবকবৎসল ও আশ্রিতজন-পালক।
- শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের ইচ্ছাপূর্ত্তিই সাধক-সাধিকার ভজন-সাধন।

পত্র—৪১

বিষয়—❀ মা' শব্দের ব্যাখ্যা; ❀ উন্নততম বিচারে গুরু—সখীতত্ত্ব; ❀ প্রিয়তমত্বে ও পূজ্যত্বে শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণতুল্য; ❀ কৃষ্ণ-প্রিয়তমত্বে মনুষ্য-বুদ্ধি অপরাধজনক ❀ ভগবানের গুরুশক্তির প্রকাশ—শ্রীগুরুদেব; ❀ দীক্ষাগুরুর যোগ্যতা; ❀ সাধনভক্তিতে বিধি নিষেধাত্মক সদাচার আবশ্যক; ❀ দুঃসঙ্গ মাত্রই পরিবর্জ্জনীয়; ❀ মহৎব্যক্তির বৈশিষ্ট্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ
২৮, হালদার বাগান লেন
কলিকাতা-৪
২০/১০/১৯৮৪

কল্যানীয়াসু—

মা-----! আশা করি শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জীউর অহৈতুকী করুণায় তোমরা সকলেই শারীরিক ও ভজনকুশলে আছ। * * *

তোমার বোনের ১৯/৭/৮৪ তাং এর ১ খানি পত্র পাইয়াছি। তাহাকে 'মা' বলিয়া পত্র লিখায় সে 'মা'র ব্যাখ্যা চাহিয়াছিল। তাহাকে জানাইবে 'মা' অর্থে মাতা বুঝায়। রমা, লক্ষ্মী প্রভৃতি শব্দও 'মা'-পদবাচ্য। কুমারী বৈষ্ণবী-অর্থেও মাতা বা মা-শব্দ ব্যবহৃত হয়। ধাতৃ, পৃথিবী, জননী-অর্থেও 'মা'-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। জন্মদাত্রী, গর্ভধারিণী-শব্দেও মা বা মাতা শব্দ ব্যবহৃত হয়। শক্তি, প্রকৃতি বা স্ত্রী-সম্পর্কীও অর্থেও মা-শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। গৌরবের পাত্রী হিসাবে মা-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, যেমন—জ্যেঠিমা,

'মা' শব্দের ব্যাখ্যা

কাকিমা, মাসিমা, মামীমা,। স্নেহের পাত্রীকেও 'মা' বলিয়া সম্বোধন করা হয়। পিতা-মাতা কন্যাকে অনেকসময় 'মা' বলিয়া স্নেহাধিক্য প্রকাশ করেন। গুরু বা গুরুস্থানীয় ব্যক্তিগণও অপার্থিব স্নেহ-সম্বোধনে কন্যা বা তদনুকম্পিতা- গণকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন। গুরু-শিষ্য-সম্পর্কে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ভাব আছে। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের প্রতি ঐ তিনটী ভাব অবস্থাবিশেষে প্রযুক্ত হইতে পারে, যদিও উন্নততম বিচারে গুরু—সখী, সখীর অনুগত সখী—মঞ্জরী প্রভৃতি। সাধারণতঃ সদ্‌গুরুকে অনুকম্পিত জনগণ 'পিতা' বলিয়াই সম্বোধন করেন। ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজনবোধে পরে জানানো যাইবে।

উন্নততম বিচারে গুরু—সখীতত্ত্ব

গুরুতত্ত্ব-সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহু তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত বিবৃত হইয়াছে। গুরু দুইপ্রকার—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। যাঁহার নিকট হইতে উপাস্যদেবের মূলমন্ত্র ও গায়ত্রী লাভ হয়, তিনিই দীক্ষাগুরু। যাঁহার নিকট হইতে ভজন-বিষয়ে শিক্ষালাভ হয়, তিনি শিক্ষাগুরু। **"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।।"** শ্রীগুরুদেব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-ভক্ত। তিনি স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত। শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত বা মুকুন্দপ্রেষ্ঠরূপে স্মরণের বিধি রহিয়াছে। তিনি সাক্ষাৎহরি বলিয়া কথিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত; প্রিয়তমত্বে ও পূজ্যত্বে গুরুদেবকে কৃষ্ণতুল্যই বলা হইয়াছে। শ্রীশিব ও শ্রীগুরুদেব ভগবানের প্রিয়তম বলিয়া শুদ্ধভক্তগণ শ্রীভগবানের সহিত তাঁহাদের অভেদ জ্ঞান করেন।

প্রিয়তমত্বে ও পূজ্যত্বে শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণতুল্য

শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত বলিয়া মনে করিলেও শিষ্যের পক্ষে অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে; কারণ ইহাতেও মনুষ্য-বুদ্ধি আসিবার আশঙ্কা থাকে এবং ইহা বিশেষ অপরাধজনক। শিষ্যের পক্ষে শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বিশেষ। তিনি শ্রীভগবানের অনুগ্রহ শক্তি। গুরুদেবের মাধ্যমে ভগবানের গুরুশক্তি আবির্ভূত হইয়া শিষ্যকে কৃতার্থ করেন। **শ্রীভগবানই গুরুশক্তির মূল আশ্রয়। তজ্জন্য তাঁহাকে সমষ্টি গুরু বলা হয়।** শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রিয়ভক্তে গুরুশক্তি অর্পণ করিয়া ভজনপিপাসু ব্যক্তিকে দীক্ষা-দানাদি কৃপা করেন। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাদ্ভাবে কাহাকেও দীক্ষাদি দান করেন না; গুরুশক্তির কৃপা না হইলে মায়াবদ্ধ জীবের অন্য কোনভাবে কল্যাণের সম্ভাবনা নাই। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের পক্ষে ভগবানের অমূর্ত্ত করুণার মূর্ত্ত বিগ্রহ। শ্রীভগবান্ ভক্তপরাধীন এবং ভগবৎকৃপাও ভক্তকৃপায় সম্ভব। তাই তিনি তাঁহার প্রিয়তম ভক্তের মাধ্যমেই জীবকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন। যাঁহার চিত্ত

কৃষ্ণ-প্রিয়তমত্বে মনুষ্য-বুদ্ধি অপরাধজনক

ভগবানের গুরুশক্তির প্রকাশ—শ্রীগুরুদেব

দীক্ষাগুরুর যোগ্যতা

শুদ্ধসত্ত্বে একান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই দীক্ষাগুরুর যোগ্য; শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়েই ভগবদাবির্ভাব সম্ভব এবং তাহাদ্বারাই বাস্তব অনুভূতি বা অভিজ্ঞান লাভ হয়। সদ্‌গুরু শিষ্যের সন্দেহ নিরসনের নিমিত্ত শাস্ত্রজ্ঞ এবং ভগবৎ অনুভূতি-সম্পন্ন—"**যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।**" ভগবদনুগ্রহ-শক্তির কৃপার নিমিত্তই গুরুকরণ প্রয়োজন এবং তাহাতেই সাধক-সাধিকার বিশেষ কল্যাণ নিহিত।

সাধনভক্তিতে বিধি নিষেধাত্মক সদাচার আবশ্যক

বিধি-নিষেধাত্মক সদাচার-পালন সাধনভক্তি-বিষয়ে অবশ্যই প্রয়োজন। কুপথ্য ত্যাগ ও সুপথ্যগ্রহণই দুঃসঙ্গবর্জ্জন ও সৎসঙ্গগ্রহণ-নীতি। বৈষ্ণব সাধনভজনের অনুকূল বিশেষ সদাচার পালন করিবেন এবং ভজনবিরোধী বিষয় ও সঙ্গ অবশ্যই বর্জ্জন করিবেন। ভক্তিলাভের নিমিত্তই এই বিধি-নিষেধ উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি শাস্ত্র-উপদিষ্ট ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠানই বৈষ্ণব- সদাচার। শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিই মূলবিধি ও ভগবৎ-বিস্মৃতিই মূলনিষেধসূচক বাক্য। সুতরাং **শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিই মুখ্য সদাচার।** "**যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ**" —যে কোন উপায়েই হউক্ চিত্তকে ভগবৎউন্মুখী করিতে হইবে। অসৎসঙ্গ-ত্যাগই বৈষ্ণবাচার। আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিমূলক ভোগবাসনা প্রবল থাকা পর্য্যন্ত ভক্তির উন্মেষ অসম্ভব। তজ্জন্য ভক্তিকামীব্যক্তির পক্ষে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-ত্যাগেরও উপদেশ রহিয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত ভগবত-ভাগবৎ-কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, ততদিন পর্য্যন্তই মানব লৌকিক-ব্যবহারিক ধর্ম্মেই আসক্ত থাকে। কৃষ্ণভক্তিকামনা ব্যতীত অন্য ইতর কামনা-বাসনাই দুঃসঙ্গের অন্তর্গত অতএব পরিবর্জ্জনীয়।

দুঃসঙ্গ মাত্রই পরিবর্জ্জনীয়

সৎসঙ্গ ও মহৎকৃপাদ্বারা এসকল বিষয় সুষ্ঠুতা লাভ করে। মহদ্ ব্যক্তিগণ সমদর্শী ও ভগবন্নিষ্ঠাবুদ্ধিযুক্ত। যাহারা সৎ তাহারা কখনও অপরের দোষ গ্রহণ করেন না। ভগবৎপ্রীতিকেই তাঁহারা পরমপুরুষার্থ বলিয়া জানেন। ভোজন- পানাদি বা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-বিত্ত-গৃহাদিতে আসক্ত জীবের সঙ্গে তাঁহারা প্রীতিলাভ করেন না। "**কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।**" মহৎকৃপা ব্যতীত কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না। সাধক ও সিদ্ধভেদে ভক্ত দুইপ্রকার। ভগবান্ ভক্তের বশীভূত এবং ভগবৎকৃপাও ভক্তকৃপা সাপেক্ষ। তোমরা আমার স্নেহাশীস্ লইবে। ইতি—

মহৎব্যক্তির বৈশিষ্ট্য

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- গুরু-শিষ্য সম্পর্কে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ভাব আছে। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের প্রতি ঐ তিনটী ভাব অবস্থাবিশেষে প্রযুক্ত হইতে পারে।
- উন্নততম বিচারে গুরুরূপসখী, সখীর অনুগত সখী—মঞ্জরী প্রভৃতি।

- তিনি সাক্ষাৎহরি বলিয়া কথিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত; প্রিয়তমত্বে ও পূজ্যত্বে গুরুদেবকে কৃষ্ণতুল্যই বলা হইয়াছে।
- শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত বলিয়া মনে করিলেও শিষ্যের পক্ষে অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে; কারণ ইহাতেও মনুষ্য-বুদ্ধি আসিবার আশঙ্কা থাকে এবং ইহা বিশেষ অপরাধজনক।
- গুরুদেবের মাধ্যমে ভগবানের গুরুশক্তি আবির্ভূত হইয়া শিষ্যকে কৃতার্থ করেন।
- শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রিয়ভক্তে গুরুশক্তি অর্পণ করিয়া ভজনপিপাসু ব্যক্তিকে দীক্ষা-দানাদি কৃপা করেন। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাদ্ভাবে কাহাকেও দীক্ষাদি দান করেন না।
- যাঁহার চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বে একান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই দীক্ষাগুরুর যোগ্য; শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়েই ভগবদাবির্ভাব সম্ভব এবং তাহাদ্বারাই বাস্তব অনুভূতি বা অভিজ্ঞান লাভ হয়।
- বিধি-নিষেধাত্মক সদাচার-পালন সাধনভক্তি-বিষয়ে অবশ্যই প্রয়োজন।
- শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি শাস্ত্র-উপদিষ্ট ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠানই বৈষ্ণব-সদাচার। শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিই মূলবিধি ও ভগবৎ-বিস্মৃতিই মূলনিষেধসূচক বাক্য। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিই মুখ্য সদাচার।
- আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিমূলক ভোগবাসনা প্রবল থাকা পর্য্যন্ত ভক্তির উন্মেষ অসম্ভব।
- কৃষ্ণভক্তি-কামনা ব্যতীত অন্য ইতর কামনা-বাসনাই দুঃসঙ্গের অন্তর্গত অতএব পরিবর্জ্জনীয়।

পত্র—৪২

বিষয়—❀ প্রচার পূর্ব্বে স্বদেশে, পশ্চাৎ বিদেশে; ❀ গরুড়পুরাণে 'ভাগবত' পূর্ব্বোল্লিখিত, কিন্তু পশ্চাৎ রচিত; ❀ ভগবান বুদ্ধের প্রচার—'অহিংসা', গৌতম বুদ্ধের—'শূন্যবাদ', শ্রীশঙ্করের—'মায়াবাদ'; ❀ মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে হরিভজন নাশ; ❀ গৌড়ীয় মিশনের প্রভুপাদ ও শ্রীভক্তিবিনোদ-লঙ্ঘন।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ
২৮, হালদার বাগান লেন
কলিকাতা-৪
২২।১০।১৯৮৪

স্নেহাস্পদেষু—

বাবা----! তোমার ১৫/৯/৮৪ তাং এর কলিকাতার ঠিকানায় লিখিত পত্র ২৪/৯/৮৪ তাং এ পৌঁছিয়াছিল। বহু বিলম্বে উহা আমি দেওঘরে থাকাকালে

পাইয়াছিলাম। আমার নিকট হইতে বহুদিন কোন পত্রাদি না পাইয়া চিন্তিত আছ, বুঝিলাম। * * *

প্রচার পূর্ব্বে স্বদেশে, পশ্চাৎ বিদেশে

স্বদেশের ভারতীয় ভূখণ্ডের স্থলভাগে প্রচার আদৌ হয় নাই। আগে স্থলভাগে প্রচার করিয়া ভারতীয় আর্য্যঋষিগণের অবদান ও দার্শনিক সুসূক্ষ্ম তত্ত্বসিদ্ধান্তের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন কর, পরে জলভাগ অতিক্রম করিয়া দ্বীপপুঞ্জে সিদ্ধান্তালোক বিস্তারের চেষ্টা পাইবে। "Charity begins at home"—স্বদেশ হইতে দানধর্ম্মের শুভারম্ভ কর, পরে বিদেশে তাহার মহিমা বিস্তারের প্রচেষ্টা লইবে। আগে তোমার শরীর সুস্থ কর, পরে ঐসকল প্রচারাদি ভালরূপ হইতে পারিবে। সুস্থদেহে সুস্থমন ও আত্মিক কল্যাণ সম্ভব। সুতরাং এ বিষয়ে অবহেলা করিও না।

গরুড়পুরাণে 'ভাগবত' পূর্ব্বোল্লিখিত, কিন্তু পশ্চাৎ রচিত

তোমার ৪টী প্রশ্নের উত্তর দিতেছি ঃ—(১) সপ্তদশ পুরাণ—গরুড়-পুরাণের অন্তর্গত, ইহা তুমি কোথা হইতে পাইয়াছ? শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ—নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র এবং স্বীয় মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য পুরাণের সহিত ইহাকে তুলনা করা ভুল। শ্রীমদ্ভাগবত-চতুঃশ্লোকী সর্ব্বপ্রথম শ্রীনারায়ণ চতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মাজীকে উপদেশ করেন, তাহাই পরবর্ত্তিকালে শ্রীনারদঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাসকে উপদেশ করেন। তাহারই বিস্তৃতি শ্রীমদ্ভাগবতম্। গরুড়-পুরাণে "**অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রানাম্**"—ভাগবতের মাহাত্ম্যসূচক শ্লোকের উল্লেখ-বিষয়ে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। ত্রিকালজ্ঞ শ্রীবেদব্যাস যে-কোন পুরাণে যে-কোন শাস্ত্রের উল্লেখ পূর্ব্বাহ্ণেই করিয়া রাখিতে পারেন। বৌদ্ধধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম (আর্হত-মতবাদ) অপধর্ম্মসমূহের প্রতিবাদ ও খণ্ডন শ্রীবেদান্ত-দর্শনে রহিয়াছে। ইহাতে উক্ত মতবাদগুলি বেদান্তদর্শনেরও প্রাচীন বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইবে কি? ইহা ভূত-ভবিষ্যৎদর্শী শ্রীব্যাসদেবের foregone conclusion।

ভগবান্ বুদ্ধের প্রচার 'অহিংসা', গৌতম বুদ্ধের 'শূন্যবাদ', শ্রীশঙ্করের 'মায়াবাদ'

(২) ভগবদবতার শ্রীবুদ্ধদেব মায়াবাদ প্রচার করেন নাই। ইনি গয়া-প্রদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং অঞ্জনসূত বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত জানাইয়াছেন,—"**বুদ্ধো নাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু** (গয়া) **ভবিষ্যতি**।" ইনি যজ্ঞবিধির নিন্দা করিয়া পশুবলি নিবারিত করেন ও '**অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ**'-নীতি প্রচার করেন। আর হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু নগরে আবির্ভূত সিদ্ধার্থ বা গৌতমবুদ্ধ 'শূন্যবাদ' প্রচার করেন এবং তাঁহার শূন্যবাদের প্রতিবাদ করিয়া আচার্য্য শ্রীশঙ্কর 'মায়াবাদ' প্রতিষ্ঠা করেন, যদিও মায়াবাদ ও শূন্যবাদ একই উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয়। "মায়াবাদের জীবনী" গ্রন্থ আলোচনা করিলে শূন্যবাদ, মায়াবাদ-বিষয়ে বিশেষ জানিবে।

(৩) মর্য্যাদা-লঙ্ঘন করিয়া কোন সাধক হরিভজনে উন্নতি করিতে পারেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং জানাইয়াছেন,—"**মর্য্যাদা লঙ্ঘন মুঞি সহিতে না পাঁরো।**"

মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে হরিভজন নাশ

মর্য্যাদা-লঙ্ঘন শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট "**তৃণাদপি সুনীচেন**" শ্লোকেরও পরিপন্থী। ইহাতে অমানী-মানদ-ধর্ম্ম নষ্ট হয় এবং শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। অমানী-মানদ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে না পারিলে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনে কোন অধিকার আসে না। সুতরাং মর্য্যাদা-লঙ্ঘন শ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ হইতে বঞ্চিত করে।

(৪) শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাই শ্যামদাস কিনা, ইহা তোমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবতের পাত্রসূচী অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবে। শ্রীভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থও আলোচনা করিতে পার, উহার মধ্যেও শ্যামদাসের নাম থাকিতে পারে। ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থের ইতিহাস-ইতিবৃত্ত প্রামাণিক নহে বলিয়া শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ জানাইয়াছেন। **গৌড়ীয় মিশনের প্রকাশিত "গৌরপার্ষদ-চরিতাবলী"-তে প্রাকৃত সাহজিক বিচারের আবাহন অসম্ভব নহে। উহারা প্রাকৃত-সহজিয়া-পদাবলেহী হইয়া পড়িয়াছে।** শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং শ্রীল প্রভুপাদের বিচারধারা ও সিদ্ধান্ত অস্বীকার করিয়া ইহারা জাতি গোস্বামী ও অপসম্প্রদায়ের গুণগানে পঞ্চমুখ। ইহারা বিশুদ্ধ-গৌড়ীয় ভাগবত-গুরুপরম্পরা ও শ্রীমধ্বাচার্য্যকে সৎসম্প্রদায়ের আচার্য্য বলিয়া মানিয়া লইতে কুণ্ঠিত। আমি এবিষয়ে শ্রীবেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত "শ্রীহরিনাম চিন্তামণি"—গ্রন্থের ভূমিকায় বিশেষভাবে প্রতিবাদ জানাইয়াছি। গ্রন্থখানির "নিবেদন" আলোচনা করিলে ইহা পরিস্ফুট হইবে। তুমি মঠের লাইব্রেরী হইতে ভক্তিরত্নাকরের "নিবেদন" (শ্রীল প্রভুপাদের) আলোচনা করিয়া দেখিবে।

গৌড়ীয় মিশনের প্রভুপাদ ও শ্রীভক্তিবিনোদ লঙ্ঘন

সেবাকার্য্যে উৎসাহ প্রদানের নিমিত্তই তোমার পত্রের সত্ত্বর উত্তর দিতে হইল। এই পত্র পাইবার পর নিশ্চয়ই উৎসাহ-ভঙ্গের সম্ভাবনা থাকিবে না। খুব উৎসাহ ও ধৈর্য্য-সহকারে সেবাকার্য্য করিবে ও করাইবে। আন্দামানে প্রচারের programme আপাততঃ স্থগিত থাকুক। পরে সময় ও সুযোগ হইলে ব্যবস্থা লইবে। জোড়াতালি দিয়া শরীর না চালাইয়া ভালরূপ চিকিৎসা করাইয়া সুস্থশরীরে হরিভজন করাই বাঞ্ছনীয়। পত্রে আমার বক্তব্য অনুধাবনের চেষ্টা করিবে।

তোমরা আমার স্নেহাশীস্ লইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- স্বদেশ হইতে দানধর্ম্মের শুভারম্ভ কর, পরে বিদেশে তাহার মহিমা বিস্তারের প্রচেষ্টা লইবে।
- শ্রীমদ্ভাগবত-চতুঃশ্লোকী সর্ব্বপ্রথম শ্রীনারায়ণ চতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মাজীকে উপদেশ করেন, তাহাই পরবর্ত্তিকালে শ্রীনারদঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাসকে উপদেশ করেন। তাহারই বিস্তৃতি শ্রীমদ্ভাগবতম্।
- ভগবদবতার শ্রীবুদ্ধদেব যজ্ঞবিধির নিন্দা করিয়া পশুবলি নিবারিত করেন ও 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ'-নীতি প্রচার করেন। আর গৌতমবুদ্ধ 'শূন্যবাদ' প্রচার করেন এবং তাঁহার শূন্যবাদের প্রতিবাদ করিয়া আচার্য্য শ্রীশঙ্কর 'মায়াবাদ' প্রতিষ্ঠা করেন, যদিও মায়াবাদ ও শূন্যবাদ একই উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয়।
- মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া কোন সাধক হরিভজনে উন্নতি করিতে পারেন না।
- অমানী-মানদ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে না পারিলে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনে কোন অধিকার আসে না।

পত্র—৪৩

বিষয়—❀ সাধনজন্য শরীররক্ষা, সিদ্ধকালে ইচ্ছামৃত্যু; ❀ কপিল দ্বিবিধ—সেশ্বর ও নিরীশ্বর; ❀ পঞ্চরোগ; ❀ অপ্রাকৃত অনুভূতিতেই ইন্দ্রিয়ের অপ্রাকৃতত্ব, স্থূলতঃ অপ্রাকৃত নহে; ❀ মঠবাসীর সদা অমানী-মানদ-ধর্ম্ম সংরক্ষণ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ
২৮, হালদার বাগান লেন
কলিকাতা-৪
৩০।১২।১৯৮৪

স্নেহাস্পদেষু—

সাধনজন্য শরীররক্ষা, সিদ্ধকালে ইচ্ছামৃত্যু

বাবা----! তোমার ১/১২/৮৪ তাং এর স্নেহলিপি যথাসময়ে পাইয়াছি। * * তোমার শরীর খারাপ লিখিয়াছ; যদি বিশেষ প্রয়োজন মনে কর, কাজ মোটামুটী গুছাইয়া দিয়া কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় চলিয়া আসিবে। ভালরূপ চিকিৎসার পর সুস্থ হইয়া পুনরায় ফিরিয়া যাইবে। তোমার রাহুর দশা কলিকাতায় আসিয়া কাটাইয়া যাইবে। ভালরূপে চিকিৎসা করাইলে সব রোগই আরোগ্য হয়। চিন্তা নাই, জরাগ্রস্ত হইবার

পূর্ব্বেই রোগের উপশম হইবে। তোমাকে একটু ধৈর্য্য ধারণ করিতে হইবে। মাত্র ৮/১০ বৎসর বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছ কেন? 'হরিভজন হইল না'—এইরূপ ইচ্ছা সাধকোচিত। সিদ্ধাবস্থায় ইচ্ছামৃত্যু বরণ করিয়া বলা চলে—"**ভজিতে ভজিতে সময় আসিলে এ দেহ ছাড়িয়া দিব।**" না মরিতেই ভূত হইতেছ কেন?

তোমার প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতেছি ঃ—

(১) অগ্নিবংশজ কপিল সগররাজার ৬০ হাজার পুত্রকে ধ্বংস করিয়াছিলেন, এই শেষোক্ত তথ্য গ্রহণ করা সমীচিন। কিন্তু দেবহূতিনন্দন সেশ্বর কপিল ভগবানের অবতাররূপে জগতে আবির্ভূত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে শুভ পদার্পণ করিয়া ছিলেন, ইহা ভাগবতে বর্ণিত আছে এবং তিনি সগরপুত্রগণকে ভস্মীভূত করেন নাই; পরন্তু তাঁহার পদাঙ্কপূত-স্থানেই অগ্নিপুত্র কপিল আসন রচনা করেন।

কপিল দ্বিবিধ— সেশ্বর ও নিরীশ্বর

(২) পঞ্চরোগ—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ প্রভৃতি।

(৩) মায়াবদ্ধ জীবের জড়েন্দ্রিয়ের সাহায্যে কখনও অধোক্ষজ শ্রীভগবানের সেবা হয় না বা হইতে পারে না। "**সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ**" —বাক্যে সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে অপ্রাকৃত শ্রীনামব্রহ্ম আবির্ভূত হন; প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অতীন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করা যায় না, ইহাই তত্ত্বসিদ্ধান্ত। প্রাকৃত কখনও অপ্রাকৃত হয় না, আবার অপ্রাকৃত কখনও প্রাকৃত নহেন। অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশ শ্রীভগবান্‌কে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেবা করা যায়, তাহাই ভক্তি-পদবাচ্য।—"**হৃষীকেন হৃষীকেশ- সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।**" ইন্দ্রিয়বৃত্তির অপ্রাকৃতত্ব লাভ—অনুভূতিবিশেষ, তাহা জড়ীয় কোন স্থূল ব্যাপার বিশেষ নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু জড় ও চেতন মনের পার্থক্য বিচার করিয়াছেন,—"**আনের হৃদয়—মন, মোর মন—বৃন্দাবন, মনে বনে এক করি জানি।।**" জড়েন্দ্রিয়-বশীভূত মন—বদ্ধজীবের, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত-ভাব-বিভাবিত মন—বৃন্দাবন-স্বরূপ; তদ্রূপ অপ্রাকৃত বৃন্দাবনেই তুরীয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব সম্ভব। তাঁহার আরও অপ্রাকৃত দৃষ্টিভঙ্গি,—

অপ্রাকৃত অনুভূতিতেই ইন্দ্রিয়ের অপ্রাকৃতত্ব, স্থূলতঃ অপ্রাকৃত নহে

"বন দেখি ভ্রম হয়,—এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি মনে হয়—এই গোবর্দ্ধন।।
যাঁহা নদী দেখে, তাঁহা মানয়ে—কালিন্দী।
মহাপ্রেমাবেশে নাচে মহাপ্রভু পড়ে কান্দি'।।
* * *
মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ।।
স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি।।"

মহাভাগবত পরমহংসের প্রেমের স্বভাব এই, তাঁহারা স্থাবর-জঙ্গম যাহা কিছু দেখেন, তাহাতে প্রাকৃত বুদ্ধি-বিরহিত হইয়া সর্ব্বদা ইষ্টদেবের শ্রীমূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি হয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভাবই দর্শন করেন। ভাগবতোত্তম সর্ব্বভূতে আত্মারও আত্মা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে এবং শ্রীকৃষ্ণে নিখিল আত্মাকে দেখিতে পান। তাই তাঁহারা সমদর্শী।

আশা করি, তোমরা মিলিয়া-মিশিয়া মঠে সেবাকার্য্যাদি চালাইয়া যাইতেছ। প্রতিকূল পরিবেশ যদি মঠ-মিশনের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর মনে হয়, তবে তাহার প্রতিকার ব্যবস্থা লইতে হইবে। কিন্তু তাহা বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার সহিত হওয়া উচিত, যাহাতে মঠ ও ব্যক্তিবিশেষের লৌকিক-ব্যবহারিক সম্মান ক্ষুণ্ণ না হয়। **অমানী-মানদধর্ম্মে দীক্ষিত অখিললোক-শিক্ষক ত্রিলোকগুরু শ্রীগৌরসুন্দর বিপক্ষকে পরাজিত করিয়াও তাঁহার মানদ-ধর্ম্ম সংরক্ষণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহারই সেবকানুসেবক-রূপে পরিচয় দিয়া তাঁহারই পদাঙ্কানুসরণ করিব, ইহাতে কার্পণ্যের কি আছে?** শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়- বৈষ্ণবসমাজে বাহ্যজগতের নিকট পরিচিতিস্বরূপে বৈষ্ণবগণ "গৌরজনকিঙ্কর" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন; শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের বিঘশাসী ভৃত্যরূপে আন্তরজগতে তাঁহারা "শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-দাসানুদাস" এইরূপ পরিচয় প্রদান করিতে অভ্যস্ত এবং ইহাই এক্ষেত্রে চিরাচরিত রীতি। তোমরা আমার স্নেহাশীস্ জানিবে। ইতি—

মঠবাসীর সদা অমানী-মানদ-ধর্ম্ম সংরক্ষণ

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- পঞ্চরোগ—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ প্রভৃতি।
- ইন্দ্রিয়ের অপ্রাকৃতত্ব লাভ—অনুভূতিবিশেষ, তাহা জড়ীয় কোন স্থূল ব্যাপার বিশেষ নহে।
- সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে অপ্রাকৃত নামব্রহ্ম আবির্ভূত হন, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অতীন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করা যায় না, ইহাই তত্ত্বসিদ্ধান্ত।
- প্রতিকূল পরিবেশ যদি মঠ-মিশনের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর মনে হয়, তবে তাহার প্রতিকার ব্যবস্থা লইতে হইবে। কিন্তু তাহা বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার সহিত হওয়া উচিত, যাহাতে মঠ ও ব্যক্তিবিশেষের লৌকিক-ব্যবহারিক সম্মান ক্ষুণ্ণ না হয়।
- অমানী-মানদধর্ম্মে দীক্ষিত অখিললোক-শিক্ষক ত্রিলোকগুরু শ্রীগৌরসুন্দর বিপক্ষকে পরাজিত করিয়াও তাঁহার মানদ-ধর্ম্ম সংরক্ষণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহারই সেবকানু- সেবক-রূপে পরিচয় দিয়া তাঁহারই পদাঙ্কানুসরণ করিব, ইহাতে কার্পণ্যের কি আছে?

পত্র—৪৪

বিষয়—❀ গুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত বাৎসল্য; ❀ ভক্তিপুষ্পে গাঁথা মালা ব্যর্থ হয় না; ❀ শ্রীগুরু-ভগবান্‌কে স্মরণের জন্যই সংসার; ❀ গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের উদ্দেশ্যই কামবাসনা জয়; ❀ গুরুবৈষ্ণবের শুভাশীষেই হরিভজন সম্ভব; ❀ আশ্রিতগণের প্রতি গুরুদেবের সুগভীর দায়িত্ববোধ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ
২৮, হালদার বাগান লেন
কলিকাতা-৪
৪/১/১৯৮৫

কল্যাণীয়াসু—

স্নেহের-----! * * * তোমরা আমাদের জন্য খুব বেশী চিন্তা কর, ঐ জন্য স্বপ্ন দেখিয়া থাক। যদি স্বপ্ন দেখিবেই, তবে সুস্বপ্ন দেখিবার চেষ্টা কর। খারাপ স্বপ্ন দেখিয়া নিজেরা খুব কষ্ট পাও, আমাদিগকে চিন্তার মধ্যে ফেলিয়া দাও। আমি সুস্থ আছি, সুতরাং তোমাদের চিন্তার কোন কারণ নাই। আমার লিখিত পত্র পাইয়া তোমরা নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত হইবে।

গুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত বাৎসল্য

তুমি ভক্তিপুষ্পে একটী মালা গাঁথিয়া রাখিয়াছিলে, উহা নিশ্চয়ই কাজে লাগিয়াছে। **"যাক্ ছিঁড়ে যাক্, মোর ফুলমালা, থাক্ পড়ে থাক্ ভরা ফুলডালা; হবে না বিফল মোর ফুলতোলা, তুমি ত' চরণে লইবে।"**—কবিতার এই অংশ উচ্চারণ করিয়া তোমার মনকে সান্ত্বনা দিবে।

ভক্তিপুষ্পে গাঁথা মালা ব্যর্থ হয় না

তুমি ইহজগতের জড়বস্তু পাইয়া তাহাতে আসক্ত হইবে না। জগৎপতি—বিশ্বপতি শ্রীভগবান্‌কে ভুলিয়া যাইবে না—ইহাই তোমার প্রতি আমার শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ রহিল। শ্রীজগন্নাথের ভজন ব্যতীত মনুষ্যের জীবন বৃথা। ইহাই নিখিল শাস্ত্রের একমাত্র তাৎপর্য্য। তুমি ইহা স্মরণ রাখিবে। শ্রীগুরু-ভগবান্‌কে স্মরণের নিমিত্তই মনুষ্যের কর্ম্মময় জীবন। তুমি সর্ব্বদা সংসারের বিবিধ সেবাকার্য্যে রত থাকিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ রাখিবার সুযোগ-সৌভাগ্য পাইবে। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের গুণগান ব্যতীত বদ্ধজীবের ত্রাণের অন্যকোন সুগম পন্থা নাই। উহাই সাধন-ভজনের মূল সূত্র।

শ্রীগুরু-ভগবান্‌কে স্মরণের জন্যই সংসার

প্রাকৃত কামনা-বাসনাকে জয় করিবার জন্যই মানুষ গার্হস্থ্যধর্ম্ম আচরণ করে। জড়বিষয় প্রার্থনারই অপর নাম সংসার। কিন্তু কৃষ্ণভক্তিই আমাদের একমাত্র প্রার্থিত বিষয়। ত্যাগের মধ্যেই বাস্তব

গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের উদ্দেশ্যই কামবাসনা জয়

সুখশান্তি আছে, ভোগপর জীবনযাপনে মানুষের কোনদিন কল্যাণ হইতে পারে না। সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিতে পারিলেই ভগবানে ভক্তিলাভ হয়।

গুরু-বৈষ্ণবগণের স্নেহ-মমতা অপ্রাকৃত। জীবনের প্রতিটী মুহূর্ত্তে তাঁহাদের শুভেচ্ছা-শুভাশীর্ব্বাদ আমাদের প্রয়োজন। আমরা তাঁহাদের স্নেহ-বঞ্চিত হইলে ভজনপথে কখনই অগ্রসর হইতে পারিব না। তোমরা বুদ্ধিমত্তার সহিত এসকল বিষয় বিচার করিয়া চলিবে। সমাজে যাহারা অবিবেচক, তাহাদের মত অর্ব্বাচীন আর দুনিয়ায় নাই। তোমরা স্নেহ-মমতা, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস লইয়াই চলিবে। ইহাই আমার বিশেষ ইচ্ছা।

গুরুবৈষ্ণবের শুভাশীর্যেই হরিভজন সম্ভব

তোমার দায়িত্ব আমার উপরেই আছে ও থাকিবে। এ-বিষয়ে তোমার সংশয়ের কোন কারণ নাই। **আমি বলি—তোমাদের সকলের দায়িত্বই আমি গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং তোমাদের কোন চিন্তা নাই। "আমি তোমাদের কে?"—ইহা এখনও চিনিতে না পারায় তোমাদের উপর আমার খুব রাগ ও মান-অভিমান হয়।** আমার অভয়বাণী ও আশ্বাস-বাণী তোমাদিগকে অবশ্যই নিশ্চিন্ত করিবে। অধিক কি, ইতি—

আশ্রিতগণের প্রতি গুরুদেবের সুগভীর দায়িত্ববোধ

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- শ্রীগুরু-ভগবান্‌কে স্মরণের নিমিত্তই মনুষ্যের কর্ম্মময় জীবন।
- প্রাকৃত কামনা-বাসনাকে জয় করিবার জন্যই মানুষ গার্হস্থ্যধর্ম্ম আচরণ করে। জড়বিষয় প্রার্থনারই অপর নাম সংসার। কিন্তু কৃষ্ণভক্তিই আমাদের একমাত্র প্রার্থিত বিষয়।
- সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিতে পারিলেই ভগবানে ভক্তিলাভ হয়।
- জীবনের প্রতিটী মুহূর্ত্তে গুরু-বৈষ্ণবগণের শুভেচ্ছা-শুভাশীর্ব্বাদ আমাদের প্রয়োজন। আমরা তাঁহাদের স্নেহ-বঞ্চিত হইলে ভজনপথে কখনই অগ্রসর হইতে পারিব না।
- আমি বলি—তোমাদের সকলের দায়িত্বই আমি গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং তোমাদের কোন চিন্তা নাই।
- "আমি তোমাদের কে?"—ইহা এখনও চিনিতে না পারায় তোমাদের উপর আমার খুব রাগ ও মান-অভিমান হয়।
- আমার অভয়বাণী ও আশ্বাস-বাণী তোমাদিগকে অবশ্যই নিশ্চিন্ত করিবে।

পত্র—৪৫

বিষয়—❀ হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবায় কষ্টস্বীকার সেবকের ধর্ম্ম; ❀ সেবার ক্ষেত্রে কোন সীমা নাই; ❀ আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে চলিতে হইবে; ❀ ব্যক্তিগত মতান্তর রাখা অনুচিত; ❀ ভবিষ্যৎচিন্তা না করিয়া হরি-গুরু-প্রতি নির্ভরতাই সাধকের ধর্ম্ম; ❀ গুরুসেবা ছাড়িয়া মায়ার রাজ্যে বিচরণ আত্মহত্যা তুল্য; ❀ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা দুঃসঙ্গ বর্জ্জন কর্ত্তব্য; ❀ গুরুসেবার বস্তু আত্মসাৎকারীর কৃকলাস-জন্ম।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ
২৮, হালদার বাগান লেন
কলিকাতা-৪
৫/৬/১৯৮৫

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বিকেয়ম্—

স্নেহের----! আশা করি ভগবৎকৃপায় কুশলে আছ। * * * (প্রচার) পার্টীর মধ্যে তুমি বয়োজ্যেষ্ঠ এবং কাকাগুরু। আশা করি অন্যান্য সেবকগণ তোমার নির্দ্দেশ ও পরামর্শানুসারে চলিয়া থাকে। তুমি সেবকগণকে সেবায় উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাইলে তাহারা হৃদয়ে বল পাইবে।

বৎসরের প্রায় অধিকাংশ-সময়ে তোমাদের প্রচারে বাহিরে থাকিতে হয় এবং তজ্জন্য তোমাদের প্রচুর পরিশ্রম ও শারীরিক-মানসিক ক্লেশ স্বীকার স্বাভাবিক। কিন্তু তোমরা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার জন্যই ঐরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া থাক। ইহা ভুলিলে চলিবে না। নিঃসন্দেহে ইহা কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে ভোগত্যাগ বা বৈরাগ্যের আদর্শ। তোমাদের এইরূপ গুরু-বৈষ্ণবসেবায় ত্যাগ-স্বীকারের জন্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ, বিশেষতঃ আমি বিশেষভাবে ঋণী। তোমাদের সেবা-প্রচেষ্টা দেখিয়া গুরুবর্গ নিশ্চয়ই অন্তরাল হইতে প্রচুর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছেন।

হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় কষ্টস্বীকার সেবকের ধর্ম্ম

জাগতিক বিচারে প্রত্যেকটী ব্যাপারে একটা সীমা আছে। ধৈর্য্যের সীমা ছাড়াইয়া গেলে অনেকেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তখন তাহাকে দিয়া সামান্য ব্যাপারেও সাহায্য পাওয়া যায় না। "**সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম্**"—নীতিশাস্ত্রের বিচার। এই বিচার পারমার্থিক ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় না। ভগবদ্ভক্তের বিচার—"**তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ।**

সেবার ক্ষেত্রে কোন সীমা নাই

সেবা-সুখ-দুঃখ পরম সম্পদ, নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ।।" তুমি এসকল কথা প্রচারপার্টীর সেবকগণকে বুঝাইবে ও মহাজন-বাক্যের তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে বলিবে।

সকলে মনোযোগ-সহকারে আনুকূল্য-সংগ্রহসেবা করিতেছেন জানিয়া আনন্দিত হইয়াছি। বুঝিয়াছি,—আমাদের জীবদ্দশায় সেবকগণ নিত্যসেবা চালাইয়া যাইতে পারিবেন। তাহারা সর্ব্বকালে সেবামোদ লাভ করিতে পারিলেই আত্যন্তিক মঙ্গল। প্রচার-পার্টীতে ব্রহ্মচারিগণ পরস্পর সৌহৃদ্যভাব লইয়া যাহাতে চলিতে পারে, তুমি সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। "আমরা আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে সকলে মিলিয়া মিশিয়া চলিব"—এই বিচার তাহাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করিতে বলিবে।

আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে চলিতে হইবে

একত্রে থাকিতে গেলে সাময়িকভাবে কোনরূপ মতান্তর বা মনান্তর হইতে পারে; কিন্তু তাহা বেশীক্ষণ জিয়াইয়া রাখা উচিত নয়। যদি ইহা পরস্পর বিস্মৃত না হয়, তবে সামগ্রিকভাবে ঐ ব্যক্তিগত মতান্তর মঠ ও মিশনের ভয়ঙ্কর ক্ষতিসাধন করিয়া বসে। আমার বিশেষ অনুরোধ—এরূপক্ষেত্রে তুমি অভিভাবকরূপে উভয়ের মধ্যে পরস্পর সম্প্রীতি বজায় রাখিবার আপ্রাণ যত্ন করিবে ও তদনুরূপ ব্যবস্থা লইবে।

ব্যক্তিগত মতান্তর রাখা অনুচিত

শ্রীগুরু-বৈষ্ণসেবা করিতেই সেবকগণ মঠ-মন্দিরে আগমন করিয়াছে। তাহারা সামান্য ব্যাপারে মন খারাপ করিলে সাধন-ভজনে আগ্রহশূন্য হইয়া হরিসেবা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইয়া যাইবে। সেবাবিহীন অবস্থায় মানুষ কখনও বাঁচিতে পারে না। **"ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা?"**—ইহা বিচার করিতে হইবে। জাগতিক চাকচিক্যে আমাদের প্রয়োজন নাই; আমরা দেহারামী, গেহারামী হইয়া না পড়ি, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। **যাহারা আখেরের বন্দোবস্ত করিতে প্রয়াসী, তাহাদের হরিভজন সুকঠিন। ভবিষ্যতে খাইবার বা পরিবার জন্য** Bank Balance **সৃষ্টির চেষ্টা শ্রীগুরু ও ভগবানে অবিশ্বাসই প্রমাণ করে। নির্ভরশীল হইতে না পারিলে শ্রীগুরু ও ভগবানের অহৈতুকী করুণা লাভ হয় না।** তাঁহাদিগের নিকট সাধক আমরা অন্তরের পরীক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিব। ধৈর্য্য, উৎসাহ, নিষ্ঠা, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা সর্ব্বোপরি শ্রদ্ধা-ভক্তির দ্বারাই আত্মকল্যাণ লাভ সম্ভব। তুমি এ সকল বিষয় সেবকগণকে ভালভাবে বুঝাইয়া উৎসাহ দান করিবে।

ভবিষ্যৎচিন্তা না করিয়া হরি-গুরু-প্রতি নির্ভরতাই সাধকের ধর্ম্ম

"দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্যস্থানে। সেই প্রভু ধন্য, তারে কেশে ধরি আনে।" —ইহা কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সমদর্শী, বদান্য, সর্ব্বোপকারক, পরদুঃখদুঃখী

বৈষ্ণবগণের অহৈতুকী করুণা ও বাৎসল্যের পরিচায়ক। যাহারা হরিভজন করিতে আসিয়া সদ্‌গুরু পদাশ্রয় করিয়াছেন, তাহারা ভাগ্যবান্। তাহারা মঠত্যাগ ও গুরুসেবাদি বর্জ্জন করিয়া মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিবে, ইহা আত্মহত্যার তুল্য। বহু বহু জন্মের সুকৃতির ফলেই এসব সৌভাগ্যলাভ হইয়া থাকে। ধর্ম্মযাজনের নামে ভোগাগারে বাস বা ভূতকরূপে কোন গৃহস্থের ঠাকুরবাড়ীতে কালযাপনের দ্বারা সাধন-ভজন সিদ্ধ হয় না।

গুরুসেবা ছাড়িয়া মায়ার রাজ্যে বিচরণ আত্মহত্যা তুল্য

"**নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ**" বাক্যে শারীরিক বলকে লক্ষ্য করা হয় নাই। Material physical strength-এর দ্বারা কোনদিন আত্মিক বল লাভ করা যায় না। কিন্তু আত্মবল বা willforce-এর দ্বারা জাগতিক সবল ও দুর্ব্বল—উভয়কে বশীভূত করা সম্ভব। Strong personality দ্বারা সকল প্রকার অন্যায়-অবিচার প্রতিরোধ করা যায়। তাহার জন্যও প্রচুর অভ্যাস ও ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন। **মঠ-মন্দির বা পারমার্থিক সঙ্ঘারামই প্রকৃতপক্ষে শান্তির স্থান।** স্নেহ-মমতাদ্বারাই পাষাণহৃদয় ব্যক্তিরও চিত্ত জয় করা যায়। সদ্‌গুরু বা সজ্জনের অবশ্য সদ্‌গুণরাশি যাহা ভাগবতে বিবৃত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে ঈর্ষা-হিংসা-মাৎসর্য্যাদি প্রশমিত হইয়া থাকে। **সেবকগণের যাহা কিছু পাওনা, সবই গুরুসেবার উপকরণ—তাহা ব্যক্তিগত ভাবিলে গুরু-বৈষ্ণব-ভোগী হইয়া কৃকলাস-জন্ম লাভ হয়।** যে-কোন-ভাবে নীতি-আদর্শ গ্রহণ করিতে পারিলেই আমাদের মঙ্গল। পরসমালোচনা না করিয়া আত্মশোধনের চেষ্টাই মঙ্গলজনক। তুমি আমার পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া সেবকগণকে ধৈর্য্য ধারণ করিতে বলিবে। অপরের সদ্‌গুণ নিজের মধ্যে পোষণ করাই উদারতা। "**আপ্‌ভাল তো জগৎ ভাল।**" ইতি—

ইচ্ছাশক্তি দ্বারা দুঃসঙ্গ বর্জ্জন কর্ত্তব্য

গুরুসেবার বস্তু আত্মসাৎকারীর কৃকলাস-জন্ম

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- "সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম্"—নীতিশাস্ত্রের বিচার। (কিন্তু) এই বিচার পারমার্থিক ক্ষেত্রে (সেবার রাজ্যে) প্রযুক্ত হয় না।
- আমরা আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে সকলে মিলিয়া মিশিয়া চলিব।
- একত্রে থাকিতে গেলে সাময়িকভাবে কোনরূপ মতান্তর বা মনান্তর হইতে পারে; কিন্তু তাহা বেশীক্ষণ জিয়াইয়া রাখা উচিত নয়।
- জাগতিক চাকচিক্যে আমাদের প্রয়োজন নাই; আমরা দেহারামী, গেহারামী হইয়া না পড়ি, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

- যাহারা আখেরের বন্দোবস্ত করিতে প্রয়াসী, তাহাদের হরিভজন সুকঠিন।
- ভবিষ্যতে খাইবার বা পরিবার জন্য Bank Balance সৃষ্টির চেষ্টা শ্রীগুরু ও ভগবানে অবিশ্বাসই প্রমাণ করে।
- নির্ভরশীল হইতে না পারিলে শ্রীগুরু ও ভগবানের অহৈতুকী করুণা লাভ হয় না।
- ধর্ম্মযাজনের নামে ভোগাগারে বাস বা ভৃতকরূপে কোন গৃহস্থের ঠাকুরবাড়ীতে কালযাপনের দ্বারা সাধন-ভজন সিদ্ধ হয় না।
- মঠ-মন্দির বা পারমার্থিক সঙ্ঘারামই প্রকৃতপক্ষে শান্তির স্থান।
- স্নেহ-মমতাদ্বারা পাষাণহৃদয় ব্যক্তিরও চিত্ত জয় করা যায়।
- সদ্‌গুরু বা সজ্জনের অবশ্য সদ্‌গুণরাশি যাহা ভাগবতে বিবৃত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে ঈর্ষা-হিংসা-মাৎসর্য্যাদি প্রশমিত হইয়া থাকে।
- সেবকগণের যাহা কিছু পাওনা, সবই গুরুসেবার উপকরণ—তাহা ব্যক্তিগত ভাবিলে গুরু-বৈষ্ণব-ভোগী হইয়া কৃকলাস-জন্ম লাভ হয়।
- পরসমালোচনা না করিয়া আত্মশোধনের চেষ্টাই মঙ্গলজনক।

পত্র—৪৬

বিষয়—❀ হরিসেবায় কাম-ক্রোধাদি নিয়োগ, নতুবা নরকলাভ; ❀ মৎসর হইলে মঠবাসীরও সেবা গ্রাহ্য নহে; ❀ মঠবাসিগণের জন্য বিশেষ উপদেশাবলী; ❀ জড় চিদ্ হয় না ও চিদ্‌ও জড় হয় না; ❀ সমর্পিত ভক্তের অপ্রাকৃত ভাবময় দেহ লাভ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ
২৮, হালদার বাগান লেন
কলিকাতা-৪
৫।৭।১৯৮৫

স্নেহাস্পদেষু—

----! তোমার ২১/৬/৮৫ তাং এর পত্র ২৬/৬/৮৫ তাং এ পাইয়াছি। * * *

হরিসেবায় কাম-ক্রোধাদি নিয়োগ, নতুবা নরকলাভ

তুমি গুরুবৈষ্ণবগণের কৃপালাভ হইতে বঞ্চিত, ইহা কষ্টকল্পনা করিতেছ। গুরুকৃপাবলে কৃষ্ণকৃপা লাভ হয়। কাম-ক্রোধাদি নরকের পথেই লইয়া যায়। ইহা হইতে উদ্ধারের পথ ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম জানাইয়াছেন,—

"কাম—কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে, ক্রোধ—ভক্তদ্বেষিজনে, লোভ—সাধুসঙ্গে হরিকথা। মোহ—

ইষ্টলাভ বিনে, মদ—কৃষ্ণগুণগানে, নিযুক্ত করিব যথাতথা।।" সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি ভগবৎসেবায় লাগাইতে পারিলেই ভক্তি হয়। "**হৃষীকে গোবিন্দসেবা, না পূজিব দেবী-দেবা, ইঁহ ভক্তি পরম কারণ।**"—ইহাই মহাজনবাণী। "**হৃষীকেন হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।**" সকলেরই উদ্ধারের পথ এইরূপে নির্ণীত হইয়াছে।

* * * ঈর্ষা-হিংসা-মাৎসর্য্যপরায়ণ মঠসেবকগণের তথাকথিত সাহায্য, সহানুভূতি, সহযোগিতা ছাড়াই নিজেরা সাবলম্বী হইবার চেষ্টা করিবে। সেবকগণ যখন দাম্ভিক-অহঙ্কারী হইয়া পড়ে, তখন তাহারা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হয়। দলবাজী বা Grouping এর দ্বারা মঠ-মিশনের কোনরূপ কল্যাণ কেহ কোনদিনই করিতে পারেন না। তোমরা এ-সকল বিষয়ে সাবধান থাকিবে। সাক্ষাতে এ-সকল বিষয় আলোচনা করিব।

মৎসর হইলে মঠবাসীরও সেবা গ্রাহ্য নহে

তোমরা নিজেরা মিলিয়া মিশিয়া হরিভজন করিবে। ঈর্ষা-মাৎসর্য্য, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা, পরনিন্দা-পরচর্চ্চা-পরসমালোচনা, অন্যাভিলাষ-কুটিনাটী-রহিত হইয়া গুরুবৈষ্ণবগণের উচ্ছিষ্টভোজী দাসানুদাসরূপে জীবনযাপনের অভ্যাস করিবে। সিদ্ধান্তবিরোধ, রসাভাসদোষ, মর্য্যাদালঙ্ঘন প্রভৃতি অভক্তোচিত আচরণ হইতে সর্ব্বদা নিজদিগকে নিরস্ত রাখিবে। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রভু অবশ্যই তোমাদিগকে অমায়ায় কৃপা করিবেন। গৌড়ীয় গোস্বামী গুরুবর্গের মাধ্যমেই গৌড়ীয় তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত সম্যক্‌রূপে অনুধাবনের চেষ্টা করিবে। প্রাকৃত-সহজিয়া, স্মার্ত্ত, পঞ্চোপাসকী, চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী, জীব-ব্রহ্মৈকবাদীর সঙ্গ কখনও করিবে না।

মঠবাসিগণের জন্য বিশেষ উপদেশাবলী

তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি ঃ—

জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের 'গৌড়ীয়-ভাষ্য' ও শ্রীল কেশব গোস্বামী প্রভুর শ্রীদামোদরাষ্টকের ভূমিকার তাৎপর্য্য একই। "**ভক্তির স্ফূর্ত্তিতে জীবের পাঞ্চভৌতিক দেহ সচ্চিদানন্দ-রূপতা প্রাপ্ত হয়**" বাক্যে "পাঞ্চভৌতিক দেহে সচ্চিদানন্দরূপতা লাভ হয়", ইহাই তাৎপর্য্য। পাঞ্চভৌতিক জড়দেহ অপ্রাকৃত হয় না, ইহাই বুঝিতে হইবে। শ্রীহরি ও হরিত্বে যে পার্থক্য আছে, রূপ ও রূপতা-শব্দেও তদ্রূপ পার্থক্য বিদ্যমান। জড় কোনদিন চেতন হয় না, প্রাকৃত কোনদিন অপ্রাকৃত হয় না—ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের বিচার। তাঁহার ও ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত "**প্রাকৃতরস-শতদূষণী**", "**সহজিয়া মতের হেয়ত্ব**", "**সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাস-দোষ**" প্রবন্ধগুলি আলোচনা করিলে ইহা পরিস্ফুট হইবে। "**অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেৎ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।।**"—শ্লোকেও ইহাই সিদ্ধান্তিত

জড় চিদ্ হয় না ও চিদ্‌ও জড় হয় না

হইয়াছে। "জড় চিৎ হইয়া যায়, প্রাকৃত চক্ষুদ্বারাই সাধনপ্রভাবে ভগবানকে দেখা যায়—ইহা প্রাকৃত-সহজিয়াগণের বিচার।"—এই বাক্যের সহিত শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের বাক্যের বেশ সুন্দর সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

দীক্ষাকালে ভক্ত আত্মসমর্পণ করিলে কৃষ্ণও তাহাকে আত্মসম করিয়া লন; তখন ভক্তের দেহ চিদানন্দময় হয় এবং তিনি অপ্রাকৃতদেহে শ্রীকৃষ্ণচরণের ভজনা করেন—ইহাও একতাপর্য্যপর বাক্য। এস্থলে অপ্রাকৃত অবস্থার কথাই বর্ণিত হইয়াছে। অপ্রাকৃত ভাবময় দেহেই অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দতত্ত্বের সেবা—আরাধনা সম্ভব। ইহাই সাধনভজনের Ontological aspect; Morphology দ্বারা—

সমর্পিত ভক্তের অপ্রাকৃত ভাবময় দেহ লাভ

জড়বিচার দ্বারা অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের অনুভব অসম্ভব। তাহা 'সোনার পাথরবাটী'র ন্যায়, 'শশবিষাণ'বৎ, 'আকাশকুসুম'তুল্য অসম্ভব। পূজক বা অর্চ্চক যখন শ্রীবিগ্রহের পূজার্চ্চন বা ভোগনিবেদন করেন, তখন তাহার পক্ষে যে ভূতশুদ্ধির ব্যবস্থা আছে, তাহাদ্বারাই চিত্তশুদ্ধি, ভাবশুদ্ধি প্রভৃতি হইলে অর্থাৎ ভগবানের সহিত সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইলে অর্থাৎ জীবাত্মা-পরমাত্মা উভয়েরই নিত্য শুদ্ধ-সনাতনত্ব উপলব্ধি ও তদ্ভাবপ্রাপ্ত হইলেই ভগবান্ সেবকের পূজা ও তৎপ্রদত্ত অর্ঘ্য স্বীকার করিয়া থাকেন। **"দেবং ভূত্বা দেবং যজেৎ", "নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ"**—বিচার এস্থলে প্রযোজ্য। শ্রীভগবানের সহিত জীবাত্মা সাধক-সাধিকার বাস্তব সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইলেই অর্থাৎ অপ্রাকৃত অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইলেই ভক্তি ও ভগবৎপ্রেমলাভের অধিকারী হওয়া যায়। কোনরূপ জড় কাল্পনিক আরোহপন্থার দ্বারা কোনদিনই ভগবৎসেবা লাভ হয় না।

তোমরা আমার স্নেহাশীস্ জানিবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- কাম-ক্রোধাদি নরকের পথেই লইয়া যায়। ইহা হইতে উদ্ধারের পথ ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম জানাইয়াছেন,—"কাম—কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে, ক্রোধ—ভক্তদ্বেষিজনে, লোভ—সাধুসঙ্গে হরিকথা। মোহ—ইষ্টলাভ বিনে, মদ—কৃষ্ণগুণগানে নিযুক্ত করিব যথাতথা।।"
- ঈর্ষা-হিংসা-মাৎসর্য্যপরায়ণ মঠসেবকগণের তথাকথিত সাহায্য, সহানুভূতি, সহযোগিতা ছাড়াই নিজেরা সাবলম্বী হইবার চেষ্টা করিবে।
- দলবাজী বা Grouping এর দ্বারা মঠ-মিশনের কোনরূপ কল্যাণ কেহ কোনদিনই করিতে পারেন না।

- ঈর্ষা-মাৎসর্য্য, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা, পরনিন্দা-পরচর্চ্চা-পরসমালোচনা, অন্যাভিলাষ-কুটিনাটী-রহিত হইয়া গুরুবৈষ্ণবগণের উচ্ছিষ্টভোজী দাসানুদাস- রূপে জীবনযাপনের অভ্যাস করিবে।
- সিদ্ধান্তবিরোধ, রসাভাসদোষ, মর্য্যাদালঙ্ঘন প্রভৃতি অভক্তোচিত আচরণ হইতে সর্ব্বদা নিজদিগকে নিরস্ত রাখিবে।
- গৌড়ীয় গোস্বামী গুরুবর্গের মাধ্যমেই গৌড়ীয় তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত সম্যক্‌রূপে অনুধাবনের চেষ্টা করিবে।
- প্রাকৃত-সহজিয়া, স্মার্ত্ত, পঞ্চোপাসকী, চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী, জীব-ব্রহ্মৈকবাদীর সঙ্গ কখনও করিবে না।
- জড় কোনদিন চেতন হয় না, প্রাকৃত কোনদিন অপ্রাকৃত হয় না—ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের বিচার।
- অপ্রাকৃত ভাবময় দেহেই অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দতত্ত্বের সেবা—আরাধনা সম্ভব।
- শ্রীভগবানের সহিত জীবাত্মা সাধক-সাধিকার বাস্তব সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইলেই অর্থাৎ অপ্রাকৃত অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইলেই ভক্তি ও ভগবৎপ্রেমলাভের অধিকারী হওয়া যায়।
- কোনরূপ জড় কাল্পনিক আরোহপন্থার দ্বারা কোনদিনই ভগবৎসেবা লাভ হয় না।

পত্র—৪৭

বিষয়—❀ সেবকগণের সেবাবৃত্তিতে গুরুপাদপদ্মের কৃতজ্ঞতা; ❀ হরিকথা সুষ্ঠুভাবে শ্রবণ-কীর্ত্তনই মূল ভক্ত্যঙ্গ; ❀ গুরুপাদপদ্মের 'অমানী'-স্বভাব; ❀ কোন্ কোন্ গ্রন্থ বিশেষ আলোচনীয়; ❀ সেশ্বর কপিল ও নিরীশ্বর কপিল; ❀ সেবায় বিশ্রাম নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ
২৮, হালদার বাগান লেন
কলিকাতা-৪
১০/৭/১৯৮৫

স্নেহাস্পদেষু—

* * * মহারাজ! তোমার লামডিং হইতে ২৯/৬/৮৫ তাং এর লিখিত পত্র ৩/৭/৮৫ তাং এ পাইয়াছি। তোমরা আমার পূর্ব্ব পত্রদ্বয় তিনসুকিয়া গিয়া পাইয়াছ বুঝিলাম।

পার্টীর ব্রহ্মচারী সেবকগণ উৎসাহের সহিত সেবাকার্য্যাদি করিতেছেন জানিয়া আনন্দিত ও উৎসাহিত হইলাম। এইরূপ দায়িত্বশীল হইলে আমি বৃদ্ধ বয়সে কিছুটা স্বস্তি লাভ করিতে পারি। আমি প্রতিটি সেবকের নিকট সর্ব্বতোভাবে ঋণী আছি ও থাকিব। তোমরা সকলেই আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় সাহায্য, সহানুভূতি ও সহযোগিতা করিতেছ জানিয়া আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। তোমাদের আন্তরিক সহানুভূতিই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

সেবকগণের সেবাবৃত্তিতে গুরুপাদপদ্মের কৃতজ্ঞতা

বৈষ্ণবের সদ্‌গুণের বিষয়ই আমি পূর্ব্বপত্রে জানাইয়াছি। উহা যাহাতে আমরা লাভ করিতে পারি, তজ্জন্য শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবগণের নিকট একান্ত প্রার্থনা জানাইতে হইবে। হরিকথা সুষ্ঠুভাবে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলেই মনের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। জাড্য, আলস্য, পরিশ্রমবিমুখতা দূরীভূত হইয়া সেবামোদ লাভ করা যায়। Plain living and high thinking সাধনার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই আসিয়া যায়। "**ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র**"—ভগবৎ-অনুভূতি লাভ যত অধিক হইবে, ইতরবিষয়ে স্বাভাবিক বৈরাগ্য ততটাই আসিবে। "**বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ। জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্।।**" "**জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি কভু নহে ভক্তির অঙ্গ।**" — ইহাই এক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্য্য। প্রতিটী জীবাত্মা শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণযোগ্য প্রস্ফুটিত কুসুম—ইহাই সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের জন্যই কিছু না কিছু আশা-ভরসা আছে।

হরিকথা সুষ্ঠুভাবে শ্রবণ-কীর্ত্তনই মূল ভক্ত্যঙ্গ

আমি সময়-সুযোগমত কিছু শাস্ত্রীয় বাণী বা উপদেশ-নির্দ্দেশ লিখিয়া রাখিব; অবশ্য শ্রীপত্রিকায় আমার কিছু প্রবন্ধ ও Tape-এ কিছু বক্তৃতা ধরা আছে। তাহা হইতেও তোমরা বাছিয়া লইতে পার। আমার নিকট যাহারা ব্যক্তিগত সেবক হিসাবে ছিল এবং বর্ত্তমানে রহিয়াছে, তাহারা কেহই পাঠ-বক্তৃতা Note করে না বা Tape-এ ধরিয়া রাখিবার প্রয়োজন বোধ করে না। আমি আমার নিজের কথা অপরকে note করিতে বলার ধৃষ্টতা পোষণ করি না। তুমি 1941 হইতে রক্ষিত আমার yearly dairy হইতে ইহা মোটামুটি সংগ্রহ করিতে পার। "Where there is a will, there is a way"—প্রবাদবাক্য মানিয়া লইলে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবে।

গুরুপাদপদ্মের 'অমানী'-স্বভাব

নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণের সেবা ও সঙ্গের দ্বারাই সাধনপথে আত্যন্তিক কল্যাণ লাভ হয়। এ-বিষয়ে নীতিশাস্ত্রের—"**হীয়তে হি মতিস্তাতঃ হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ। সমৈশ্চ সমতামেতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম্।।**"—শ্লোক স্মরণীয়। ভজনপথে অগ্রসর হইতে গেলে "সাধনপথ" অর্থাৎ শ্রীশিক্ষাষ্টক, শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টক, শ্রীউপদেশামৃত, শ্রীমনঃশিক্ষা, শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি,

কোন্ কোন্ গ্রন্থ বিশেষ আলোচনীয়

স্বনিয়ম-দ্বাদশকম্, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, দশমূল-নির্য্যাস, শ্রীজৈবধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (শ্রীবলদেব ও চক্রবর্ত্তি-টীকা), শ্রীমদ্ভাগবত (চক্রবর্ত্তি-টীকা ও শ্রীধরস্বামী টীকা), ষট্‌সন্দর্ভ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ও অন্যান্য প্রকরণ ব্যাখাগ্রন্থগুলি আলোচনার প্রয়োজন। সাক্ষাৎ সাধুসঙ্গের অভাব হইলে শাস্ত্রীয় সাধুসঙ্গের উপদেশ সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যাদিতে দেখিতে পাই। সাধনকালে ভক্তিপ্রতিকূল-বিষয় বর্জ্জন এবং সেবানুকূল পরিবেশ অবশ্যই গ্রহণ কর্ত্তব্য। অপরের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান অপেক্ষা নিজের দোষ-ত্রুটির সমালোচনা আত্মকল্যাণকর। তাহাতে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা বিদূরিত হয় এবং মানসিক শান্তি লাভ করা যায়।

গঙ্গাসাগরে সর্ব্বপ্রথমে কর্দ্দম ঋষির পুত্র (দেবহূতিনন্দন) সেশ্বর কপিলদেব শুভবিজয় করেন। তাহার পর অগ্নিপুত্র নিরীশ্বর কপিল ওখানে গিয়াছিলেন। নিরীশ্বর কপিলই সগররাজের ৬০ হাজার পুত্রকে অভিসম্পাতে ভস্ম করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে সেশ্বর কপিলের ইতিহাস-ইতিবৃত্ত আলোচিত হইয়াছে। তুমি ইহা ভালভাবে দেখিয়া লইবে।

সেশ্বর কপিল ও নিরীশ্বর কপিল

আমার শরীর একপ্রকার চলিতেছে। তোমার শারীরিক অসুস্থতার সংবাদে বিশেষ চিন্তিত হইলাম। ঔষধাদি নিয়মিত ব্যবহার কর। এবৎসর তোমাদের আদৌ বিশ্রাম হয় নাই। শরীরও মাঝে মাঝে বিশ্রাম চায়, যদিও "আরাম হারাম হ্যায়"। সেবায় বিশ্রাম নাই সত্য, আবার কিছুটা বিশ্রাম না দিলে শরীরও অনেক সময় Strike করিয়া বসে।

সেবায় বিশ্রাম নাই

* * * তোমরা আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বান্ধব বামন

পত্রের চুম্বক

- "সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম্"—নীতিশাস্ত্রের বিচার। (কিন্তু) এই বিচার পারমার্থিক ক্ষেত্রে (সেবার রাজ্যে) প্রযুক্ত হয় না।
- আমরা আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে সকলে মিলিয়া মিশিয়া চলিব।
- একত্রে থাকিতে গেলে সাময়িকভাবে কোনরূপ মতান্তর বা মনান্তর হইতে পারে; কিন্তু তাহা বেশীক্ষণ জিয়াইয়া রাখা উচিত নয়।
- জাগতিক চাকচিক্যে আমাদের প্রয়োজন নাই; আমরা দেহারামী, গেহারামী হইয়া না পড়ি, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।
- যাহারা আখেরের বন্দোবস্ত করিতে প্রয়াসী, তাহাদের হরিভজন সুকঠিন।

- ভবিষ্যতে খাইবার বা পরিবার জন্য Bank Balance সৃষ্টির চেষ্টা শ্রীগুরু ও ভগবানে অবিশ্বাসই প্রমাণ করে।
- নির্ভরশীল হইতে না পারিলে শ্রীগুরু ও ভগবানের অহৈতুকী করুণা লাভ হয় না।
- ধর্ম্মযাজনের নামে ভোগাগারে বাস বা ভৃতকরূপে কোন গৃহস্থের ঠাকুরবাড়ীতে কালযাপনের দ্বারা সাধন-ভজন সিদ্ধ হয় না।
- মঠ-মন্দির বা পারমার্থিক সঙ্ঘারামই প্রকৃতপক্ষে শান্তির স্থান।
- স্নেহ-মমতাদ্বারা পাষাণহৃদয় ব্যক্তিরও চিত্ত জয় করা যায়।
- সদ্‌গুরু বা সজ্জনের অবশ্য সদ্‌গুণরাশি যাহা ভাগবতে বিবৃত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে ঈর্ষা-হিংসা-মাৎসর্য্যাদি প্রশমিত হইয়া থাকে।
- সেবকগণের যাহা কিছু পাওনা, সবই গুরুসেবার উপকরণ—তাহা ব্যক্তিগত ভাবিলে গুরু-বৈষ্ণব-ভোগী হইয়া কৃকলাস-জন্ম লাভ হয়।
- পরসমালোচনা না করিয়া আত্মশোধনের চেষ্টাই মঙ্গলজনক।

পত্র—৪৮

বিষয়—❀ গুরুপাদপদ্মের স্বাভাবিক নির্লিপ্ত স্বভাব; ❀ যে-কোন অবস্থায় ধৈর্য্যধারণই মঙ্গলজনক; ❀ সংসারে থাকিয়াই আত্মকল্যাণের চিন্তা ও চেষ্টা করণীয়; ❀ গ্রন্থ-ভাগবত-সঙ্গে মনোবল লাভ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

85/1 Bechu Chatterjee St.
Calcutta-9
6/8/1985

সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বিকেয়ম্

মা-----! * * * আমার সময় খুব কম, বর্ত্তমানে গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে একদম সময় পাইতেছি না। মঠে থাকিলে লোকজন বিরক্ত করে, তাই নির্জ্জনে একখানি পৃথক্ বাড়ীতে থাকিয়া গ্রন্থ ছাপাছাপির কাজ দেখাশুনা করিতেছি। অন্য কোন ব্যক্তির এখানে যাতায়াত নাই।

সত্য কথা বলিতে কি, বর্ত্তমান পরিস্থিতি দেখিয়া আমার আর কোথাও যাইতে ইচ্ছা করে না। মানুষের চিত্ত অত্যন্ত কলুষিত, কেহ কাহারও ভাল দেখিতে

অভ্যস্ত নয়। ঈর্ষা, হিংসা, মাৎসর্য্য, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা মানুষের জনজীবনকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছে। বর্ত্তমানে মানুষের মধ্যে স্নেহ-মমতা-সৌজন্যের অভাব। আত্মম্ভরিতা ও বাহাদুরীই এখন সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। মানুষের মধ্যে ধৈর্য্য, সহনশীলতা, সরলতা না থাকিলে কিসের সাধন-ভজন? এ-সকল দেখিয়া আমি নিজে খুবই Reserved হইয়া গিয়াছি। নিজের ভালমানুষীটুকু লইয়াই চলিবার চেষ্টা করিতেছি। আমি অতিকষ্টে গুরু-বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদে মানুষ হইয়াছি। সুতরাং বিজাতীয়গণের সঙ্গে সময় নষ্ট করিতে চাহিনা। তাই নিরিবিলি জীবনযাপনই আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষা। **বহুব্যক্তির মধ্যে থাকিয়াও আমি নিঃসঙ্গ জীবনযাপনে অভ্যস্ত।**

গুরুপাদপদ্মের স্বাভাবিক নির্লিপ্ত স্বভাব

তুমি দেড় বৎসর যাবৎ হরিকথা শ্রবণের সুযোগ পাও নাই, তজ্জন্য তোমার দুঃখ বুঝিলাম। সংসারের চরম অশান্তিতেও যখন তুমি অভিভূত হও নাই, তখন মনে করি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ তোমাকে বিশেষ কৃপা করিয়াছেন। সর্ব্বদা যে কোন অবস্থায় ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলেই মঙ্গল। তাহাতেই আত্মতুষ্টি, তাহাতেই মানসিক শান্তি। এই অবস্থাকে ঠিক দুর্দ্দিন বলা যায় না। যে দুঃখ-কষ্টে ভগবৎ-ভাগবত-কথার স্মৃতির উদয় হয়, তাহাই কুন্তীদেবীর বিচারে সুদিন ও সুযোগ-সৌভাগ্য বলিয়াই সাধু-শাস্ত্র জানাইয়াছেন।

যে-কোন অবস্থায় ধৈর্য্যধারণই মঙ্গলজনক

সংসারী জীবের সংসার ছাড়া গত্যন্তর নাই। তুমি অনন্ত বিশ্বের সংসার ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? যেখানেই যাইবে, তোমার-আমার সংসার পিছনে পিছনে চলিতে থাকিবে। সংসার—সমুদ্র, ইহার জল শুকাইলে পাড়ি দিবে, এ বিচার ভুল। ইহার মধ্যে থাকিয়াই আত্মকল্যাণ চিন্তা করিতে হইবে। সেবানুকূল পরিবেশ আমাদিগকেই চেষ্টা করিয়া লইতে হইবে। তোমার ও তোমাদের জন্য একটু চিন্তা কেন, প্রচুর চিন্তা ও দায়িত্ব আছে ও থাকিবে। তোমার দিদি বুঝিয়া সুঝিয়া চলিতে শিখিয়াছে, সুতরাং তাহার জন্য ততটা চিন্তার প্রয়োজন নাই। হয়ত পরোক্ষভাবে সে আমাকে চিন্তার হাত হইতে কথঞ্চিৎ relief দিয়াছে। কিন্তু নাছোড়বান্দা তোমাকে লইয়া আমি বিপদে পড়িয়াছি। **"সংসার নির্ব্বাহ করি, যাব আমি বৃন্দাবন। ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন, এ আশার নাহি প্রয়োজন।" "গৃহে থাক বনে থাক, ইথে তর্ক অকারণ"**—ইহাই বর্ত্তমানে আমাদের গ্রাহ্য নীতি। লোকালয় ছড়িয়া বনে-জঙ্গলে গেলে তথায়ও সাপ, বিছা, মশক, পোকামাকড়, হিংস্র রক্তপায়ী জন্তু-জানোয়ার অবশ্যই প্রতিবেশীরূপে থাকিবে। সুতরাং সকল বিষয়ে চিন্তাপূর্ব্বক চিত্তে ধৈর্য্য অবলম্বন করাই শ্রেষ্ঠ বিচার, তাহাতেই শান্তিলাভ সম্ভব।

সংসারে থাকিয়াই আত্মকল্যাণের চিন্তা ও চেষ্টা করণীয়

তুমি শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, মনঃশিক্ষা, উপদেশামৃত প্রত্যহ ভালরূপে আলোচনা-অনুশীলন করিলে মনে বল পাইবে। জাগতিক ভাল-মন্দ তখন তোমাকে উদ্বেগ *গ্রন্থ-ভাগবত-সঙ্গে* দিতে পারিবে না। সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের দর্শনলাভ ভাগ্যের দরকার, *মনোবল লাভ* ইহা সত্য কথা। কিন্তু "তোমার গুরু-বৈষ্ণবের" দর্শন সুদুর্ল্লভ হইলেও সুলভ জানিবে। তোমরা কুশলে থাকিলেই মঙ্গল। অধিক কি, ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- বহুব্যক্তির মধ্যে থাকিয়াও আমি নিঃসঙ্গ জীবনযাপনে অভ্যস্ত।
- সংসার—সমুদ্র, ইহার জল শুকাইলে পাড়ি দিবে, এ বিচার ভুল। ইহার মধ্যে থাকিয়াই আত্মকল্যাণ চিন্তা করিতে হইবে।
- তোমার ও তোমাদের জন্য একটু চিন্তা কেন, প্রচুর চিন্তা ও দায়িত্ব আছে ও থাকিবে।
- সর্ব্বদা যে কোন অবস্থায় ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলেই মঙ্গল। তাহাতেই আত্মতুষ্টি, তাহাতেই মানসিক শান্তি।

পত্র—৪৯

বিষয়—❀ গুরুপাদপদ্মের স্নেহশাসন; ❀ গুরুপাদপদ্মই অভিভাবক ও পালক-পোষক; ❀ প্রচার ও ভজন একই তাৎপর্য্যপর; ❀ সেবকের যোগ্যতা কার্য্যে লাগানোই বুদ্ধিমত্তা; ❀ নৈতিকচরিত্রই সেবকের গৌরবের বিষয়; ❀ মঠরক্ষকের যোগ্যতা; ❀ সেবাবিমুখ ব্যক্তিই বৃথা সমালোচক; ❀ আমাদের বিশেষ পরিচয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ
২৮, হালদার বাগান লেন
কলিকাতা-৪
৬/৮/১৯৮৫

স্নেহাস্পদেষু—

* * * মহারাজ! তোমার ১২ পৃষ্ঠাব্যাপী পত্র পাইয়া (২৭/৭/৮৫) সকল বিষয় অবগত হইলাম। তুমি অল্পখরচে পত্র লিখিতে পার না, তাহার প্রমাণ যথেষ্ট।

গুরুপাদপদ্মের স্নেহশাসন

কাগজের খরচটা একটু কম করিতে পারিলে মন্দ হয় না। ১২পৃষ্ঠায় তুমি যাহা জানাইয়াছ। ইহা আমি ২ পৃষ্ঠায় লিখিতে পারি। * * *

আমি যদি তোমাদের শ্রীগুরুদেব ও তোমরা যদি আমার শিষ্য বা অনুকম্পিত, তবে আমি বা তোমরা মানসিক কষ্ট ভোগ করি কেন? আমি যদি তোমাদিগকে আমার গুরুবৈষ্ণবের সেবক বা বৈভব বলিয়া ভাবিতে পারি, তাহা হইলে কাহারও কোনরূপ Obligation বা দাবী-দাওয়ার কারণ থাকে না। বৈষ্ণবতার দিক্ হইতেও বিচার করিলে ইহা খুবই সমীচিন।

গুরুপাদপদ্মই অভিভাবক ও পালক-পোষক

জাগতিক সম্বন্ধজ্ঞানেই মানুষ যখন কাহারও নিকট হইতে দৈহিক-মানসিক-আর্থিক সাহায্য, সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করে, তখন পারমার্থিক-ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে এইরূপ সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়। **সুদুর্ল্লভা প্রেমভক্তির প্রয়াসে সমগ্র সাধক ও সিদ্ধগণ যাঁহার নিকট চিরঋণী, সেই কৃতজ্ঞ, সমর্থ ও বদান্য এবং ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্‌ও তাঁহার একান্ত সেবক- সেবিকাগণের নিকট চিরঋণী হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।**

"বাহিরে একটানা প্রচারে ঘুরিলে ভজনের কিছুটা ক্ষতি হয়" বলিয়া যাহা লিখিয়াছ, ইহা সঠিক মানিয়া লইতে পারা যায় না। প্রচার ও ভজন—একতাৎপর্য্যপর হইলে কোন ক্ষতিরই কথা নাই। সেবা ও শ্রীনামগ্রহণও একতাৎপর্য্যপর ও যুগপৎ অনুষ্ঠেয়। সেবা বাদ দিয়া শ্রীনাম নহে, আবার শ্রীনাম বাদ দিয়াও সেবা নহে।

প্রচার ও ভজন একই তাৎপর্য্যপর

পঞ্চাঙ্গ-ভক্তিযাজনে—সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, ধামবাস, শ্রীমূর্ত্তির সেবা অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে নির্ণীত হইয়াছে। সেবাপর শ্রীনাম ও শ্রীনামপর সেবার কথা শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ-কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। শ্রীনামগ্রহণ ও সেবা—অধিকারি-ভেদে বিধি-রাগানুগরূপে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য স্থাপন করে। নিম্নাধিকারী উত্তমাধিকারের অপ্রাকৃত ভাবসেবা কখনই অনুভব বা উপলব্ধি করিতে পারে না। কৃষ্ণমন্ত্র-জপে জড় সংসার-দশার মোচন হয় এবং শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণনাম-গ্রহণে সাক্ষাৎসেবা প্রাপ্তি হয়, ইহা শাস্ত্র-সিদ্ধান্তসম্মত ও মহাজনানুমোদিত পরমসত্য।

ভগবদিচ্ছায় collection খারাপ হইবে না মনে করি। তথাপি তোমাদের নিষ্ঠা ও বিশেষ প্রচেষ্টায় মোটামুটী ভালই হইবে। বৃদ্ধবৈষ্ণব বজ্রনাভপ্রভুর দায়িত্ব ও সেবানিষ্ঠা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই বৃদ্ধবয়সেও তাঁহার সেবোন্মাদ আমাদের সকলকেই স্তম্ভিত ও মুগ্ধ করে।

সেবকের যোগ্যতা কার্য্যে লাগানোই বুদ্ধিমত্তা

তোমার নিজের উৎসাহ ও ধৈর্য্য আছে, তথাপি আমি তোমাকে অধিক-ধৈর্য্য-উৎসাহগ্রহণের পরামর্শ দিতেছি। সকলপ্রকার অধিকারী ও

যোগ্যতার লোক লইয়াই আমাদের শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার কাজ চালাইয়া লইতে হইবে। যাহার যতটুকু যোগ্যতা আছে, বুদ্ধিমত্তার সহিত তাহাই কাজে লাগাইয়া দিতে হইবে। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম বলিতেন,—"নিজে কষ্টকর পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক সেবাকার্য্য সমাধান অপেক্ষা বুদ্ধিমত্তার সহিত অপরের যোগ্যতা কাজে লাগাইয়া সেবার প্রচেষ্টা—অধিকতর বৈশিষ্ট্যময় ও প্রশংসার্হ।" কৌশলপূর্ব্বক অন্য সেবকগণকে সেবায় নিযুক্ত করায় সেবাসৌষ্ঠব অধিক প্রমাণিত হয়। এসকল বিচারপূর্ব্বক প্রচারপার্টী Lead করিতে হয়।

নৈতিকচরিত্রই সেবকের গৌরবের বিষয়

দুর্ব্বলচিত্ত ও ক্রোধী ব্যক্তিগণের আচরণ ও অবিমৃশ্যকারিতা অনেক সময়ে মঠ-মিশনের উন্নতির পরিবর্ত্তে ক্ষতিরই কারণ হয়। ঐসকল কারণে বিশেষ সতর্কদৃষ্টির প্রয়োজন। সেবকের সর্ব্বপ্রকার দোষ-ত্রুটী মানিয়া লওয়া যায়, কিন্তু নৈতিক-চরিত্রই তাহাকে গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করে। **"সাধুর অল্পছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়।"** গৃহস্থ, বিষয়ী লোকেদের সহিত আমরা মঠ-মিশনের স্বার্থ ও উন্নতিকল্পে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই মিশিব, আমরা তাঁহাদের 'কেনা গোলাম' হইয়া যাইব না। মঠরক্ষকের কিছু বিশেষ সদ্‌গুণ থাকা প্রয়োজন। He must be accomodating and obliging. অস্থিরচিত্ত, দুর্ম্মুখ, সমালোচনাপ্রিয়, কর্ক্কশভাষী, ধৈর্য্যহীন ব্যক্তি কখনই ৫জনকে লইয়া চলিতে পারে না।"A bad workman quarrels with his fellowmen"—ইহাই দুরবস্থা।

মঠরক্ষকের যোগ্যতা

মঠ-মিশনের সেবার জন্য তুমি গুরু-বৈষ্ণবের নির্দ্দেশে প্রচারে আছ জানিবে। ইহাতে বৃথা সমালোচনার কোন স্থান নাই। এজন্য তুমি মন খারাপ করিবে না। যাহারা গুরু-বৈষ্ণব-সেবা হইতে বঞ্চিত, তাহারাই বৃথা সমালোচক। তাহাদের কোনদিন কল্যাণ হইতে পারে না।

সেবাবিমুখ ব্যক্তিই বৃথা সমালোচক

বদ্ধ-মুক্ত উভয় জীবেরই প্রতিষ্ঠাশা আছে ও থাকিবে। যদি কেহ বলেন, তাহার কোনরূপ প্রতিষ্ঠাশা নাই, তবে তিনি "ন দেবায় ন ধর্ম্মায়"। আমরা ভোগ-ত্যাগী ও ত্যাগত্যাগী—কোনটাই নহি। আমরা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের বিঘশাসী ভৃত্য; ইহাই আমাদের বিশেষ পরিচয়।

আমাদের বিশেষ পরিচয়

তোমরা আমার স্নেহাশীস্ জানিবে। * * * প্রভুকে আমার দণ্ডবৎ প্রণাম জানাইবে। সাক্ষাতে সকল বলিব ও শুনিব। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

জাগতিক সম্বন্ধজ্ঞানেই মানুষ যখন কাহারও নিকট হইতে দৈহিক-মানসিক-আর্থিক সাহায্য, সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করে, তখন পারমার্থিক-ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে এইরূপ সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়।

সেবা বাদ দিয়া শ্রীনাম নহে, আবার শ্রীনাম বাদ দিয়াও সেবা নহে।

সেবাপর শ্রীনাম ও শ্রীনামপর সেবার কথা শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ-কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীনামগ্রহণ ও সেবা—অধিকারি-ভেদে বিধি-রাগানুগরূপে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য স্থাপন করে।

যাহার যতটুকু যোগ্যতা আছে, বুদ্ধিমত্তার সহিত তাহাই কাজে লাগাইয়া দিতে হইবে।

নিজে কষ্টকর পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক সেবাকার্য্য সমাধান অপেক্ষা বুদ্ধিমত্তার সহিত অপরের যোগত্য কাজে লাগাইয়া সেবার প্রচেষ্টা—অধিকতর বৈশিষ্ট্যময় ও প্রশংসার্হ।

সেবকের সর্ব্বপ্রকার দোষ-ত্রুটী মানিয়া লওয়া যায়, কিন্তু নৈতিক-চরিত্রই তাহাকে গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করে।

গৃহস্থ, বিষয়ী লোকেদের সহিত আমরা মঠ-মিশনের স্বার্থ ও উন্নতিকল্পে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই মিশিব, আমরা তাঁহাদের 'কেনা গোলাম' হইয়া যাইব না।

মঠরক্ষকের কিছু বিশেষ সদ্‌গুণ থাকা প্রয়োজন। He must beaccomodating and obliging.

যাহারা গুরু-বৈষ্ণব-সেবা হইতে বঞ্চিত, তাহারাই বৃথা সমালোচক। তাহাদের কোনদিন কল্যাণ হইতে পারে না।

আমরা ভোগ-ত্যাগী ও ত্যাগত্যাগী—কোনটাই নহি। আমরা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের বিঘশাসী ভৃত্য; ইহাই আমাদের বিশেষ পরিচয়।

পত্র [illegible]

বিষয়— ❀মাতা-প্রতি শিশুর ন্যায় শ্রীগুরু-প্রতি সাধকের নির্ভরতা; ❀সদ্‌গুরু দুর্ল্লভ, সৎশিষ্য সুদুর্ল্লভ; ❀গুরু জীব নহেন; ❀শ্রীগুরু প্রত্যক্ষ ভগবান্; ❀ভগবৎপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব; ❀শ্রীগুরু ও সেবক নিত্য; ❀শ্রীগুরু সর্ব্বতীর্থের আশ্রয়; ❀শ্রীগুরুই জীবের সর্ব্বস্ব; ❀গুরুকৃষ্ণ-কৃপায় সর্ব্ব অনর্থ জয়; ❀শুদ্ধভক্ত ভগবৎ নাম-কাম-ধামের ঐকান্তিক উপাসক; ❀ধৈর্য্যসহ ভগবৎসেবায় সর্ব্ব অমঙ্গল নাশ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ
২৮, হালদার বাগান লেন
কলিকাতা-৪
৭/৮/১৯৮৫

স্নেহাস্পদাসু—

মা-----! তোমার ২খানি পত্র পাইয়াছি। তোমার শেষ পত্রখানি ১৭/৬/৮৫ তাং এ পৌঁছিয়াছিল। আশা করি তোমরা শারীরিক ও ভজনকুশলে আছ। রাগ ও মান-অভিমান ছাড়িয়া একান্তমনে আত্মকল্যাণ-চিন্তায় তৎপর হইলে মানসিক শান্তি পাইবে। * * *

মাতা-প্রতি শিশুর ন্যায় শ্রীগুরু-প্রতি সাধকের নির্ভরতা

শ্রীগুরুপাদপদ্মই শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীকে চিনাইতে ও জানাইতে পারেন। তাঁহার অহৈতুকী করুণায় জীবের স্বরূপের পরিচয় লাভ হয়—সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়। অজ্ঞশিশু যেরূপ মাতা ছাড়া আর কাহাকেও চিনে না, জানে না, তদ্রূপ গুরু-পদাশ্রিত সেবক-সেবিকাও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার একান্ত কৃপার উপর নির্ভরশীল। দশমূল-শিক্ষা ও নির্যাস পান করিলে পার্থিব জগতের প্রাকৃত কামনা-বাসনা বিদূরিত হইয়া ভগবদ্ভক্তি ও প্রেম-প্রীতির অধিকার লাভ করা যায়। বিশেষ সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণই ঐরূপ সুযোগ- সুবিধালাভে ধন্যাতিধন্য হন। তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তাই দশমূল-নির্যাস-পানের সুযোগ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছ। তোমরা দিন দিন সাধন-ভজনে অগ্রসর হও। ইহাই আমার বিশেষ আশীর্ব্বাদ জানিবে।

সদ্‌গুরু দুর্ল্লভ, সৎশিষ্য সুদুর্ল্লভ

হরিকথা শ্রবণের লোক খুবই কম। দুই চারিজন শ্রোতা মিলিলেও বহু ব্যক্তিই ভক্তির কথা বুঝিতে পারেন না। মহাভাগ্যবান্ ব্যক্তিই ভক্তিপথ আশ্রয় করিয়া ধন্য হন। ভগবৎকথা-কীর্ত্তনকারী শিক্ষক অত্যন্ত দুর্ল্লভ। ভগবৎ-কৃপায় সদ্‌গুরু লাভ হইলেও নিষ্কপট অনুগত সৎশিষ্য আরও দুর্ল্লভ।

গুরু জীব নহেন, গুরু শ্রীভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ। তিনি ভগবৎপ্রেষ্ঠ। শ্রীহরি গুরুরূপেই জীবকে আশ্রয় দান করেন, কৃপা করেন, উদ্ধার করেন। ভগবৎকৃপা-প্রাপ্ত ভাগ্যবান্ সজ্জনগণই সদ্‌গুরু-লাভে ধন্য ও কৃতার্থ হন।

গুরু জীব নহেন

শ্রীগুরুদেব স্বয়ং ভগবান্। প্রত্যক্ষ ভগবান্ শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি হইলে হরিকথা শ্রবণ, স্মরণ, মন্ত্রজপ, শাস্ত্রালোচনা, নামকীর্ত্তন সবই ব্যর্থ হয়। মন্ত্র, গুরু, হরি, একই বস্তু। মন্ত্র সাক্ষাৎ গুরু এবং গুরু সাক্ষাৎ হরি; এজন্য গুরু যাঁহার প্রতি প্রসন্ন, ভগবান্ তাঁহার প্রতি স্বতঃই প্রসন্ন।

শ্রীগুরু প্রত্যক্ষ ভগবান্

শ্রীগুরু ভগবান্ হইলেও ভগবৎপ্রিয়তম। শ্রীকৃষ্ণ—ভোক্তা-ভগবান্, আর শ্রীগুরুদেব—সেবক ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণ—বিষয়-বিগ্রহ, শ্রীগুরুদেব—আশ্রয়বিগ্রহ, শ্রীকৃষ্ণ—সর্ব্বশক্তিমান্, শ্রীগুরু—পূর্ণশক্তি। শ্রীগুরু—ভগবৎপ্রেষ্ঠ ও বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। শিষ্যমাত্রই শ্রীগুরুদেবকে ভগবদ্‌বুদ্ধি ও প্রিয়বুদ্ধি করিবেন, ইহাই মঙ্গলের আকর। যিনি তাঁহাকে প্রীতির সহিত কায়-মনো-বাক্যে সেবা করেন, তিনিই প্রকৃত সেবক, প্রকৃত বৈষ্ণব ও শাস্ত্রজ্ঞ।

ভগবৎপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব

শ্রীগুরুদেব ভগবৎশিক্ষা দান করেন। তিনি নিত্য, তাঁহার সেবকও নিত্য এবং তাঁহার সেবাও নিত্য। শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমাদের সকল আশা-ভরসাস্থল। তাঁহার আশ্রয় লইলে আমরা নির্ভয়, নিশ্চিন্ত ও পরমসুখী হইতে সক্ষম হই। তাঁহার নিকট প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ-প্রার্থী হইলে তিনি করুণাবশতঃ সর্ব্ববিধ মঙ্গলই দান করেন।

শ্রীগুরু ও সেবক নিত্য

শ্রীগুরুদেব প্রত্যক্ষ ঈশ্বর। গুরুরূপী শ্রীভগবান্—কি গৃহস্থ, কি সন্ন্যাসী, সকলেরই একমাত্র আশ্রয়ণীয়। সদ্‌গুরু সকল তীর্থেরও আশ্রয়স্বরূপ, তজ্জন্য তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলে সকল তীর্থ প্রদক্ষিণের ফল পাওয়া যায়।

শ্রীগুরু সর্ব্বতীর্থের আশ্রয়

ভগবদ্ভজনে গুরুকৃপাই মূল; ভগবৎকৃপার মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব শিষ্যের জীবন ও প্রাণাপেক্ষা প্রীতির পাত্র। শ্রীগুরুই এ-সংসারে সাধক-সাধিকার সর্ব্বস্ব, তিনি জীবের নিঃস্বার্থ বন্ধু। তিনি ভজনপিপাসু ব্যক্তির একমাত্র সাহস, বল ও ভরসা। শ্রীগুরুই রক্ষক, পালক, পোষক। গুরুদেবতাত্ম ভক্তই সাহসী, নির্ভীক, নিশ্চিন্ত, সুখী ও শান্ত। গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে তোমাকে আরও পরে লিখিব।

শ্রীগুরুই জীবের সর্ব্বস্ব

"তোমার সবকিছুই গুরুদেব ও ভগবানের" ইহা জানিয়াও তোমার কিছু সেবা করিবার ইচ্ছা খারাপ নয়। আমরা ভগবৎপ্রদত্ত বস্তুই তাঁহার সেবায় নিয়োগ করি ও উচ্ছিষ্টভোজী সেবক-সেবিকারূপেই তাঁহার অহৈতুকী করুণা প্রার্থনা করি।

আমাদের নিজস্ব কোনরূপ বাহাদুরী নাই জানিবে। শ্রীগুরুদেব ও শ্রীভগবানই জয়যুক্ত হউন, তবেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের শান্তি ও স্বস্তি। বদ্ধজীব শ্রীগুরু ও *গুরুকৃষ্ণ কৃপায়* ভগবৎকৃপায় যাবতীয় অনর্থকে জয় করিতে পারেন। ইহা ব্যতীত *সর্ব্ব অনর্থ জয়* অন্যাভিলাষাদি জয়ের অন্যপ্রকার উপযুক্ত মাধ্যম নাই। আমাদের যাবতীয় কামনা বাসনা ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইলেই তাহার সদ্ব্যবহার হইল।

সাধন-ভজনপরায়ণা সাধিকা জাগতিক মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণই পৃথক্। তাঁহাদের জীবন ভগবৎসেবায় উৎসর্গীকৃত। তাঁহারা শ্রীগৌরনাম, গৌরকাম ও গৌরধামেরই ঐকান্তিকভাবে আরাধনা করিয়া থাকেন। শ্রীরাধা-গোবিন্দ ব্যতীত তাঁহারা জগৎকে শূন্য বোধ করেন। যেখানে ভগবৎকথা কীর্ত্তিত হয় না, যেখানে ভাগবতাশ্রয়ী বৈষ্ণবগণের গমনাগমন নাই, যথায় শ্রীহরির মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত না হয়, তথায় একনিষ্ঠ ভক্ত বসবাস করিতে অনিচ্ছুক। অর্থাৎ তাঁহারা ভজনানুকূল পরিবেশ প্রার্থনা করেন এবং তাহাতেই প্রীতিলাভ করেন।

শুদ্ধভক্ত ভগবৎ নাম-কাম-ধামের ঐকান্তিক উপাসক

তোমরা নিশ্চিন্তে সাধন-ভজনে রত আছ—ইহা জানিতে পারিলে আমি খুব আনন্দিত হইব। ভক্তিপ্রতিকূল বিষয় বর্জ্জনপূর্ব্বক ভজনানুকূল অবস্থাগ্রহণের বিশেষ যত্ন লইবে। সাংসারিক বিপর্য্যয় ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিকে কোনদিনই বাধা দিতে পারে না। নিত্য নবনবায়মান সেবাবৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ হইতে পারিলে কোনরূপ অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। প্রচুর ধৈর্য্য, উৎসাহ, সহনশীলতা লইয়া সাধনপথে অগ্রসর হইবে। ইহাই আমার বিশেষ বক্তব্য। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ লইবে। আশা করি তোমাদের সকলেই কুশল। অধিক কি, ইতি—

ধৈর্য্যসহ ভগবৎসেবায় সর্ব্ব অমঙ্গল নাশ

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- অজ্ঞশিশু যেরূপ মাতা ছাড়া আর কাহাকেও চিনে না, জানে না, তদ্রূপ গুরু-পদাশ্রিত সেবক-সেবিকাও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার একান্ত কৃপার উপর নির্ভরশীল।
- ভগবৎকথা-কীর্ত্তনকারী শিক্ষক অত্যন্ত দুর্ল্লভ। ভগবৎ-কৃপায় সদ্‌গুরু লাভ হইলেও নিষ্কপট অনুগত সৎশিষ্য আরও দুর্ল্লভ।
- গুরু জীব নহেন, গুরু শ্রীভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ।
- প্রত্যক্ষ ভগবান্ শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি হইলে হরিকথা শ্রবণ, স্মরণ, মন্ত্রজপ, শাস্ত্রালোচনা, নামকীর্ত্তন সবই ব্যর্থ হয়।

- মন্ত্র, গুরু, হরি, একই বস্তু; মন্ত্র সাক্ষাৎ গুরু এবং গুরু সাক্ষাৎ হরি।
- শ্রীকৃষ্ণ—সর্ব্বশক্তিমান্, শ্রীগুরু—পূর্ণশক্তি।
- শিষ্যমাত্রই শ্রীগুরুদেবকে ভগবদ্‌বুদ্ধি ও প্রিয়বুদ্ধি করিবেন, ইহাই মঙ্গলের আকর।
- সদ্‌গুরু সকল তীর্থেরও আশ্রয়স্বরূপ, তজ্জন্য তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলে সকল তীর্থ প্রদক্ষিণের ফল পাওয়া যায়।
- ভগবদ্ভজনে গুরুকৃপাই মূল; ভগবৎকৃপার মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব শিষ্যের জীবন ও প্রাণাপেক্ষা প্রীতির পাত্র।
- শ্রীগুরুই রক্ষক, পালক, পোষক।
- গুরুদেবতাত্ম ভক্তই সাহসী, নির্ভীক, নিশ্চিন্ত, সুখী ও শান্ত।
- বদ্ধজীব শ্রীগুরু ও ভগবৎকৃপায় যাবতীয় অনর্থকে জয় করিতে পারেন। ইহা ব্যতীত অন্যাভিলাষাদি জয়ের অন্যপ্রকার উপযুক্ত মাধ্যম নাই।
- নিত্য নবনবায়মান সেবাবৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ হইতে পারিলে কোনরূপ অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।
- প্রচুর ধৈর্য্য, উৎসাহ, সহনশীলতা লইয়া সাধনপথে অগ্রসর হইবে। ইহাই আমার বিশেষ বক্তব্য।

বিষয়—❀ গুরুবৈষ্ণব-সহিত সংযোগ রাখিয়া সেবাই গুরুসেবা; ❀ পদকর্ত্তার আনুগত্যে কীর্ত্তনে 'আত্মদৈন্য' শিক্ষা; ❀ মহাজন-পদাবলীতে প্রাচীন পাঠ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ
২৮, হালদার বাগান লেন
কলিকাতা-৪
২৩।১২।১৯৮৫

স্নেহাস্পদেষু—

----! তোমার ৬/১২/৮৫ তাং এর বাহক মাঃ পত্র ও পরে ১৮/১২/৮৫ তাং এর ডাকে পত্র ২খানি পাইয়াছি। * * *

"গুরুসেবাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, অথচ আমি তাহা হইতে সর্ব্বদাই বঞ্চিত"—ইহাই যদি তোমার মূল বক্তব্য বিষয়, তবে আমার কিছুই বলিবার নাই।

আমরা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা ও তাঁহাদের প্রীতি-কামনায়ই মঠ-মন্দিরে বাস করি। সেই সদুদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা নিযুক্ত। যে কোন স্থানে থাকিয়াই ঐ মহদুদ্দেশ্য সাধন সম্ভবপর। যাঁহারা গুরুবৈষ্ণবের সহিত Link রাখিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদের সেবা বাস্তব—Practical, আর যাহারা আশ্রয়হীন, তাহাদের বৃথাই জীবনধারণ। **"আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।"**—এই মহাজন-বাণীই আমাদের বিশেষভাবে সেবায় উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে। ধৈর্য্য ও উৎসাহই সেবামোদ বৃদ্ধি করে। সুতরাং সাময়িক-ভাবে অধৈর্য্য ও নিরুৎসাহ বাস্তব সেবাধর্ম্মীকে কখনই ম্লান করিতে সমর্থ হয় না। তোমরা বুদ্ধিমান্, এ-সকল বিষয় বুঝিয়া সর্ব্বদা সেবাধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ হইবে, ইহাই তোমাদের নিকট আশা করি।

গুরুবৈষ্ণব-সহিত সংযোগ রাখিয়া সেবাই গুরুসেবা

তোমার প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতেছি ঃ—

(১) পদকর্ত্তার লাইনটী প্রথমে গাহিয়া ২য় বার "শ্রীকেশবের দাস করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন" গান করাই রীতি ও শিষ্টাচার। বৈষ্ণব-মহাজনের আনুগত্যেই কীর্ত্তন করা হইয়া থাকে। পদকর্ত্তা নিজে "প্রভু শ্রীকেশব" ব্যবহার করিতে পারেন না। **বৈষ্ণবানুগত্যই বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল। তজ্জন্য প্রথমে পদকর্ত্তার লাইন, পরে তাঁহার প্রতি দাস্যভাব প্রদর্শন করিয়া গাহিতে হয়।** গ্রন্থলেখক ও পদকর্ত্তা দৈন্য করিয়া বহুস্থানে পদ রচনা করিয়াছেন, আমরা কি তাহা আলোচনা করিব না? তাহা আলোচনা করিয়া তাহার তাৎপর্য্য সকলকে জানাইতে হইবে। 'শ্রীকেশব প্রভু' দৈন্য করিয়া 'অভাগা কেশব' লিখিয়াছেন। উহাই আমাদের শিক্ষার বিষয়।

পদকর্ত্তার আনুগত্যে কীর্ত্তনে 'আত্মদৈন্য' শিক্ষা

(২) "সর্ব্বস্ব তোমার" কীর্ত্তনে **"ভকতিবিনোদ, তোমারে পালক বলিয়া বরণ করে"**—ইহাই প্রাচীন শুদ্ধপাঠ। যদি বর্ত্তমান সংস্করণে ছাপা হইয়াছে—"ভকতিবিনোদ, তোমার পালক, বলিয়া জানহ মোরে"—ইহা সর্ব্বৈব ভুল ও নিরর্থক।

(৩) "শ্রীগুরুচরণ-পদ্ম" কীর্ত্তনে **"হা হা প্রভো কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া, এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন"**—ইহাই প্রাচীন পদ। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের এই কীর্ত্তন অনেক দীর্ঘ; তজ্জন্য তাঁহার কৃত অন্য কীর্ত্তনের শেষপদ সংযুক্ত করিয়া বর্ত্তমানে এইরূপ কীর্ত্তন করা হয়—"নরোত্তম লইল শরণ" বা "তুয়া পদে লইনু শরণ।" এস্থলে "নরোত্তম" শব্দ ব্যবহার করাই সমীচিন, কারণ পদকর্ত্তার উল্লেখ রহিল। "নরোত্তম লইল শরণ" প্রথমে বলিয়া "তুয়া পদে লইনু শরণ" গান করাই সঙ্গত।

মহাজন-পদাবলীতে প্রাচীন পাঠ

(৪) **"শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-শ্রীঅদ্বৈত—গোপ্তা"**—ইঁহারা ৩ জনই বিষয়বিগ্রহ

বা ভোক্তা ভগবান; সুতরাং পালন-পোষণ কর্ত্তা। পূর্ব্বে পদাবলীতে ঐরূপই ছিল, পরে 'সীতা'-শব্দ ভুলক্রমে ছাপা হইতেছে। বিষয়বিগ্রহগণের বর্ণনার মধ্যে হঠাৎ একজনের শক্তির উল্লেখ অসামঞ্জস্যপূর্ণ; আবার সীতা—৩ জনেরই শক্তি হইতে পারেন না। এসকল বিচার করিয়া গৌড়ীয় শুদ্ধবৈষ্ণবগণ 'সীতার' পরিবর্ত্তে 'গোপ্তা'-শব্দ ব্যবহার করেন। আমার স্নেহাশীস্ জানিবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা—যে কোন স্থানে থাকিয়াই ঐ মহদুদ্দেশ্য সাধন সম্ভবপর।
- যাঁহারা গুরুবৈষ্ণবের সহিত Link রাখিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদের সেবা বাস্তব—Practical, আর যাহারা আশ্রয়হীন, তাহাদের বৃথাই জীবনধারণ।
- বৈষ্ণব-মহাজনের আনুগত্যেই কীর্ত্তন করা হইয়া থাকে। বৈষ্ণবানুগত্যই বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল। তজ্জন্য প্রথমে পদকর্ত্তার লাইন, পরে তাঁহার প্রতি দাস্যভাব প্রদর্শন করিয়া গাহিতে হয়।
- গ্রন্থলেখক ও পদকর্ত্তা দৈন্য করিয়া বহুস্থানে পদ রচনা করিয়াছেন, আমরা কি তাহা আলোচনা করিব না? তাহা আলোচনা করিয়া তাহার তাৎপর্য্য সকলকে জানাইতে হইবে।
- "সর্ব্বস্ব তোমার" কীর্ত্তনে "ভকতিবিনোদ, তোমারে পালক বলিয়া বরণ করে"—ইহাই প্রাচীন শুদ্ধপাঠ।
- "শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-শ্রীঅদ্বৈত—গোপ্তা"—পূর্ব্বে পদাবলীতে ঐরূপই ছিল, পরে 'সীতা'-শব্দ ভুলক্রমে ছাপা হইতেছে।

পত্র—৫২

বিষয়—❀ অপ্রাকৃত তত্ত্ব আহ্বান-বিসর্জ্জনের ঊর্দ্ধে; ❀ নিয়মসেবার মাসে 'সেবা সে নিয়ম'; ❀ নির্ম্মৎসর হইলেই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রাহ্য; ❀ শ্রীকৃষ্ণভজনই ভাগবতের প্রতিপাদ্য; ❀ শ্রীগুরুই অভিভাবক, রক্ষক ও পালক; ❀ পারমার্থিকতাই মুখ্য, লৌকিকতা—গৌণ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ
২৮, হালদার বাগান লেন
কলিকাতা-৪
২৩/১০/১৯৮৬

স্নেহাস্পদাসু—

মা-----! * * * তোমরা শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের বিশেষ কৃপা প্রাপ্ত; আমি আশা করি, তোমরা কোনদিনই তাঁহাদের অপ্রাকৃত স্নেহবঞ্চিত হইবে না। দূরে থাকিয়াও কোনসময়ে গুরুবৈষ্ণব-সেবা করিতে হয়, তাহাতে অপরাধ বা দুর্ভাগ্যের কি আছে? আমি সময় পাইলে একবার যাইব। আমি তোমাদের আহ্বান ব্যতীত স্বেচ্ছায় তোমাদের নিকট গেলে তখন আবেদন-নিবেদন-প্রার্থনার কোন ক্ষেত্র থাকিবে না। **আমি তোমাদের আহ্বান-বিসর্জ্জনের ঊর্দ্ধে আছি, জানিবে।** স্নেহার্থীর প্রতি গুরুবৈষ্ণবগণের অপ্রাকৃত স্নেহধারা সর্ব্বদাই বর্ষিত হইয়া থাকে। অপার্থিব স্নেহ-মমতার উহাই রীতি এবং জগতের অধিকাংশ ব্যক্তিই ইহার কাঙ্গাল।

অপ্রাকৃত তত্ত্ব আহ্বান-বিসর্জ্জনের ঊর্দ্ধে

তোমরা মা ----র সহিত ঊর্জ্জব্রত পালন করিতেছ জানিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। নিয়মসেবার মাসে নিয়মিতভাবে "**সেবা সে নিয়ম**" জানিয়াই বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতে হয়। প্রত্যহ পূজার্চ্চন, আরতিদর্শন, পাঠকীর্ত্তন, গ্রন্থাদি-আলোচনা, দামোদরাষ্টক-আবৃত্তি ও স্তব-স্তোত্রাদি পাঠ অবশ্য কর্ত্তব্য। নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। **ভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তন—ভক্তির প্রধান সাধন। ভগবান্ ও তদনুগত ভক্তকেই 'ভাগবত' বলে।** শব্দব্রহ্মই গ্রন্থাকারে শ্রীমদ্ভাগবত, তাঁহার উপাসনাই ভাগবত-কীর্ত্তন। শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলাকথার শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদিই বাস্তব উপাসনা।

নিয়মসেবার মাসে 'সেবা সে নিয়ম'

নির্ম্মৎসর সাধুগণের অনুশীলনের বস্তু—এই শ্রীমদ্ভাগবত। ইহাতে পরমধর্ম্মের কথা আলোচিত হইয়াছে। "**পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম নামে চলে। ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে।।**" বাস্তব-বস্তুকে জানা—পরমধর্ম্ম, তাহার বিরোধী ভাবই কৈতব বা কপটতা। সরল আন্তরদর্শন-দ্বারাই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। কাম-ক্রোধাদি রিপু-ষট্‌কের পরিণতিই মৎসরতা বা পরশ্রীকাতরতা। সাধনভজন-ক্ষেত্রে ইহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর হইলেই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রাহ্য

শ্রীচৈতন্যদেব ও তৎপার্ষদ আচার্য্যগণ প্রাকৃত ভোগ ও ত্যাগের অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কুকর্ম্মী ও কুজ্ঞানীগণ—অভক্ত। ভাগবত পঠন-পাঠনে তাহাদের

রুচি নাই। গুণজাত বস্তুতে যাহাদের আদর, তাহারা জড়বাদী বলিয়া পরিচিত। বাস্তব বস্তু কখনই তাহাদের জ্ঞাতব্য বিষয় হইতে পারে না। যাহারা চতুর্বর্গের চেষ্টা করেন, তাহারা পরশ্রীকাতর, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই সর্ব্বারাধ্য-তত্ত্ব। তাঁহার আরাধনায় জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি। ইহা জানিয়াই শ্রীমদ্ভাগবত-আলোচনা কর্ত্তব্য।

শ্রীকৃষ্ণভজনই ভাগবতের প্রতিপাদ্য

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কৃপায় তুমি জ্ঞানালোক পাইয়াছ। ইহা তোমার বিশেষ সৌভাগ্য। তুমি সবসময় চিন্তা-ভাবনা রাখিবে যে, তুমি আশ্রিত এবং নিরাশ্রয় নহ। তোমার রক্ষাকর্ত্তা Guardian সবসময় রক্ষা করিতেছেন এবং তুমি পরিচালিত হইতেছ—এই বিশ্বাস রাখিবে, তাহা হইলে মনে বল পাইবে।

শ্রীগুরুই অভিভাবক, রক্ষক ও পালক

সংসারে থাকিতে গেলে লৌকিকতা, ব্যবহারিকতা, রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, তবে পারমার্থিক দিক্‌টা অধিকভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এই পারমার্থিকতাকে রক্ষা করিয়াই আমাদের লৌকিক আচার-আচরণের নির্দ্দেশ। লৌকিকতার বিনিময়ে কখনই পরমার্থ জলাঞ্জলী দেওয়া যায় না। সে-বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। জাগতিক জড়বুদ্ধি সম্পন্ন আত্মীয়-স্বজনগণ যদি আমার আত্মকল্যাণ না চাহেন, তবে সেই সঙ্গ মনে মনে দূরে সরাইয়া দিতে হইবে। উহাই পারমার্থিকগণের আদরণীয় ও আদর্শ। অধিক কি? তুমি আমার স্নেহাশীস্ জানিবে। মাকে আমার শুভেচ্ছাদি জানাইবে। ইতি—

পারমার্থিকতাই মুখ্য, লৌকিকতা—গৌণ

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- আমি তোমাদের আহ্বান-বিসর্জ্জনের ঊর্দ্ধে আছি, জানিবে।
- শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলাকথার শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদিই বাস্তব উপাসনা।
- বাস্তব-বস্তুকে জানা—পরমধর্ম্ম, তাহার বিরোধী ভাবই কৈতব বা কপটতা।
- কাম-ক্রোধাদি রিপু-ষট্‌কের পরিণতিই মৎসরতা বা পরশ্রীকাতরতা। সাধনভজন-ক্ষেত্রে ইহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে।
- শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই সর্ব্বারাধ্য-তত্ত্ব। তাঁহার আরাধনায় জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি। ইহা জানিয়াই শ্রীমদ্ভাগবত-আলোচনা কর্ত্তব্য।
- সবসময় চিন্তা-ভাবনা রাখিবে যে, তুমি আশ্রিত এবং নিরাশ্রয় নহ।

- তোমার রক্ষাকর্ত্তা Gurdian সবসময় রক্ষা করিতেছেন এবং তুমি পরিচালিত হইতেছ—এই বিশ্বাস রাখিবে, তাহা হইলে মনে বল পাইবে।
- পারমার্থিকতাকে রক্ষা করিয়াই আমাদের লৌকিক আচার-আচরণের নির্দ্দেশ।
- লৌকিকতার বিনিময়ে কখনই পরমার্থ জলাঞ্জলী দেওয়া যায় না।
- জাগতিক জড়বুদ্ধি সম্পন্ন আত্মীয়-স্বজনগণ যদি আমার আত্মকল্যাণ না চাহেন,তবে সেই সঙ্গ মনে মনে দূরে সরাইয়া দিতে হইবে।

বিষয়—❀ গুরুপাদপদ্মের বদান্যতা; ❀ ভগবানের নিকট পার্থিব কিছু প্রার্থনা অনুচিত; ❀ গুরুবৈষ্ণবের নিঃস্বার্থপরতা; ❀ ভগবানের নিকট দৈন্যোক্তি অতীব প্রয়োজন; ❀ সাধনভজন-দ্বারাই শ্রীগুরু-ভগবানের মহিমা-অনুভূতি; ❀ অন্তর্যামী শ্রীগুরু-ভগবান্ সাধকের সকল প্রার্থনা জ্ঞাত হন; ❀ গুরুপাদপদ্মের 'অল্পগুণ বহু করি মানন'-স্বভাব; ❀ শ্রীগুরু-ভগবান্ ভক্তকে কখনও ফাঁকি দেন না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ,
২৮, হালদার বাগান লেন
কলকাতা-৭০০০০৪
২৫/১/১৯৮৭

স্নেহাস্পদাসু—

মা-----! তোমার স্নেহলিপি ১৭/১/৮৭ তারিখে কলিকাতা মঠে পৌঁছিয়াছে। আমি প্রচার হইতে ফিরিয়া তোমার পত্র আজ ২৫শে জানুয়ারী পাইলাম। পূর্ব্বে তোমার একখানি পত্র পাই, কিন্তু তাহার উত্তর দিতে পারি নাই বলিয়া ক্ষমা করিবে। আমার শরীর ভাল আছে। তোমার আন্ত্রিক রোগ হওয়ায় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলে, বর্ত্তমানে সুস্থ হইয়াছ জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। সময়মত পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই বলিয়া রাগ করিবে না।

গুরুপাদপদ্মের বদান্যতা

তোমার টাকা শোধ দিবার জন্য অত চিন্তা করিতে হইবে না। তুমি আমার কাছে ঋণী নও। তোমার সুকৃতির জন্যই শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন পাইয়াছ, এ বিষয়ে আমি নিমিত্ত মাত্র।

তোমার শ্রীগোপালকে তুমি নিষ্ঠার সহিত সেবাপূজা কর, তাই হৃদয়ে সবসময়ে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির দর্শন পাও। তিনিই তোমার জীবনস্বরূপ, তিনিই তোমার যথাসর্ব্বস্ব—ভক্তিদাতা, মুক্তিদাতা, প্রেমদাতা। পার্থিব জগতের কোন কিছুই সেই প্রেমময় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে নাই। তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি আশ্রিতকে বঞ্চিত না করিয়া শ্রীচরণে স্থান প্রদান করেন।

ভগবানের নিকট পার্থিব কিছু প্রার্থনা অনুচিত

তুমি সত্যই লিখিয়াছ—"এ জগতে কেহ কারো নয়, সব স্বার্থের দুনিয়া, স্বার্থের সম্বন্ধ।" শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ নিঃস্বার্থ। জীব-উদ্ধারের জন্য তাঁহাদের বহু ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, অবিশ্রান্তভাবে সেবা করিয়া যাইতে হয়। ঐরূপ সেবা না করিলে, শ্রীভগবান্ বশীভূত হন না।

গুরুবৈষ্ণবই নিঃস্বার্থ

ভগবদ্ভক্তগণ 'সেবা করিতে পারিলাম না', 'পাপীদেহ ধারণ করিয়া কেবল অনুতাপ-অনলে দগ্ধীভূত হইতেছি'; 'পূর্ব্বজন্মে কত পাপ করিয়াছিলাম, তাহারই কর্ম্মফল ভোগ করিতেছি'—এইরূপ হা হুতাশ করেন। এইরূপ দৈন্যোক্তি দেখিয়া প্রেমময় শ্রীভগবান্—অনাথের নাথ ও অগতির গতিস্বরূপে তাঁহার একান্ত আশ্রিতজনকে প্রেমভক্তি প্রদানপূর্ব্বক সাক্ষাদ্‌ভাবে তাঁহার শ্রীচরণসেবায় নিযুক্ত করেন।

ভগবানের নিকট দৈন্যোক্তি অতীব প্রয়োজন

সেবাবিহীন জীবন বৃথা, তজ্জন্য সমর্পিতাত্ম ভক্ত তাঁহার জীবনের সকল দায়িত্ব শ্রীগুরু-ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করেন। তিনি জানেন—শ্রীভগবান্ আমার এবং আমি শ্রীভগবানের। সদ্‌গুরুর মাধ্যমে প্রেমময় শ্রীভগবানের প্রকাশ; শ্রীভগবান্ জীবের বাঞ্ছিত সকল ইচ্ছাই পূরণ করিতে পারেন—তিনি কাঙ্গালের বন্ধু। যাঁহাদের শ্রীভগবানে প্রচুর ভক্তি-বিশ্বাস নাই অথচ সরলতা আছে, তাঁহাদের সাধন-ভজনে আর্ত্তি আসে; তাঁহারা শ্রীগুরু ও ভগবানের অহৈতুকী করুণালাভে সক্ষম হন। যাঁহারা গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেবাপূজার দ্বারা সাধন-ভজন করেন, তাঁহারা সাক্ষাদ্‌ভাবেই ইহাদের মহিমা-মাহাত্ম্য অনুভব ও উপলব্ধি করেন।

সাধনভজন-দ্বারাই শ্রীগুরু-ভগবানের মহিমা-অনুভূতি

ভক্তিমান্‌গণ নিজেদের 'পাষাণহৃদয়' বলিলেও তাঁহাদের উপর শ্রীগুরু-ভগবানের অসীম কৃপা। তাঁহাদের সেই অপার্থিব দয়া, স্নেহ-মমতার তুলনা নাই। তাঁহাদের অহৈতুকী করুণার কথা স্মরণ করিয়া ভক্তগণ নীরবে নিভৃতে আকুল ক্রন্দন করিয়া থাকেন। তাঁহারা অন্তর্যামী বলিয়াই সাধক-সাধিকার সকল দৈন্য ও প্রার্থনা তাঁহারা অবগত হন এবং সাক্ষাদ্‌ভাবে ও পরোক্ষে তাহা পূরণ করেন। অনুগত জনগণের প্রতি ভক্ত ও ভগবানের অসীম কৃপা; তাঁহাদের কৃপা-দৃষ্টিতেই সাধন-ভজনে সিদ্ধিলাভ ও শ্রীনামে নিষ্ঠাপ্রাপ্তি হয়।

অন্তর্যামী শ্রীগুরু-ভগবান্ সাধকের সকল প্রার্থনা জ্ঞাত হন

তোমার দুর্ভাগ্যের জন্য তুমি পত্রোত্তর পাও নাই বলিয়া লিখিয়াছ। যাহারা ভাগ্যবান্ তাঁহারা মাঝে মাঝে স্নেহপত্রী পায় বলিয়া দুঃখ করিয়াছ। হরিভজনেই সৌভাগ্য এবং ভজনহীনের দুর্ভাগ্য প্রমাণিত। তোমার দৈন্য-আর্ত্তি শ্রদ্ধা-ভক্তি সবই আছে, সুন্দর ভাষাজ্ঞান রহিয়াছে। তুমি এত সুন্দর মর্ম্মস্পর্শী পত্র লিখিতে পার, তাহা আমার জানা ছিল না। শ্রীভগবানই তোমার হৃদয়ে ঐরূপ স্নেহপূর্ণ ভাব ও ভাষা দিয়া তোমাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তিনি তোমার মূর্খত্ব ঘুচাইয়া তোমাকে বাচাল ও গরুড় করিয়াছেন।

গুরুপাদপদ্মের 'অল্পগুণ বহু করি মানন'-স্বভাব

তুমি ভক্তিশূন্যা নও, অপরাধী ও পাষণ্ডীও নও। যাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীনামগ্রহণ করেন, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা-তৎপর, শ্রীভগবান্ তাহাদিগকে হরিভজনের যাবতীয় অধিকার ও যোগ্যতা প্রদান করেন। তাঁহার কৃপার দ্বারাই আমরা তাঁহাকে জানিতে ও বুঝিতে পারি। তুমি গাছের ডালপালা ও পাতায় জল না দিয়া বৃক্ষমূলেই বারি সিঞ্চন করিতেছ। ইহাতে তোমার অভীষ্ট ফল লাভ হইবে। গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রতি যাঁহারা স্নেহপ্রীতিশীল, শ্রীভগবৎকরুণা তাঁহারা অবশ্যই পাইয়াছেন। শ্রীভগবান্ই তোমার প্রভু, সখা, পুত্র ও পতি। তাঁহাকে তোমার অভীষ্ট আরাধ্যরূপে সেবা করিবে। তোমার জাগতিক দুঃখকষ্ট থাকিবে না—সংসারের বিষয়ভোগ-সুখ ভুলিয়া গিয়া প্রেমময় সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে। শ্রীগুরু-ভগবান্ ভক্তকে কখনই বিস্মৃত হন না, কাহাকেও ফাঁকি দেন না। তুমি আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে, তোমার দাদা-বৌদিকে জানাইবে। ইতি—

শ্রীগুরু-ভগবান্ ভক্তকে কখনও ফাঁকি দেন না

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- পার্থিব জগতের কোন কিছুই সেই প্রেমময় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে নাই। তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি আশ্রিতকে বঞ্চিত না করিয়া শ্রীচরণে স্থান প্রদান করেন।
- শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ নিঃস্বার্থ। জীব-উদ্ধারের জন্য তাঁহাদের বহু ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়।
- যাঁহারা গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেবাপূজার দ্বারা সাধন-ভজন করেন, তাঁহারা সাক্ষাদ্‌ভাবেই ইহাদের মহিমা-মাহাত্ম্য অনুভব ও উপলব্ধি করেন।
- শ্রীগুরু-ভগবান্ ভক্তকে কখনই বিস্মৃত হন না, কাহাকেও ফাঁকি দেন না।

পত্র—৫৪

বিষয়— ❀ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-ক্ষেত্রে আবাহন আছে, বিসর্জ্জন নাই; ❀ বৃহৎ স্বার্থে ক্ষুদ্র মতান্তর পরিত্যজ্য; ❀ কোন বিষয়ে নালিশ নহে, দৃষ্টি-আকর্ষণ মাত্র; ❀ লুক্কায়িত প্রতিষ্ঠাশাতেও সর্ব্বনাশ; ❀ শ্রীরাম ও নারায়ণের ৬০ গুণ, শ্রীকৃষ্ণের—৬৪; ❀ অনধিকারী-নিকট রসকথা-কীর্ত্তন অনুচিত।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ
২৮, হালদার বাগান লেন
কলিকাতা-৪
২৭।১।১৯৮৭

স্নেহাস্পদেষু—

বাবা----! তোমার ৮/৯/৮৬ ও ৫/১/৮৭ তাং এর পত্র যথাসময়ে কলিকাতা মঠে পৌছিয়াছিল। সময়াভাবে এতদিন পত্রের উত্তর দিতে না পারায় দুঃখিত ও লজ্জিত। আশা করি ভগবৎকৃপায় তোমরা কুশলে আছ। জন্মাষ্টমী উৎসবের পর October মাসের মাঝামাঝি আমি নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করি। তাহার পর বিভিন্ন স্থানে পাঠ-বক্তৃতাদির Programme ছিল। কলিকাতা মঠে খুব কম সময়ই অবস্থানের সুযোগ হইয়াছিল। তুমি সুদীর্ঘকালের মধ্যে পত্রোত্তর পাও নাই, ইহা সত্য কথা। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় আমাদের জীবনোৎসর্গ করিতে পারিলে আমরা ধন্য। শ্রদ্ধা-ভক্তির উদয়ে জীবের জীবন সফল হয়।

* * * শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণকে কোন সেবকের বিদায় সম্ভাষণ জানাইবার প্রয়োজন হয় না। তাঁহাদিগকে আবাহন করা যায়, স্বাগত সম্ভাষণ জানানো যায়, কিন্তু বিদায় বা বিসর্জ্জন দেওয়া যায় না। এজন্য তোমাকে অনুতপ্ত হইবার বা অপরাধী-পর্য্যায়ে পরিগণিত হইবার কোন কারণ নাই। তোমাকে উৎসাহদানের জন্যই এই পত্র দিতেছি। আশা করি তোমার হৃদয়ের শূন্যভাব অপসৃত হইবে এবং তুমি মনে শান্তি পাইবে। এ-সম্বন্ধে তোমার অপরাধ-স্খালনের কোন ক্ষেত্র নাই। আশা করি তোমার অশান্ত মন অতঃপর শান্তিলাভ করিবে।

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব ক্ষেত্রে আবাহন আছে, বিসর্জ্জন নাই

কেবল পরচর্চ্চা করিলে আত্মসংশোধন ঠিকভাবে সম্ভবপর নহে। যাহারা পরনিন্দা-পরচর্চ্চায় পঞ্চমুখ, তাহাদের সুখ-শান্তির অভাব ঘটে। ভজন-সাধনের ক্ষেত্রে ব্যতিরেক-ভাবকে 'দুঃসঙ্গবর্জ্জন'-নামে অভিহিত করিয়াছেন। একত্রে বসবাস

করিতে গেলে মনান্তর মতান্তর হইতে পারে। কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে উহা ভুলিয়া যাওয়াই উদারতা বলিয়া প্রমাণিত। এক common cause-এ আমাদের সকলের সর্ব্বপ্রচেষ্টা নিযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার উদ্দেশ্যে আমাদের ব্যক্তিগত মনোমালিন্যের সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হয়। শ্রীগুরুদেবের নিকট যে-কোন বিষয় অভিযোগ-রূপে নয়, দৃষ্টি-আকর্ষণের জন্য জানানো দোষাবহ নহে। কারণ তিনি নিরপেক্ষ পরিদর্শক হওয়ায় কাহারও সম্বন্ধে ভুল বুঝাবুঝির কোন কারণ ঘটে না। লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা-কামী বদ্ধজীবের পক্ষে অভিযোগ বা নালিশ কোনরূপ হিতসাধন করে না। কিন্তু সমদর্শী মহাত্মার সমদর্শন আত্মদর্শন সকল জীবাত্মার পক্ষেই পরম মঙ্গলজনক। সাধক জীব কোনদিনই প্রেমিকভক্তের অভিনয় করিবেন না, তাহাতে সমূহক্ষতি হয়।

বৃহৎ স্বার্থে ক্ষুদ্র মতান্তর পরিত্যজ্য

কোন বিষয়ে নালিশ নহে, দৃষ্টি-আকর্ষণ মাত্র

কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশায় আসক্ত হইলে সাধক-সাধিকার কোনদিন আত্মমঙ্গল লাভ হইতে পারে না। কনক-কামিনী ত্যাগ করিলেও প্রতিষ্ঠাশা সাধকের কোন অন্তঃস্থলে লুক্কায়িত থাকে, তাহাতেই সবকিছু পণ্ড হয়। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় অর্থের কোনদিনই অপব্যবহার হওয়া উচিত নয়। তাহাতে ব্রহ্মস্ব-অপহরণের দোষ-ত্রুটী আক্রমণ করে। হরি-গুরু- বৈষ্ণবসেবার জন্য আমাদিগকে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। শেষ-নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত আমাদের সেবাময় জীবনযাপন অবশ্য কর্ত্তব্য।

লুক্কায়িত প্রতিষ্ঠাশাতেও সর্ব্বনাশ

তোমার প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতেছি,—

(১) শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে ৬০টী নারায়ণের গুণ বাদে আড়াইটী গুণ বা রস আছে। তাহা শান্ত, দাস্য ও সখ্যরসের অর্দ্ধ অর্থাৎ 'গৌরব সখ্য'রূপে চিহ্নিত। শ্রীকৃষ্ণের ৬৪গুণ, তাঁহার ৪টী বিশেষ গুণ অন্য কোন অবতারের মধ্যে নাই। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ মুখ্য পঞ্চরসের এবং সপ্ত গৌণরসের অধিদেবতা। রসবিচারের ক্ষেত্রে আড়াই রসকে আড়াই গুণ বলিয়া ধরিলে সাড়ে ৬২ হয়। বস্তুতঃ মূল গুণ ৬০টী এবং আড়াই রস শ্রীরামচন্দ্রের। ঐরূপ শ্রীকৃষ্ণের মূল গুণ ৬০টী, ৪টী লীলা-মাধুর্য্যাদি-গুণবিশেষ, উহা কোন অবতারে নাই। universal good qualities ৬০টী গুণসহ শ্রীরামচন্দ্র মর্য্যাদাপুরুষোত্তম—আড়াই রসের অধিদেবতা; ৬৪টী গুণসহ পূর্ণ দ্বাদশরসের অধিদেবতা—লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। কোনক্ষেত্রে গুণ ও রসকে একীভূত-রূপে বিচার করা হইয়াছে। গুণের বিচার পৃথক্ ভাবে করিলে নারায়ণ ও রামচন্দ্রের ৬০টী গুণ কিন্তু কৃষ্ণস্বরূপের ৬৪ গুণ বলিতে হইবে।

শ্রীরাম ও নারায়ণের ৬০ গুণ, শ্রীকৃষ্ণের—৬৪

(২) "অযোগ্য অনধিকারীর নিকট উন্নতোজ্জ্বল-রসাশ্রিত লীলাকথা ও

তত্ত্বসিদ্ধান্ত বিতরণ করা উচিত নয়", ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বিচার—ইহা ঠিক আছে। "বিতরণ করিলে ইহা প্রাকৃত সহজিয়ার বিচার"—এইরূপ হইবে। এস্থলে ২/১টী শব্দ বাদ পড়িয়াছে। ইহাকে omission বলা যাইতে পারে। গ্রন্থ মুদ্রণশেষে ধরা পড়িলে উহা "মুদ্রাকর প্রমাদ ও ভ্রম-সংশোধন" তালিকায় দেওয়া যাইত। বর্ত্তমানে তুমি গ্রন্থে উহা সংশোধন করিয়া লইবে।

অনধিকারী-নিকট রসকথা কীর্ত্তন অনুচিত

তুমি ষট্‌সন্দর্ভ (ভগবৎসন্দর্ভ বাদে), গোবিন্দভাষ্য ও মনুসংহিতা চাহিয়াছ। গোবিন্দভাষ্যখানি না হইলেও অন্যান্য সন্দর্ভ ও মনুসংহিতা পাঠাইতে চেষ্টা করিব। তোমরা আমার স্নেহাশীস্ লইবে। মিলিয়া মিশিয়া চলিলে শ্রীগুরু-ভগবান্ শান্তি ও স্বস্তি লাভ করিবেন। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি সুহৃৎ বামন

পত্রের চুম্বক

- শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণকে আবাহন করা যায়, স্বাগত সম্ভাষণ জানানো যায়, কিন্তু বিদায় বা বিসর্জ্জন দেওয়া যায় না।
- একত্রে বসবাস করিতে গেলে মনান্তর মতান্তর হইতে পারে। কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে উহা ভুলিয়া যাওয়াই উদারতা বলিয়া প্রমাণিত।
- শ্রীগুরুদেবের (তথা কর্ত্তৃপক্ষের) নিকট যে-কোন বিষয় অভিযোগ-রূপে নয়, দৃষ্টি-আকর্ষণের জন্য জানানো দোষাবহ নহে।
- কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশায় আসক্ত হইলে সাধক-সাধিকার কোনদিন আত্মমঙ্গল লাভ হইতে পারে না।
- কনক-কামিনী ত্যাগ করিলেও প্রতিষ্ঠাশা সাধকের কোন অন্তঃস্থলে লুক্কায়িত থাকে, তাহাতেই সবকিছু পণ্ড হয়।
- শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় অর্থের কোনদিনই অপব্যবহার হওয়া উচিত নয়। তাহাতে ব্রহ্মস্ব-অপহরণের দোষ-ত্রুটী আক্রমণ করে।
- শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত আমাদের সেবাময় জীবনযাপন অবশ্য কর্ত্তব্য।
- গুণের বিচার পৃথক্ ভাবে করিলে নারায়ণ ও রামচন্দ্রের ৬০টী গুণ কিন্তু কৃষ্ণস্বরূপের ৬৪ গুণ বলিতে হইবে।
- "অযোগ্য অনধিকারীর নিকট উন্নতোজ্জ্বল-রসাশ্রিত লীলাকথা ও তত্ত্বসিদ্ধান্ত বিতরণ করা উচিত নহে",—ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বিচার।

পত্র—৫৫

বিষয়—❀ ক্রন্দনপূর্ব্বক নামগ্রহণেই সর্ব্বসিদ্ধি-লাভ; ❀ সমর্পিতাত্ম ভক্তের ভজন-বিঘ্ন ভগবৎকৃপায়ই দূর হয়; ❀ সাধন-ভজনে লোকাপেক্ষা অবশ্য পরিত্যজ্য; ❀ বৈষ্ণবে প্রীতিহীন ব্যক্তির সঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যজ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ
স্বর্গদ্বার (পুরী) উড়িষ্যা
২১/৭/১৯৮৭

স্নেহাস্পদাসু—

মা-----! প্রায় ৪ মাস পূর্ব্বে তোমার স্নেহলিপি পাইয়াছিলাম। তাহার পর অবশ্য ২/৩ বার যাতায়াত-পথে সাক্ষাৎ হইয়াছে। তোমার পত্রের উত্তর না দিলে অসন্তুষ্ট হইবে ভাবিয়া লিখিতেছি। আমার উপর রাগ করিবে না।

শ্রীভগবৎকৃপায় আমরা একপ্রকার কুশলে আছি এবং তোমাদেরও শারীরিক ও ভজন কুশল আশা করি। **আমি তোমাদের নিকট হইতে দূরে নাই, নিকটেই অবস্থান করি জানিবে।**

তোমরা সংখ্যাপূর্ব্বক নির্ব্বন্ধসহকারে শ্রীনামগ্রহণ করিতে পারিলেই মঙ্গল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীনাম করিতে পারিলে শ্রীভগবান্ সাক্ষাদ্‌ভাবে দর্শন দান করেন ও তাঁহার প্রেমময় সেবাধিকারে নিযুক্ত করেন। সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী করুণা ব্যতীত আমাদের আর মঙ্গলের পথ নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা হইলে প্রাক্তন সর্ব্ব কর্ম্মফল বিদূরিত হয়। "মেয়েদের হরিভজন হয় না"—ইহা সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য নহে। **পুরুষের স্ত্রীর প্রতি জড়াসক্তি এবং স্ত্রীলোকের পুরুষের প্রতি স্বাভাবিক আসক্তিকেই মায়াবন্ধন বলে। তাহাতে উভয়পক্ষই দোষী।** "যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার। কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার।।"—ইহাই শাস্ত্রীয় বিচার। শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি যাঁহার আছে তিনিই হরিভজনে অধিকারী। "শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।"

ক্রন্দনপূর্ব্বক নামগ্রহণেই সর্ব্বসিদ্ধি-লাভ

স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা শ্রীভগবানে সমর্পিত হইলেই আমাদের কল্যাণ। **"বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার। সেই মত প্রীতি হউক চরণে তোমার।।"** —ইহাই একনিষ্ঠ ভক্তের প্রার্থনা। সেক্ষেত্রে তাঁহার অহৈতুকী করুণাই সাধক-সাধিকার একমাত্র সম্বল ও পাথেয়। শ্রীভগবানে সমর্পিতাত্ম ভক্তের কোনরূপ ভয় বা দুঃখ-ক্লেশ নাই। সুদৃঢ়চিত্ত

সমর্পিতাত্ম ভক্তের ভজন-বিঘ্ন ভগবৎকৃপায়ই দূর হয়

সাধক-সাধিকা ভজনবলে যাবতীয় বাধা-বিপত্তিকে জয় করিতে পারেন। তাঁহারা শ্রীভগবানের অশোক-অভয়-অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক ভয়ের ভয় হইতে নির্ম্মুক্ত হন।

লোকভয় ও লোকলজ্জায় আমাদের সাধন-ভজন যেন বন্ধ না হয়। উহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়াই আমাদিগকে সাধনপথে চলিতে হইবে। ভজনচ্যুত হওয়া খুবই সহজ ব্যাপার, কিন্তু ভজননিষ্ঠ হওয়া বড়ই কষ্টকর ব্যাপার। শ্রীভগবানই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, পালন-পোষণকর্ত্তা। **অপরাধশূন্য হইয়া শ্রীনাম করিতে পারিলে আমাদের কোন ভয় নাই।**

সাধন-ভজনে লোকাপেক্ষা অবশ্য পরিত্যজ্য

জাগতিক সম্বন্ধ ক্ষণিক ও তাৎকালিক। যাহাদের সাধু-গুরু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা-ভক্তি, স্নেহ-প্রীতি নাই, তাহাদের সঙ্গ হরিভজন-পিপাসু ব্যক্তির আদৌ কাম্য নহে। তাহাদিগকে মনে মনে দুঃসঙ্গ ভাবিয়া একনিষ্ঠ হইয়া হরিভজন করা প্রয়োজন। * * * আমি -----কে লইয়া গত ১৮/৭/৮৭ তাং এ কলিকাতা হইতে পুরীধামে আসিয়াছি। পুনরায় ২৬/৭/৮৭ তাং এ কলিকাতা মঠে ফিরিব। আগামী ১১/৮/৮৭ তারিখে ৭/৮ জন সেবকসহ হাওড়া হইতে কামরূপ এক্সপ্রেসে যাত্রা করিয়া পরের দিন কোচবিহার মঠে বেলা ১০টা নাগাদ পৌঁছিব। তোমার সময় হইলে দেখা করিবে। পরের দিন ধুবরী যাত্রা করিব এবং ১৪/৮/৮৭ তাং এ তুরা পৌঁছিব।

বৈষ্ণবে প্রীতিহীন ব্যক্তির সঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যজ্য

তোমরা আমার স্নেহাশীস্ লইবে। * * ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- আমি তোমাদের নিকট হইতে দূরে নাই, নিকটেই অবস্থান করি জানিবে।
- পুরুষের স্ত্রীর প্রতি জড়াসক্তি এবং স্ত্রীলোকের পুরুষের প্রতি স্বাভাবিক আসক্তিকেই মায়াবন্ধন বলে। তাহাতে উভয়পক্ষই দোষী।
- অপরাধশূন্য হইয়া শ্রীনাম করিতে পারিলে আমাদের কোন ভয় নাই।

পত্র—৫৬

বিষয়—✿ গুরুপাদপদ্মের অন্তর্যামিত্ব; ✿ শ্রীকৃষ্ণাষ্টমী অপেক্ষা শ্রীরাধাষ্টমীর মাহাত্ম্য; ✿ কমলমঞ্জরীর শ্রীরাধা-কৈঙ্কর্য্য প্রার্থনা; ✿ শ্রীরাধার নিজজনত্বেই শ্রীগুরুর গুরুত্ব।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ
২৮, হালদার বাগান লেন
কলিকাতা-৪
৪/১০/১৯৮৭

স্নেহাস্পদাসু—

মা-----! ✶ ✶ ✶ আমি একপ্রকার কুশলে আছি। বহুদিন যাবৎ তোমরা গুরু-বৈষ্ণবগণের দর্শন না পাইয়া মানসিক অশান্তিতে দিন যাপন করিতেছিলে বুঝিয়াই অন্তর্যামি-সূত্রে তাহার ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছিল। ইহাতে যদি তোমাদের কথঞ্চিৎ মানসিক শান্তি লাভ হইয়াছে মনে কর, তাহাতে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের সাক্ষাৎসেবার সুযোগ-লাভ অল্পভাগ্যে হয় না; ইহা বহুজন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতির ফলেই ঘটিয়া থাকে।

গুরুপাদপদ্মের অন্তর্যামিত্ব

তুমি প্রতিদিন "গোপীনাথ মম নিবেদন শুন" প্রভৃতি মহাজন-পদাবলী অভ্যাস ও আবৃত্তি করিতেছ জানিয়া আনন্দিত হইলাম। **শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী অপেক্ষা শ্রীরাধাষ্টমী অধিক করুণাময়ী** কেন, তাহা তোমরাই অনুভব করিতে পার। শুক-সারির দ্বন্দ্বে উভয়ের মহিমা-মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে; তন্মধ্যে 'শ্রীমদনমোহন' শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীমতী রাধিকার মহিমাধিক্য প্রচারিত হইয়াছে। **শ্রীরাধারাণী—সেবারাণী, 'যুগলপ্রেমের গুরু'; তাঁহার অনুগতা সখি-মঞ্জরীগণের আনুগত্যেই শ্রীকৃষ্ণসেবা-লাভের যোগ্যতা ও অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।**

শ্রীকৃষ্ণাষ্টমী অপেক্ষা শ্রীরাধাষ্টমীর মাহাত্ম্য

ঐরূপ অপ্রাকৃত ভাবপ্রাপ্তির জন্যই 'শ্রীকমলমঞ্জরী সখি' পদকর্ত্তারূপে জানাইয়াছেন,—"ছোড়ত পুরুষাভিমান। কিঙ্করী হইলুঁ আজি কান॥ বরজ-বিপিনে সখিসাথ। সেবন করবুঁ রাধানাথ॥" "আমি ত স্বানন্দ-সুখদবাসী। রাধিকা-মাধব-চরণদাসী॥ দুঁহার মিলনে আনন্দ করি। দুঁহার বিয়োগে দুঃখেতে মরি॥" "রাধাপদ-বিনা কভু কৃষ্ণ নাহি মিলে। রাধার দাসীর কৃষ্ণ সর্ব্ববেদে বলে॥" "আতপরহিত সুরয নাহি জানি। রাধা-বিরহিত মাধব নাহি

কমলমঞ্জরীর শ্রীরাধা-কৈঙ্কর্য্য প্রার্থনা

মানি।। কেবল মাধব পূজয়ে সো অজ্ঞানী। রাধা-অনাদর করই অভিমানী।। ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শ্রুতি, নারায়ণী। রাধিকা-পদরজ পূজয়ে মানি।।" "সংসারে আসিয়া, প্রকৃতি ভজিয়া, পুরুষাভিমানে মরি। কৃষ্ণ দয়াময়, প্রপঞ্চে উদয়, হইলা আমার লাগি।।"

শ্রীরাধারাণীর আনুগত্য ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভ হয় না। তিনি তাঁহার নিজজন বলিয়া মানিয়া লইলেই গুরু-বৈষ্ণবগণের গুরুত্ব ও বৈষ্ণবত্ব প্রাপ্তি।

শ্রীরাধার নিজজনত্বেই শ্রীগুরুর গুরুত্ব **শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীকৃষ্ণকৃপামূর্ত্তি। সুতরাং তিনিও কৃপাময়ী—দয়াময়ী। সাধক-সাধিকার সিদ্ধাবস্থায় এসকল বাস্তব অনুভূতি লাভ হয়।**

তোমরা আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ লইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী অপেক্ষা শ্রীরাধাষ্টমী অধিক করুণাময়ী।
- শ্রীরাধারাণী—সেবারাণী, 'যুগলপ্রেমের গুরু'; তাঁহার অনুগতা সখি-মঞ্জরীগণের আনুগত্যেই শ্রীকৃষ্ণসেবা-লাভের যোগ্যতা ও অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।
- শ্রীরাধারাণী তাঁহার নিজজন বলিয়া মানিয়া লইলেই গুরু-বৈষ্ণবগণের গুরুত্ব ও বৈষ্ণবত্ব প্রাপ্তি।

বিষয়— ❀ সহনশীলতা ভক্তের বিশেষ ধর্ম্ম; গুরুপাদপদ্মের বাৎসল্য; ❀ অপ্রকটে শ্রীগুরু সহিত সংযোগের উপায়; ❀ গুরু-স্মৃতি সদা হৃদয়ে বহনেই শিষ্যত্ব; ❀ প্রত্যক্ষ দর্শনের অভাবে ধ্যানই একমাত্র উপায়; ❀ লীলামাধুর্য্যাদি—ভগবানের করুণার পরিচয়; ❀ সনির্ব্বন্ধ একলক্ষ নামজপে ভগবৎসেবায় অধিকার; ❀ সকল তাপ-মধ্যেও হরিভজন করণীয়।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ
মিলনপল্লী, শিলিগুড়ি
দার্জ্জিলিং
২৪/৯/১৯৮৮

স্নেহাস্পদাসু—

স্নেহের ----! আমার পত্র না পাইলে তোমাদের বহুপ্রকার চিন্তা-ভাবনার উদয় হয়, তাহা বুঝিতে পারি। আজকাল পত্র লিখিতে একেবারেই সময় হয় না। তদুপরি শারীরিক অসুস্থতা আরও উহাতে বাধা সৃষ্টি করে। জগতের শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—সবই আগমাপায়ী —আসে যায়। সুতরাং ইহা অবশ্যই সহ্য করিতে হইবে। শ্রীভগবান্ আমাদিগকে যখন যে অবস্থায় রাখিয়া সুখী হন, তাহাই মানিয়া লইতে হইবে। ইহাই শরণাগত ভক্তের বিশেষ বিচার।

সহনশীলতা ভক্তের বিশেষ ধর্ম্ম

'আমি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি'—এইরূপ স্বপ্ন তোমাকে কে দেখাইতেছেন, তাহা বুঝি না। তিনি কি আমার সুস্থতার সংবাদ দিয়া তোমাদিগকে আশ্বস্ত করিতে পারেন না? যাহাতে তোমরা নিশ্চিন্ত হইতে পার, সেইরূপ সান্ত্বনা দিলে আমিও কিছুটা নিশ্চিন্ত হইতে পারি। আমার অসুখটা তোমায় দিলে তোমার শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজা ও সাধন- ভজন কে করিবে? তোমরা সুস্থ থাকিয়া হরিভজন কর—ইহাই আমার কাম্য।

গুরুপাদপদ্মের বাৎসল্য

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ অপ্রকট হইলে তাঁহাদের উপদেশ-নির্দ্দেশসকল অনুশীলন ও আলোচনা করিলেই তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। এইভাবেই তাঁহাদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়। তাঁহারাই এ-জগতে প্রকৃত বান্ধব ও আত্মীয় এবং নিজজন। তাঁহাদের অপ্রাকৃত স্নেহ-মমতা বদ্ধজীব ও সাধক-সাধিকার ভজন-পাথেয় বলিয়া জানিবে। তাঁহাদের সম্বন্ধও নিত্য। যতটুকু সময় তাঁহাদের সান্নিধ্য লাভ করা যায়, তাহাই মঙ্গলের বিষয়। হরিভজন-পিপাসুর কিছু পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা নাই। সেবাময় জীবনে সেবাই নিত্য ও অন্তরে শান্তি-প্রদাতা।

অপ্রকটে শ্রীগুরু-সহিত সংযোগের উপায়

তুমি সত্যই লিখিয়াছ,—"কৃষ্ণভক্তি দুর্ল্লভ। গুরু-বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণভক্তির ভাণ্ডার; তাঁহারা দয়ার সাগর। গুরুবৈষ্ণবগণ ইচ্ছা করিলে মূর্খ-পতিতকেও সেই সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তি দান করিতে পারেন।" এক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতার অধিকার বিচার করা হইয়াছে। গুরুবৈষ্ণবগণ যাঁহার উপর সন্তুষ্ট, শ্রীভগবানও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, ইহা শাস্ত্রে লিখিত আছে। সর্ব্বদা

গুরু স্মৃতি সদা হৃদয়ে বহনেই শিষ্যত্ব

শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্মৃতি হৃদয়ে বহন করা—তাঁহার একান্ত আশ্রিত জনগণের পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা।

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ আমাদের সর্ব্বতোভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। সাক্ষাৎ দর্শন অপেক্ষা শ্রীগুরু-ভগবানের অপ্রাকৃত গুণাবলী স্মরণ করাই তাঁহার রূপের ধ্যান। প্রত্যক্ষ দর্শনের অভাবে ধ্যানই আমাদিগকে বাস্তবদর্শনে সহায়তা করিয়া থাকে। তোমরা ব্রজগোপীর ন্যায় শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলাদির স্মরণদ্বারা তাঁহার সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিতে পারিবে। তিনি অখিল জীবাত্মার অন্তর্যামী পরমাত্মা। তিনিই পরম প্রেমাস্পদ—অখিল রসামৃতমূর্ত্তি। সাধক-সাধিকা তাঁহাদের অধিকারোচিত দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুরাদি প্রেমের দ্বারা সেই অপ্রাকৃত রসিকশেখর শ্রীগোপীনাথের আরাধনা করিয়া ধন্য হন।

প্রত্যক্ষ দর্শনের অভাবে ধ্যানই একমাত্র উপায়

সেই অপ্রাকৃত নবীন-মদন তাঁহার স্মিতহাস্য ও বংশীর দ্বারা চেতন জীবাত্মাগণকে সর্ব্বদা নিকট আকর্ষণ করেন। অনন্ত বিশ্বের প্রতি শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত করুণা প্রতিফলিত হইয়া তাঁহার লীলা-মাধুর্য্য, বেণু-মাধুর্য্য, রূপ-মাধুর্য্য ও প্রেম-মাধুর্য্য প্রকাশ করেন। তখন জীব ধন্যধন্য ও কৃতকৃত্য হয়। সেই ভক্তবৎসল ভগবানের কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়—ইহাই তাঁহার অসমোর্দ্ধ করুণা বা অহৈতুকী দয়া। একনিষ্ঠ ভক্তিই সেই বাস্তববস্তুকে লাভ করিতে সমর্থ। পূর্ণ শরণাগতি বা আত্মসমর্পণই সেই পরতত্ত্বকে পাইবার একমাত্র যোগসূত্র। তোমরা সেইরূপেই সাধন-ভজন করিলেই সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী।

লীলামাধুর্য্যাদি—ভগবানের করুণার পরিচয়

৫০ হাজার শ্রীনাম জপ করিলে হইবে না, একলক্ষ নাম নির্ব্বন্ধ-সহকারে প্রত্যহ গ্রহণ করিলে ভগবৎসেবায় বিশেষ অধিকার আসে। সুতরাং কষ্ট করিয়াও ঐ সময় করিয়া লইতে হইবে। প্রত্যহ শ্রীবিগ্রহের পূজার্চ্চন ও গ্রন্থাদি আলোচনার অভ্যাস রাখা প্রয়োজন।

সনির্ব্বন্ধ একলক্ষ নামজপে ভগবৎসেবায় অধিকার লাভ

ভূমিকম্প, বজ্রাঘাত, বাণ-বন্যা-প্লাবন, অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি সবই আধিদৈবিক তাপের অন্তর্গত। হরিভজনেচ্ছু ব্যক্তিগণ ইহার মধ্যে থাকিয়াই সাধন-ভজন করিয়া যাইবেন। "বিশ্ব যদি চলে যায়, কাঁদিতে কাঁদিতে। একা আমি পড়ে রব কর্ত্তব্য সাধিতে।।"—ইহাই তাঁহাদের বিচার। তোমরা নিশ্চিন্তে হরিভজন কর। আমার স্নেহাশীস্ জানিবে। ইতি—

সকল তাপ-মধ্যেও হরিভজন করণীয়

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- শ্রীভগবান্ আমাদিগকে যখন যে অবস্থায় রাখিয়া সুখী হন, তাহাই মানিয়া লইতে হইবে। ইহাই শরণাগত ভক্তের বিশেষ বিচার।
- শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ অপ্রকট হইলে তাঁহাদের উপদেশ-নির্দ্দেশসকল অনুশীলন ও আলোচনা করিলেই তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। এইভাবেই তাঁহাদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়।
- সাক্ষাৎ দর্শন অপেক্ষা শ্রীগুরু-ভগবানের অপ্রাকৃত গুণাবলী স্মরণ করাই তাঁহার রূপের ধ্যান।
- প্রত্যক্ষ দর্শনের অভাবে ধ্যানই আমাদিগকে বাস্তবদর্শনে সহায়তা করিয়া থাকে।
- তোমরা ব্রজগোপীর ন্যায় শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলাদির স্মরণদ্বারা তাঁহার সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিতে পারিবে।
- পূর্ণ শরণাগতি বা আত্মসমর্পণই সেই পরতত্ত্বকে পাইবার একমাত্র যোগসূত্র।
- একলক্ষ নাম নির্ব্বন্ধ-সহকারে প্রত্যহ গ্রহণ করিলে ভগবৎসেবায় বিশেষ অধিকার আসে।

পত্র—৫৮

বিষয়—❀ হিন্দোললীলায় অধিকার আলোচনা; ❀ ভগবানেরই অবতার, মনুষ্যের নহে; ❀ বুদ্ধপূর্ণিমা তিথি ভগবান্ বুদ্ধের নহে, সিদ্ধার্থ বুদ্ধের; ❀ অবতার বুদ্ধের কার্য্য; ❀ অবতার বুদ্ধের আবির্ভাব স্থান; ❀ অবতার বুদ্ধের আবির্ভাব-কাল; সাধক-বুদ্ধের পরিচয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ
২৮, হালদার বাগান লেন
কলিকাতা-৪
১২/১০/১৯৮৮

স্নেহাস্পদাসু—

মা-----! তোমার শেষ স্নেহলিপি গত ১/৯/৮৮ তাং-এ যথাসময়ে কলিকাতা মঠে পৌছিয়াছিল। তোমার পত্রগুলির উত্তর দিতে পারি নাই বলিয়া বিশেষ লজ্জিত ও দুঃখিত। এজন্য তুমি নিশ্চয়ই ক্ষমা করিবে।

* * * তোমরা এবার গৃহে ঝুলনযাত্রা অনুষ্ঠান করিয়াছ বুঝিলাম। শ্রীরাধা-গোবিন্দের অপ্রাকৃত হিন্দোল-লীলা সাধন-ভজনকামীর ভজনের সহায়িকা। তথাপি ইহাতে ষড়্‌বেগজয়ী সিদ্ধগণেরই বিশেষ অধিকার। অপ্রাকৃত ব্রজবাসিগণেরই প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণলীলা-কথায় বা প্রেমসেবায় যোগ্যতা লাভ। শ্রীরাধা-গোবিন্দের অপ্রাকৃত ভাবসেবায় তাঁহাদের শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলাস্মরণেরই বিশেষ অধিকার। প্রেমিক ভক্তগণ এইরূপ অধিকার-লাভে আত্মতৃপ্ত হন। **প্রাকৃত বদ্ধাবস্থায় লীলানুসরণ বাৎসল্যরস পর্য্যন্ত, মুক্তাবস্থায় মাধুর্য্য-রসাদিতে লীলানুকরণ।** শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-লিখিত "হিন্দোল-লীলা" গুরু-বৈষ্ণবানুগত্যে আলোচ্য। * * *

হিন্দোললীলায় অধিকার আলোচনা

তোমার শেষ পত্রের প্রশ্নটীর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতেছি,—

ভজনপিপাসু ব্যক্তিমাত্রই সর্ব্বপ্রমাণ-শিরোমণি শাস্ত্রসম্রাট্ শ্রীমদ্ভাগবতকেই "শ্রেষ্ঠ-শব্দপ্রমাণ" বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু ও তাঁহাদের অনুগত গৌড়ীয় গোস্বামী গুরুবর্গ অমল-শব্দপ্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীভগবানের ২৪ অবতার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অপ্রাকৃত স্বভাব-বৈষ্ণব-কবি শ্রীজয়দেব গোস্বামী তাহা হইতেই সর্ব্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দশাবতার লইয়া "শ্রীদশাবতার-স্তোত্রম্" রচনা করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শ্রীভগবানেরই অবতার শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদের মহিমা-মাহাত্ম্য পুরাণান্তরেও বিবৃত ও প্রকাশিত। এক্ষেত্রে জাগতিক বিচারকে বহুমানন করা হয় নাই। **এক গৌড়ীয় সম্প্রদায় ব্যতীত আর সকলেই "মানুষের অবতার হয়" বলিয়া ভুল বিচার করিতেছেন।** এরূপ বিচারের ধারক বাহক বিশেষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন, ভারত-সেবাশ্রম; তাঁহারাই প্রথমে মানুষকে ভগবান্ সাজাইতে অপপ্রয়াসে নামিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে অবশ্য তাঁহারা শ্রীশঙ্করাচার্য্যকে তাঁহাদের পূর্ব্বসূরিরূপে লাভ করিয়াছেন। **তিনি ভগবৎ-আজ্ঞায় জীবকল্যাণের জন্য ভক্তগণের সাধন-ভজন-পথ নির্ব্বিঘ্ন ও নিরুপদ্রব করিবার জন্য নাস্তিক অসুরগণের মোহনের নিমিত্ত "চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ", "জীব-ব্রহ্মৈকবাদ" নির্ব্বিশেষ মায়াবাদ প্রভৃতি প্রচার করেন।** সুবিধাবাদী নাস্তিকগণ পরিবর্ত্তিকালে সস্তার 'ব্রহ্মবাদী' হইয়া শ্রীভগবানের উপদিষ্ট মূল তত্ত্বসিদ্ধান্তকে অবহেলা ও অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু তত্ত্ব-সিদ্ধান্তবিৎ শাস্ত্রদর্শিগণ আস্তিক্যদর্শনের বহুমানন করিয়া সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যের মর্য্যাদা সংরক্ষণে দৃঢ়সংকল্প-বিশিষ্ট।

ভগবানেরই অবতার, মনুষ্যের নহে

শাস্ত্রাদির বিভিন্ন-স্থানে আমরা ১৮ জন বুদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাই। তন্মধ্যে বিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধদেব অন্যতম। রাবণের গুরুও এক "তথাগত বুদ্ধ" ছিলেন। **বর্ত্তমানে যে "বুদ্ধপূর্ণিমা" তিথি পালিত হইতেছে, ইনি কপিলাবস্তু নগরের**

শুদ্ধোধন-পুত্র সিদ্ধার্থ বুদ্ধ। ইনি বুদ্ধগয়ায় অবতার-বুদ্ধের সিদ্ধিপ্রাপ্তি-স্থান বোধিদ্রুমতলে সিদ্ধি লাভ করেন বলিয়া বৌদ্ধগ্রন্থ "ললিতবিস্তরে" বর্ণিত আছে।

বুদ্ধপূর্ণিমা তিথি ভগবান্ বুদ্ধের নহে, সিদ্ধার্থ বুদ্ধের

আমরা শুদ্ধগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ সিদ্ধার্থ-বুদ্ধের প্রচারিত Complete Nihilism নির্ব্বাণমুক্তি শূন্যবাদের বহুমানন করি না। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তৎপার্ষদ গৌড়ীয় গোস্বামী গুরুবর্গ বুদ্ধের শূন্যবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শনও বৌদ্ধ-দর্শন, আর্হত-দর্শন, পাশুপত-দর্শন, নাকুলীশ-দর্শনাদির অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শনপূর্ব্বক বিশুদ্ধ বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

বৈষ্ণবকবি শ্রীজয়দেব সরস্বতী তাঁহার "দশাবতার-স্তোত্রম্"-এ অবতার-বুদ্ধদেব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহঃ শ্রুতিজাতং, সদয়হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতম্।" **বিষ্ণু-অবতার বুদ্ধদেব হিংসাত্মক বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা ও সমালোচনা করিয়াছেন।** তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বিশেষভাবে "**অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ**" নীতি ও বাণী প্রচার করেন। সিদ্ধার্থ-বুদ্ধ পরে ঐ বিচার অনুসরণ করিয়াছেন।

অবতার বুদ্ধের কার্য্য

শ্রীবিষ্ণু-অবতার বুদ্ধদেবের কীকট বা গয়াপ্রদেশে আবির্ভাব হয়। কলিকালের প্রারম্ভে বর্ত্তমান সময় হইতে ৫৫০০ হাজার বর্ষ পূর্ব্বে তিনি অঞ্জনসুত-রূপে গয়াক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছেন, ইহা ভাগবতে বর্ণিত আছে। সাধক-বুদ্ধের সহিত অবতার-বুদ্ধের বিলক্ষণ পার্থক্য বিদ্যমান। অনেকে শাক্যসিংহ সাধক-বুদ্ধের কথাই জানেন, অপরাপর বুদ্ধের ইতিহাস-ইতিবৃত্ত তাঁহাদের অজ্ঞাত। **গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শূন্যবাদী বুদ্ধের জন্মতিথি পালন করেন না বা তাঁহার নাস্তিক্যবাদেরও বহুমানন করিতে অনিচ্ছুক।** শাক্যসিংহ বুদ্ধ একজন অতিজ্ঞানী জীবমাত্র। তাঁহাকে ভগবদবতার শ্রীবুদ্ধের সহিত সমানজ্ঞান করা কখনই সমীচীন নহে। 'সুগত বুদ্ধ' বলিলে অবতার-বুদ্ধকেই লক্ষ্য করে, তিনি কখনও শুদ্ধোধন-পুত্র গৌতম-বুদ্ধ নহেন। **আদি বুদ্ধ বা বিষ্ণু-অবতার বুদ্ধের অপর নাম 'সুগত'।**

অবতার বুদ্ধের আবির্ভাব স্থান

ভবিষ্য-পুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, বরাহ-পুরাণে বর্ণিত দশাবতার-নির্দ্দেশে যে বুদ্ধ-অবতারের কথা লিখিত হইয়াছে, তিনি শুদ্ধোধনের পুত্র শূন্যবাদী নন। বৈষ্ণবগণ শূন্যবাদীর পূজক নহেন; তাঁহারা দৈত্য-দানবমোহিনী বিষ্ণুর নবম-অবতার বুদ্ধকে নমস্কার করিয়া থাকেন। অঞ্জন বা অজিনসুত-বুদ্ধ অর্থাৎ ভগবদ্-অবতার-বুদ্ধ ভাগবত-সম্প্রদায়ের পূজ্য। **'নির্ণয়সিন্ধু'-গ্রন্থে লিখিত আছে,—জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া-তিথিতে অবতার-বুদ্ধের জন্ম হয়।** পৌষ-মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে তাঁহার পূজা, নমস্কার

অবতার বুদ্ধের আবির্ভাব-কাল

ও অর্চ্চনবিধির ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, বায়ুপুরাণ, স্কন্দপুরাণাদিতে ইহাঁর ব্যবস্থা উল্লেখ আছে।

অধিকারিক দেবদেবী-উপাসকগণ, পঞ্চোপাসকগণ, বহ্বীশ্বরবাদিগণ যদি শূন্যবাদী গৌতম-বুদ্ধের পূজা বা বুদ্ধপূর্ণিমা তিথির সম্মান করেন, তাহাতে সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী সাত্বত-ভাগবতগণের কিছুই আসে যায় না। Maxmuller শাক্যসিংহ-বুদ্ধ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৭৭ অব্দে কপিলাবস্তু নগরে লুম্বিনী-বনে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ নগর নেপালের নিকটবর্ত্তী একটী প্রসিদ্ধ জনপদ। তাঁহার পিতার নাম—শুদ্ধোধন, মাতার নাম মায়াদেবী, ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। অঞ্জনের পুত্র ও শুদ্ধোধনের পুত্রের নাম এক হইলেও তাঁহারা ব্যক্তিত্বে এক নহেন। বিষ্ণুবুদ্ধের আবির্ভাব-স্থান কীকট-প্রদেশে 'বুদ্ধগয়া' নাম স্থানে। পক্ষান্তরে সিদ্ধার্থ-বুদ্ধের জন্মস্থান—হিমালয়ের পাদদেশে।

সাধক-বুদ্ধের পরিচয়

বুদ্ধ-সম্বন্ধে বিবিধ ইতিহাস ও ইতিবৃত্ত রহিয়াছে। তোমাকে এ-সম্বন্ধে পরে বিশদভাবে জানাইতে পারি। বিভিন্ন-পুরাণ আলোচনা করিলে বুদ্ধদেব-সম্বন্ধে সুষ্ঠু-ধারণা লাভ করা যায়। রাবণ-লিখিত "লঙ্কাবতার-সূত্রম্" আলোচনা করিলেও তথাগত-বুদ্ধের সম্বন্ধে বহু বিষয় অবগত হওয়া যায়। তোমার এ-বিষয়ে আগ্রহ থাকিলে সবিশেষ আলোচনা করিতে পার।

তোমরা আমার স্নেহাশীস্ জানিবে ও অন্যান্য সকলকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- শ্রীরাধা-গোবিন্দের অপ্রাকৃত হিন্দোল-লীলা সাধন-ভজনকামীর ভজনের সহায়িকা। তথাপি ইহাতে ষড়্বেগজয়ী সিদ্ধগণেরই বিশেষ অধিকার।
- প্রাকৃত বদ্ধাবস্থায় লীলানুসরণ বাৎসল্যরস পর্য্যন্ত, মুক্তাবস্থায় মাধুর্য্য-রসাদিতে লীলানুকরণ।
- এক গৌড়ীয় সম্প্রদায় ব্যতীত আর সকলেই "মানুষের অবতার হয়" বলিয়া ভুল বিচার করিতেছেন।
- বর্ত্তমানে যে বুদ্ধ "বুদ্ধপূর্ণিমা" তিথি পালিত হইতেছে, ইনি কপিলাবস্তু নগরের শুদ্ধোধন-পুত্র সিদ্ধার্থ বুদ্ধ।
- গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শূন্যবাদী বুদ্ধের জন্মতিথি পালন করেন না।
- আদি বুদ্ধ বা বিষ্ণু-অবতার বুদ্ধের অপর নাম 'সুগত'।
- 'নির্ণয়সিন্ধু'-গ্রন্থে লিখিত আছে,—জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া-তিথিতে অবতার-বুদ্ধের জন্ম হয়।

পত্র—৫৯

বিষয়—❀ দেওঘরে শ্রীগুরুদেব; ❀ সেবা-পূজা বাস্তব, কাল্পনিক নহে; ❀ ভুল স্বাভাবিক, কিন্তু সংশোধন কর্ত্তব্য; ❀ সংসারে কাহারও সন্তোষ বিধান সম্ভব নহে; ❀ শ্রীগুরুদেবই রক্ষক, এই বিশ্বাস।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

PARAMOUNT
25/1, Ballygunj Circular Rd.
Calcutta-19
11.6.1989

স্নেহাস্পদাসু—

মা----! তোমার ২৮/৩/৮৯ তাং এর স্নেহলিপি ৩১/৩/৮৯ তাং এ কলিকাতা মঠে যথাসময়ে পৌঁছিয়াছিল। দেওঘরে ১ মাস ২০ দিন থাকিয়া ১০/৩/৮৯ তাং এ সিধাবাড়ী মঠে গিয়াছিলাম। দেওঘরে শারীরিক সুস্থতার কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া শীঘ্র চলিয়া আসি। সিধাবাড়ীতেও স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি হয় নাই, তদুপরি ঘরগুলিও ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়ায় কলিকাতায় চলিয়া আসিতে বাধ্য হই।

দেওঘরে শ্রীগুরুদেব

দেওঘরে গিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তোমার "তপ্ত মরুভূমি সম হৃদয়" শান্তিলাভ করিয়াছে জানিয়া আমিও কিছুটা আশ্বস্ত হইয়াছি। তোমরা দ্বিতীয়বার দেওঘরে দেখা না পাইয়া নিশ্চয়ই আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছ, কিন্তু আমারও কিছু করিবার ছিল না। * * *

সেবা-পূজা বাস্তব, কাল্পনিক নহে

তুমি 'গুরুদেবতাত্ম' হইয়া শ্রীবিগ্রহের পূজার্চ্চন-সেবাদি নিষ্ঠার সহিত করিবে। শ্রীবিগ্রহ ও অর্চ্চালেখ্য-মূর্ত্তির পূজায় কি সাক্ষাৎসেবা হয় না? সাধন-ভজন কি সবই theoritical? সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য হইতে আমরা জানিতে পারি, **সেবাপূজা—বাস্তব, তাহা সাক্ষাৎভাবেই অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ বিচারে উহা পরোক্ষ বলিয়া মনে হইলেও, অধিকারীর পক্ষে উহাই বাস্তব সত্য।** পূজার্চ্চন সাধক-সাধিকার পক্ষে যেরূপ বিহিত হইয়াছে, আবার সিদ্ধ-মাহাত্মা—উন্নতাধিকারিগণও পূজার্চ্চনে তাঁহাদের ভাবময়-প্রেমময় সেবা সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। সাক্ষাদ্ভাবে সেবাধিকার কীটানুকীটের পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়া বিশেষ অধিকারে উহা লভ্য। লৌকিক-ব্যবহারিক জগতের কিছু কিছু বিচার-বিবেচনা পারমার্থিক-ক্ষেত্রেও আসিয়া পড়ে, তজ্জন্য কিছু বাধা-নিষেধ এ-বিষয়ে আরোপিত হইয়াছে। বিধিমার্গে যাহা অবশ্য পালনীয়, রাগমার্গে তাহা

অপ্রয়োজনীয় ও সকল বিধির অতীত। সেবার মাধ্যমেই গুরুবৈষ্ণবের সাক্ষাদ্দর্শন লাভ হয় জানিবে।

নিষ্কপটতা দ্বারা সকল জড় কামনা-বাসনাকে জয় করা যায়। সাধন-ভজন-পথে একজন Spiritual Guide প্রয়োজন—যিনি সকল সময়ে প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ দিতে পারেন। চলার পথে ভক্তিশিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুবৈষ্ণবের সুশীতল-চরণ-ছায়ায় বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। **যাহারা পথে চলে, তাহাদেরই ভুল হইতে পারে, কিন্তু তাহা সংশোধনের চেষ্টা করিলেই হৃদয়দৌর্ব্বল্য বিদূরিত হয় ও ভজনে আত্মবল লাভ করা যায়।** পূর্ণ-শরণাগতি বা আত্মমঙ্গল একদিনেই হয় না। হৃদয়ের শ্রদ্ধা-ভক্তি গুরু-বৈষ্ণব ও ভগবানের নিকট অর্পণ করিতে হইবে। বহু সন্তান থাকিলেও Spiritual Guardian তোমাকে কোনদিনই জলে ভাসাইয়া দিবেন না, তোমার ঐরূপ অহৈতুকী ভীতির কোন কারণ নাই। তোমার গুরু-ভগবান্ তোমার পথের দিশারী হইয়া চালাইয়া লইবেন।

ভুল স্বাভাবিক, কিন্তু সংশোধন কর্ত্তব্য

সংসারের নানারূপ ঝঞ্ঝাটের কথা ভাবিয়া তোমার বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হয়, ইহা ভাল কথা নয়। কাহাকেও সুখী করিতে গিয়া তোমার জীবন শেষ হইয়া গেলেও, তাঁহার মন পাওয়া যায় না—ইহা স্বাভাবিক কথা। সমগ্র জগতের মানুষ মিলিয়া মিশিয়া একজনকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না, ইহাই শাস্ত্রের রূঢ়বাস্তব সত্য কথা। ইহা জানিয়া লইয়া তুমি সান্ত্বনা লাভ কর। তোমার মূল উদ্দেশ্য ঠিক্ রাখিয়া চলিলেই হইল।

সংসারে কাহারও সন্তোষ বিধান সম্ভব নহে

তোমার নিষ্ঠার দ্বারা ত্রিবিধ অপরাধই বিদূরিত হইবে। তোমার সদ্গতিই হইবে। চিন্তার কোন কারণ নাই। ধৈর্য্য-উৎসাহ রাখিয়া চলিলে তোমার কোন অসুবিধা হইবে না। "গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন ও করিবেন"—এই সুদৃঢ় বিশ্বাস হৃদয়ে সর্ব্বদা ধারণ কর্ত্তব্য। তুমি আমার স্নেহাশীস্ লইবে। ইতি—

শ্রীগুরুদেবই রক্ষক, এই বিশ্বাস

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি সুহৃৎ বামন

পত্রের চুম্বক

- শ্রীবিগ্রহ ও অর্চ্চালেখ্য-মূর্ত্তির পূজায় কি সাক্ষাৎসেবা হয় না?
- সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য হইতে আমরা জানিতে পারি, সেবাপূজা—বাস্তব, তাহা সাক্ষাৎভাবেই অনুষ্ঠিত হয়।
- যাহারা পথে চলে, তাহাদেরই ভুল হইতে পারে, কিন্তু তাহা সংশোধনের চেষ্টা করিলেই হৃদয়দৌর্ব্বল্য বিদূরিত হয় ও ভজনে আত্মবল লাভ করা যায়।

পূর্ণ-শরণাগতি বা আত্মমঙ্গল একদিনেই হয় না।

সমগ্র জগতের মানুষ মিলিয়া মিশিয়া একজনকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না, ইহাই শাস্ত্রের রূঢ়বাস্তব সত্য কথা। ইহা জানিয়া লইয়া তুমি সান্ত্বনা লাভ কর।

ধৈর্য্য-উৎসাহ রাখিয়া চলিলে তোমার কোন অসুবিধা হইবে না।

"গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন ও করিবেন"—এই সুদৃঢ় বিশ্বাস হৃদয়ে সর্ব্বদা ধারণ কর্ত্তব্য।

পত্র—৬০

বিষয়—❀ গুরুবৈষ্ণব-প্রতি শ্রদ্ধা অটুট রাখিবার চেষ্টা অবশ্য করণীয়; ❀ গুরুবৈষ্ণবের অন্তঃকরণ বুঝিতে পারিলে তাঁহাদের বিচার জানা যায়; ❀ 'বদলা' নয়, সহনশীলতা সেবকের বড় ধর্ম্ম; ❀ নিকটে বাস অপেক্ষা গুরু-আদেশ পালনেই তৎপ্রীতিবিধান; ❀ মঠবাসীর মধ্যাহ্নে প্রসাদের পর নাম ও গ্রন্থচর্চ্চার সুবিধা।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ,
২৮, হালদার বাগান লেন
কলিকাতা
২৫/৫/১৯৮৯

স্নেহাস্পদেষু—

------! তুমি সিধাবাড়ী হইতে কলিকাতা ফিরিয়া কবে নাগাদ কলিকাতা হইতে মথুরা বৃন্দাবনের দিকে গেলে, তাহা সঠিক জানিতে পারি নাই। সম্প্রতি জানিলাম, তুমি দাউজীর দিকেই অবস্থান করিতেছ। গুরুবৈষ্ণবের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস আছে জানি, কিন্তু উহা অটুট রাখিবার সুষ্ঠু ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত যদি তুমি নিজেই করিতে পারিতে তাহা হইলে বিশেষ আনন্দের বিষয় হইত।

গুরুবৈষ্ণব-প্রতি শ্রদ্ধা অটুট রাখিবার চেষ্টা অবশ্য করণীয়

গুরু-বৈষ্ণবগণকে ভালবাসিতে হইলে তাঁহাদের অপরাপর সতীর্থ ও তোমার গুরুভ্রাতাদিগের প্রতিও সমানভাবেই শ্রদ্ধাভক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। তাহা না হইলে, "একে নিন্দে, আরে বন্দে, এইমত ভণ্ড"—বিচারে আবদ্ধ হইতে হয়।

গুরুবৈষ্ণবের অন্তঃকরণ বুঝিলে তাঁহাদের বিচার জানা যায়

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের বিচার হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে তাঁহাদের আশয় অনুভবের চেষ্টা করিতে হয়। তাঁহাদের মূল বক্তব্য-বিষয় অবগত হইয়া উহা বাস্তবে রূপায়িত করার নামই—গুরুসেবা বা বৈষ্ণবসেবা।

'বদলা' নয়, সহনশীলতা সেবকের বড় ধর্ম্ম

অবস্থা বুঝিয়া সেবাকার্য্যে যথাযথ ব্যবস্থা লইতে হয়। সেখানে ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য ও সংযমের বিশেষ প্রয়োজন। অত্যধিক ক্রোধ ও জিঘাংসা-বৃত্তি কখনও বৈষ্ণব বা সেবকের ভূষণ হইতে পারে না। গুরুবৈষ্ণব-সেবকের পক্ষে ঈর্ষা, হিংসা, মাৎসর্য্য, গর্ব্ব, অহংকার, অভিমান সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। **সেবারাজ্যে 'বদলা' লওয়ার কোন কথা নাই। তথায় সংযম ও সহনশীলতাই সেবকের বিশেষ সদ্‌গুণ।** আশা করি তুমি আমার মূল বক্তব্য বিষয় কিছুটা বুঝিতে পারিতেছ।

নিকটে বাস অপেক্ষা গুরু-আদেশ পালনেই তৎ প্রীতিবিধান

আমার নিকেট থাকিয়া সেবাকার্য্য করিলে, তুমি যতটা সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হও, তাহা হইতেও আমি অধিক আনন্দিত হই, যদি তুমি আমার নির্দ্দেশানুযায়ী সেবাকার্য্যে অগ্রসর হও। কোথায় থাকিলে সেবাসৌন্দর্য্য অধিক বৃদ্ধি পাইবে, তাহা গুরু-বৈষ্ণবগণই বিশেষভাবে অবগত আছেন। সুতরাং **তোমার নিজস্ব চিন্তাধারা বাদ দিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের উপদেশ-নির্দ্দেশ মানিয়া চলিলেই তোমার অধিক মঙ্গল হইবে মনে করি।**

মঠবাসীর মধ্যাহ্নে প্রসাদের পর নাম ও গ্রন্থচর্চ্চার সুবিধা

বর্ত্তমানে আমি মনে করি, তুমি ধীর-স্থিরভাবে মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে অবস্থান কর। ঐস্থানের সেবাপূজা, সামান্য ভোগরাগাদি সেবার দায়িত্ব সেবার দায়িত্ব লইলে আমি খুশী হই। প্রসাদ পাইবার পর শ্রীহরিনাম-গ্রহণ ও গ্রন্থাদি আলোচনারও তুমি যথেষ্ট সময় পাইবে। তোমাকে ভিক্ষার জন্য বাহিরে যাইতে হইবে না। ওখানকার সেবার জন্য চাল-ডাল, মসলাদি এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি আমি কাহারও দ্বারা করাইয়া দিব। তোমার ক্ষুদ্রভাণ্ডারে ঐ সব দ্রব্যাদি ঝাড়িয়া বাছিয়া মজুত রাখিবে মাত্র।

তোমার কি মনোগত অভিপ্রায়, তাহা কলিকাতা মঠের ঠিকানায় পত্র দিয়া অতি অবশ্য জানাইবে। তোমার সহিত আর একজন সেবক যদি যোগাড় করিয়া লইতে পার, তাহাতে তোমার সাহায্য হইবে। -----মঠ বা ----মঠের কোন সেবকের সহিত তুমি কখনই বাগ-বিতণ্ডায় প্রবেশ করিবে না, ইহাই আমার অনুরোধ। অধিক কি, ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- গুরু-বৈষ্ণবগণকে ভালবাসিতে হইলে তাঁহাদের অপরাপর সতীর্থ ও তোমার গুরুভ্রাতাদিগের প্রতিও সমানভাবেই শ্রদ্ধাভক্তি প্রয়োগ করিতে হয়।
- শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের বিচার হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে তাঁহাদের আশয় অনুভবের চেষ্টা করিতে হয়।
- সেবারাজ্যে 'বদলা' লওয়ার কোন কথা নাই। তথায় সংযম ও সহনশীলতাই সেবকের বিশেষ সদ্‌গুণ।
- তোমার নিজস্ব চিন্তাধারা বাদ দিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের উপদেশ-নির্দ্দেশ মানিয়া চলিলেই তোমার অধিক মঙ্গল হইবে মনে করি।

পত্র—৬১

বিষয়—❀ ধামবাস অপেক্ষা গুরুবৈষ্ণবের আজ্ঞা-পালনই মুখ্য; ❀ সেবকগণ সৈনিকতুল্য—সেনাপতির আজ্ঞাপালনে বদ্ধপরিকর।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ
মিলনপল্লী, শিলিগুড়ি (দার্জিলিং)
২৭/৭/১৯৮৯

স্নেহাস্পদেষু—

-----! তোমার ১৭/৭/৮৯ তাং এর পত্র ২১/৭/৮৯ তারিখে পাইয়াছি। তুমি নবদ্বীপ পরিক্রমার পর শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজের সহিত মথুরায় গিয়াছিলে লিখিয়াছ। তথায় তোমার হজমের গণ্ডগোল আরম্ভ হইয়াছিল এবং মন খুব খারাপ ছিল জানিলাম। তুমি স----র পরামর্শমত মহারাজের আদেশ লইয়া শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে আছ বুঝিলাম। যদি ওখানে তোমার শরীর ভাল থাকে এবং পেটের গণ্ডগোল কমিয়া যায়, তবে ঐখানে থকিতে পার।

ধামবাস অপেক্ষা গুরুবৈষ্ণবের আজ্ঞা-পালনই মুখ্য

তুমি যদি বুঝিয়া থাক, **নবদ্বীপ বা বৃন্দাবন-বাস মুখ্য নহে, গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা ও সেবালাভই সকল ব্যাপারে সিদ্ধিপ্রদ,** তাহা হইলে শ্রী-----গৌড়ীয় মঠ ও ----মহারাজের আনুগত্য ছাড়িয়া নবদ্বীপে নিজের ইচ্ছামত চলিয়া যাওয়া উচিত হয় নাই। শরীর অসুস্থ হইলে মঠ-কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়া চিকিৎসাদির ব্যবস্থা লওয়া উচিত ছিল। তাহা না করিয়া

খেয়াল-খুশিমত দোলোৎসবে যাওয়া খুবই অন্যায় হইয়াছিল। কোথায় থাকিলে তোমাদের যথাযথভাবে হরিভজন হইবে, তাহা মঠ-কর্ত্তৃপক্ষই বিচার করিবেন। এ-বিষয়ে তোমাদের কোনরূপ দায়-দায়িত্ব নাই জানিবে। **গুরুবৈষ্ণবের আজ্ঞা-পালনই তোমাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সেবা ও দায়িত্ব। ইহাই সেবকের সৌন্দর্য্য বা অলঙ্কার—শ্রেষ্ঠ সদ্‌গুণ।** আনুগত্যময় জীবনই সাধন-জীবন। বৈষ্ণবধর্ম্ম—আনুগত্যের ধর্ম্ম। সুতরাং আনুগত্য বা সেবা বাদ দিলে সাধক স্বধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া অচ্যুত শ্রীভগবানের সেবাবিমুখ হইয়া পড়ে।

তোমার ইচ্ছানুসারে কোনস্থানে থাকা বা সেবাকাজ করা প্রকৃত সেবা নহে—বৈষ্ণবগণের আদেশ-পালনেই তোমার বাস্তব-সেবা নিহিত আছে। **সেবকগণ সৈনিক—তাঁহারা সর্ব্বদা সেনাপতির আজ্ঞা-পালনে যত্নবান থাকিবেন।** উহাই তাঁহাদের ধ্যান-জ্ঞান। বর্ত্তমানে তুমি ১৮/৬/৮৯ হইতে মন্দিরের সেবাপূজায় নিযুক্ত আছ, বুঝিলাম। তোমরা আমার স্নেহাশীস্ জানিবে। ইতি—

সেবকগণ সৈনিকতুল্য

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- নবদ্বীপ বা বৃন্দাবন-বাস মুখ্য নহে, গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা ও সেবালাভই সকল ব্যাপারে সিদ্ধিপ্রদ।
- গুরুবৈষ্ণবের আজ্ঞা-পালনই তোমাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সেবা ও দায়িত্ব। ইহাই সেবকের সৌন্দর্য্য বা অলঙ্কার—শ্রেষ্ঠ সদ্‌গুণ।
- বৈষ্ণবধর্ম্ম—আনুগত্যের ধর্ম্ম। সুতরাং আনুগত্য বা সেবা বাদ দিলে সাধক স্বধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া অচ্যুত শ্রীভগবানের সেবাবিমুখ হইয়া পড়ে।
- সেবকগণ সৈনিক—তাঁহারা সর্ব্বদা সেনাপতির আজ্ঞা-পালনে যত্নবান থাকিবেন।

পত্র—৬২

বিষয়—❀ গুরুপাদপদ্মের শিষ্যাগণ নিকট অধিক পত্রলিখার কারণ; ❀ আত্মসমর্পণ মৌখিক নহে, বাস্তব হওয়া চাই; ❀ নিজবুদ্ধিতে নহে, চিদ্বুদ্ধি দ্বারাই চিদ্বস্তু জানা যায়; ❀ বাস্তব সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হইতেই মনের ভাল-মন্দ অনুভূতি; ❀ নিরপরাধে নামগ্রহণেই চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত হয়; ❀ আদর্শ-গৃহস্থের লক্ষ্য কেবল হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা; ❀ ব্রতোপবাসে অসমর্থ পক্ষে নির্জ্জল-উপবাস অনুচিত; ❀ শ্রদ্ধা-ভক্তি দ্বারা জীবের অপরাধ মোচন; ❀ স্বপ্ন-মাধ্যমে গুরুদেব-কর্ত্তৃক ঔষধ-প্রদান।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠ
সন্ন্যাস মার্গ, কন্‌খল
হরিদ্বার (উঃ প্রঃ)
২৭/৮/১৯৮৯

কল্যানীয়াসু—

স্নেহের-----! * * * আমি বর্ত্তমানে সুস্থ আছি। এজন্য তোমরা চিন্তা ভাবনা করিও না। তোমরা মহাপ্রসাদ ও শ্রীচরণতুলসী পাইয়া খুব খুশী হইয়াছ বুঝিলাম। অপার্থিব স্নেহের ঋণ সত্যই কোনদিন পরিশোধ করা যায় না। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের ঋণ কখনই মিটানো সম্ভব নহে। স্নেহের দ্বারাই স্নেহের ঋণ পরিশোধ করিতে হয়।

পূর্ব্বে তোমাদের গ্রামে গেলে ৮/১০ দিন থাকিতাম। তখন সময় হাতে ছিল। বর্ত্তমানে ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী বৃদ্ধি পাওয়ায় চিন্তায় জর্জ্জরিত ও সময়াভাব—"বহু সুত সুতা জনম লভিল, মরমে হইনু হত।" বর্ত্তমানে পীড়ায় ও চিন্তায় অস্থির। বৃদ্ধ-অবস্থায় কে আমার সেবা করিবে, কে খাওয়াইবে, পরাইবে তাই দুশ্চিন্তা!

গুরুপাদপদ্মের শিষ্যাগণ নিকট অধিক পত্র লিখার কারণ

তোমাদের জিজ্ঞাসা করিলে তোমরা হয়ত উত্তর দিবে,—"নারীজন্মে আমরা কিরূপে সাক্ষাৎসেবা করিব?" আমার হস্তলিখিত পত্র তোমরাই হয়ত অধিক পাইয়া থাক। কিন্তু সাক্ষাৎদর্শনের সুযোগ কিরূপে দান করিব? স্নেহ-মায়া-মমতা দ্বারা দূরের বস্তুকেও মানুষ নিজের অতিনিকটে সংরক্ষণ করিতে সক্ষম হয়। তোমরা তদ্রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াই মানসিক শান্তিলাভের চেষ্টা করিবে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আত্মকল্যাণজনক উপদেশ, নির্দ্দেশ-বাণীই আমাদের চরম কল্যাণ ও আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। তাহা সর্ব্বতোভাবে হৃদয়ে বহন করিতে হয়।

নিজকে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণের কথা আমরা অনেকেই বহুবার মুখে বলিয়া থাকি, কিন্তু বাস্তব আত্মসমর্পণ হয় কি? আত্মসমর্পণে সাধক-সাধিকার যাবতীয় জড় মান-অভিমান-অহঙ্কার বিদূরিত হয়। **"আত্মনিবেদন তুয়া পদে করি, হইনু পরম সুখী। দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল, চৌদিকে আনন্দ দেখি।। অশোক অভয় অমৃত আধার—তোমার চরণদ্বয়। তাহাতে এখন বিশ্রাম লভিয়া ছাড়িনু ভবের ভয়।।"**—ইহাই পূর্ণশরণাগতি ও আত্মসমর্পণের বাস্তব ফল। আমরা সবকিছু শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবে সমর্পণ করিয়াও নিজের জন্য Iron safe-এর চাবিকাঠিটা রাখিয়া দেই। ইহাকে প্রকৃত শরণাগতি বা ত্যাগস্বীকার বলে না। শাস্ত্র বলেন,—শরণাগত ও অকিঞ্চনের একই লক্ষণ। **শ্রীগুরু ও ভগবান্ ব্যতীত যাঁহার এ পৃথিবীতে আর কেহ নাই, তিনিই প্রকৃত শরণাগত ও বাস্তব ত্যাগী।**

আত্মসমর্পণ মৌখিক নহে, বাস্তব হওয়া চাই

"নিজের ক্ষুদ্রবুদ্ধির দ্বারা বা শাস্ত্রালোচনা করিয়া গুরুতত্ত্ব ও ভগবৎতত্ত্ব কখনই অনুধাবন করা যায় না"—তোমার বক্তব্য যথার্থ। তাঁহাদের অহৈতুকী করুণা হইলেই সকল বিষয়ে সামর্থ্য লাভ হয়। **"দদামি বুদ্ধিযোগং ত্বং যেন মামুপযান্তি তে"**—ইহাই অতীন্দ্রিয় বস্তু লাভের বিশেষ অধিকার।

নিজবুদ্ধিতে নহে, চিদ্বুদ্ধি দ্বারাই চিদ্বস্তু জানা যায়

স্বপ্নে বা সুষুপ্তি অবস্থায় যাহা কিছু দেখা যায়, ও অনুভূত হয়, সবটারই দুই দিক্ আছে। স্বপ্নে ভাল ও মন্দ—দুইটা বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। যতদিন মন অতীন্দ্রিয় অপ্রাকৃত বিষয়ে স্থির না হয়, ততদিন ভাল-মন্দ দুইটী বিষয়ই অনুভূত হয়। যখন বাস্তব সত্যে উহা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সর্ব্বদা সৎবস্তুরই দর্শন ও অনুভব আসে। তখন 'কু' বিদূরিত হইয়া 'সু' আসিয়া স্বাভাবিকভাবে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। **জাগতিক চিন্তা-ভাবনার মধ্যে যতদিন থাকা যায়, ততদিন ভাল-মন্দ-বিচার অবশ্যই থাকিবে; উহার অতীত নির্গুণাবস্থা লাভ করিলে সকল বিষয়েই "গৌরের আমার সব ভাল" বলিয়া মনে হয়।**

বাস্তব সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হইতেই মনের ভাল-মন্দ অনুভূতি

তোমরা গুরু-বৈষ্ণবগণের আদেশ-নির্দ্দেশ পালনপূর্ব্বক হরিভজন করিলে মায়িক সংসারাসক্তি তোমাদিগকে কষ্ট দিবে না। তুমি অপরাধশূন্য হইয়া শ্রীনাম-গ্রহণ করিতে পারিলে তোমার চঞ্চল চিত্ত স্থির হইবে। তখন যথাযথভাবে সাধন-ভজনের সুযোগ পাইবে। এরূপ অবস্থায় তোমার কোনপ্রকার প্রাকৃত কামনা-বাসনা হৃদয়ে স্থান পাইবে না। গুরুবৈষ্ণব-কৃপা বলে আমাদের যাবতীয় বিষয়-বাসনা, ভোগ-বাসনা, সংসার-বাসনার নিবৃত্তি হয়। গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দাসানুদাস হওয়াই আমাদের আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি। শ্রীরাধা-গোবিন্দের অপ্রাকৃত চিল্লীলামিথুনের

নিরপরাধে নামগ্রহণেই চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত হয়

সার্ব্বকালিক সেবালাভ আমাদের ভজনক্ষেত্রে চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। যাঁহারা এরূপ বিচারে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা বিশেষ ভাগ্যবান্-ভাগ্যবতী।

আদর্শ গৃহস্থ-ঘরে কিছু নীতিকথা Framing করিয়া বাঁধাইয়া রাখা হয়, দেখিতে পাই। এক জায়গায় লিখা আছে দেখিয়াছি,—"**সঙ্কীর্ণ হৃদয়খানি অনন্ত পিপাসা। মিটে নাই, মিটিল না, মিটিবে না আশা।।**" নীতিপরায়ণ গৃহস্থের এই আশা-আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা ও ভগবৎসেবাকেই লক্ষ্য করে। তাঁহারা শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম-প্রীতিই তাঁহাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের কোনপ্রকার জাগতিক কামনা-বাসনা নাই; তাঁহারা 'কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা-বিশিষ্ট'। ভগবৎ-ভাগবত- সেবাই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র কাম্য ও লক্ষ্য।

আদর্শ-গৃহস্থের লক্ষ্য কেবল হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা

তোমার শারীরিক অসুস্থতার সংবাদ জানিয়া চিন্তিত রহিলাম। সময়মত ঔষধ-পথ্যগ্রহণ ও বিশ্রাম লইলে সুস্থ হইবে। শরীর অসুস্থ থাকিলে মনে স্বাভাবিকভাবেই হতাশা উপস্থিত হয়। তাহাতে দৈনন্দিন সেবা-পূজা, শ্রীনামগ্রহণ, শাস্ত্রালোচনাও ব্যাহত হয়। তজ্জন্য শরীর সুস্থ রাখা অবশ্যই প্রয়োজন। ইহাতেই সুষ্ঠুভাবে সাধন-ভজনের সুযোগ পাওয়া যায়। বিশেষ প্রয়োজনে আহ্নিকের পরই ❋ পিত্তরক্ষা করিলে ক্ষতি হইবে না। তাহাতে শ্রীভগবান্ তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট বা বিরূপ হইবেন না। **শ্রীগৌর-পূর্ণিমা, শ্রীজন্মাষ্টমী, শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশীতে অসমর্থ-পক্ষে পিত্তাধিক্য ব্যক্তির নিরম্বু উপবাস করিয়া ২/৪ দিন অসুস্থ থাকা অপেক্ষা কিছু সরবৎ বা দুগ্ধ গ্রহণ করিলে উপবাস নষ্ট হইবে না। স্থান-কাল-পাত্র ও অবস্থা বিবেচনা করিয়াই শাস্ত্রাদিতে বিধি-নিষেধাদি ব্যবস্থা হইয়াছে।**

ব্রতোপবাসে অসমর্থ-পক্ষে নির্জ্জলা-উপবাস অনুচিত

শ্রদ্ধা-ভক্তি বাস্তবসত্য, ইহা কখনও অনিত্য ও ধ্বংসশীল বস্তু নহে। অপরাধফলে জীবের হৃদয় কঠোর বজ্রসম হইয়া যায়। অপরাধ বিদূরিত হইলে মলিনচিত্ত পুনরায় সবল ও পবিত্র হইয়া শ্রীভগবানের বসতিস্থলরূপে পরিণত হয়। সাধনভজনহীন ভক্তিশূন্য জীবনের কোন প্রয়োজন নাই সত্য, কিন্তু নরতনু সুদুর্ল্লভ হওয়ায় ইহা সাধনভজনের মূল বলিয়া ইহার সদ্ব্যবহার করা অবশ্যই প্রয়োজন। যাহারা সাধনভজনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না, তাহারাই শোচ্য, নির্ব্বোধ, নরাধম, দুরাচার ও পাষণ্ডী-মধ্যে পরিগণিত। তাহাদের ইহ-পরকাল দুই-ই বিনষ্ট। গুরু-বৈষ্ণবগণ অন্তর্যামী ও অদোষদরশী, তাই সকলের একটা আশা-ভরসা আছে—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শ্রদ্ধা-ভক্তি দ্বারা জীবের অপরাধ মোচন হয়

❋ এস্থলে 'আহ্নকের পরই' বলিতে আহ্নিকের পর সাধক-সাধিকা বিশেষ প্রয়োজনে (অর্থাৎ পিত্তাধিক্য-ক্ষেত্রে) অর্চ্চন আরম্ভের পূর্ব্বে পিত্তরক্ষার জন্য কিছু ভোজন করিতে পারেন, বুঝানো হইয়াছে।

চিত্তরঞ্জনে আমার স্নেহশীলা এক মাতা স্বপ্নে মৎপ্রদত্ত ঔষধ গ্রহণের পর সুস্থ হইয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন। এ-ক্ষেত্রেও তোমার স্নেহময়ী জননী স্বপ্নে মৎপ্রদত্ত ঔষধ তোমাকে সেবন করাইয়াছেন ও তুমি সান্ত্বনা লাভ করিয়াছ জানিয়া আমি কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলাম। গুরুবৈষ্ণবগণের ইচ্ছা ও কল্যাণ কামনায় আমাদের নিশ্চয়ই বাস্তব ফললাভ হয়। ভগবৎকৃপা সর্ব্বোপরি, ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। আমি ভাল আছি। তোমরা আমার স্নেহাশীস্ জানিবে। ইতি—

স্বপ্ন-মাধ্যমে গুরুদেব-কর্ত্তৃক ঔষধ-প্রদান

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- স্নেহ-মায়া-মমতা দ্বারা দূরের বস্তুকেও মানুষ নিজের অতিনিকটে সংরক্ষণ করিতে সক্ষম হয়। তোমরা তদ্রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াই মানসিক শান্তিলাভের চেষ্টা করিবে।
- শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আত্মকল্যাণজনক উপদেশ, নির্দ্দেশ-বাণীই আমাদের চরম কল্যাণ ও আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। তাহা সর্ব্বতোভাবে হৃদয়ে বহন করিতে হয়।
- শ্রীগুরু ও ভগবান্ ব্যতীত যাঁহার এ পৃথিবীতে আর কেহ নাই, তিনিই প্রকৃত শরণাগত ও বাস্তব ত্যাগী।
- "দদামি বুদ্ধিযোগং ত্বং যেন মামুপযান্তি তে"—ইহাই অতীন্দ্রিয় বস্তু লাভের বিশেষ অধিকার।
- যতদিন মন অতীন্দ্রিয় অপ্রাকৃত বিষয়ে স্থির না হয়, ততদিন ভাল-মন্দ দুইটী বিষয়ই অনুভূত হয়। যখন বাস্তব সত্যে উহা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সর্ব্বদা সৎবস্তুরই দর্শন ও অনুভব আসে।
- তুমি অপরাধশূন্য হইয়া শ্রীনাম-গ্রহণ করিতে পারিলে তোমার চঞ্চল চিত্ত স্থির হইবে। তখন যথাযথভাবে সাধন-ভজনের সুযোগ পাইবে। এরূপ অবস্থায় তোমার কোনপ্রকার প্রাকৃত কামনা-বাসনা হৃদয়ে স্থান পাইবে না।
- শ্রীরাধা-গোবিন্দের অপ্রাকৃত চিল্লীলামিথুনের সার্ব্বকালিক সেবালাভ আমাদের ভজনক্ষেত্রে চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়।
- বিশেষ প্রয়োজনে (অর্চ্চন আরম্ভের পূর্ব্বে) আহ্নিকের পরই পিত্তরক্ষা করিলে ক্ষতিহইবে না।তাহাতে শ্রীভগবান্ তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট বা বিরূপ হইবেন না।
- শ্রীগৌর-পূর্ণিমা, শ্রীজন্মাষ্টমী, শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশীতে অসমর্থ পক্ষে পিত্তাধিক্য ব্যক্তির নিরম্বু উপবাস করিয়া ২/৪ দিন অসুস্থ থাকা অপেক্ষা কিছু সরবৎ বা দুগ্ধ গ্রহণ করিলে উপবাস নষ্ট হইবে না।

❀ অপরাধফলে জীবের হৃদয় কঠোর বজ্রসম হইয়া যায়। অপরাধ বিদূরিত হইলে মলিনচিত্ত পুনরায় সবল ও পবিত্র হইয়া শ্রীভগবানের বসতিস্থলরূপে পরিণত হয়।

❀ গুরু-বৈষ্ণবগণ অন্তর্যামী ও অদোষদরশী, তাই সকলের একটা আশা-ভরসা আছে।

পত্র—৬৩

বিষয়—মঠবাসীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার (❀ বৈষ্ণবধর্ম্ম—আনুগত্যের ধর্ম্ম, আনুগত্যহীন জীবন অধঃপাতকর; ❀ উপদেশকারী 'প্রভু' না সাজিয়া শাসনগ্রহণকারী 'সেবক' হইলেই মঙ্গল; ❀ নির্ব্বন্ধসহকারে ও উচ্চৈঃস্বরে নামগ্রহণ অনর্থনিবৃত্তিকর; ❀ গৃহস্থগণকে সম্মান দিতে হইবে, কিন্তু গোলামি কর্ত্তব্য নহে; ❀ দোষানুসন্ধান নহে বরং সামান্য গুণেরও প্রশংসা মঙ্গলকর; ❀ গুরুসেবাই কর্ত্তব্য, তাঁহার অভিন্নজ্ঞানে বৈষ্ণবসেবা করণীয়)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠ
সন্ন্যাস মার্গ, কন্‌খল
২৭/৮/১৯৮৯

স্নেহাস্পদেষু—

চা---, নি---, চৈ---! তোমাদের স্নেহলিপি পাইয়া তাহার উত্তর দিয়াছি। সাক্ষাদ্ভাবেও মঠ-মিশনে সেবকরূপে অবস্থানের নীতি-আদর্শ, আইনশৃঙ্খলা লইয়াও আলোচনা করিয়াছি। তোমাদের ৩ জনের মধ্যে চৈ--- সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ। সুতরাং তাহার প্রতি স্নেহ-মমতা রাখিয়া তোমরা ২জন মঠ-মন্দিরের আইনশৃঙ্খলা মানিয়া চলিলে গুরুবৈষ্ণবগণ তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া স্নেহাশীস্ বর্ষণ করিবেন।

শ্রী---দাস ব্রহ্মচারীকে শ্রী----গৌড়ীয় মঠে মঠরক্ষকরূপে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহার নির্দ্দেশ ও ইচ্ছানুসারেই তোমাদের মঠের সেবাকার্য্যাদি করা উচিত।

বৈষ্ণবধর্ম্ম— আনুগত্যের ধর্ম্ম তাঁহাকে সর্ব্বদা মান্য করিয়া চলা উচিত। তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া অনুমতি না লইয়া খেয়াল-খুশীমত যেখানে-সেখানে যাতায়াত করা মঠবাসীগণের কখনই কর্ত্তব্য নহে। **বৈষ্ণবধর্ম্ম—আনুগত্যের ধর্ম্ম; আনুগত্যহীন জীবন উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিপূর্ণ। আনুগত্য পরিত্যাগ করিলে আত্মধর্ম্ম হইতে পতিত হইতে হয়।** শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ কখনও

ভ্রষ্টাচারীকে কৃপা করেন না। তাহাদের জীবন বিফলতায় পর্য্যবসিত হয়। ঐরূপ ব্যক্তিগণের গুরুগৃহে, মঠ-মন্দিরে বাস করিয়া অপরাধ সঞ্চয় ব্যতীত অন্য কিছুই সৎশিক্ষা লাভের সম্ভাবনা নাই। আশা করি সেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমরা কখনই ঐরূপ দুর্ভাগ্য বরণ করিবে না।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের অপ্রাকৃত বিচার অনুধাবন করিয়া তাঁহাদের সেবাময় জীবনাদর্শ গ্রহণ করিতে পারিলে বাস্তব কল্যাণ লাভ হয়। কোনদিন তাঁহাদের অনুকরণ করিতে যাইও না। **সেবক হইতে গিয়া 'প্রভু' সাজিও না, চরম দুর্দ্দশা বরণ করিও না। অপরকে উপদেশ দেওয়া অপেক্ষা নিজে আত্মসংশোধনের চেষ্টা করিলে অধিক উপকার হইবে।** শাসনগ্রহণ করিয়া শিষ্য হওয়া শ্রেয়ঃ। গুরু-বৈষ্ণবের আদেশ-উপদেশ নির্ব্বিচারে পালন করিতে পারিলে 'শিষ্য' বা 'সেবক' হওয়া যায়।

উপদেশকারী 'প্রভু' নয় বরং শাসনগ্রহণকারী 'সেবক' হইলেই মঙ্গল

প্রত্যহ নির্ব্বন্ধসহকারে শ্রীনামগ্রহণ করিলে সেবককে কোনদিন কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষী হইতে হয় না। উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিলে জীবের অনর্থনিবৃত্তি হয় ও জাড্যভাব পলায়ন করে। সেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া কোন সেবকের উচিত নয়। সর্ব্বদা ভগবৎ-ভাগবত-সেবার জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট হওয়াই সেবকের একমাত্র ধর্ম্ম।

নির্ব্বন্ধসহকারে ও উচ্চৈঃস্বরে নামগ্রহণ অনর্থনিবৃত্তিকর

গ্রাম্য ব্যক্তিগণের নিকট গ্রাম্যকথা আদরের বস্তু হইলেও সেবকগণ উহাতে উৎসাহ লাভ করেন না। বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের প্রার্থিত সম্মান দিতে পারিলেই ভাল। তাহাদের লৌকিক ব্যবহার কখনই আদর বা অনুমোদন করিতে হইবে না। **ভগবৎসেবোপকরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া গৃহস্থগণের ব্যবহারিক সম্মান রক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু তাঁহাদের গোলাম হইয়া যাইতে হইবে না।** "বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মনে হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।।"—এই নির্দ্দেশনামা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। ব্রজে বাস করিলেই সকলে ব্রজবাসী হয় না। অপ্রাকৃত ব্রজবাসীরই মাধুকরী ভিক্ষায় অধিকার জানিবে। অপ্রাকৃত নির্গুণতত্ত্বে জড় প্রাকৃতবিচার আরোপ করাই প্রাকৃত-সহজিয়া-বিচার। সজ্জনকে অসাধু বলা ও ভ্রষ্টাচারীকে ভক্ত বলা—সমান অপরাধ। অধিকার-বিচার সর্ব্বদা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। অনধিকারীকে অধিকারীরূপে প্রতিষ্ঠিত করা, আর অধিকারী ব্যক্তির সামর্থ্য অস্বীকার করা—দুইই সমান দোষক্রটীরূপে পরিগণিত।

গৃহস্থগণকে সম্মান দিতে হইবে, কিন্তু গোলামি কর্ত্তব্য নহে

নিজের মান-সম্মান-প্রতিপত্তি জাহির করিতে গিয়া গুরু-বৈষ্ণবগণের সম্মান খর্ব্ব করা বা তাঁহাদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে অবমাননা করা—কোন বৈষ্ণবের উচিত

নহে। অপরের দোষানুসন্ধান না করিয়া তাহার সামান্য গুণের প্রশংসা করিলেও মানসিক শান্তি লাভ হয়। বদ্ধজীবের পক্ষে অপরের গুণ-দোষ-বিচার শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। তথাপি অপরের গুণের প্রশংসা অপেক্ষাকৃত শ্রেয়ঃ। **অপরের দোষানুসন্ধান করিতে গেলে অনেক সময়ে মানুষকে সেই দোষই আক্রমণ করিয়া বসে এবং তাহার ভজনসাধনপথে অধঃপতন ঘটায়।** ইহাতে নিজের চিত্তও কলুষিত হয় এবং নানাপ্রকার দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায় মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। এ বিষয়ে গীতার **"ধ্যায়তো বিষয়ান্..... বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি"** শ্লোক যথার্থ উদাহরণ।

দোষানুসন্ধান নহে বরং সামান্য গুণেরও প্রশংসা মঙ্গলকর

তোমরা সকল সেবক মিলিয়া-মিশিয়া মঠে সেবাকার্য্যাদি করিবে এবং মঠের দৈনন্দিন সেবা বজায় রাখিবে। **যদি পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ-বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হও, তবে সুবিধাবাদী দল তোমাদের উপহাস করিবার সুযোগ পাইবে। তোমরা কখনই ঐরূপ গর্হিত কাজ করিবে না।** নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি রাখিয়া গুরুবৈষ্ণবের সেবা-সম্বন্ধেই সতর্ক থাকিবে। গুরু-বৈষ্ণবের সেবা পরিত্যাগ করিয়া কাহারও কোনদিন মঙ্গল হইতে পারে না। **যিনি দীক্ষাগুরু-সেবা বাদ দিয়া বৈষ্ণবসেবা বা শিক্ষাগুরু—নামগুরুর অধিক মহিমা-মাহাত্ম্য প্রচার করেন, তাঁহাকে দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাগ করিতে হইবে। গুরুসেবা ও বৈষ্ণবসেবা একই পর্য্যায়ভুক্ত।** তোমরা আমার স্নেহাশীস্ জানিবে। ইতি—

গুরুসেবাই কর্ত্তব্য, তাঁহার অভিন্নজ্ঞানে বৈষ্ণবসেবা করণীয়

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- বৈষ্ণবধর্ম্ম—আনুগত্যের ধর্ম্ম; আনুগত্যহীন জীবন উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিপূর্ণ। আনুগত্য পরিত্যাগ করিলে আত্মধর্ম্ম হইতে পতিত হইতে হয়।
- সেবক হইতে গিয়া 'প্রভু' সাজিও না, চরম দুর্দ্দশা বরণ করিও না। অপরকে উপদেশ দেওয়া অপেক্ষা নিজে আত্মসংশোধনের চেষ্টা করিলে অধিক উপকার হইবে।
- উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিলে জীবের অনর্থনিবৃত্তি হয় ও জাড্যভাব পলায়ন করে।
- ভগবৎসেবোপকরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া গৃহস্থগণের ব্যবহারিক সম্মান রক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু তাঁহাদের গোলাম হইয়া যাইতে হইবে না।

- অধিকার-বিচার সর্ব্বদা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। অনধিকারীকে অধিকারীরূপে প্রতিষ্ঠিত করা, আর অধিকারী ব্যক্তির সামর্থ্য অস্বীকার করা—দুইই সমান দোষত্রুটীরূপে পরিগণিত।
- বদ্ধজীবের পক্ষে অপরের গুণ-দোষ-বিচার শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। তথাপি অপরের গুণের প্রশংসা অপেক্ষাকৃত শ্রেয়ঃ।
- অপরের দোষানুসন্ধান করিতে গেলে অনেক সময়ে মানুষকে সেই দোষই আক্রমণ করিয়া বসে এবং তাহার ভজনসাধনপথে অধঃপতন ঘটায়।
- যিনি দীক্ষাগুরু-সেবা বাদ দিয়া বৈষ্ণবসেবা বা শিক্ষাগুরু—নামগুরুর অধিক মহিমা-মাহাত্ম্য প্রচার করেন, তাঁহাকে দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাগ করিতে হইবে। গুরুসেবা ও বৈষ্ণবসেবা একই পর্য্যায়ভূক্ত।

পত্র—৬৪

বিষয়—❀ সাধকের নিকট গুরুপাদপদ্মের গুরুত্ব; ❀ সকল কর্ম্মাচরণ-মধ্যেও চিত্ত ভগবৎচিন্তায় নিযোজ্য; ❀ হরি-গুরু-বৈষ্ণবই সংসারের একমাত্র সার বস্তু; ❀ বিশ্রম্ভ সেবকের নিকট পরম স্নেহাস্পদ শ্রীগুরু-রাধা-কৃষ্ণ বিগ্রহত্রয়; ❀ তাঁহাদের চরণের ধূলিকণারূপ অকিঞ্চন হওয়াই শুদ্ধভক্তের কাম্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠ
সন্ন্যাস মার্গ, কন্‌খল
২৯/৮/১৯৮৯

স্নেহাস্পদাসু—

মা---! তোমার ৪/৭/৮৯ তাং এর শিলিগুড়ি মঠের ঠিকানায় লিখিত স্নেহলিপি যথাসময়ে পাইয়াছি। ঐসময়ে অসুস্থাবস্থায় কোন বৈষ্ণব-গৃহস্থের গৃহে কলিকাতায় ছিলাম। ওখান হইতেই সোজা দেওঘরে গিয়াছিলাম।

সাধকের নিকট গুরুপাদপদ্মের গুরুত্ব

তুমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট কৃপা প্রার্থনা করিয়াই তোমার আকুলতা ব্যাকুলতা নিবেদন করিয়াছ। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সত্যই স্নেহের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ, অজ্ঞানান্ধের যষ্টিস্বরূপ ও কৃপাভক্তি-লাভেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে পরমাশ্রয়। শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপায় মূকও বাচালত্ব প্রাপ্ত হয়, পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘনের সামর্থ্য লাভ করে।

কর্ম্মফল-ভোগের নিমিত্ত আমরা এ সংসারে আসিয়া বদ্ধদশা লাভ করিয়াছি। তজ্জন্য এ জগতে সকল কর্ম্মাচরণ করিয়াও মূলকর্ত্তব্য হরিভজন অবশ্য প্রয়োজন।

সকল কর্ম্মাচরণ- মধ্যেও চিত্ত ভগবৎচিন্তায় নিযোজ্য

"কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু"—এই মহাজনবাণী বিস্মৃত হইলে চলিবে না। যে কোন উপায়ে আমাদের চিত্ত ভগবৎচিন্তায় নিযুক্ত করিতে হইবে। সাংসারিক বিবিধ বাধা-বিপত্তির মধ্যেও চিত্ত দৃঢ় রাখিয়া ভগবানের শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলাকথায় নিযুক্ত রাখিতে হইবে। পঞ্চপ্রকার ভেদের রঙ্গস্থল এই জগৎপ্রপঞ্চে শ্রীনাম ও হরি-গুরু-বৈষ্ণবই একমাত্র সারবস্তু।

হরি-গুরু-বৈষ্ণবই সংসারের একমাত্র সার বস্তু

জাগতিক সকল মায়া-মমতা পরিত্যাগ করা যায়, দেহ-গেহ-অর্থাদির প্রয়োজনীয়তা সীমিত করা সম্ভব হয়, কিন্তু ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান্‌কে কি আমরা বিসর্জ্জন দিতে পারি? চলার পথে আমাদের এইগুলি অপরিহার্য্য। ভগবৎচিন্তাবিহীন মনুষ্যকে শাস্ত্র 'পশু'-নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রাকৃতে অপ্রাকৃত বুদ্ধি ও অপ্রাকৃতে প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট মানবকে ভাগবত পশুঘ্ন (পশুঘাতী ব্যাধ) ও গোখর (গরুর মধ্যে গাধা) বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। আমরা দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া হেলায় খেলায় নষ্ট করিতে পারি না। তোমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছ, সুতরাং শ্রীগুরু- বৈষ্ণব-ভগবানই তোমাদের স্নেহসম্পদ ও শ্রদ্ধা-ভক্তির পাত্র। যিনি অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক, তাঁহার নিকট ধনী-গরীব, কাঙ্গাল-কীটের কোন বৈষম্য নাই। **শ্রীভগবান্ মূল বিষয়বিগ্রহ, তাঁহার স্বরূপশক্তি শ্রীমতী রাধারাণী মূল আশ্রয়বিগ্রহ। শ্রীগুরুপাদপদ্ম মঞ্জরীরূপে মূল আশ্রয়বিগ্রহের অনুগামিনী আশ্রয়স্বরূপা। বিশ্রম্ভ সেবক-সেবিকাগণের নিকট উক্ত তিন বিগ্রহই—স্নেহবিগ্রহ ও স্নেহের দুলাল ও দুলালী।** এই তিন মূর্ত্তির প্রত্যেকেরই বাহাদুরি আছে, কিন্তু প্রত্যেকেই পরস্পরের আনুগত্য স্বীকারপূর্ব্বক দৈন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং নিজে মালিক নহেন বলিয়া নিশ্চিন্ত হন। এই তিনজনই স্নেহের কাঙ্গাল জানিবে।

বিশ্রম্ভ সেবকের নিকট পরম স্নেহাস্পদ শ্রীগুরু-রাধা-কৃষ্ণ বিগ্রহত্রয়

আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য—মূল আশ্রয়বিগ্রহ ও বিষয়বিগ্রহের সেবা করা। আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী করুণায় উক্ত সেবা সাক্ষাদ্ভাবে লাভ হয়।

তাঁহাদের চরণের ধূলিকণারূপ অকিঞ্চন হওয়াই শুদ্ধভক্তের কাম্য

সুতরাং **একান্তভাবে আশ্রিতজনের সবকিছুই—এই তিন তত্ত্ববস্তু। সমর্পিতাত্ম ভক্ত এই তত্ত্বত্রয়ীর নিকট (শ্রীচরণ) ধূলিকণা-রূপে অবস্থানের প্রার্থনা জানাইয়া সর্ব্বক্ষণ পরীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক নির্ব্ব্যলীক ও অকিঞ্চন হইতে চাহেন।** ইঁহাদের শুভ আশীর্ব্বাদ ও শক্তিশালী উপদেশ-নির্দ্দেশবাণীই সাধক-সাধিকার জীবনের বল, ভরসা ও ধন-সম্পৎ

সবকিছু। * * * আশাকরি তোমাদের সকলেই কুশলে আছ। আমার শুভেচ্ছা ও স্নেহাশীস্ লইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- শ্রীগুরুপাদপদ্ম সত্যই স্নেহের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ, অজ্ঞানান্ধের যষ্টিস্বরূপ ও কৃপাভক্তি-লাভেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে পরমাশ্রয়।
- এ জগতে সকল কর্ম্মাচরণ করিয়াও মূলকর্ত্তব্য হরিভজন অবশ্য প্রয়োজন। সাংসারিক বিবিধ বাধা-বিপত্তির মধ্যেও চিত্ত দৃঢ় রাখিয়া ভগবানের শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলাকথায় নিযুক্ত রাখিতে হইবে।
- পঞ্চপ্রকার ভেদের রঙ্গস্থল এই জগৎপ্রপঞ্চে শ্রীনাম ও হরি-গুরু-বৈষ্ণবই একমাত্র সারবস্তু।
- জাগতিক সকল মায়া-মমতা পরিত্যাগ করা যায়, দেহ-গেহ-অর্থাদির প্রয়োজনীয়তা সীমিত করা সম্ভব হয়, কিন্তু ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান্‌কে কি আমরা বিসর্জ্জন দিতে পারি?
- শ্রীভগবান্ মূল বিষয়বিগ্রহ, তাঁহার স্বরূপশক্তি শ্রীমতী রাধারাণী মূল আশ্রয়বিগ্রহ। শ্রীগুরুপাদপদ্ম মঞ্জরীরূপে মূল আশ্রয়বিগ্রহের অনুগামিনী আশ্রয়স্বরূপা। বিশ্রম্ভ সেবক-সেবিকাগণের নিকট উক্ত তিন বিগ্রহই—স্নেহবিগ্রহ ও স্নেহের দুলাল ও দুলালী।
- সমর্পিতাত্ম ভক্ত এই তত্ত্বত্রয়ীর নিকট (শ্রীচরণ) ধূলিকণা-রূপে অবস্থানের প্রার্থনা জানাইয়া সর্ব্বক্ষণ পরীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক নির্ব্ব্যলীক ও অকিঞ্চন হইতে চাহেন।

পত্র—৬৫

বিষয়— ❀ গুরুবৈষ্ণব কৃপায়ই সাধকের হরিভজনে যোগ্যতা; ✱বৈষ্ণবহীন তীর্থযাত্রায় গুরুপাদপদ্মের অসম্মতি; ❀ গুরুদর্শনের ব্যাকুলতায় ভগবান্ বশীভূত হন; ❀ সংসারে থাকিবার কৌশল; ❀ সেবকগণ প্রতি গুরুপাদপদ্মের কৃতজ্ঞতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠ
সন্ন্যাস মার্গ, কন্‌খল
২৯/৮/১৯৮৯

স্নেহাস্পদেষু—

----! তোমার ১০ আগষ্টের স্নেহলিপি শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে যথাসময়ে পৌঁছিয়াছিল। ওখান হইতে উহা Redirected হওয়ায় গতকল্য আমি হরিদ্বার মঠে পাইলাম।

তুমি সত্যই লিখিয়াছ—"জগতের কোন প্রাকৃত বস্তুই আমাদের সুখ-শান্তি দিতে পারে না।" গুরুবৈষ্ণবের অহৈতুকী করুণা ব্যতীত বদ্ধজীবের কখনও প্রকৃত জ্ঞান ও ভক্তিলাভ হইতে পারে না। **সাধকের হরিভজনে ও ভগবদনুশীলনে যোগ্যতা কোথায়? গুরুবৈষ্ণব- কৃপা সম্বল করিতে পারিলেই ভগবৎসেবায় যথাযথভাবে নিযুক্ত হইতে পারা যায়।**

গুরুবৈষ্ণব কৃপায়ই সাধকের হরিভজনে যোগ্যতা

যাঁহারা গুরুবৈষ্ণবে দেহ-মন-আত্মা সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই বাস্তবক্ষেত্রে পুষ্পাঞ্জলিরূপে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হয়। বৈষ্ণবগণের সঙ্গে শ্রীধাম-তীর্থাদি দর্শনের নির্দ্দেশ শাস্ত্রে রহিয়াছে। যদি গুরু-বৈষ্ণবের আদেশ ব্যতীত তোমরা কোন কাজ করিবে না—এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া থাক, তাহা হইলে **বৈষ্ণবহীন তীর্থযাত্রায় নিশ্চয়ই আমার সম্মতি থাকিতে পারে না, জানিয়া রাখা ভাল।**

বৈষ্ণবহীন তীর্থযাত্রায় গুরুপাদপদ্মের অসম্মতি

তোমরা স্বপ্নে প্রায়ই শ্রীগুরুদেবকে দর্শন পাও জানিলাম। সাক্ষাৎদর্শনও ঐভাবে মিলিবে। হৃদয়ের আবেগ ও স্নেহ-মমতা থাকিলে সাক্ষাৎদর্শন ও সেবার সুযোগ অবশ্যই লাভ হয়। তোমাদের ন্যায় সেবকের নিকট গুরুবৈষ্ণবগণও কৃতজ্ঞ ও ঋণী থাকেন। গুরুদর্শনের জন্য যাঁহাদের চিত্ত ব্যাকুলিত, তাঁহারা ভগবান্‌কেও বশীভূত করিতে পারেন।

গুরুদর্শনের ব্যাকুলতায় ভগবান্ বশীভূত হন

বৈষ্ণবগণের গম্ভীর আচরণ ও শিক্ষা জীবগণকে সাধনভজন-পথে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে। সংসারে সংসারী সাজিতে হইবে, হৃদয়ে নিত্য ধর্ম্মানুশীলন চলিবে। ইহাই সাধন ভজনের রীতি ও কৌশল। "**যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।**" কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির প্রাকৃতচেষ্টা বর্জ্জনপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষাই হরিসম্বন্ধী কর্ম্মের বাস্তব ফল। এইরূপ বিচারদ্বারা সাধনভজন, গুরুবৈষ্ণবসেবা, প্রেমভক্তিলাভ প্রভৃতি যাবতীয় যোগ্যতা ও অধিকার প্রাপ্তি ঘটে। নিষ্ঠা থাকিলে সাধনক্ষেত্রে সকল আশাই পূর্ণ হয়। নির্ভেজাল দুগ্ধপানে নিশ্চয়ই

সংসারে থাকিবার কৌশল

আত্মার পুষ্টিবর্দ্ধন হইয়া থাকে। ভেজাল বস্তু গ্রহণে স্বাস্থ্যহানি অবশ্যম্ভাবী। স্পর্শমণি সর্ব্বাবস্থায় সকল বস্তুকেই উন্নতাবস্থা দান করে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আমার প্রাক্তন কর্ম্মফলে মাঝে মাঝে অসুস্থ হইয়া পড়ি। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় আবার কিছুটা সুস্থতা লাভ করি। সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ-স্বীকারও এবিষয়ে বিশেষ সহায়ক হয়। তাঁহাদের সেবানিষ্ঠা ও স্নেহমমতা-রূপ প্রীতিবন্ধনে আমি সুস্থ হই, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকটও আমি চিরঋণী ও কৃতজ্ঞ। * * * ইতি—

সেবকগণ প্রতি গুরুপাদপদ্মের কৃতজ্ঞতা

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- সাধকের হরিভজনে ও ভগবদনুশীলনে যোগ্যতা কোথায়? গুরুবৈষ্ণব-কৃপা সম্বল করিতে পারিলেই ভগবৎসেবায় যথাযথভাবে নিযুক্ত হইতে পারা যায়।
- যাঁহারা গুরুবৈষ্ণবে দেহ-মন-আত্মা সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই বাস্তবক্ষেত্রে পুষ্পাঞ্জলিরূপে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হয়।
- যদি গুরু-বৈষ্ণবের আদেশ ব্যতীত তোমরা কোন কাজ করিবে না—এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া থাক, তাহা হইলে বৈষ্ণবহীন তীর্থযাত্রায় নিশ্চয়ই আমার সম্মতি থাকিতে পারে না, জানিয়া রাখা ভাল।
- হৃদয়ের আবেগ ও স্নেহ-মমতা থাকিলে সাক্ষাৎদর্শন ও সেবার সুযোগ অবশ্যই লাভ হয়।
- গুরুদর্শনের জন্য যাঁহাদের চিত্ত ব্যাকুলিত, তাঁহারা ভগবান্‌কেও বশীভূত করিতে পারেন।
- বৈষ্ণবগণের গম্ভীর আচরণ ও শিক্ষা জীবগণকে সাধনভজন-পথে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে।
- সংসারে সংসারী সাজিতে হইবে, হৃদয়ে নিত্য ধর্ম্মানুশীলন চলিবে। ইহাই সাধন ভজনের রীতি ও কৌশল।

পত্র—৬৬

বিষয়—❀ অহঙ্কারী, অকৃতজ্ঞের কল্যাণ অসম্ভব; ❀ গুরুদেবের নিজ স্বভাবের পরিচয়; ❀ সমদর্শী সাধু কোন 'লাগানি'কে গ্রাহ্য করেন না; ❀ চালাক, সুবিধাবাদীর নয়, বরং বোকা সরলেরও মঙ্গল লাভ; ❀ স্নেহ-মমতায় সেবাপূজা ঠাকুর অবশ্যই গ্রহণ করেন; ❀ সংশোধন-পথে চলা ও আকুল-ক্রন্দনই সব ভুলের মীমাংসা।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠ
সন্ন্যাস মার্গ, কনখল
হরিদ্বার
১৯।৮।১৯৯০

কল্যাণীয়াসু—

স্নেহের----! পূর্ব্বে তোমার ২৪।৯।৮৯, ২০।১০।৮৯, ১৯।১২।৮৯, ১।১।৯০, ১৬।১।৯০, ১২।৬।৯০, ১১।৭।৯০, ২৮।৭।৯০ তাং এর স্নেহলিপি যথাসময়ে পাইয়াছি। অতগুলি পত্র পাইয়াও তোমাকে কোন উত্তর দিতে পারি নাই, ইহাই আমার দুঃখ। অন্য কেহ হইলে নিশ্চয়ই আমাকে ভুল বুঝিত ও পত্রাদি আদান-প্রদান বন্ধ করিত। তোমার ক্ষেত্রে তাহা কোনদিনই সম্ভব হইবে না জানি।

অহঙ্কারী, অকৃতজ্ঞের কল্যাণ অসম্ভব

মানুষ বৃথা কেন অহঙ্কারী হয়, বুঝিতে পারি না। নিজের ওজন বুঝিয়া চলিতে না পারিলে অশেষ দুর্গতি হয়। উপকারীর উপকার স্বীকার না করিলে তাহাকে অকৃতজ্ঞ বা কৃতঘ্ন বলে। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির কোনদিন কল্যাণ হইতে পারে না। জাগতিক বাহাদুরি পরমার্থ ক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে অকর্ম্মণ্য, বিশেষতঃ ঈর্ষা-হিংসা-মাৎসর্য্যের ক্ষেত্রে উহা বিষময় ফল প্রসব করে।

গুরুদেবের নিজ স্বভাবের পরিচয়

যিনি এ জগতে যত কঠিন সমস্যা ও সঙ্কটের সমাধানের জন্য দৃঢ়তা, অবিচলিত ধৈর্য্য এবং বুদ্ধি-কৌশল প্রয়োগ করেন, তাহার মহিমা ও খ্যাতি সর্ব্বত্র বিঘোষিত হয়। আমার কাহারও নিকট কোনরূপ পার্থিব প্রত্যাশা নাই, যথালাভেই সন্তুষ্ট থাকিতে চাই। গুরুবর্গের আশীর্ব্বাদ এবং শুভেচ্ছা ও অন্তরঙ্গ বা প্রিয়জনের সহৃদতায় সকল সঙ্কটময় মুহূর্ত্ত আমি অবশ্যই অতিক্রম করিতে পারিব, এই বিশ্বাস রাখি। আমার সরলতা, দক্ষতা, লোকপ্রিয়তা, উদারতা ও রুচিপরায়ণতার সুযোগ লইয়া সুবিধাবাদী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠালাভের

চেষ্টা করিতে পারে, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমাদের সকলকে যে কোন উপায়ে হরিভজনে নিষ্ঠা লাভ করিতে হইবে।

জগতে আপাতঃ নিকট আত্মীয় বা সাথীর সহিত তোমার ভুল-বুঝাবুঝি হইতে পারে, কিন্তু নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর সহিত কোনদিন কখনই মতবিরোধ সম্ভব নয়। জগতিক ব্যাপারেই 'লাগানি'র কথা আসিতে পারে। কেহ হাঁড়ির খবর দিলেও সমদর্শী সাধুর নিকট তাহা কোনদিনই দলিল-রূপে গ্রাহ্য হইবে না। আবার বিষমদর্শী ধৃতরাষ্ট্র ও মূর্ত্তিমান দম্ভসদৃশ দুর্য্যোধনাদির ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে হিংসা-মাৎসর্য্যের প্রমাণস্বরূপে উহা দলিল বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে। কিন্তু বৈষ্ণবকে ঝগড়াটে, কপট, অবিবেচক বলিয়া ভ্রম করিলে অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকিয়া যায়। সুতরাং এ-বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

সমদর্শী সাধু কোন 'লাগানি'কে গ্রাহ্য করেন না

তুমি চিরদিনই বোকা, মূর্খ, অর্ব্বাচীন, বুদ্ধিহীন হইয়া থাকিবে, ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা। "**অতি চালাকের গলায় দড়ি**"—প্রবাদ-বাক্য তুমি নিশ্চয়ই অনুধাবনের চেষ্টা করিবে। গুরু-বৈষ্ণবের নিকট বোকা, পাগল, আপনভোলা, সরল ব্যক্তিরই কল্যাণ লাভ হয়। কাক-চতুর হইলে বঞ্চিত হইতে হয়। যাহারা সব দলে সমানভাবে মিশিতে পারে, তাহাদের মঙ্গল হয় না; তাহাদিগকে সুবিধাবাদী বলা যায়। তাহারা নিজের স্বার্থেরই প্রাধান্য দিয়া থাকে। তাহাদিগকে কপট, কূটনৈতিক বলা যাইতে পারে।

চালাক, সুবিধাবাদীর নয়, বরং বোকা সরলেরও মঙ্গল লাভ

তোমাদের শ্রদ্ধায় প্রদত্ত দ্রব্য গুরুবৈষ্ণবগণ অবশ্যই গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহা কোথাও পরোক্ষভাবে, কোথাও প্রত্যক্ষভাবে অনুভূতি বা উপলব্ধির বিষয়। ছয়প্রকার সৎসঙ্গের মধ্যে "**ভুঙ্‌তে ভোজয়তে**" অন্যতম অঙ্গ; "**দান প্রতিগ্রহ, মিথো** (পরস্পর) **গুপ্তকথা, ভক্ষণ, ভোজনদান। সঙ্গের লক্ষণ, এই ছয় হয়, ইহাতে ভক্তির প্রাণ।।**" তালের বড়া, থানুকুনির বড়া, হিঞ্চে শাক, কচু শাক, কচুর লতী, লাউ ঘন্ট, মোচা ঘন্ট, দুগ্ধ লকলকি—সবই স্নেহ ভালবাসার মাধ্যম বা উপকরণ। **এস্থলে দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে এক গভীর আন্তরদর্শনের মধুর সম্পর্ক বিরাজিত। হাজার মাইল ব্যবধানেও ঐ স্নেহ-মমতা-প্রণয় পরস্পর উপলব্ধি হইয়া থাকে।** তোমরা অন্তর দিয়া ঠাকুরের সেবাপূজা কর, তিনি বা তাঁহারা অবশ্যই সাক্ষাদ্ভাবে উহা গ্রহণ করিবেন।

স্নেহ-মমতায় সেবাপূজা ঠাকুর অবশ্যই গ্রহণ করেন

তোমার "প্রতিটি মুহূর্ত্ত মনে হচ্ছে ছুটে চলেছে, সময়ের অভাব, শেষ পর্য্যন্ত নিরাশ হতে হবে"—এ চিন্তাই তোমাকে একটা মীমাংসা অবশ্যই দিবে। তুমি ভুলের মধ্য দিয়া না চলিয়া সংশোধন বা শিক্ষার মধ্য দিয়াই চলিবার চেষ্টা কর। আমি

স্বীকার করি, এ বিষয়ে অতিমর্ত্ত্য বা ঐশী শক্তির অহৈতুকী করুণা ব্যতীত কাহারও এক পা-ও অগ্রসর হইবার ক্ষমতা নাই। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব ব্যতীত এ জগতে শ্রেষ্ঠ বান্ধব আর কে আছেন?—"**তব নিজজন পরমবান্ধব সংসার কারাগারে**"—ইহা অবশ্যই উপলব্ধি করিতে হইবে। তুমি আকুল ক্রন্দন করিতে পারিলে, তোমার জন্য সবই এ পৃথিবীতে থাকিবে। তখন জগৎ তোমাকে সান্ত্বনা দিবে, তোমাকে আপন করিয়া লইবে, তোমার সকল আব্দার সুরক্ষিত হইবে। তোমার ভগবৎপ্রীতি, গুরুবৈষ্ণব-প্রীতি লক্ষ্য করিয়া ধার্ম্মিক জগৎ, সমঝ্‌দার দুনিয়া তোমার সকল আবেদনে নিবেদনে সাড়া দিবে, তোমাকে নিঃস্বার্থভাবে স্নেহ যত্ন করিবে। তোমার স্বভাবসুলভ সরলতাই তোমাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবে। আমার স্নেহ-ভালবাসা ও শুভাশীস্ জানিবে। ইতি—

সংশোধন-পথেচলা ও আকুল-ক্রন্দনই সব ভুলের মীমাংসা

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- জাগতিক বাহাদুরি পরমার্থ ক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে অকর্ম্মণ্য।
- জগতে আপাতঃ নিকট আত্মীয় বা সাথীর সহিত তোমার ভুল-বুঝাবুঝি হইতে পারে, কিন্তু নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর সহিত কোনদিন কখনই মতবিরোধ সম্ভব নয়।
- কেহ হাঁড়ির খবর দিলেও সমদর্শী সাধুর নিকট তাহা কোনদিনই দলিল-রূপে গ্রাহ্য হইবে না।
- গুরু-বৈষ্ণবের নিকট বোকা, পাগল, আপনভোলা, সরল ব্যক্তিরই কল্যাণ লাভ হয়।
- তালের বড়া, থানুকুনির বড়া, হিঞ্চে শাক, কচু শাক, কচুর লতী, লাউ ঘণ্ট, মোচা ঘণ্ট, দুগ্ধ লকলকি—সবই স্নেহ ভালবাসার মাধ্যম বা উপকরণ।
- তোমরা অন্তর দিয়া ঠাকুরের সেবাপূজা কর, তিনি বা তাঁহারা অবশ্যই সাক্ষাদ্ভাবে উহা গ্রহণ করিবেন।
- তুমি ভুলের মধ্য দিয়া না চলিয়া সংশোধন বা শিক্ষার মধ্য দিয়াই চলিবার চেষ্টা কর।
- তুমি আকুল ক্রন্দন করিতে পারিলে, তোমার জন্য সবই এ পৃথিবীতে থাকিবে।

পত্র—৬৭

বিষয়—❀ গুরু-বৈষ্ণব স্নেহবৎসল ও অদোষদরশী; ❀ সাধক নিজ অবনতি-বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন; ❀ মাথা তুলিয়া বাঁচিয়া থাকা কাহাকে বলে; ❀ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়াই সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব; ❀ জাগতিক স্বজনগণের দস্যুতা; ❀ হরি-গুরু-সহিত অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধেই ভজনে অগ্রগতি; ❀ ভগবান্ কাহাকে আত্মসাৎ করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ
২৮, হালদার বাগান লেন
কলিকাতা-৪
১১/২/১৯৯১

স্নেহাস্পদাসু—

মা-----! বহুদিন যাবৎ তোমার সংবাদ পাই নাই। আশা করি শারীরিক ও ভজনকুশলে আছ। আমি গত 1988 এর October হইতে এ যাবৎকাল একপ্রকার অসুস্থ আছি। ইহার মধ্যেই বিশেষ প্রয়োজনে উত্তরবঙ্গ, আসাম প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিতে হইতেছে।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের স্নেহ-বাৎসল্য আশ্রিতজনের প্রতি চিরদিনই আছে ও থাকিবে। তাঁহারা অনুগৃহীতজনকে সেবা-সুযোগ দান করিয়া তাঁহাদের উদারতা-বদান্যতার পরিচয় দিয়া থাকেন। কে ভাগ্যবান্-ভাগ্যবতী, কে হতভাগ্য, তাহার একটা মাপকাঠি আছে। পারমার্থিক বিচারে যাঁহারা গুরুবৈষ্ণবের প্রতি স্নেহপ্রীতিযুক্ত, তাঁহারাই প্রকৃত ভাগ্যবান্-বা ভাগ্যবতী। লৌকিক-ব্যবহারিক জগতের তাৎকালিক ভাগ্য ও পারমার্থিক কল্যাণের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। যাঁহারা শেষোক্ত শ্রেয়ঃ লাভে ধন্য হইয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃত-প্রস্তাবে ধন্যাতিধন্য। সেবানিষ্ঠা কি বস্তু এবং তাহাতে কিরূপ আনন্দ, তাহা সত্যই উপলব্ধির বিষয়। সাধারণের ইহা কখনই অনুভূতিতে আসে না। গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় সাধক-সাধিকার সর্ব্বপ্রকার অযোগ্যতা, দুর্ভাগ্য, চঞ্চলতা, কপটতা সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম অদোষদরশী, তজ্জন্য তিনি আশ্রিতজনের সর্ব্বপ্রকার অযোগ্যতা, দোষ-ত্রুটী ক্ষমা করিতে সমর্থ। **আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহের সেবা করিতে গেলে দোষ-ত্রুটী হইতেই পারে। ঐ বিষয়ে আশ্রিতজনের প্রতি ক্ষমাগুণ থাকায় সেবক-সেবিকা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।তথাপি "বন্দো মুঞি সাবধান মতে"—পদ গাহিয়া সাবধান করা হইয়াছে।**

গুরু-বৈষ্ণব স্নেহবৎসল ও অদোষদরশী

সাধনক্ষেত্রে তুমি ফাঁকি দিতেছ কিনা বা তোমার কোনরূপ অবনতি হইতেছে কিনা, ইহা তোমাকেই বিচার করিতে হইবে। যাঁহারা তোমার শুভানুধ্যায়ী ও হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা তোমার প্রতি স্নেহশীল থাকিয়া তোমার মঙ্গল কামনা করিতেছেন ও করিবেন। **সাধনক্ষেত্রে গন্তব্যস্থান পূর্ব্ব হইতেই স্থিরীকৃত হয় এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই পথযাত্রার শুভারম্ভ। লক্ষ্য স্থিরীকৃত না হইলে পথযাত্রার প্রয়োজন কোথায়?**

সাধক নিজ অবনতি-বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন

যাঁহারা জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, রূপ-গৌরব এবং লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশাকেই জীবনের ব্রত বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। ঈর্ষা-হিংসা-মাৎসর্য্যহীন হইয়া নির্ব্ব্যলীক-অকিঞ্চনভাবে জীবনযাপনকেই "মাথা তুলিয়া বাঁচিয়া থাকা" বলিয়া আমি মনে করি। পারমার্থিক জনেরই ইহাই বাস্তব ন্যায়-নীতি ও আদর্শ বলিয়া জানিবে। অর্থ-সম্পদই আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য নহে। মানবীয়তা, ধৈর্য্য, সহ্যগুণ, বিচক্ষণতা, বিবেচনা, শিষ্টাচার, দৈন্য, অমানী-মানদধর্ম্ম সাধক-সাধিকার বিশেষ অলঙ্কার ও ভূষণ। ইহাতেই তাঁহার গৌরব—"**কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।**" কৃষ্ণভক্তিলাভে যিনি ধন্য হইয়াছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিমান্ বা কীর্ত্তিমতী। কৃষ্ণভক্তি-লাভই শ্রেষ্ঠ বিদ্যার্জ্জন, রাধাকৃষ্ণ-প্রেমধনে ধনী ব্যক্তিই বাস্তব ধন-সম্পদের অধিকারী; কৃষ্ণনাম-গুণলীলাই শ্রেষ্ঠ শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ, রাধাকৃষ্ণ-পদাম্বুজ-ধ্যানই জীবের শ্রেষ্ঠ ধ্যেয় বস্তু; শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলনামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য। ভাগ্যবান্ ভাগ্যবতীগণই কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেমামৃতরূপ পরমশ্রেয়ঃ লাভ করিয়া ধন্য হন। শ্রীগৌরধামের সঙ্কীর্ত্তন-রাসস্থলীর আনুগত্যেই নিত্যলীলা-রাসস্থলী শ্রীবৃন্দাবন-ভূমিতে বাসের ও লীলাস্মরণের অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও গাহিয়াছেন,—

মাথা তুলিয়া বাঁচিয়া থাকা কাহাকে বলে

শ্রীরাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়াই সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব

"গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি, যে বা জানে চিন্তামণি, তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস।।"
"গৌরপ্রেম রসার্ণবে, সে-তরঙ্গে যে বা ডুবে, সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।।"

তোমার আত্মীয়-স্বজন ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের বিচারধারা আমি সঠিক বুঝিতে না পারিলেও "মাথা তুলিয়া বাঁচিয়া থাকা ও সুস্থির জীবনযাপন করিবার" বাস্তব বিচার ও শাস্ত্রীয় সত্য লিখিয়া জানাইলাম। ইহা তাঁহাদের মনঃপুত হইতে না পারে, কিন্তু তোমার পক্ষে পরমকল্যাণকর জানিবে। আত্মবল ব্যতীত নিজের পায়ে দাঁড়ানো কি কখনই সম্ভব? যাঁদের মাতাপিতা বর্ত্তমানে জীবিত, তাহারাও কি ভাগ্যদোষে অসুবিধায় পড়িয়া দিশাহারা পথিকের ন্যায় ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতেছে না? ভাগ্য বা ললাট-লিখন পৃথক্ বস্তু। পার্থিব সম্বল,

জাগতিক স্বজনগণের দস্যুতা

ধন-দৌলত যদি ভাবী জীবনের Gurantee, তবে **"ধনে যদি প্রাণ দিত, ধনী রাজা না মরিত, ধরামর হইত রাবণ"**—বাক্যের অবতারণা কেন? দুনিয়ার তথাকথিত হিতাকাঙ্ক্ষী আমাকে দেখিয়া সর্ব্বদাই হাসি-ঠাট্টা করে ও করিবে—তাহারা কখনই আমার বাস্তব কল্যাণ চাহে না, তাহারা আমার দুর্ব্বলতার সুযোগ পাইয়া আমাকে ছলে-বলে-কৌশলে জব্দ করিতে চাহে। "কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরালে পাঁজি"—ইহাই সুবিধাবাদীর সস্তার নীতি ও স্বার্থপরতার নগ্নরূপ। আমি আশা করি,—তুমি এইরূপ সুবিধাবাদীর দুর্নীতির অনুকরণ করিবে না।

'শ্রীযামুনভাবাবলী'তে সাধক-সাধিকার শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা দেখিতে পাই,—"পতিতপাবন তুমি, পতিত অধম আমি, তুমি মোর একমাত্র গতি। তব পদমূলে পৈনু, তোমার শরণ লৈনু, আমি দাস তুমি মোর পতি॥" "স্তন্যপায়ী শিশুজনে, মাতা ছাড়ে ক্রোধমনে, শিশু তবু নাহি ছাড়ে মায়। যেহেতু তাহার আর, এ-জীবন ধরিবার, মাতা বিনা নাহিক উপায়॥" "তুমি জগতের পিতা, তুমি জগতের মাতা, দয়িত-তনয়—হরি তুমি। তুমি সুহৃন্মিত্র গুরু, তুমি গতি-কল্পতরু, ত্বদীয় সম্বন্ধমাত্র আমি॥" **শ্রীগুরু-ভগবানের সহিত সাধক-সাধিকার এইরূপ অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ও সম্বন্ধজ্ঞান না থাকিলে বাস্তব সাধন- ভজন অসম্ভব। পূর্ণ শরণাগতি-দ্বারাই পূর্ণতা লাভ হয়।** "তোমার করুণা পাই, তবে ত' তরিয়া যাই, আমি এই দুরন্ত সাগর।"—ইহাই গুরু-ভগবন্নিষ্ঠ সাধকের একমাত্র প্রার্থনা।

হরি-গুরু-সহিত অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধেই ভজনে অগ্রগতি

তুমি তোমার চঞ্চল মনকে শান্ত কর। আমার নিকট তোমার কোন অপরাধ নাই জানিবে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব কখনই কোন অবস্থায় অসহায়রূপে সেবক-সেবিকাগণকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। এ সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পার। যাঁহারা সকলপ্রকার ভোগসুখকে তুচ্ছ করিয়া ঐকান্তিকভাবে শ্রীভগবানের নিমিত্ত ব্রতী হইয়াছেন, শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে অবশ্যই আত্মসাৎ করিয়াছেন, জানিতে হইবে। তাঁহারা পরম সৌভাগ্যবান- সৌভাগ্যবতী। ভগবৎপ্রীতি-কামনায় আমাদের অখিলচেষ্টা-বিশিষ্ট হইতে হইবে। সেবাগতপ্রাণের সেবাই জীবনের বাস্তব সৌন্দর্য্য, তাহাই অলঙ্কার এবং বিশেষ সদ্‌গুণ।

ভগবান্‌কাহাকে আত্মসাৎ করেন

তোমরা আমার স্নেহাশীস্ লইবে। অধিক কি, ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- শ্রীগুরুপাদপদ্ম অদোষদরশী, তজ্জন্য তিনি আশ্রিতজনের সর্ব্বপ্রকার অযোগ্যতা, দোষ-ত্রুটী ক্ষমা করিতে সমর্থ।
- আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহের সেবা করিতে গেলে দোষ-ত্রুটী হইতেই পারে। ঐ বিষয়ে আশ্রিতজনের প্রতি ক্ষমাগুণ থাকায় সেবক-সেবিকা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। তথাপি "বন্দো মুঞি সাবধান মতে'—পদ গাহিয়া সাবধান করা হইয়াছে।
- সাধনক্ষেত্রে তুমি ফাঁকি দিতেছ কিনা বা তোমার কোনরূপ অবনতি হইতেছে কিনা, ইহা তোমাকেই বিচার করিতে হইবে।
- সাধনক্ষেত্রে গন্তব্যস্থান পূর্ব্ব হইতেই স্থিরীকৃত হয় এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই পথযাত্রার শুভারম্ভ। লক্ষ্য স্থিরীকৃত না হইলে পথযাত্রার প্রয়োজন কোথায়?
- মানবীয়তা, ধৈর্য্য, সহ্যগুণ, বিচক্ষণতা, বিবেচনা, শিষ্টাচার, দৈন্য, অমানী-মানদধর্ম্ম সাধক-সাধিকার বিশেষ অলঙ্কার ও ভূষণ।
- ঈর্ষা-হিংসা-মাৎসর্য্যহীন হইয়া নির্ব্ব্যলীক-অকিঞ্চনভাবে জীবনযাপনকেই "মাথা তুলিয়া বাঁচিয়া থাকা" বলিয়া আমি মনে করি।
- শ্রীগৌরধামের সঙ্কীর্ত্তন-রাসস্থলীর আনুগত্যেই নিত্যলীলা-রাসস্থলী শ্রীবৃন্দাবন-ভূমিতে বাসের ও লীলাস্মরণের অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।
- শ্রীগুরু-ভগবানের সহিত সাধক-সাধিকার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ও সম্বন্ধজ্ঞান না থাকিলে বাস্তব সাধন-ভজন অসম্ভব।
- পূর্ণ শরণাগতি-দ্বারাই পূর্ণতা লাভ হয়।
- শ্রীগুরু-বৈষ্ণব কখনই কোন অবস্থায় অসহায়রূপে সেবক-সেবিকাগণকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। এ সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পার।
- যাঁহারা সকলপ্রকার ভোগসুখকে তুচ্ছ করিয়া ঐকান্তিকভাবে শ্রীভগবানের নিমিত্ত ব্রতী হইয়াছেন, শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে অবশ্যই আত্মসাৎ করিয়াছেন, জানিতে হইবে।
- সেবাগতপ্রাণের সেবাই জীবনের বাস্তব সৌন্দর্য্য, তাহাই অলঙ্কার এবং বিশেষ সদ্‌গুণ।

বিষয়—❀ কোন যোগ্যতায় নয়, গুর্ব্বাজ্ঞা-পালনেই সাধকের সর্ব্বমঙ্গল; ❀ জন্ম-ঐশ্বর্য্য-বিদ্যামদ ভজনে বিশেষ অনিষ্টকর; ❀ "শাসন করা তারই সাজে, সোহাগ করে যে"; ❀ পরমার্থ-বিচারে আদর্শ ত্যাগী বা গৃহী উভয়ই সমান; ❀ ব্যক্তিস্বার্থে নয়, সর্ব্বহিতার্থেই গ্রন্থ সংগ্রহ কর্ত্তব্য; ❀ সাক্ষাৎ ধামদর্শন-অভাবে কীর্ত্তন-স্মরণই একমাত্র ব্যবস্থা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ,
মিলনপল্লী, শিলিগুড়ি (উঃ বঙ্গ)
২/৯/১৯৯২

কল্যাণীয়েসু—

স্নেহের -----! আশাকরি ভগবৎকৃপায় কুশলে আছ। * * *

যাঁহারা হরিভজনপ্রয়াসী, তাঁহাদের যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া মঠ মন্দিরে বাস করিতে হইবে—এরূপ বিচার বহুমানন করা যায় না। কারণ ঐরূপ যোগ্যতা লাভ করিতে গেলে সাধন-ভজনের সময়ের অভাব হইয়া পড়ে। ত্যক্তগৃহ মঠবাসী সেবকের তাহা কখনই কাম্য নহে। মঠ-ব্যতীত অন্যত্র থাকিয়া পড়াশুনা করিবার পর কোন সেবকের হরিভজনপর বুদ্ধি রক্ষা করা খুবই কষ্টকর। সেবকের নিজস্ব চিন্তাধারা অনেক সময়েই তাহার ভজনের প্রতিকূল ভাবই আনয়ন করে। তাহাতে সকল দিকই সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়। সুতরাং হরিভজন রক্ষা করিয়া পড়াশুনার ব্যবস্থা করাই কল্যাণজনক হইবে। সেবককে মানুষ করা আজকাল বড় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ সেবাসুযোগ-দানের নামে নিজের স্বার্থপরতা ও সুবিধাবাদই সর্ব্বত্র নজরে পড়িতেছে। ভালকে সুরক্ষার জন্য জীবনে বহুত্যাগ ও কষ্টস্বীকার করিতে হয়, নচেৎ সুফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। আইনতঃ গুণ ও গুণীর আদর আছে, কিন্তু স্বার্থান্ধ মানব উহা ভুলিয়া গিয়া common benefit উপেক্ষা করে। তাহাতে নিজের ও অপরের ক্ষতি ছাড়া কোন লাভই হয় না। Guardian-এর সদুপদেশ ও নির্দ্দেশ মানিয়া চলিলেই সেবকের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল সাধিত হয়, জানিবে।

কোন যোগ্যতায় নয় গুর্ব্বাজ্ঞা-পালনেই সাধকের

মঠ হইতে স্কুল-কলেজের পড়া শেষ করিয়া এবং সংস্কৃত ডিগ্রী-ডিপ্লোমা লইয়া বহু সেবকই মঠ হইতে চলিয়া গিয়াছে ও হরিভজন ত্যাগ করিয়াছে—এরূপ নজিরের অভাব নাই। তাহাতে ব্যক্তিগতভাবে সেবকের এবং সমষ্টিগত-ভাবে

মঠ-মিশন কাহারও কোন উপকার হয় নাই। জন্ম-ঐশ্বর্য্য-পাণ্ডিত্যাদির অহঙ্কার হজম করা বহু ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। প্রায়শঃ ঐরূপ ক্ষেত্রে ঈর্ষা-হিংসা-মাৎসর্য্য এবং লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা সাধকগণের অনিষ্ট সাধন করে। স্নেহ-মমতা, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস সাধকগণকে আর ধরিয়া রাখিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় স্থান-কাল-বিচারপূর্ব্বক নিরপেক্ষ বিচার গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

জন্ম-ঐশ্বর্য্য-বিদ্যামদ ভজনে বিশেষ অনিষ্টকর

অভিভাবক-অভিভাবিকা যাঁহারা সন্তানকে স্নেহ-বাৎসল্যে পালন-পোষণ করেন, তাঁহাদের স্নেহ ও শাসন উভয়-বিচারই হৃদয়ে সংরক্ষণ করিতে হইবে। উহা একতরফা হইলে দোষ-ত্রুটী যুক্ত হয়। অন্ধস্নেহ ও অধিকশাসন—দুইই সমালোচনার বিষয়। সুতরাং লালন-পালন-ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা-গ্রহণ কর্ত্তব্য।

"শাসন করা তারই সাজে, সোহাগ করে যে"

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাধর্ম্মী একজন ত্যক্তগৃহ সেবক ও একজন আদর্শ গৃহস্থের মধ্যে পারমার্থিক দিক্ হইতে কোন পার্থক্য নাই। ত্যাগী বা গৃহী প্রাকৃত অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া জড় প্রচেষ্টার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিতে গেলে চরম ভুল করিবেন। উভয়েই পরমার্থ পথ হইতে দূরে সরিয়া যাইবেন। **"যেই ভজে, সে-ই বড়, অভক্ত—হীন, ছার। কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥"**—এই পরম সত্য আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। **"দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্। পণ্ডিত, কুলীন, ধনীর বড়ই অভিমান॥"**—অন্বয়-ব্যতিরেকমুখী এই দয়া ও বঞ্চনা-বিষয়েও আমাদের সম্যক্ ধারণা থাকা উচিত।

পরমার্থ-বিচারে আদর্শ ত্যাগী বা গৃহী উভয়ই সমান

প্রত্যাহ সংখ্যা নির্ব্বন্ধে শ্রীনামগ্রহণ ও ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজা—হরিভজন-পিপাসু ব্যক্তির পরমোপকার সাধন করে। পরমারাধ্য মদীশ্বর শ্রীল গুরুপাদপদ্ম অল্পবয়স হইতেই আমাকে শাস্ত্রগ্রন্থ-সংগ্রহের একটা প্রেরণা ও প্রচেষ্টা শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষানুসারে বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ-সংগ্রহের একটা উদ্যম ও প্রচেষ্টা আজও হৃদয়ে জাগরূক আছে। যাঁহারা ব্যক্তিগত স্বার্থে গ্রন্থাদি সংগ্রহ করেন, তাঁহাদিগকে শাস্ত্রকারগণ 'কৃপণ', 'অনুদার' আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা সার্ব্বজনীন কল্যাণের নিমিত্ত মঠ-মিশনের গ্রন্থাগারের কলেবর বৃদ্ধি-মানসে দুর্ল্লভ ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসংগ্রহে ব্যাপৃত থাকেন, নিশ্চয়ই তাঁহারা গৌড়ীয় গোস্বামী গুরুবর্গ ও রূপানুগ বৈষ্ণবগণের বিশেষ আশীর্ব্বাদের পাত্র। বহুপ্রকার সেবার মধ্যে এইরূপ সেবা বৈশিষ্ট্য স্থাপন করে এবং ইহাতে পারমার্থিক কল্যাণ নিহিত আছে।

ব্যক্তিস্বার্থে নয়, সর্ব্বহিতার্থেই গ্রন্থ সংগ্রহ কর্ত্তব্য

তোমরা নির্ব্বিঘ্নে শ্রীমথুরা-বৃন্দাবনের যাবতীয় স্থান ও শ্রীবিগ্রহাদি মহাজনগণের আনুগত্যে দর্শন করিবে এবং ধামমাহাত্ম্য শ্রবণ-কীর্ত্তনে জীবনের সফলতা অর্জ্জনে চেষ্টাবিশিষ্ট হইবে। তোমাদের শ্রীধামদর্শন ও পরিক্রমার বিবরণ শ্রবণপূর্ব্বক আমি মানসে শ্রীধাম-সেবার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা অন্তরে রক্ষা করিয়া ধন্য হইব। যাহাদের সাক্ষাৎদর্শনের সুযোগ-সুবিধা নাই, তাহাদের জন্য পরোক্ষভাবে কীর্ত্তন-স্মরণ ব্যতীত অন্যরূপ ব্যবস্থা নাই।

সাক্ষাৎ ধামদর্শন-অভাবে কীর্ত্তন-স্মরণই একমাত্র ব্যবস্থা

তোমরা আমার স্নেহাশীস্ লইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- যাঁহারা হরিভজনপ্রয়াসী, তাঁহাদের যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া মঠ মন্দিরে বাস করিতে হইবে—এরূপ বিচার বহুমানন করা যায় না। কারণ ঐরূপ যোগ্যতা লাভ করিতে গেলে সাধন-ভজনের সময়ের অভাব হইয়া পড়ে।
- Guardian এর সদুপদেশ ও নির্দ্দেশ মানিয়া চলিলেই সেবকের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল সাধিত হয়, জানিবে।
- জন্ম-ঐশ্বর্য্য-পাণ্ডিত্যাদির অহঙ্কার হজম করা বহু ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। প্রায়শঃ ঐরূপ ক্ষেত্রে ঈর্ষা-হিংসা-মাৎসর্য্য এবং লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা সাধকগণের অনিষ্ট সাধন করে।
- অন্ধস্নেহ ও অধিকশাসন—দুইই সমালোচনার বিষয়। সুতরাং লালন-পালন-ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা-গ্রহণ কর্ত্তব্য।
- শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাধর্ম্মী একজন ত্যক্তগৃহ সেবক ও একজন আদর্শ গৃহস্থের মধ্যে পারমার্থিক দিক্ হইতে কোন পার্থক্য নাই।
- যাঁহারা ব্যক্তিগত স্বার্থে গ্রন্থাদি সংগ্রহ করেন, তাঁহাদিগকে শাস্ত্রকারগণ 'কৃপণ', 'অনুদার' আখ্যা দিয়াছেন, কিন্তু যাঁহারা সার্ব্বজনীন কল্যাণের নিমিত্ত গ্রন্থসংগ্রহে ব্যাপৃত থাকেন, নিশ্চয়ই তাঁহারা গৌড়ীয় গোস্বামী গুরুবর্গ ও রূপানুগ বৈষ্ণবগণের বিশেষ আশীর্ব্বাদের পাত্র।
- যাহাদের (শ্রীধাম) সাক্ষাৎদর্শনের সুযোগ-সুবিধা নাই, তাহাদের জন্য পরোক্ষভাবে কীর্ত্তন-স্মরণ ব্যতীত অন্যরূপ ব্যবস্থা নাই।

বিষয়—❀ ব্যাকুলতাই ইষ্টবস্তুকে নিকটে লাভ করায়; ❀ অযোগ্যকে যোগ্যতা-দানই শ্রীগুরুর কার্য্য; ❀ যত্নাগ্রহ প্রবল হইলেই সাধনে সিদ্ধি; ❀ ক্রোধ শান্তির উপায়; ❀ ভজন-অনুকূলে ও স্থান-কাল-পাত্র-বিচারে চলা কর্ত্তব্য; ❀ শ্রীরূপের উপদেশামৃত দ্বারা সাধনে সুষ্ঠুতা; ❀ দেবতাগণও শ্রীগুরু-মহিমা-বর্ণনে অসমর্থ; ❀ 'মথুরাবাস' কথার ব্যাখ্যা; ❀ নিষ্কপট হইলেই শ্রীগুরুর ভজনানুশীলন অনুভব; ❀ দীক্ষাগুরুর মাহাত্ম্য; ❀ গোপালের মহিমা; ❀ গৃহী ও ত্যাগি-সাধকের পরস্পর সম্বন্ধ; ❀ অধম-সেবক প্রতি অভিভাবকের নিরপেক্ষতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ
মিলনপল্লী, শিলিগুড়ি
দার্জ্জিলিং
৬/১০/১৯৯২

স্নেহাস্পদাসু—

মা----! * * * একান্ত শরণাগত ও আশ্রিত জনের নিকট শ্রীল গুরুপাদপদ্ম সত্যই আত্মসদৃশ। তাঁহার দর্শন ও উপদেশাদি-বঞ্চিত হইলে বিশ্রম্ভ সেবকের সত্যই দুঃখ-দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। শ্রীগুরুদেবের নিকট সহজভাবে ইচ্ছা করিলেই যাতায়াত করা সম্ভব হয়, যখন তাঁহাকে অত্যন্ত আপনজন বলিয়া আমরা মনে করি। তবে এই সম্বন্ধে নিজের Moral courage—নৈতিক সাহসও বিশেষ প্রয়োজন। তুমি সত্যই লিখিয়াছ—'আরাধ্যদেবের যখন সাক্ষাদ্ভাবে দর্শনই পাওয়া যায় না, তখন সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মের সার্থকতা কোথায়?' তোমার গুরুদেবের অনেক সন্তান, কিন্তু তোমার মাত্র একজনই, ইহা জানিয়া তোমার দুঃখকষ্ট ও অন্তর-বেদনার কিছুটা অনুভব হয়। **নিষ্ঠা-একাগ্রতা, আকুলতা-ব্যাকুলতা দ্বারা ইষ্টবস্তুকে নিকটে পাওয়া যায় এবং সাক্ষাদ্দর্শনে শান্তি-স্বস্তি লাভ হয়।** কোনরূপ অবিশ্বাস ও ভয়ের আশঙ্কা শরণাগত জনকে সাধন-ভজন হইতে দূরে নিক্ষেপ করে না। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শুভেচ্ছা-শুভাশীর্ব্বাদে তুমি ভজনপথে যথাযথরূপে চলিতে পারিবে। তাঁহাদের অহৈতুকী করুণায় ও কৃপাধারায় সিঞ্চিত হইয়া তোমার জীবনে সফলতা লাভে অবশ্যই সক্ষম হইবে। গুরু-বৈষ্ণবের অফুরন্ত বাৎসল্য-স্নেহধারায় অভিষিক্ত হইলে ভক্তিময় জীবন পুষ্টি লাভ করে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সময়মত দর্শনপ্রাপ্তি

ব্যাকুলতাই ইষ্টবস্তুকে নিকটে লাভ করায়

ঘটিবে, এই আশা-নির্ব্বন্ধ লইয়াই আমাদের তৃষিত চাতকের ন্যায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতে হয়।

গত ১লা বৈশাখ তুমি কোনভাবে সাক্ষাৎ বা পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করিতে সক্ষম হও নাই বলিয়া কায়-মনো-বাক্যে হৃদয়ের আর্ত্তি জ্ঞাপন করিয়াছ। যাঁহারা মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার সমর্পণে সক্ষম, তাঁহারা কিরূপে দীন-দুঃখী, অনাথ-পতিতাধম হইতে পারেন, তাহা আমারই ধারণার অতীত। তাঁহাদের সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ-প্রণতির মধ্যেই পূর্ণ আত্মসমর্পণের প্রতিজ্ঞা পরিলক্ষিত হয়। তাঁহারা হৃষীকের দ্বারা কায়- মনোবাক্যে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধিপতি ভগবান্ হৃষীকেশের সর্ব্বতোভাবে সেবা-সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের নির্দ্দেশিত পন্থার অনুসরণই তাঁহাদের জীবনের ব্রত-জপ-ধ্যান-জ্ঞান। অযোগ্য- অনধিকারীকে যোগ্যতা-অধিকার প্রদানের নিমিত্তই শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের জগতে আবির্ভাব। তাঁহারাই বাস্তবক্ষেত্রে পরদুঃখ-দুঃখী, পরমোদার, মহামহাবদান্য। সংসার-ভয়ে ভীত মানব ভগবদিতর বস্তু-লাভে প্রয়াসী হইয়া ভগবৎবিস্মৃতি-হেতু অশেষ দুঃখ- কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করে, ইহাই তাহাদের বুদ্ধির বিপর্য্যয়। মনুষ্য সম্বিৎ-লাভান্তে শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত সদ্‌গুরুপদাশ্রয়-পূর্ব্বক গুরুদেবতাত্ম হইলেই তাঁহার আত্যন্তিক কল্যাণ সম্ভব।

অযোগ্যকে যোগ্যতা-দানই শ্রীগুরুর কার্য্য

অল্প সুকৃতির দ্বারা শ্রীগুরুদেবের সান্নিধ্যলাভ নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। পুঞ্জীভূত সুকৃতির প্রভাবে সাধুসঙ্গে রুচি এবং সৎসঙ্গের দ্বারা ভগবদ্ভক্তি লাভের কথা শাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। মহৎকৃপা বিনা কোন কার্য্যসিদ্ধি হয় না। তথাপি প্রবল যত্নাগ্রহ থাকিলে অসম্ভবও সম্ভব হইয়া যায়। আমার ১৯৯১ ও ১৯৯২র মধ্যে ৩/৪ বার শিলিগুড়ি মঠাদিতে দীর্ঘদিন অবস্থানের সুযোগ হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘ সময়ে বৈষ্ণবগণের সান্নিধ্যলাভ আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির পক্ষে পরমার্থানুশীলনের সুবর্ণ-সুযোগ বলিয়া মনে করি। জীবনের অনিত্যতা, ক্ষয়িষ্ণুতা, ধ্বংসশীলতা বিচার করিলে আমাদের সময় আদৌ নাই। দুর্ল্লভ মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া গুরুবৈষ্ণবগণের সেবাসুখ-সাচ্ছন্দ্য বিধান এ সংসারে বিশেষ সুকৃতি-সাপেক্ষ ব্যাপার। গুরুবৈষ্ণব-দর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা শ্রীভগবানই পূরণ করেন এবং তাহাতেই আমরা মানসিক শান্তি লাভ করিতে পারি। **অমানী-মানদ হইতে পারিলে অযোগ্যও যোগ্যতা লাভ করেন, তখন গুরুবৈষ্ণব-কৃপাশীর্ব্বাদ ধরিয়া রাখা যায়।**

যত্নাগ্রহ প্রবল হইলেই সাধনে সিদ্ধি

দম্ভ, দর্প, অভিমান, গর্ব্ব, অহঙ্কার আমাদিগকে সাধনপথ হইতে দূরে নিক্ষেপ করে। দম্ভাহঙ্কারের জন্য ক্রোধাদির উৎপত্তি হয়; তজ্জন্য মনে মনে কষ্ট অনুভব করা ও তাহা সংশোধনের চেষ্টা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। ক্রোধরূপ অনর্থ

ভজনপথে বিশেষ বাধার সৃষ্টি করে, তজ্জন্য সযত্নে উহার পরিহার কর্ত্তব্য।

ক্রোধ শান্তির উপায়

ক্রোধকালে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা রাখা প্রয়োজন। তাঁহাদের শ্রীমূর্ত্তি ধ্যান করিলেই সঙ্গে সঙ্গে সাম্যভাব ফিরিয়া আসে। ভুল-ভ্রান্তি দোষ-ত্রুটি সর্ব্বাবস্থায় হইতে পারে, কিন্তু তাহা সংশোধনের চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে আদরণীয়।

লৌকিক-সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রাশ্রিত ব্যক্তির কোনপ্রকার অংশগ্রহণের প্রয়োজন নাই। তথাপি হরিসেবার অনুকূলে ব্যবহারিক সমাজের কিছু কিছু ব্যাপারে অনেকসময়ে অংশগ্রহণ করিতে হয়। লোক-সমাজে বাস করিতে

ভজন-অনুকূলে ও স্থান-কাল-পাত্র বিচারে চলা কর্ত্তব্য

গেলে একেবারে অসামাজিক বা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হওয়া চলে না। তজ্জন্য বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ অবশ্য বর্জ্জন করিতে হয়। সাধু-সজ্জনগণ Accommodating and obliging — সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া আমাদের চলিতে হইবে, ইহা শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশ ও উপদেশ। এইরূপ বিচারে অধম উত্তম হন, অনর্থগ্রস্ত পরমার্থ লাভ করেন, অসহায় সহায়তা প্রাপ্ত হন এবং অযোগ্যও যোগ্যতা-লাভে সক্ষম হন।

হরিভজনের ক্ষেত্রে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক। অনর্থগ্রস্ত জীবহৃদয়ে ইহা স্বাভাবিকভাবেই পরিদৃষ্ট হয়। গুরু-বৈষ্ণব-কৃপাপ্রাপ্ত সাধক-সাধিকার

শ্রীরূপের উপদেশামৃত দ্বারা ভজনে সুষ্ঠুতা

দীনাতিদীন অমানী-মানদ-ধর্ম্ম সত্যই গৌরবের বিষয়। **"ছয়বেগ দমি', ছয়দোষ শোধি', ছয়গুণ দেহ দাসে"**—প্রভৃতির সহিত ছয় সৎসঙ্গ মিলিত হইলে দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন ও সৎসঙ্গ-গ্রহণরূপ প্রতিজ্ঞা সফল হয়। সর্ব্ববিষয়ে ধৈর্য্যরক্ষাই বিশেষ সাধন বলিয়া জানিবে। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর "শ্রীউপদেশামৃতম্" সুন্দরভাবে আলোচনা করিলে সাধন সুদৃঢ় হয়। গুরু-বৈষ্ণবের আত্মকল্যাণজনক উপদেশ-নির্দ্দেশ পালনের দ্বারাই তাঁহাদের হার্দ্দিক সেবা হইয়া থাকে।

শিষ্যবৎসল, সন্তানবৎসল শ্রীগুরুদেবের অপার মহিমা বর্ণনে দেববৃন্দও সমর্থ নহেন। আশ্রিত মানবগণও গুরু-বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য বর্ণনে অযোগ্যতা প্রদর্শন করেন।

দেবতাগণও শ্রীগুরু-মহিমা-বর্ণনে অসমর্থ

ভক্তের হৃদয়কন্দরে শ্রীকৃষ্ণের বসতিস্থল—সরল অন্তঃকরণে শ্রীগুরু-ভগবানের অধিষ্ঠান-দর্শনও বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়। অন্তর্যামিত্ব তাঁহাদের বিশেষ সদ্‌গুণ ও বৈশিষ্ট্য বলিয়া সর্ব্বকালে বিবেচিত হয়। যাহাদের চিত্ত Properly Dovetailed নহে, তাহারা অন্তর্যামিত্ব কিরূপে অনুভব বা উপলব্ধি করিবেন? **"যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" —এই বাক্য উচ্চারণের একমাত্র অধিকারী মহাভাগবত অনুভবানন্দী ও আত্মোপলব্ধ**

ভগবজ্জন। একমনে একপ্রাণে গোষ্ঠীভুক্ত হইয়া হরিসঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য অধিক। **"সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে"**—বাক্যে সমজাতীয় বাসনাদ্বারা স্নিগ্ধ এবং নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সান্নিধ্যই বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। রসিক প্রণয়িভক্ত-জনের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতার্থ আস্বাদন বা অনুশীলনের নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

"শ্রীমথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ" অর্থাৎ শ্রীমথুরাধামে বাস—কৃষ্ণবসতিস্থলে অবস্থান। শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ গৌড়ীয়াচার্য্যবর্গ শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমিকে চিন্তামণি জানিয়া কৃষ্ণবসতিস্থল শ্রীমথুরাবাসের অধিকার-লাভের প্রার্থনা জানাইয়াছেন। তাঁহারা দাক্ষিণাত্য-শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল- ব্রজমণ্ডলাদি ধামবাসের সহিত মথুরাবাসের অভিন্নত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন—তথায় শ্রীগৌরবিলাসভূমি শ্রীমায়াপুরাদি-ধামবাসের সহিত ব্রজভূমি-বাসের অভেদত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীগৌর-ব্রজধামের ভেদবাদিগণের তথাকথিত মথুরাবাসের আড়ম্বর, ছলনা বা অহঙ্কারকে প্রাকৃত ভোগময় অধোগতিপ্রদ বলিয়া বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পঞ্চাঙ্গ-ভক্ত্যঙ্গ-সাধনক্ষেত্রে বিধিনিষেধের প্রাপ্য সাধনভক্তিরও উন্নততর-উন্নততম রাগানুগ-রাগাত্মিকা প্রেমভক্তির অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। তথায় কনিষ্ঠাধিকার-প্রাপ্ত প্রাকৃত চিন্তার কোনরূপ আবাহন লক্ষ্য করা যায় না। উন্নতাধিকার-প্রাপ্ত নিত্যসিদ্ধ মহাত্মাগণ উক্ত পঞ্চাঙ্গ-যাজনক্ষেত্রে তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ সমদর্শন ও অপ্রাকৃত অনুভূতি লাভ করেন।

'মথুরাবাস' কথার ব্যাখ্যা

নিষ্কপট না হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত ভজনানুশীলন উপলব্ধি করা ও সরলভাবে তাহার অনুসরণ করা সাধারণের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক নহে। নিজে শ্রীনামভজনে নিষ্ঠা রক্ষাপূর্ব্বক 'শ্রীনামব্রহ্ম—শব্দব্রহ্মই জীবের একমাত্র উপাস্য ও আরাধ্যবস্তু'—এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসে অচৈতন্য বিশ্বের বদ্ধভাব মোচনকল্পে শ্রীনাম-মহিমা প্রচার করেন ও তাহাতে রুচিপ্রদানে 'পতিতপাবন'-নাম সার্থক করেন। **"জীবে দয়া, নামে রুচি—সর্ব্বধর্ম্মসার"**—ইহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই কলিকালে শ্রীনাম-ভজনই নামী পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে সশক্তিক সাক্ষাৎ সেবালাভের প্রকৃষ্ট মাধ্যম।

নিষ্কপট হইলেই শ্রীগুরুর ভজনানুশীলন অনুভব

সনাতন ভজনপথ—একায়ন; ভজনীয় উপাস্যতত্ত্ব—আশ্রয়জাতীয় শ্রীগুরুতত্ত্ব সহ শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারী-জীউ। মূল-আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীমতী রাধারাণীর আনুগত্যে দীক্ষাগুরু-রূপা সখীর অনুগত সখী-মঞ্জরীর একত্বই সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষাগুর্ব্বাদির বহুত্বও প্রমাণিত। তথাপি দীক্ষাগুরুই একাধারে শিক্ষাগুরু, ভজনগুরু, বর্ত্মপ্রদর্শকগুরু, শ্রীনামগুরু, মহান্তগুরু প্রভৃতির অধিকার-প্রাপ্ত। ভজনে দৃঢ়তা সম্পাদনের নিমিত্ত, কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষার নিমিত্ত শিক্ষাগুরু অপরিহার্য্য। **সাধন-ভজন বিষয়ে সর্ব্বাধিকার-প্রাপ্ত এক দীক্ষাগুরুর উপর নির্ভরশীল হইলে জীবন বিফল হয় না। সে-ক্ষেত্রেও সিদ্ধিলাভ-বিষয়ে সুনির্দ্দিষ্ট আশ্বাসনের অভাব পরিলক্ষিত হয় না।**

দীক্ষাগুরুর মাহাত্ম্য

সিংহাসনে উপবিষ্ট বা সম্পূজিত বিষয়বিগ্রহ-রূপে শ্রীগৌরগোপাল, শ্রীরাধা-সহ কৃষ্ণগোপাল সেবক-সেবিকার যাবতীয় অভিলাষ পূরণে সমর্থ—ইহা জানিয়াই নন্দগোপাল বা যশোদাদুলাল শ্রীদামোদর-গোপাল তদীয় প্রিয়া রাধিকাসহ শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণে মৃতসঞ্জীবনী সুধার ন্যায় পূজারিণীকে মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ-প্রদানে কৃতকৃত্য করেন। তখন শ্রীবিগ্রহের পরিচর্য্যাকারিণী সেবাপূজার মাধ্যমেই নবজীবন-লাভে ধন্যাতিধন্য হন ও আশ্রয়বিগ্রহের উপর অধিকভাবে আকৃষ্ট হইয়া ভজনে উৎসাহ ও সান্ত্বনা লাভ করেন।

গোপালের মহিমা

আদর্শ-গৃহস্থ ও ত্যক্তগৃহী বিশ্রম্ভ-সেবকের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। যাঁহারা শ্রীনামভজন-পরায়ণ, তাঁহারা উভয়ে উভয়ের সাধন-ভজন-বিষয়ে সংবাদ গ্রহণ বা যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিলে পরস্পরে উপকৃত হইবেন। **শ্রীগুরুপাদপদ্ম সদাচার গ্রহণপূর্ব্বক শাস্ত্রীয় তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত বিশ্বের দ্বারে দ্বারে প্রচার করিবেন, ইহাই শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশ। তিনি চলচ্ছক্তিরহিত হইলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে শ্রীধামে স্থায়ীভাবে ভজনকুটীরে বসতি স্থাপন করেন।** মহান্তগুরু কাহাকেও শিষ্য করেন না। সুতরাং অনিকেত হইয়া শাস্ত্র-গুরু-বাণী প্রচারে ব্রতী।

গৃহী ও ত্যাগি-সাধকের পরস্পর সম্বন্ধ

সন্তান বা সেবক বর্ষীয়ান্ হইলেও পরমুখাপেক্ষী। তাঁহারা অভিভাবকের উপর নির্ভরশীল হইয়া ছয়প্রকার অধম সেবকের তালিকাভুক্ত হইলে Gurdian-এর দায়দায়িত্ব অধিক বৃদ্ধি পায়। সেক্ষেত্রে নিরপেক্ষ পরিদর্শকের ভূমিকা গ্রহণই সমীচীন। সেবাধর্ম্মী সেবার মাধ্যমেই জীবনধারণ করেন। শ্রীনামাপরাধ, ধামাপরাধ, সেবাপরাধ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেবার উপদেশ অবশ্যই গ্রাহ্য। অন্তর্যামী শ্রীগুরু-ভগবান্ সেবকের আর্ত্তি-ব্যাকুলতা লক্ষ্য করিয়া অবশ্যই তাঁহাদের নিকট অমন্দোদয়-দয়া প্রকাশ ও বিতরণ করেন।

অধম-সেবক-প্রতি অভিভাবকের নিরপেক্ষতা

তোমরা স্নেহাশীস্ লইবে। সাক্ষাতে অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিব। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- সময়মত দর্শনপ্রাপ্তি ঘটিবে, এই আশা-নির্ব্বন্ধ লইয়াই আমাদের তৃষিত চাতকের ন্যায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতে হয়।
- যাঁহারা মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার সমর্পণে সক্ষম, তাঁহাদের সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ-প্রণতির মধ্যেই পূর্ণ আত্মসমর্পণের প্রতিজ্ঞা পরিলক্ষিত হয়।
- অযোগ্য অনধিকারীকে যোগ্যতা-অধিকার প্রদানের নিমিত্তই শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের জগতে আবির্ভাব।

জীবনের অনিত্যতা, ক্ষয়িষ্ণুতা, ধ্বংসশীলতা বিচার করিলে আমাদের সময় আদৌ নাই।

অমানী-মানদ হইতে পারিলে অযোগ্যও যোগ্যতা লাভ করেন, তখন গুরুবৈষ্ণব-কৃপাশীর্ব্বাদ ধরিয়া রাখা যায়।

ক্রোধকালে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা রাখা প্রয়োজন। তাঁহাদের শ্রীমূর্ত্তি ধ্যান করিলেই সঙ্গে সঙ্গে সাম্যভাব ফিরিয়া আসে।

ভুল-ভ্রান্তি দোষ-ত্রুটি সর্ব্বাবস্থায় হইতে পারে, কিন্তু তাহা সংশোধনের চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে আদরণীয়।

লৌকিক-সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রাশ্রিত ব্যক্তির কোনপ্রকার অংশগ্রহণের প্রয়োজন নাই। তথাপি হরিসেবার অনুকূলে ব্যবহারিক সমাজের কিছু কিছু ব্যাপারে অনেকসময়ে অংশগ্রহণ করিতে হয়।

গুরু-বৈষ্ণবের আত্মকল্যাণজনক উপদেশ-নির্দ্দেশ পালনের দ্বারাই তাঁহাদের হার্দ্দিক সেবা হইয়া থাকে।

"যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"—এই বাক্য উচ্চারণের একমাত্র অধিকারী মহাভাগবত অনুভবানন্দী ও আত্মোপলব্ধ ভগবজ্জন।

একমনে একপ্রাণে গোষ্ঠীভুক্ত হইয়া হরিসঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য অধিক।

শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ গৌড়ীয়াচার্য্যবর্গ শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমিকে চিন্তামণি জানিয়া কৃষ্ণবসতিস্থল শ্রীমথুরাবাসের অধিকারলাভের প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

তাঁহারা দাক্ষিণাত্য-শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল-ব্রজমণ্ডলাদি-ধামবাসের সহিত মথুরাবাসের অভিন্নত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন—তথায় শ্রীগৌরবিলাসভূমি শ্রীমায়াপুরাদি-ধামবাসের সহিত ব্রজভূমি-বাসের অভেদত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীগৌর-ব্রজধামের ভেদবাদিগণের তথাকথিত মথুরাবাসের আড়ম্বর, ছলনা বা অহঙ্কারকে প্রাকৃত, ভোগময়, অধোগতিপ্রদ বলিয়া বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই কলিকালে শ্রীনাম-ভজনই নামী পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে সশক্তিক সাক্ষাৎ সেবালাভের প্রকৃষ্ট মাধ্যম।

মূল-আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীমতী রাধারাণীর আনুগত্যে দীক্ষাগুরু-রূপা সখীর অনুগত সখী-মঞ্জরীর একত্বই সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে।

দীক্ষাগুরুই একাধারে শিক্ষাগুরু, ভজনগুরু, বর্ত্মপ্রদর্শকগুরু, শ্রীনামগুরু, মহান্তগুরু প্রভৃতির অধিকার-প্রাপ্ত।

ভজনে দৃঢ়তা সম্পাদনের নিমিত্ত, কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষার নিমিত্ত শিক্ষাগুরু অপরিহার্য্য।

- সাধন-ভজন-বিষয়ে সর্ব্বাধিকার-প্রাপ্ত এক দীক্ষাগুরুর উপর নির্ভরশীল হইলে জীবন বিফল হয় না।
- আদর্শ-গৃহস্থ ও ত্যক্তগৃহী বিশ্রম্ভ-সেবকের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। যাঁহারা শ্রীনামভজন-পরায়ণ, তাঁহারা উভয়ে উভয়ের সাধন-ভজন-বিষয়ে সংবাদ গ্রহণ বা যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিলে পরস্পরে উপকৃত হইবেন।

পত্র—৭০

বিষয়—❀ ভজনে সুস্থ দেহ-মনের আবশ্যকতা; ❀ শ্রীহরি-গুরু নিকট কৃপা-প্রার্থনায় অপরাধ হইতে রক্ষা; ❀ অসুস্থতায় বিকল্প ব্যবস্থা লওয়া বৈধ; ❀ সুস্থাসুস্থ সর্ব্বাবস্থায় ভগবদ্ভজন কর্ত্তব্য; ❀ ভগবৎ-প্রদত্ত সর্ব্ব ব্যবস্থাই মান্য; ❀ সাধনভক্তির বিবিধ উপদেশ; ❀ ভগবৎস্থানে দুষ্ট অশরীরীর বাস অসম্ভব; ❀ সংখ্যাবৃদ্ধি অপেক্ষা শুদ্ধ নামগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ
মিলনপল্লী, শিলিগুড়ি
দার্জ্জিলিং
১২/১০/১৯৯২

স্নেহাস্পদাসু—

----! তোমার স্নেহলিপি সমস্তই যথাসময়ে কলিকাতায় ও শ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে পাইয়াছি। তোমার সকল পত্রের উত্তর সংক্ষিপ্তভাবে দিতেছি। আশা করি বর্ত্তমানে তোমরা কুশলে আছ।

ভজনে সুস্থ দেহ-মনের আবশ্যকতা

সাধন-ভজনের জন্য শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা প্রয়োজন। শারীরিক অসুস্থতা অনেক সময় হরিভজনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। শ্রীকৃষ্ণভজনে ভক্তি-প্রতিকূল বিষয় যেরূপ বর্জ্জনীয়, তদ্রূপ অসুস্থ দেহ-মনও আত্মকল্যাণ চিন্তায় পরিত্যজ্য অর্থাৎ বাস্তব ফললাভে বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করে। সুতরাং যাহাতে শারীরিক-মানসিক উন্নতি লাভ হয় সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দ্দেশ শাস্ত্রাদিতে প্রদত্ত হইয়াছে। রোগ-পীড়িত হইলে শরীর স্বভাবতঃ যে-কোন কার্য্যে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করে, আবার সঙ্গে সঙ্গে মনও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তজ্জন্য হরিভজনে সুস্থ দেহ-মন প্রয়োজন। এজন্য চিকিৎসা-ব্যবস্থা মানিয়া লইতে হয় এবং

সময়মত ঔষধ-পথ্যাদি গ্রহণ ও বিশ্রামের প্রয়োজন। মূলকথা—ধর্ম্মাচরণের জন্যই সুস্থদেহ ও সুস্থনির্ম্মল মনের আবশ্যকতা স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীহরি-গুরু নিকট কৃপা-প্রার্থনায় অপরাধ হইতে রক্ষা

শ্রীবৈষ্ণবের কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না বা তাঁহার পূর্ব্বজন্মের পাপ বা অপরাধেরও কোনরূপ প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই। বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু বা কর্ম্মবন্ধন নাই। কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবের কর্ম্মফল-ভোগের ক্ষেত্র রহিয়াছে। তাহাদের নামাপরাধ, ধামাপরাধ ও সেবাপরাধের জন্য সাধনপথে বহুপ্রকার ব্যাঘাত ও বাধার সৃষ্টি হয়। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের নিকট এইসকল বাধা-বিপত্তি অপনোদনের জন্য কৃপা প্রার্থনা করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। নিজ চেষ্টায় মানব এ-সকল বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করিতে পারে না।

অসুস্থতায় বিকল্প ব্যবস্থা লওয়া বৈধ

সাধন-ভক্তি যাজন করিতে গেলে ভক্ত্যঙ্গসমূহ অবশ্যই যাজন বা অভ্যাস করিতে হয়। তখন শ্রীহরিবাসর ও অপরাপর বিষ্ণুব্রত-বাসর উপবাস-মুখে পালনের বিধি মানিয়া চলিতে হয়। বায়ু-পিত্ত-কফাত্মক শরীরে যে-কোন ত্রুটীর অভাব হইলেই শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেয়। তখন শাস্ত্রীয় ও মহাজনানুশাসন সর্ব্বতোভাবে মানিয়া চলা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। বাধ্য হইয়া সে-সময় বিকল্প ব্যবস্থার আশ্রয় লইতে হয়। সাধারণ আইন ও বিশেষ আইন এক নহে। তজ্জন্য সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যে নির্দ্দেশ দেখিতে পাই—স্থান-কাল-পাত্র বিচার করিয়া চলিবে।

সুস্থাসুস্থ সর্ব্বাবস্থায় ভগবদ্ভজন কর্ত্তব্য

শরীর থাকিলে রোগ থাকিবেই—"**শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্।**" সুতরাং সুস্থশরীর পাইলে তবে সাধন-ভজন করিব—ইহা বুদ্ধিমান ব্যক্তির বিচার নহে। দেহাধারে জীবাত্মার অধিষ্ঠানকালেই অর্থাৎ সুস্থাসুস্থ বিচারে না গিয়া আত্মকল্যাণ-চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে হইবে। মহাসমুদ্র শুষ্ক হইলে আমি সমুদ্রপার হইব, ইহা বাতুলের বিচার বা উক্তি। এই সংসার-দুঃখ-সমুদ্রে কাম-ক্রোধাদি নক্র-মকরাদির আক্রমণ, বিষয়-বাসনা ইত্যাদি বহু বাধা-বিঘ্ন রহিয়াছে। ইহার মধ্যেই আমাদের সাধন-পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

ভগবৎ-প্রদত্ত সর্ব্ব ব্যবস্থাই মান্য

তুমি সত্যই লিখিয়াছ,—আমরা শক্তি-বুদ্ধিহীন। সাধন-ভজন বিষয়ে আমাদের কোন যোগ্যতা বা অধিকার নাই। গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের অহৈতুকী করুণাই আমাদের একমাত্র সম্বল ও পাথেয়। শ্রীভগবান্ আমার জন্য যেরূপ ব্যবস্থা রাখিয়াছেন, তাহা মানিয়া লওয়াই আশ্রিতজনের বিশেষ আনুগত্য ও শ্রেষ্ঠ বিচার। যে-কোন উপায়েই হউক, হরিভজন করিতেই হইবে,—"**যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।**" শ্রীভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়া সাধক-সাধিকা নিশ্চিন্তে শ্রীনাম-ভজনে প্রবৃত্তিলাভ করেন।

স্মরণ না থাকিলেও শাস্ত্রাধ্যয়ন ও আলোচনা একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীনাম সংখ্যা-নির্ব্বন্ধে গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীপত্রিকা মনোযোগ-সহকারে পাঠ করিবে।

শ্রীবিগ্রহের পূজার্চ্চন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানে আস্থা-স্থাপন করিলে জীবের অশেষ কল্যাণ লাভ হয়। তাঁহাদের করুণাই সাধনপথে একমাত্র পাথেয়। সংসারে ভগবৎস্মৃতি লইয়াই বাঁচিয়া থাকিলে মঙ্গল। হরিসেবাই জীবনধারণের মুখ্য তাৎপর্য্য।

সাধনভক্তির বিবিধ উপদেশ

সকল যজ্ঞ অপেক্ষা শ্রীনাম-যজ্ঞই উৎকৃষ্ট। যদি কোনরূপ যাগ-যজ্ঞের প্রয়োজন হয়, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের মাধ্যমে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সেবা ও প্রীতিকামনায় তাহা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। যেখানে প্রত্যহ শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজা, শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন, শাস্ত্রাদির অনুশীলন হয়, তথায় কোনরূপ ভক্তিপ্রতিকূল অশরীরীই থাকিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণনাম- কীর্ত্তনে সর্ব্বপ্রকার সুমঙ্গল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদ্বারাই বাস্তব শান্তি-স্বস্তি লাভ হইয়া থাকে।

ভগবৎ স্থানে দুষ্ট অশরীরীর বাস অসম্ভব

শারীরিক অসুস্থতা-বিষয়ে জিজ্ঞাসা একপ্রকার প্রাকৃত-বিচার। শ্রীবৈষ্ণবের আত্মিক কুশল জিজ্ঞাসায় দোষ-ত্রুটী নাই। সুতরাং গুরুবৈষ্ণবের কর্ম্মফল, গ্রহ-বৈগুণ্য বা পাপ-অপরাধের ক্ষেত্র নাই। শ্রীনাম-সংখ্যার বৃদ্ধি অপেক্ষা উহা স্পষ্টভাবে উচ্চারণ ও শ্রীনামস্বরূপ, মহিমা-মাহাত্ম্য-চিন্তাসহ উহা গ্রহণের বিশেষ উপদেশ আছে। গুরু-বৈষ্ণব- গণকেই সাধন-ভজনের বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইতে হয়। তাহাতে ঐ-বিষয়ে অধিক-উৎসাহ ও আকর্ষণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। গুরু-বৈষ্ণব যাঁহাদিগকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করেন ও আশ্রয় দেন, তাঁহারা নিশ্চিন্তভাবে হরিভজন করিয়া থাকেন।

সংখ্যাবৃদ্ধি অপেক্ষা শুদ্ধ নামগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ

তোমরা আমার স্নেহাশীস্ লইবে। মাকে আমার শুভেচ্ছাদি জানাইবে। আমি একপ্রকার। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- নামাপরাধ, ধামাপরাধ ও সেবাপরাধের জন্য সাধনপথে বহুপ্রকার ব্যাঘাত ও বাধার সৃষ্টি হয়। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের নিকট এইসকল বাধা-বিপত্তি অপনোদনের জন্য কৃপা প্রার্থনা করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। নিজ চেষ্টায় মানব এ-সকল বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করিতে পারে না।
- মহাসমুদ্র শুষ্ক হইলে আমি সমুদ্রপার হইব, ইহা বাতুলের বিচার বা উক্তি। এই সংসার-দুঃখ-সমুদ্রে কাম-ক্রোধাদি নক্র-মকরাদির আক্রমণ, বিষয়-বাসনা ইত্যাদি বহু বাধা-বিঘ্ন রহিয়াছে। ইহার মধ্যেই আমাদের সাধন-পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

- শ্রীভগবান্ আমার জন্য যেরূপ ব্যবস্থা রাখিয়াছেন, তাহা মানিয়া লওয়াই আশ্রিতজনের বিশেষ আনুগত্য ও শ্রেষ্ঠ বিচার।
- স্মরণ না থাকিলেও শাস্ত্রাধ্যয়ন ও আলোচনা একান্ত কর্ত্তব্য।
- যদি কোনরূপ যাগ-যজ্ঞের প্রয়োজন হয়, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের মাধ্যমে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সেবা ও প্রীতিকামনায় তাহা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।
- যেখানে প্রত্যহ শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজা, শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন, শাস্ত্রাদির অনুশীলন হয়, তথায় কোনরূপ ভক্তিপ্রতিকূল অশরীরীই থাকিতে পারে না।
- শারীরিক অসুস্থতা-বিষয়ে জিজ্ঞাসা একপ্রকার প্রাকৃত-বিচার।
- শ্রীনাম-সংখ্যার বৃদ্ধি অপেক্ষা উহা স্পষ্টভাবে উচ্চারণ ও শ্রীনামস্বরূপ, মহিমা-মাহাত্ম্য-চিন্তাসহ উহা গ্রহণের বিশেষ উপদেশ আছে।

পত্র—৭১

বিষয়—❀ কষ্ট স্বীকার করিয়াও অন্যে মর্য্যাদা-দান কর্ত্তব্য; ❀ সমালোচনা-কারী, প্রতিষ্ঠাকামী, সংসারী লোকের সঙ্গ—দুঃসঙ্গ; ❀ অন্তরে দৈন্যভাবেই শ্রীহরি-গুরু কৃপালাভ; ❀ মহাপ্রভুর শিক্ষার অল্পগ্রহণেও আত্মকল্যাণ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ,
মিলনপল্লী, দার্জ্জিলিং (উঃ বঙ্গ)
২০/৮/১৯৯৩

স্নেহাস্পদাসু—

মা-----! এখান হইতে যাইবার পর তোমার কোন পত্রাদি পাই নাই। আশা করি ভগবৎকৃপায় কুশলে আছ। * * *

জগতের লোক স্বার্থপর, সুবিধাবাদী, বেঈমান। তাহাদের মান-অভিমান, ঈর্ষা-হিংসা, মাৎসর্য্য, দর্প, অহঙ্কার প্রবল। তাহারা মানুষের মর্য্যাদা দিতে জানে না। কষ্ট স্বীকার করিয়াও তাহাদের মধ্যে যথার্থ স্নেহ-মমতার অভাব। তুমি নিজে কষ্ট অন্যে মর্য্যাদা-দান কর্ত্তব্য স্বীকার করিয়াও অপরের মান-মর্য্যাদা দিয়া চলিবে; তাহাতে তোমার কল্যাণ হইবে। পরের মনে ব্যথা দিয়া কোন কথা কখনও বলিবে না। অপরের সমালোচনা করিবে না। নিজের সাধন-ভজন লইয়া সর্ব্বদা কালাতিপাত করিবে। অপরে তোমার সমালোচনা করিলে তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট না হইয়া উহা হরিভজনের সহায়ক বলিয়া মনে করিবে। ইহাতে মনে শান্তি পাইবে।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের প্রত্যক্ষ উপদেশ-নির্দ্দেশ, তত্ত্বসিদ্ধান্ত সর্ব্বদা স্মরণ করিবে। অবসর-সময়ে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিবে। বৃথা সময়-নষ্টকারী প্রজল্প বর্জ্জনপূর্ব্বক সর্ব্বদা শ্রীনাম গ্রহণ করিবে। নিষ্ঠার সহিত শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজা-ভোগরাগ ইত্যাদি সমাপন করিবে। প্রত্যহ গ্রন্থাদি-পাঠ ও ব্যাখ্যা আলোচনা করিবে। যাহারা অপরের সমালোচনা লইয়া ব্যস্ত, তাহাদের সঙ্গে কখনও মিশিবে না। ঈর্ষা-মাৎসর্য্যপূর্ণ ব্যক্তিকে পরিহার করিয়া চলিবে। যাহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠাশা অতীব প্রবল, তাঁহাদিগকে দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে সর্ব্বথা বর্জ্জন করিবে। তাহারা নিজেরা হরিভজন করে না, অপরকেও করিতে দিবে না। সাংসারিক লাভালাভ লইয়া যাহারা ব্যস্ত, তাহাদের সহিত আদৌ মিলামিশা করিবে না, দুঃসঙ্গ-জ্ঞানেই সদা তাহাদের পরিহার করিবে।

সমালোচনাকারী, প্রতিষ্ঠাকামী, সংসারী লোকের সঙ্গ—দুঃসঙ্গ

তুমি মূর্খ, শাস্ত্রের তত্ত্বসিদ্ধান্ত কিছু বুঝিতে পার না বলিয়া লিখিয়াছ। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বলিলেন,—"**মূর্খ দেখি' গুরু মোরে, করিলা শাসন। মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার। কৃষ্ণনাম জপ সদা, এই মন্ত্রসার॥**" সুতরাং অন্তরে দৈন্যভাব থাকিলে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ তাঁহাকে যথাশীঘ্র কৃপা করেন। দাম্ভিক, অহঙ্কারীর কোনদিন বাস্তব কল্যাণ লাভ হয় না। তাহারা আপনদোষেই নিজেদের অকল্যাণ বরণ করে। অমানী-মানদ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে না পারিলে কোনদিনই প্রকৃত বৈষ্ণব হওয়া যায় না। যাহারা জড়াহঙ্কারে মরে, ভগবান্ তাহাদের কোনদিনই কৃপা করেন না। দৈন্যই সাধক-সাধিকার হৃদয়ে ভূষণস্বরূপ। উহাই সাধনার ক্ষেত্রে অলঙ্কার ও বিশেষ সদ্‌গুণ। হৃদয়ে দৈন্য না থাকিলে উহা পাষাণ সদৃশ হইয়া যায়। হিংসা-মাৎসর্য্য সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। ন্যায়-নীতি-আদর্শ হইতে চ্যুত হইলেই মাৎসর্য্য আসিয়া সরল হৃদয়কেও গ্রাস করে। শাস্ত্রে মাৎসর্য্যকে চণ্ডালিনীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

অন্তরে দৈন্যভাবেই শ্রীহরি-গুরু কৃপালাভ

শচীনন্দন গৌরহরি জগতে যে অপ্রাকৃত শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন, তাহার ক্ষণিক গ্রহণ করিতে পারিলেও আমাদের আত্মকল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। তুমি শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে মহিয়সী মহিলাবর্গের দিব্য চরিত্র আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে—সংসার কোথায়, আর দিব্যজীবন বা কি? জড়মায়া-বদ্ধ জীব সাংসারিক মোহে বাস্তব মঙ্গলগ্রহণে অনধিকারী হইয়াই অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া ভ্রম করিতেছে। বৈষ্ণবগণ বাস্তবদর্শী, তাঁহারা শ্রেয়োপন্থী, আপাত মনোরম-বিষয়ে তাঁহারা শান্তি-স্বস্তি লাভ করেন না।

মহাপ্রভুর শিক্ষার অল্পগ্রহণেও আত্মকল্যাণ

আমার স্নেহ-ভালবাসা জানিবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বান্ধব বামন

পত্রের চুম্বক

- নিজে কষ্ট স্বীকার করিয়াও অপরের মান-মর্য্যাদা দিয়া চলিবে, তাহাতে তোমার কল্যাণ হইবে।
- অপরে তোমার সমালোচনা করিলে তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট না হইয়া উহা হরিভজনের সহায়ক বলিয়া মনে করিবে।
- শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের প্রত্যক্ষ উপদেশ-নির্দ্দেশ, তত্ত্বসিদ্ধান্ত সর্ব্বদা স্মরণ করিবে।
- যাহারা অপরের সমালোচনা লইয়া ব্যস্ত, তাহাদের সঙ্গে কখনও মিশিবে না। ঈর্ষা, মাৎসর্য্যপূর্ণ ব্যক্তিকে পরিহার করিয়া চলিবে।
- সাংসারিক লাভালাভ লইয়া যাঁহারা ব্যস্ত, তাহাদের সহিত আদৌ মিলামিশা করিবে না।
- দাম্ভিক, অহঙ্কারীর কোনদিন বাস্তব কল্যাণ লাভ হয় না।
- অমানী-মানদ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে না পারিলে কোনদিনই প্রকৃত বৈষ্ণব হওয়া যায় না।
- বৈষ্ণবগণ বাস্তবদর্শী, তাঁহারা শ্রেয়োপন্থী, আপাত মনোরমবিষয়ে তাঁহারা শান্তি-স্বস্তি লাভ করেন না।

বিষয়— ❀ ভজনহীন গৃহ বাসের অযোগ্য; ❀ শ্রীগুরু-গৌর-মন্ত্র ও গায়ত্রীর অর্থ; ❀ দৃঢ়বিশ্বাস ও নির্ভরতাই শরণাগতির কারণ; ❀ আশ্রয়বিগ্রহের বাৎসল্য-ভাব পর্য্যন্ত অধিকার; ❀ কঠোরতা ও কোমলতা লইয়াই অভিভাবকত্ব; ❀ শুদ্ধভক্তের সেবায়ই ভজনের সুষ্ঠুতা; ❀ বহির্দ্দর্শন নয়, অন্তর্দ্দর্শনেই নিরপেক্ষতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ
মিলনপল্লী, শিলিগুড়ি
দার্জ্জিলিং
২৫/৮/১৯৯৩

স্নেহাস্পদাসু—

মা----! * * * শ্রীমঠের সেবকগণ তোমাদের গৃহে উপস্থিত থাকায় তোমরা মঠবাসের আনন্দ অনুভব করিয়াছ জানিয়া আমিও সুখী হইলাম। "**যে দিন**

গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলোক ভায়।" সাধন-ভজন-হীন গৃহ—গৃহান্ধকূপ বা গৃহমেধ। উহা জড়-বিষয়িগণের আবাস-স্থান বা ভোগাগার। এইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন,

ভজনহীন গৃহ বাসের অযোগ্য

—"**বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসঃ গ্রামঃ রাজস এব চ। তামসং দ্যূত-সদনং মন্নিকেতনন্তু নির্গুণম্।।**" ভক্ত তজ্জন্যই প্রার্থনা করিয়াছেন, যেস্থানে ভগবৎকথা-সুধা-সরিৎ প্রবাহিত না হয়, যেখানে ভাগবতাশ্রয়ী সাধুগণের অবস্থান নাই, যথায় শ্রীভগবানের শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলাকথা আলোচনা ও মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান না হয়, ইন্দ্রপুরী হইলেও আমার তথায় বাসের ইচ্ছা নাই। * *

সমস্ত মন্ত্র ও গায়ত্রীর অর্থ প্রায় একইপ্রকার। তথাপি আশ্রয়-বিষয়বিগ্রহ-ভেদে বৈশিষ্ট্য ও চমৎকারিতা আছে।—"আমি শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার করি। আমি শ্রীগুরুদেবকে জানিতে চাহি, তাঁহাকে কৃষ্ণানন্দ-স্বরূপে ধ্যান করি, সেই গুরুপাদপদ্ম

শ্রীগুরু-গৌর-মন্ত্র ও গায়ত্রীর অর্থ

আমার হৃদয়ে তাঁহার তত্ত্ব প্রকাশ করুন—যাহাতে আমি উহা বাস্তবরূপে অবগত হইতে পারি।—"আমি শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রণাম করি। আমি শ্রীচৈতন্যদেবকে জানিতে চাহি, তিনি বিশ্বম্ভর-স্বরূপ, তাঁহাকে ধ্যান করি, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আমার হৃদয়ে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করুন, যাহাতে আমি তাঁহার তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারি।" কৃষ্ণমন্ত্র ও কামগায়ত্রীর ব্যাখ্যা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মূল এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীল প্রভুপাদের 'অনুভাষ্য' হইতে দেখিয়া লইবে। এতদ্‌ব্যতীত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা এবং শ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভুর টীকা-ভাষ্যেও ব্যাখ্যা বিবৃত হইয়াছে। মহামন্ত্রের ব্যাখ্যা—শ্রীল ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামীর প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের "শ্রীকৃষ্ণনামার্থ-দীপিকা"—গ্রন্থ দেখিয়া লইবে।

সুদৃঢ় বিশ্বাস না আসিলে পূর্ণ-শরণাগতি কিরূপে সম্ভব হইবে? সমর্পিতাত্মা, অকিঞ্চন ও শরণাগতের একই লক্ষণ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী 'শ্রদ্ধা'-শব্দের ব্যাখ্যায় 'সুদৃঢ় বিশ্বাস' বলিয়া জানাইয়াছেন। "**কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়**"—**এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ও নির্ভরতা-দ্বারাই শরণাগতি বা আত্মসমর্পণ সাধিত হয়।** যিনি যত শরণাগত ও তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভক্তিবৃত্তি তত অধিক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শরণাগতি ও বিশ্রম্ভ-সেবার মধ্যে কোনরূপ জড়ীয় পার্থক্য বা ব্যবধান না থাকিলেও কিছু বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিতে হয়। **আমরা পূর্ণ পঞ্চ মুখ্যরস ও সপ্ত গৌণরসের অধিদেবতা 'অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি' রাধাপ্রিয় 'অনাদিরাদি' 'সর্ব্বকারণকারণ' ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করি।** এ ক্ষেত্রে দাশরথি শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সেবার উদাহরণ প্রাসঙ্গিক হয় না। প্রভুর সেবায় ঐশ্বর্য্য-মার্গীয় দাস্যপর বিচার এবং প্রিয়ের বা প্রেষ্ঠের সেবায় সখ্য-বাৎসল্য-মধুররতির বিচারের কথা সেবা-রূপে খ্যাতিলাভ করে।

দৃঢ়বিশ্বাস ও নির্ভরতাই শরণাগতির কারণ

উপযুক্ত বা বিশ্রম্ভ শিষ্য বিষয়বিগ্রহের ক্ষেত্রে সকল রসই আরোপ করিতে পারেন, কিন্তু আশ্রয়-বিগ্রহের সহিত বাৎসল্য-ভাব পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারেন। এই ভাব কোনরূপ প্রাকৃত-চিন্তায় আবদ্ধ নয়। কারণ মূল আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী রাধারাণী, তাঁহার অনুগতা নর্ম্মসখী, প্রিয়নর্ম্মসখী, মঞ্জরী প্রভৃতি সকলেই স্বরূপশক্তি বা হ্লাদিনীশক্তির অধীনা। এক্ষেত্রে জড়ীয় পুরুষাভিমান্ বা স্ত্রী-অভিমান নাই। **যাঁহারা প্রাকৃত ষড়্রিপুকে জয় করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেই অপ্রাকৃত লীলার আলোচনা ও অনুভূতির ক্ষেত্র স্বীকৃত হইয়াছে।** সদ্‌গুরুর কৃপাশীর্ব্বাদেই শিষ্য পরিপূর্ণতা লাভ করেন।

আশ্রয়বিগ্রহের বাৎসল্য-ভাব পর্য্যন্ত অধিকার

আশ্রিত ও আশ্রয়বিগ্রহের সম্পর্কে 'পতিত', 'অধম' 'দোষী', 'পাপী' ও 'অদোষদরশী', 'পতিতপাবন', 'নরোত্তম', 'নির্দ্দোষ', 'সর্ব্বপাপহর' ইত্যাদি বিশেষণগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অভিভাবকের নিকট সন্তানের সকল দোষ-ত্রুটীই ক্ষমা পাইয়া থাকে। কথায় বলে,—তাহার সাতখুন মাপ হইয়াছে। তথাপি **"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি"**—এ বাক্যও শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা অভিভাবকের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ বজ্রের ন্যায় কঠোর, আবার কুসুমের ন্যায় কোমল হৃদয়বৃত্তির কথা বর্ণিত হইল। কাহার নিকট বজ্রের ন্যায় কঠোর, আবার কাহার নিকট কুসুমের ন্যায় কোমল? তাহার উত্তরে শাস্ত্র জানাইতেছেন,—**"উগ্রোঽপি অনুগ্রমেবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী। কেশরীব স্বপোতা- নামন্যেষা-মুগ্রবিক্রমঃ।।"** অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব উগ্র হইলেও নিজভক্তের প্রতি করুণাময় বিগ্রহ, যেরূপ সিংহী বিজাতীয়গণের প্রতি উগ্রবিক্রমা হইলেও শাবকের প্রতি পরমস্নেহশীলা। সুতরাং উগ্র ও স্নেহশীলের অবস্থা ও ক্ষেত্র বিচার করিতে হইবে। * *

কঠোরতা ও কোমলতা লইয়াই অভিভাবকত্ব

প্রাকৃত বা জড়ীয় মাতাপিতাদির সেবাদ্বারা অপ্রাকৃত-পারমার্থিক তত্ত্ব লাভ হয় না, একথা সত্য। আবার ভজনপরায়ণ অভিভাবকবর্গের সেবাদ্বারা অপ্রাকৃত সেবানুভূতি লাভ সম্ভব। অর্থাৎ জড়বস্তুর সেবা বা আসক্তি হইতে প্রাকৃত আসক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বদ্ধজীবের বদ্ধদশা অধিকতরভাবে গ্রাস করে, কিন্তু সেবামোদী গুরুবৈষ্ণবের শুশ্রূষা হইতে সেবা, ভক্তি এবং সুষ্ঠুভজন লাভ হয়। সেক্ষেত্রে বহু ব্যক্তির কর্ত্তব্য থাকিলেও নিজস্ব কর্ত্তব্য, দায়িত্ব, বিবেচনা, স্নেহ-মমতার Priority অধিক। সেবায় কোনরূপ ঈর্ষা-হিংসামূলক প্রতিযোগিতা বা পদ্মা-নীতির স্থান নাই। প্রাকৃত জগতের **"ভাগের মা গঙ্গা পায় না"**—এই স্বার্থপর নীতি পরিহারপূর্ব্বক নিজ নীতি-আদর্শেই সর্ব্বদা অনুপ্রাণিত হওয়াই বুদ্ধিমত্তা। সুতরাং সেবাধর্ম্মীর পক্ষে সেবার অগ্রাধিকার সর্ব্বদা সর্ব্বজন-স্বীকৃত সত্য। তাঁহারাই শ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রার রাখাল-বেষ দর্শনের অধিকারী ও ঐ তত্ত্বের মর্ম্মজ্ঞ।

শুদ্ধভক্তের সেবায়ই ভজনের সুষ্ঠুতা

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ ও শ্রীপুরুষোত্তম গৌড়ীয় মঠের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য আছে কিনা, আমার জানা নাই। তবে তাত্ত্বিকগণ হয়ত অনেকপ্রকার ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করিতে পারেন। আমরা Morphologyর জড়ীয় বিচার পরিত্যাগ করিয়া Ontological aspect লইয়াই চলিব—ইহাই নিরপেক্ষ বিচার। * * * তোমরা আমার স্নেহাশীস্ লইবে। ইতি—

বহির্দর্শন নয়, অন্তর্দর্শনেই নিরপেক্ষতা

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- (গুরুমন্ত্র ও গায়ত্রী-অর্থ)—আমি শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার করি। আমি শ্রীগুরুদেবকে জানিতে চাহি। তাঁহাকে কৃষ্ণানন্দ স্বরূপে ধ্যান করি, সেই গুরুপাদপদ্ম আমার হৃদয়ে তাঁহার তত্ত্ব প্রকাশ করুন—যাহাতে আমি উহা বাস্তবরূপে অবগত হইতে পারি।
- (গৌরমন্ত্র ও গায়ত্রী-অর্থ)—আমি শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রণাম করি। আমি শ্রীচৈতন্যদেবকে জানিতে চাহি, তিনি বিশ্বম্ভর-স্বরূপ, তাঁহাকে ধ্যান করি, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আমার হৃদয়ে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করুন, যাহাতে আমি তাঁহার তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারি।
- "কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়"—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ও নির্ভরতা-দ্বারাই শরণাগতি বা আত্মসমর্পণ সাধিত হয়।
- উপযুক্ত বা বিশ্রম্ভ শিষ্য বিষয়বিগ্রহের ক্ষেত্রে সকল রসই আরোপ করিতে পারেন, কিন্তু আশ্রয়-বিগ্রহের সহিত বাৎসল্য-ভাব পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারেন।
- যাঁহারা প্রাকৃত ষড়্‌রিপুকে জয় করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেই অপ্রাকৃত লীলার আলোচনা ও অনুভূতির ক্ষেত্র স্বীকৃত হইয়াছে।
- জড়বস্তুর সেবা বা আসক্তি হইতে প্রাকৃত আসক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বদ্ধজীবের বদ্ধদশা অধিকতরভাবে গ্রাস করে, কিন্তু সেবামোদী গুরুবৈষ্ণবের শুশ্রূষা হইতে সেবা, ভক্তি এবং সুষ্ঠুভজন লাভ হয়।
- সেবায় কোনরূপ ঈর্ষা-হিংসামূলক প্রতিযোগিতা বা পদ্মা-নীতির স্থান নাই।
- আমরা Morphologyর জড়ীয় বিচার পরিত্যাগ করিয়া Ontological aspect লইয়াই চলিব—ইহাই নিরপেক্ষ বিচার।

পত্র—৭৩

বিষয়—❀ ভজনচতুর-ব্যক্তির কোথাও পরাজয় নাই; ❀ আত্মসমর্পণেই শ্রীহরি-গুরু প্রতি মমত্ববুদ্ধি; ❀ প্রকৃত হরিভজনেচ্ছুর বৃথা কার্য্যে সময় নাই; ❀ গৌড়মণ্ডলে গঙ্গাতীরে ভজন সৌভাগ্যের পরিচায়ক; ❀ মামুলী বিষয়ে নয়, তত্ত্বসিদ্ধান্তের উন্নততম চিন্তায়ই কাল যাপন; ❀ গুরুপাদপদ্মের আশীর্ব্বাদ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ,
মিলনপল্লী, শিলিগুড়ি (উঃ বঙ্গ)
৯/১/১৯৯৪

কল্যাণীয়াসু—

স্নেহের -----! পূর্ব্বে তোমার ২১/১০/৯৩ ও ১/১২/৯৩ তাং এর স্নেহলিপি পাইয়াছিলাম। আশা করি বর্ত্তমানে তোমরা কুশলে আছ। * *

তোমরা যে-কয়জন গৃহস্থ-ভক্ত ঐ অঞ্চলে আছ, সকলে মিলিয়া মিশিয়া চলিতে পারিলে সকলেরই মঙ্গল। তুমি কখনও village politics-এর মধ্যে থাকিবে না। ভজন-চতুর হইয়া থাকিলে সকলেই তোমাকে শ্রদ্ধা করিবে ও ভালবাসিবে। আশা করি, তুমি সর্ব্বদা বিচার-বিবেচনা লইয়া চলিলে তোমার কোথাও পরাজয় হইবে না। ধৈর্য্য ও সহনশীলতা, বিবেচনা থাকিলে সংসারে চলিতে মানুষের কোনই অসুবিধা হয় না। বৃথা সমালোচনা, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা কাহারও মঙ্গল বা কল্যাণ আনয়ন করে না—**"পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোনকালে।" "পরস্বভাব-কর্ম্মাণি ন নিন্দেৎ ন প্রশংসেৎ"**—বাক্য আমাদের জীবনপথে সাবধান বাণী।

ভজনচতুর-ব্যক্তির কোথাও পরাজয় নাই

শরণাগতি বা আত্মসমর্পণ না হইলে মমত্ববুদ্ধি আসে না। তখন অত্যন্ত আপন জনও 'পর' বলিয়া বিবেচিত হন। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সর্ব্বদা জয়যুক্ত হউন। তাঁহাদের শুভেচ্ছা ও শুভাশীর্ব্বাদে আমাদের বাস্তব কল্যাণ লাভ হয়। তাঁহাদের সেবার জন্য আমরা যে-কোন প্রকার ত্যাগ-স্বীকারে প্রস্তুত থাকিব—ইহাই বাস্তবধর্ম্মীর আন্তর অভিলাষ। তুমি নিরপেক্ষ নীতি লইয়া চলিলে মানসিক শান্তি পাইবে। অমানী-মানদ-ধর্ম্ম—সর্ব্বোত্তম।

আত্মসমর্পণেই শ্রীহরি-গুরু প্রতি মমত্ববুদ্ধি

যাঁহারা যথার্থরূপে হরিভজনে প্রয়াসী, তাহাদের সময় খুব কম। দৈনন্দিন সেবাকাজ ও কর্ত্তব্যপালন করিতে গিয়া তাঁহাদের হাতে সময় আদৌ থাকে না। যাহাদের প্রচুর সময় আছে, তাহারাই কে কতবার হাঁচিল, কতবার কাশিল, সেই হিসাব রাখিতে অভ্যস্ত। তুমি কখনও ঐরূপ ভাবে সময় নষ্ট করিও না।

আত্মকল্যাণ-চিন্তাদ্বারা সময়ের সদ্ব্যবহার হইয়া থাকে। সাধন-ভজনে কতটুকু উন্নতি হইল, এই নিজস্ব হিসাব-নিকাশ রক্ষা করাই সময়ের বাস্তব সদ্ব্যবহার জানিবে।

প্রকৃত হরিভজনেচ্ছুর বৃথা কার্য্যে সময় নাই

প্রত্যহ সকল সেবাকাজ সম্পন্ন করিয়াও সংখ্যানির্ব্বন্ধে শ্রীনামগ্রহণ, গ্রন্থ-আলোচনা, শ্রীবিগ্রহের পূজার্চ্চন, ভোগরন্ধনাদি বহুপ্রকার হরিসেবানুকূল কর্ত্তব্য রহিয়াছে। সুতরাং তুমি অপরের দোষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হইয়া শাস্ত্রদৃষ্টে আত্মসংশোধনের চেষ্টা করিবে। ইহাতে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ও ভগবান্ তোমার প্রতি আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবেন।

যাঁহারা গঙ্গাতীরে ভজনকুটীর বাঁধিয়া নিত্য গঙ্গাদর্শন-পূর্ব্বক শ্রীহরিনাম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের পরম সৌভাগ্য। তাই বৈষ্ণব-মহাজন গাহিয়াছেন,—"**বৃন্দাবনাভেদে নবদ্বীপধামে, বাঁধিব কুটীরখানি। শচীর-নন্দন, চরণ-আশ্রয়, করিব সম্বন্ধ মানি।।**" যাঁহারা গৌরতীর্থ- গৌড়মণ্ডলে সুর-সরিৎ উপকণ্ঠে ভক্তিপূর্ব্বক ব্রজরস-রসিকগণের পাদপদ্ম-সেবাভিলাষে শ্রীযুগলবিগ্রহ শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীর বিশ্রম্ভসেবায় মগ্ন তাঁহাদের

গৌড়মণ্ডলে গঙ্গাতীরে ভজন সৌভাগ্যের পরিচায়ক

ভাগ্যের পরিসীমা নাই। ভগবদ্ধ্যান-মগ্ন একনিষ্ঠ সেবক-সেবিকা শ্রীনামসেবায় রত হইয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলাস্মরণপূর্ব্বক "**শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেন মে**" বাক্যাবলম্বনে বিরহদশায় জগৎশূন্য ভাবিয়া আকুল ক্রন্দন করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের ভজনশীল গৃহ 'গোলোক' নামে অভিহিত। নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তনে মুখরিত সেবোপযোগি-উপকরণে সজ্জিত হওয়ায় এবং ঐ স্থান লীলা-উদ্দীপক হওয়ায় সেবা-সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হইয়া ভক্তের নয়ন-মন আকুলিত-ব্যাকুলিত হয়। তাই বলি,—তোমরা অধিক ভাগ্যবতী, তাই ভগবৎসেবায় তোমরা উৎসর্গীকৃত প্রাণ।

আমার বিশেষ উপদেশ-নির্দ্দেশ,—মামুলী বিষয় ও চিন্তা লইয়া সময় কাটাইও না। সকল সময়ে সাধন-ভজনের উন্নততম বৈশিষ্ট্য ও তত্ত্বসিদ্ধান্ত লইয়া

মামুলী বিষয়ে নয়, তত্ত্বসিদ্ধান্তের উন্নততম চিন্তায়ই কাল যাপন

আলোচনা ও অনুশীলন করিবে। নিজের প্রচেষ্টা বাদ দিয়া অপরের সমালোচনায় প্রবৃত্ত না হইলে চিত্ত কলুষিত হয়। তাহাতে সাধন-ভজন ও সেবায় শান্তি পাইবে না। "**আপন ভজন কথা, না কহিবে যথা তথা।**"—ইহা সর্ব্বদা স্মৃতিপথে রাখিবে। তবেই আত্যন্তিক মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা। "**আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়। আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়**"—এই বাক্য সর্ব্বদা প্রণিধানযোগ্য।

"**মারবি রাখবি যে ইচ্ছা তুঁহারা, নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা।।**" ইহা

গুরুপাদপদ্মের আশীর্ব্বাদ

শরণাগতের, সমর্পিতাত্ম ব্যক্তির Unconditional surrender বা Submission। তথাপি ভাল মন্দের বিচার রাখিতে হইবে,

নচেৎ সুষ্ঠু হরিভজন হয় না। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদে যাবতীয় অমঙ্গল বিদূরিত হয়। তোমরা কোনদিন জাগতিক বিপদাপদে নিক্ষিপ্ত হইবে না। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীনৃসিংহদেব তোমাদের ভজনপথের যাবতীয় বাধা-বিঘ্ন বিদূরিত করুন, তোমরা নিশ্চিন্তে হরিভজন কর—ইহাই আমার শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ জানিবে।

আমার স্নেহাশীস্ লইবে; ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- বৃথা সমালোচনা, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা কাহারও মঙ্গল বা কল্যাণ আনয়ন করে না—"পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোনকালে।" "পরস্বভাব-কর্ম্মাণি ন নিন্দেৎ ন প্রশংসেৎ"—বাক্য আমাদের জীবনপথে সাবধান বাণী।
- শরণাগতি বা আত্মসমর্পণ না হইলে মমত্ববুদ্ধি আসে না। তখন অত্যন্ত আপন জনও 'পর' বলিয়া বিবেচিত হন।
- যাঁহারা যথার্থরূপে হরিভজনে প্রয়াসী, তাহাদের সময় খুব কম।
- সাধন-ভজনে কতটুকু উন্নতি হইল, এই নিজস্ব হিসাব-নিকাশ রক্ষা করাই সময়ের বাস্তব সদ্ব্যবহার জানিবে।
- তুমি অপরের দোষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হইয়া শাস্ত্রদৃষ্টে আত্মসংশোধনের চেষ্টা করিবে। ইহাতে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ও ভগবান্ তোমার প্রতি আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবেন।
- যাঁহারা গৌরতীর্থ-গৌড়মণ্ডলে সুর-সরিৎ-উপকণ্ঠে ভক্তিপূর্ব্বক ব্রজরস-রসিকগণের পাদপদ্ম-সেবাভিলাষে শ্রীযুগলবিগ্রহ শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীর বিশ্রম্ভসেবায় মগ্ন, তাঁহাদের ভাগ্যের পরিসীমা নাই।
- আমার বিশেষ উপদেশ-নির্দ্দেশ,—মামুলী বিষয় ও চিন্তা লইয়া সময় কাটাইও না। সকল সময়ে সাধন-ভজনের উন্নততম বৈশিষ্ট্য ও তত্ত্বসিদ্ধান্ত লইয়া আলোচনা ও অনুশীলন করিবে।
- শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীনৃসিংহদেব তোমাদের ভজনপথের যাবতীয় বাধা-বিঘ্ন বিদূরিত করুন, তোমরা নিশ্চিন্তে হরিভজন কর—ইহাই আমার শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ জানিবে।

পত্র—৭৪

বিষয়—❀ শরণাগত ব্যক্তির মহিমা; ❀ সরল বিশ্বাস ও নিষ্ঠায়ই সকল যোগ্যতা লাভ; ❀ সময় সংক্ষেপ, অতএব সার-সঙ্কলন প্রয়োজন; ❀ মাছি নয়, মৌমাছির স্বভাবযুক্ত হইতে হইবে; ❀ শ্রীগুরু নিজত্বে গ্রহণ করিলে কোন চিন্তা নাই; ❀ সর্ব্ববিষয়ে তাৎপর্য্য গৃহীত হইলে কষ্টেও অকষ্টত্ব; ❀ নৃসিংহদেবে বাৎসল্যবিচার; ❀ সেবায় স্বতন্ত্রতা ও ঘনিষ্ঠতায়ই সুষ্ঠুতা; ❀ ব্যক্তি স্বাধীনতায় নয়, পরতন্ত্র স্বাধীনতায়ই ভজনোন্নতি।

শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ,
মিলনপল্লী, শিলিগুড়ি (উঃ বঙ্গ)
২৮/২/১৯৯৪

কল্যাণীয়াসু—

স্নেহের -----! তোমাকে গত ১৮/২/৯৪ তাং এ কুরিয়ারের ডাকে পত্র দিয়াছি। ঐ পত্র পাইবার পূর্ব্বেই তুমি ২১/২/৯৪ তাং এ পুনরায় আমাকে পত্র দিয়াছ। তোমার বর্ত্তমান পত্রের সব জবাব আমার পূর্ব্বপত্রেই দিয়াছি। ✶ ✶ ✶

"মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তুঁহারা, নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা।"—ইহা শরণাগতের শরণাগতি বা আত্মসমর্পণ। যিনি নিষ্কপটে গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি, সর্ব্বোপরি শ্রীহরির প্রতি আত্মনির্ভর হইতে পরিয়াছেন, তাঁহার সমস্ত সংশয় দূরীভূত হইয়াছে; তিনি জীবনে বাস্তব শান্তি-স্বস্তি লাভে সক্ষম। সাধন-ভজনে যাঁহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠা, তাঁহার কোন চিন্তা-ভাবনা নাই, তিনি সাংসারিক সকল দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে পরিমুক্ত। প্রাকৃত ভাল-মন্দ, স্থূল-সূক্ষ্ম—সকলেরই তিনি অতীত। **যিনি অকিঞ্চন-নিষ্কিঞ্চন হইতে পারিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে লৌকিক-পারমার্থিক কোন বস্তুই অলভ্য নয়।** শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের তাঁহার প্রতি স্নেহ ও অহৈতুকী করুণা সর্ব্বদা প্রকাশিত। সাধন-ভজন বিষয়ে তুমি সর্ব্বদা অমানী-মানদ-ধর্ম্ম-পালন ও প্রতিষ্ঠা-বর্জ্জন করিয়া চলিলে তোমার সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে।

শরণাগত ব্যক্তির মহিম

হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে সেবার দ্বারা যাঁহারা আপন করিয়া লইতে পারেন, তাঁহারা ধন্য। গুরুবর্গের উপদেশ-নির্দ্দেশ অবিচারে পালন করাই সেবামনোধর্ম্মীর একমাত্র কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব। আদেশ-শিক্ষাদির মধ্যে নিশ্চয়ই স্নেহ-মমতা আছে এবং শাসনও থাকিবে। স্নেহ-মমতাশূন্য শাসন কখনই কার্য্যকরী হয় না। **গুরু-বৈষ্ণবগণের**

আদেশ-নির্দ্দেশ-উপদেশ পালন করিতে প্রাকৃত যোগ্যতা প্রয়োজন হয় না। সরল বিশ্বাস ও নিষ্ঠা থাকিলেই সকল যোগ্যতা সম্যগ্‌ভাবে অধিগত হয়। তত্ত্বসিদ্ধান্ত জানিতে হইলে বিনয়ী ও প্রতিষ্ঠাশাহীন হইতে হইবে। ঈর্ষা-হিংসা-মাৎসর্য্য-পরশ্রীকাতরতা, দম্ভ, দর্প, অভিমান, অহঙ্কার থাকিলে বাস্তব আত্মকল্যাণজনক জিজ্ঞাসার উদয় হয় না এবং ঐরূপ শ্রেয়োজনক উত্তরেরও সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং universal good qualities অবশ্যই হৃদয়ে পোষণ করিতে হয়।

সরল বিশ্বাস ও নিষ্ঠায়ই সকল যোগ্যতা লাভ

শব্দশাস্ত্র অনন্ত হইলেও স্বল্পায়ু লইয়াই তাহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সময় নাই জানিয়াই, কালবিলম্ব না করিয়া সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রমপূর্ব্বক সাধনে অগ্রসর হওয়া বুদ্ধিমান-বুদ্ধিমতীর কর্ত্তব্য। "**কেমনে পাইব, কিছু না পাই সন্ধান**" বলিলেও ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে। সময় আমাদের সংক্ষিপ্ত বলিয়া সারসঙ্কলন করিতে হয়। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিকট সমর্পিতাত্ম একনিষ্ঠ ভক্ত যেকোন-রূপ ত্যাগ-স্বীকারে প্রস্তুত, ইহাই তাঁহার জীবনে ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞা। "**সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য—এ তিনে করিয়া ঐক্য, আর না করিহ মনে আশা**"—ইহাই আমাদের জীবনে উপলব্ধির বিষয়। "জীবনের ঠিক নাই" বলিয়াই গ্রন্থাদি-আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন, উহাতে সময় যে-কোনরূপে allot করিতে হইবে। গৃহে ভক্তিগ্রন্থাদি থাকিলে কখনও উহা আলোচনা ও অনুশীলনের সুযোগ আসিবে।

সময় সংক্ষেপ, অতএব সার-সঙ্কলন প্রয়োজন

ভজনচতুর বা সারগ্রাহী হইতে পারিলে সব দিক্ দিয়া সুবিধা। যাঁহারা বিচক্ষণ, তাঁহারা কখনই পরের বৃথা সমালোচনা লইয়া সময় অতিবাহিত করেন না। তাঁহারা নিজ সময়ের যথার্থ সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন। অপরের চর্চ্চা করিতে গেলে চিত্ত কলুষিত হয়। তাহাতে সাধন-ভজনে ভয়ানক ক্ষতি হয়। লোকের সামান্য সদ্‌গুণের আদর করাকেই 'পল্লবগ্রাহিতা' বলে। ইহাই মধুমক্ষিকার স্বভাব, আর মাছির স্বভাব—পচা-খসা-গলা বস্তুতে আবদ্ধ থাকা। সুতরাং সর্ব্বদা positive side লইয়া আলোচনা ও অনুশীলন করাই বুদ্ধিমত্তা।

মাছি নয়, মৌমাছির স্বভাবযুক্ত হইতে হইবে

বর্ত্তমানে কোথাও নৃসিংহ-কৃষ্ণ-বিষ্ণুকে কিছু দান-খয়রাত করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি খুব গরীব, তাহা আমি ভালরূপ জানি। তজ্জন্য তোমার নিকট হইতে শ্রীবামনদেব কোন কিছু দানই প্রার্থনা করেন না। "**বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়**"—ইহা বাস্তব সত্য। **গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ যদি তোমাকে নিজত্বে গ্রহণ করিয়াছেন, তবে তোমার চিন্তা কিসের?** যোগ্যতাবিহীন ব্যক্তিকে যোগ্যতা দান, অনধিকারীকে অধিকার প্রদান—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের অহৈতুকী করুণার পরিচয়।

শ্রীগুরু নিজত্বে গ্রহণ করিলে কোন চিন্তা নাই

স্নেহ-মমতা-কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে মানুষ বিশেষ-বিধিও পালন করিয়া থাকে। তখন নির্দ্দিষ্ট সময়সীমা বা কালের হিসাব তাহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। তবে স্থান-কাল-পাত্র-বিচারও সঙ্গে সঙ্গে রাখিতে হয়—সামঞ্জস্য বিধানের জন্য। দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা, মিলন-বিরহ সবই পাশাপাশি থাকিয়া সাধন-ভজনে আমাদের ধৈর্য্য-উৎসাহ বৃদ্ধি করে, ইহাই বাস্তব ঘটনা। সকল বিষয়ে তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে শিখিলে সাধনপথে কষ্টকে কষ্ট মনে হয় না।

সর্ব্ববিষয়ে তাৎপর্য্য গৃহীত হইলে কষ্টেও অকষ্টত্ব

* * * পাগলা-পাগলীদের সাধন-ভজনে শ্রীনৃসিংহদেব সকলপ্রকার বাধা-বিপত্তি দূর করিয়া সুযোগদান করেন, ইহা তাঁহার ভক্তবাৎসল্য। জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—"শ্রীনৃসিংহদেবের যে বাৎসল্যবিচার, তাহাতে ঐশ্বর্য্যপ্রাধান্য থাকিলেও বৎসলরসের প্রকাশমূর্ত্তি নৃসিংহদেব প্রহ্লাদকে প্রচুর পরিমাণে নিকটে আনিয়াছেন। শ্রীনৃসিংহদেবে বৎসল-রতিতে বাৎসল্যরস। প্রহ্লাদের বাৎসল্য রসে শ্রীনৃসিংহাবির্ভাব। উহা মুখ্যরসের অন্তর্গত। কিন্তু মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহের রস গৌণ। গৌরসুন্দর রাম, কৃষ্ণ ও নৃসিংহদেবের ছয়ভুজ গ্রহণ করিয়াছিলেন,—গৌর-রাম, গৌর-কৃষ্ণ ও গৌর-নৃসিংহ হইয়াছিলেন। অন্যবিচারে কৃষ্ণ, বলদেব ও গৌরের নিজের ষড়্‌ভুজের প্রকাশ হইয়াছিল। ইহার বিশেষত্ব আছে, এজন্য ইহা মুখ্যতর রস।"

নৃসিংহদেবে বাৎসল্যবিচার

"শ্রীদামাদি সখাগণ কৃষ্ণের স্কন্ধে পদস্থাপন করিয়া তাল পাড়িয়া থাকেন, কৃষ্ণকে উচ্ছিষ্ট দেন। সমান ও শ্রেষ্ঠতা বিচার করিতে গিয়া সেবার বৈকল্য-সাধন কর্ত্তব্য নয়। সেবার সুষ্ঠুতা দেখা দরকার। সম্ভ্রম-বিচারে সেব্যকে ন্যূনাধিক বঞ্চনা করা হয়। মধুররস মুখ্যতম, বৎসলরস মুখ্যতর, আর সখ্যরস মুখ্য। এইগুলিতে বিপ্রলম্ভ বা বিরহ-বিচার প্রবল। আর শান্ত, দাস্য, গৌরব-সখ্যে গৌরব-ভাব মিশ্রিত। **সেবক যদি সেবার্থে বেশী স্বতন্ত্রতা (lalitude) না পান, তবে সেব্যের পূর্ণসেবা করিতে অসমর্থ হন। বেশী ঘনিষ্ঠতা না থাকিলে সবরকম সেবার যোগ্যতা হয় না।**" এসকল তত্ত্বসিদ্ধান্ত হৃদয়ে অনুভব করা প্রয়োজন।

সেবায় স্বতন্ত্রতা ও ঘনিষ্ঠতায়ই সষ্ঠুতা

"বদ্ধজীবের ভালবাসায় পড়িলে বদ্ধদশা লাভ হয়, আর মুক্ত-পুরুষের স্নেহ-মমতায় বদ্ধজীবের ভক্তি, প্রেমভক্তি লাভ হয়"—এ তত্ত্বদর্শন জানিয়া আনন্দিত হইলাম। টাকাপয়সা মানুষের যথাসর্ব্বস্ব নয়, তাহার উপর মান-মর্য্যাদা, বদান্যতা, মহানুভবতা, বিচক্ষণতা অনেক কিছু আছে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা অপেক্ষা পরতন্ত্র-স্বাধীনতা সাধন-ভজনে উন্নতি বিধান করে। মানুষের জীবনে চলিতে গেলে ইচ্ছা-অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক

ব্যক্তি স্বাধীনতায় নয়, পরতন্ত্র স্বাধীনতায়ই ভজনোন্নতি

কিছু ভুল-ভ্রান্তি, দোষ-ত্রুটী হইয়া যায়। তজ্জন্য অনুতাপ-অনুশোচনাই তাহার শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত বা বিধি-ব্যবস্থা। সদ্‌গুরু কখনই তাঁহার পদাশ্রিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করেন না; ইহা স্মরণ রাখিবে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ পতিতপাবন। তাঁহাদের ন্যায় দয়ালু, কৃপালু, কৃপাময় এ-জগতে বিরল। তুমি আমার স্নেহাশীস্ লইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- যিনি অকিঞ্চন-নিষ্কিঞ্চন হইতে পারিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে লৌকিক-পারমার্থিক কোন বস্তুই অলভ্য নয়।
- সাধন-ভজন বিষয়ে তুমি সর্ব্বদা অমানী-মানদ-ধর্ম্ম-পালন ও প্রতিষ্ঠাবর্জ্জন করিয়া চলিলে তোমার সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে।
- সরল-বিশ্বাস ও নিষ্ঠা থাকিলেই সকল যোগ্যতা সম্যগ্‌ভাবে অধিগত হয়। তত্ত্বসিদ্ধান্ত জানিতে হইলে বিনয়ী ও প্রতিষ্ঠাশাহীন হইতে হইবে।
- সময় আমাদের সংক্ষিপ্ত বলিয়া সারসঙ্কলন করিতে হইবে।
- "জীবনের ঠিক নাই" বলিয়াই গ্রন্থাদি-আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন, উহাতে সময় যে-কোনরূপে allot করিতে হইবে।
- "সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য—এ তিনে করিয়া ঐক্য, আর না করিহ মনে আশা"—ইহাই আমাদের জীবনে উপলব্ধির বিষয়।
- যাঁহারা বিচক্ষণ, তাঁহারা কখনই পরের বৃথা সমালোচনা লইয়া সময় অতিবাহিত করেন না। তাঁহারা নিজ সময়ের যথার্থ সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন।
- গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ যদি তোমাকে নিজত্বে গ্রহণ করিয়াছেন, তবে তোমার চিন্তা কিসের?
- সকল বিষয়ে তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে শিখিলে সাধনপথে কষ্টকে কষ্ট মনে হয় না।
- "সেবক যদি সেবার্থে বেশী স্বতন্ত্রতা (lalitude) না পান, তবে সেব্যের পূর্ণসেবা করিতে অসমর্থ হন। বেশী ঘনিষ্ঠতা না থাকিলে সবরকম সেবার যোগ্যতা হয় না"—এসকল তত্ত্বসিদ্ধান্ত হৃদয়ে অনুভব করা প্রয়োজন।
- ব্যক্তি-স্বাধীনতা অপেক্ষা পরতন্ত্র-স্বাধীনতা সাধন-ভজনে উন্নতি বিধান করে।

পত্র—৭৫

বিষয়—❀রসিকতা-ছলে ভ্রম-সংশোধন; ❀হরি-গুরু-সেবায় মাঝপথে ভাগ লওয়া মহাপরাধ; ❀সেব্যের আগমন-প্রতীক্ষায় হতাশার ক্ষেত্র নাই; ❀অপ্রাকৃত যুগলভজনে গুরুবর্গের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনীয়; ❀ভজনে যত্নশীল ব্যক্তির অমঙ্গল অসম্ভব; ❀ভজনে সময় কেহ দেয় না, করিয়া লইতে হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ,
মিলনপল্লী, শিলিগুড়ি (উঃ বঙ্গ)
২৬/৭/১৯৯৪

স্নেহাস্পদাসু—

রসিকতা, ছলে ভ্রম-সংশোধন

স্নেহের -----! তোমার ১৯/৭/৯৪ তাং এর স্নেহলিপি কয়েকদিন হইল পাইয়াছি। আশা করি তোমরা সকলে কুশলে আছ। তোমাদের 'পরমারাধ্যতম' গুরুদেব একপ্রকার শারীরিক ও ভজনকুশলে আছেন, তবে 'পরমারাধ্যতম্'-শব্দ ব্যবহারে তাঁহার সামান্য অকুশলতা দেখা যাইতেছে। অর্থাৎ 'ম্' না হইয়া কেবল 'ম' লিখিলেই তিনি সম্পূর্ণরূপে কুশলতা লাভ করিবেন।

* * * তুমি প্রাপকের পত্র উপযুক্ত-স্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়ায় যথোচিত পিয়নের কার্য্য ও দায়িত্ব পালন করায় ধন্যবাদার্হ। আমরা সকলেই শ্রীচৈতন্যবাণীর পিয়নমাত্র—ইহাই আমাদের স্বরূপের বাস্তব পরিচয়। সুতরাং সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য ও তাঁহাদের তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত নিজের নামে চালাইয়া দিয়া Black mailing-এর চেষ্টা কখনই গুর্ব্বানুগত্য নহে। **গুরু-ভগবানের প্রাপ্য ও উদ্দিষ্ট বস্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্যেই সংরক্ষিত হইবে ও সেবায় লাগাইতে হইবে। উহার ভাগ মাঝপথে গ্রহণ করিলে সেবাপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত হইতে হয়।** শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবার দ্রব্য তাঁহাদিগকে সমর্পণের পর অবশেষ প্রসাদ পাইবার অধিকার আমাদের সকলেরই আছে, যেহেতু আমরা তাঁহাদের উচ্ছিষ্টভোজী সেবক-সেবিকা। সেব্যের নিকট সমর্পণের পরই তাহা গ্রহণের যোগ্যতা ও অধিকার স্বীকার্য্য।

হরি-গুরু-সেবায় মাঝপথে ভাগ লওয়া মহাপরাধ.

শ্রীভগবান্ যেরূপ কৃপাময়, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীও তদ্রূপ অশেষ কৃপাময়ী। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণও অযোগ্য জীবের প্রতি পরম করুণাময়। তাঁহাদের অহৈতুকী করুণার আমরাই একমাত্র যোগ্যতম পাত্র-পাত্রী। "**তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত,**

সেও ত পরমসুখ। সেবাসুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ, নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ॥"—ইহাই সেবাকাঙ্ক্ষীর অন্তরনিহিত ভাব। ইহা অনুভব করিয়াই ভক্তচাতক কৃপাপ্রার্থী হইয়া সেব্যের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন এবং এইরূপ আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠাই সেবককে সঞ্জীবিত রাখে। তথায় শীঘ্র বা বিলম্বের বা হতাশার কোন ক্ষেত্র নাই। গুরু-বৈষ্ণবগণ সুবিবেচক—very considerate, তাঁহাদের অহৈতুকী দয়ায় প্রাণ সঞ্জীবিত হয়। সুতরাং ধৈর্য্য-ধারণই একমাত্র মহৌষধ।

সেব্যের আগমন-প্রতীক্ষায় হতাশার ক্ষেত্র নাই

আমরা সকলেই প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ ও প্রাণেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকাদেবীর সেবায় যাহাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিতে পারি, তজ্জন্যই গুরুবৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনা করিব, তাহাতেই তাঁহাদের প্রীতিবিধান সম্ভব। ঐকান্তিক একনিষ্ঠ সেবকের নিকট শ্রীভগবানই একমাত্র প্রাণধন-হৃদয়-সর্ব্বস্ব, তিনিই জীবনের জীবন। অপ্রাকৃত যুগলভজন বাদ দিয়া আমাদের এ-জগতে অন্য কোনরূপ কৃত্য ও কর্ত্তব্য নাই,—ইহাই ঐকান্তিকতা। এইরূপ নিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমরা গুরুবর্গের প্রাণভরা স্নেহাশীর্ব্বাদ অবশ্যই আশা করিতে পারি ও তাঁহাদের সন্তুষ্টবিধানে সমর্থ হইব।

অপ্রাকৃত যুগলভজনে গুরুবর্গের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনীয়

এ জগতের অভিভাবকগণ কাহারও কর্ম্মফল খণ্ডন করাইতে সমর্থ নহেন। তবে উপযুক্ত ব্যবস্থা লইলে অসাধ্য সাধন হইয়া থাকে। উহাও ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ ব্যাপার। যাঁহারা শ্রীনাম নিয়মিত গ্রহণকারী, শাস্ত্রানুশীলনে বিশেষ আগ্রহী, নির্দ্দিষ্ট সেবায় যত্নশীল, তাঁহাদের অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা শ্রীভগবানের উপাসনা ও সাধন-ভজনে একান্তভাবে নিযুক্ত, তাঁহাদের আত্মকল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।

ভজনে যত্নশীল ব্যক্তির অমঙ্গল অসম্ভব

তোমার শিক্ষকতার ক্ষেত্রে খুব সময়াভাব ঘটিতেছে বুঝিলাম। তথাপি ইহার মধ্যেই সাধন-ভজনের সকল দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য অবশ্যই পালন করিতে হইবে। এ জগতে কেহ কাহাকেও সময় দিবে না, তোমাকেই সময় করিয়া চলিতে হইবে। জীবন অনিত্য, ইহা চিন্তা করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। আমার স্নেহাশীস্ লইবে। ইতি—

ভজনে সময় কেহ দেয় না, করিয়া লইতে হয়

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- গুরু-ভগবানের প্রাপ্য ও উদ্দিষ্ট বস্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্যেই সংরক্ষিত হইবে ও সেবায় লাগাইতে হইবে। উহার ভাগ মাঝপথে গ্রহণ করিলে সেবাপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত হইতে হয়।
- ভক্তচাতক কৃপাপ্রার্থী হইয়া সেব্যের আগমন-প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন এবং এইরূপ আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠাই সেবককে সঞ্জীবিত রাখে। তথায় শীঘ্র বা বিলম্বের বা হতাশার কোন ক্ষেত্র নাই।
- আমরা সকলেই প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ ও প্রাণেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকাদেবীর সেবায় যাহাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিতে পারি, তজ্জন্যই গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনা করিব।
- যাঁহারা শ্রীনাম নিয়মিত গ্রহণকারী, শাস্ত্রানুশীলনে বিশেষ আগ্রহী, নির্দিষ্ট সেবায় যত্নশীল, তাঁহাদের অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।
- এজগতে কেহ কাহাকেও সময় দিবে না, তোমাকেই সময় করিয়া চলিতে হইবে।

পত্র—৭৬

বিষয়— ❀ গুরুবৈষ্ণবের সাক্ষাৎদর্শন অপেক্ষা তাঁহাদের উপদেশ-পালন অধিক মঙ্গলকর; ❀ সম্ভব হইলে কার্ত্তিক-ব্রত শ্রীধামেই পালন করা বাঞ্ছনীয়; ❀ শ্রীনবদ্বীপ-ধামে কার্ত্তিক-ব্রত পালন অধিক প্রশস্ত; ❀ প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহকে প্রত্যহ অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোগ নিবেদন অবশ্য কর্ত্তব্য; ❀ শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানকেই একমাত্র সম্বল জ্ঞান করা কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ
মিলনপল্লী, শিলিগুড়ি
দার্জ্জিলিং
২৯/৮/১৯৯৪

স্নেহাস্পদেষু—

বাবা----! তোমার ১১/৮/১৯৯৪ তারিখের স্নেহলিপি গত পরশু পাইয়াছি। আশা করি ভগবৎকৃপায় তোমরা শারীরিক ও ভজনকুশলে আছ। এখানে আমরাও

একপ্রকার আছি। * * * শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সাক্ষাৎদর্শনের সুযোগ আমাদের খুবই কম, ইহা সত্য কথা। তবে তাঁহাদের সাক্ষাৎদর্শন অপেক্ষা তাঁহাদের আদেশ-নির্দ্দেশ উপদেশাদি বাস্তবজীবনে অনুশীলন করিতে পারিলে অধিক লাভ আশা করা যায়। আমি তোমাদের গুরুবৈষ্ণবগণের দর্শনাশা হইতে নিবৃত্ত করিতে চাহিতেছি না।

সাক্ষাৎদর্শন অপেক্ষা উপদেশ-পালন অধিক মঙ্গলকর

প্রতিবৎসর তোমরা দামোদর মাসে বৃন্দাবনাদি ধামে গিয়া ঊর্জ্জাব্রত পালন কর, ভাল কথা। গৃহে থাকিয়া কার্ত্তিকব্রত পালন করা দায়ে পড়িয়া করা। "**তীর্থে তু কার্ত্তিকং কুর্য্যাৎ**"—এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে কোন ধাম বা তীর্থে গিয়াই দামোদর-ব্রত-পালনের বিশেষ উপদেশ আছে। গৃহে থাকিয়া ব্রতপালন করিতে গেলে দোকানে যাইতেই হইবে, সাংসারিক দায়-দায়িত্ব অবশ্যই পালন করিতে হইবে। এই দৈনন্দিন কৃত্য ও কর্ত্তব্য হইতে কাহারও রেহাই নাই। সুতরাং শ্রীধামে গিয়া নিশ্চিন্তে শ্রীনামগ্রহণ, হরিকথাদি-শ্রবণ ও ইষ্টগোষ্ঠীতে দেহ মন প্রাণ নিযুক্ত রাখিতে পারিলে আত্যন্তিক মঙ্গল লাভের অধিক সম্ভাবনা দেখা যায়। ছেলেরা এখন বড় হইয়াছে। তাহাদের উপর মোটামুটি সংসারের দেখাশুনার ভার ন্যস্ত করিলে তোমাদের সাধনভজন-পথে কিছু সুবিধা হইবে। কিন্তু অভিভাবক হিসাবে তাহাদের কাজকর্ম্মের দেখাশুনা করা অবশ্যই প্রয়োজন। তাহাদের মানসিক অবস্থা বুঝিয়া স্নেহ-মায়া-মমতা রাখিয়াই তাহাদের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করিলে তাহারা সন্তুষ্ট থাকিবে। এ সংসারে পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া না চলিতে পারিলে ও পারস্পরিক সাহায্য, সহানুভূতি না থাকিলে গৃহে একরূপ অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। তোমরা বুদ্ধিমান অভিভাবক। সুতরাং এ সকল বিষয়ে বিবেচনা করিয়া চলিতে পারিলে আমিও কিছুটা শান্তি-স্বস্তি লাভ করি।

সম্ভব হইলে কার্ত্তিক-ব্রত শ্রীধামেই পালনীয়

এ-বৎসর নবদ্বীপে থাকিয়াই শ্রীদামোদর-ব্রত পালন করিবার বিশেষ ইচ্ছা আছে। আমার শরীর খুব সুস্থ না থাকিলেও মোটামুটি চলিতেছে। বহু বৎসর যাবৎ শ্রীধাম নবদ্বীপে থাকিয়া ঊর্জ্জাব্রত পালনের সুযোগ-সৌভাগ্য হয় নাই। এইবার গুরুবৈষ্ণবগণের অহৈতুকী করুণায় এইরূপ সুযোগ পাইব, ভাবিতেছি। শরীর সুস্থ থাকিলে মাঝে মাঝে ব্রতকালে হরিকথা আলোচনার চেষ্টা করিব। শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, তোমরা এইবার বৃন্দাবন না গিয়া নবদ্বীপ-ধামেই কার্ত্তিক-ব্রত পালনের সংকল্প করিয়াছ। * * * এ বৎসর তোমার গৃহে শ্রীবিগ্রহাদি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কিছু নূতন দায়িত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শ্রীনবদ্বীপ-ধামে কার্ত্তিক-ব্রত পালন অধিক প্রশস্ত

প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহকে উপবাসী রাখিয়া বা কেবলমাত্র ফলমূল, মিষ্টাদি ভোগ দিয়া সেবার পূর্ণফল আশা করা যায় না। ঠাকুরের সেবা-পূজায় যে নীতি-আদর্শের

কথা বৈষ্ণব-স্মৃতিগ্রন্থে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, কমপক্ষে তাহা অবশ্যই পালন করিতে হয়। কোন ব্রহ্মচারী "গোপালকে সেবা করিলেই হইবে"—যদি বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ (শ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহ মন্দিরে রাখিয়া কেবল) গোপালকে নবদ্বীপে সঙ্গে লইয়া গেলে চলিতে পারে—ইহা ঠিক যুক্তিপূর্ণ নহে। গৃহে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ যিনি বা যাঁহারা নিত্য অন্নব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিতেছেন, তাহারা একমাস যাবৎ কেবল ফলমূল-মিষ্টাদি খাইয়া কিরূপে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন? তোমার গৃহের অন্যান্য ছেলেমেয়েরাও কি রুখাশুখা খাইয়া একমাস কাটাইতে পারিবেন? সুতরাং যত অসুবিধাই হোক্ না কেন, প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণের অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোগ নিবেদন করাই শাস্ত্রীয় দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য। এজন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা লইতে হইবে, যাহাতে সকল দিকই রক্ষা হয় অর্থাৎ কোন একজন দীক্ষিত গৃহস্থ বা ত্যক্তগৃহ ব্রহ্মচারী সেবকের সাহায্য লইয়া একমাস কাল সেবা চালাইতে পারিলে মঙ্গল।

প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহকে প্রত্যহ অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোগ নিবেদন অবশ্য কর্ত্তব্য

আমার কুশল-জিজ্ঞাসায় তোমরা অধিক ব্যস্ত হইবে না। আমি বর্ত্তমানে একপ্রকার কুশলেই আছি। গুরুবৈষ্ণবগণের কুশল জিজ্ঞাসা সেবার অন্তর্গত ব্যাপার। তাহাদের সাক্ষাদ্দর্শন ও উপদেশ-নির্দ্দেশ-শ্রবণের জন্য ব্যাকুলতা অবশ্যই সাধক-সাধিকার পক্ষে সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় বিষয়। শ্রীগুরুবৈষ্ণব- ভগবান্‌কে আপন করিয়া লইতে পারিলেই আমাদের বাস্তব মঙ্গল। তাহাদের সাক্ষাৎ সেবা ও উপদেশ-নির্দ্দেশই আমাদের জীবনের একমাত্র পাথেয় ও সম্বল। বিশ্রম্ভসেবক তাহার সহজ-সরল অন্তরের আকুলতা-ব্যাকুলতা দ্বারাই শ্রীগুরু ও ভগবানের সাক্ষাৎসেবা লাভে ধন্য হন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ ব্যতীত এ সংসারে আমাদের অন্য কোন আশ্রয় বা সহায়-সম্বল নাই, ইহা জানিতে পারিলেই আমাদের জীবন ধন্য হয়। শ্রীগুরু ও ভগবান্‌কে কেন্দ্র করিয়াই সাধকজীবন যথাযথ গড়িয়া উঠে। * * * ইতি—

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানকেই একমাত্র সম্বল জ্ঞান করা কর্ত্তব্য

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সাক্ষাৎদর্শন অপেক্ষা তাঁহাদের আদেশ-নির্দ্দেশ উপদেশাদি বাস্তবজীবনে অনুশীলন করিতে পারিলে অধিক লাভ আশা করা যায়।
- গৃহে থাকিয়া কার্ত্তিকব্রত পালন করা দায়ে পড়িয়া করা। "তীর্থে তু কার্ত্তিকং কুর্য্যাৎ"—এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে কোন ধাম বা তীর্থে গিয়াই দামোদর-ব্রত-পালনের বিশেষ উপদেশ আছে।

- প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহকে উপবাসী রাখিয়া বা কেবলমাত্র ফলমূল ও মিষ্টাদি ভোগ দিয়া সেবার পূর্ণফল আশা করা যায় না।
- যত অসুবিধাই হোক্ না কেন, প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণের অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোগ নিবেদন করাই শাস্ত্রীয় দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য।
- শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ ব্যতীত এ সংসারে আমাদের অন্য কোন আশ্রয় বা সহায়-সম্বল নাই, ইহা জানিতে পারিলেই আমাদের জীবন ধন্য হয়।
- শ্রীগুরু ও ভগবান্‌কে কেন্দ্র করিয়াই সাধকজীবন যথাযথ গড়িয়া উঠে।

পত্র—৭৭

বিষয়—❀ আয়ু অল্পে ক্ষতি নাই, পূর্ণরূপে সেবাতেই মঙ্গল; ❀ ভগবৎপ্রদত্ত দ্রব্যে ভগবৎসেবাই জীবের কৃত্য; ❀ প্রত্যুপকার-চিন্তায় নয়, নিঃস্বার্থেই প্রকৃত উপকার; ❀ কোন দুর্ব্যবহারে রুষ্টও নয়, কষ্টও নয়; ❀ দেবত্ব লাভ হইলেই পরদেবতার পূজাধিকার।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ,
মিলনপল্লী, শিলিগুড়ি (উঃ বঙ্গ)
৩/৬/১৯৯৫

স্নেহাস্পদাসু—

স্নেহের-----! আমরা ৩০।৫।৯৫ তাং সকাল ৪টায় যাত্রা করিয়া ঐদিন বৈকাল ৪টায় ১২ ঘণ্টা Late-এ শিলিগুড়ি পৌঁছি। গোবিন্দ মঃ সেবকগণসহ NJP স্টেশনে attend করেন। * * *

কেহ তোমার সহনশীলতার বিশেষ প্রশংসা করিতেছিল। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষাদি নিবারণের যখন কোন উপায় নাই, তখন অবশ্যই উহা আমাদের সহ্য করিতে হইবে। ইহাই সখা-অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। পরমায়ু অল্প হইলে ক্ষতি নাই, কেবল ধৈর্য্যের সহিত সেবাপূজা চালাইয়া যাইতে পারিলেই সর্ব্বৈব মঙ্গল। সাংসারিক সকলপ্রকার কাজের মধ্যে সংখ্যা-নির্ব্বন্ধে শ্রীনামগ্রহণ, শাস্ত্র-গ্রন্থাদি আলোচনা সমানভাবে চালাইয়া যাইতে হইবে। দুর্ল্লভ মনুষ্য-জীবনের সফলতা অবশ্যই প্রয়োজন।

আয়ু অল্পে ক্ষতি নাই, পূর্ণরূপে সেবাতেই মঙ্গল

আমরা গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলেই করিয়া থাকি। অর্থাৎ আমাদের প্রকৃতপক্ষে নিজস্ব কোন সহায়-সম্বল নাই। শ্রীগুরুদেব, বৈষ্ণব ও ভগবান্‌কে লইয়াই আমাদের সংসার। ভজন-পিপাসুগণের গুরু-ভগবানের স্মৃতিচারণ ব্যতীত আর অধিক কৃত্য কিছুই নাই। উহাই তাঁহাদের ধ্যান-জ্ঞান, জপ-তপ সব কিছু। গুরুবৈষ্ণবগণের অহৈতুকী করুণার কথা গুরুদেবতাত্ম অনুগৃহীত জনগণই সর্ব্বদা স্মৃতিপথে সংরক্ষণ করিয়া থাকেন।

ভগবৎপ্রদত্ত দ্রব্যে ভগবৎসেবাই জীবের কৃত্য

পরের উপকার ও সাহায্য-সহানুভূতি করাই যাঁহার স্বভাব, তাঁহার প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা থাকা স্বাভাবিক। আবার সাহায্য-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রায়শই বিরোধিতা ও বেঈমানী করিতে দেখা যায়। মানুষ যদি অকৃতজ্ঞ হয়, তবে বলিবার কিছুই নাই। এ-জগতে অকৃতজ্ঞ মানুষই অধিক, তাহাকে সুবিধাবাদী ও স্বার্থপর বলা যায়। তুমি তোমার সহজ-সরল পরোপকার-চিন্তা লইয়াই চলিবে। অপরের নিকট হইতে ভবিষ্যৎ উপকার-চিন্তা লইয়া কাহাকেও সাহায্য-সহানুভূতি করিতে নাই। উহা গীতা-শাস্ত্রানুসারে রাজসিক-তামসিক অনুষ্ঠানে পরিগণিত হয়। নিঃস্বার্থভাবে সহযোগিতা করাই সৎ ও সাধু-স্বভাব। সাধু-সাধ্বীগণের ইহাই বিশেষ সদ্‌গুণ ও অলঙ্কার বলিয়া জানিবে।

প্রত্যুপকার-চিন্তায় নয়, নিঃস্বার্থেই প্রকৃত উপকার

কাহারও বিরূপ মনোভাব ও দুর্ব্যবহারে রুষ্ট হইবে না। দুঃসঙ্গফলে কেহ যদি co-operation না করে, তাহাতে দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। মানুষ আপন কর্ম্মফলই ভোগ করে। কখনও কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করিতে নাই। এ সংসারে কেহ কাহাকে জব্দ করিতে পারে না—আবার, চেষ্টা করিয়া স্বর্গসুখও দিতে অক্ষম। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অপ্রাকৃত স্নেহ-মমতাই আমাদের সাধন-ভজনপথে একমাত্র পাথেয়। তুমি তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবার চেষ্টা করিবে।

কোন দুর্ব্যবহারে রুষ্টও নয়, কষ্টও নয়

সাধন-ভজনক্ষেত্রে ঈর্ষা-হিংসা, সমালোচনা অত্যন্ত ক্ষতিকারক। তজ্জন্য উহা সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়। যাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীরাধা-গোবিন্দের ভজনানন্দে মগ্ন, তাঁহাদের নিকট নিন্দা-স্তুতি সমপর্য্যায়ভুক্ত। তাহারা সকলসময়ে পরমারাধ্য শ্রীরাধা-বিনোদলালের ভজনেই কালাতিপাত করেন। "**তুল্য-নিন্দাস্তুতির্মৌনীঃ সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ**"—ইহাই তাঁহাদের উদারনৈতিক মনোভাব। স্নেহ-মমতা, ভালবাসা, অনুরাগ—এ-সকল সদ্‌গুণ উন্নতমনা সাধক-সাধিকার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। জাগতিক কোন সদ্‌গুণই অপ্রাকৃত তত্ত্ববস্তুকে লাভ করিতে সক্ষম নহে। তজ্জন্য "**দেবং ভূত্বা দেবং যজেৎ**"—বাক্যে দেখিতে পাই—দৈবীভাব লাভ করিয়াই অপ্রাকৃত বস্তুর আরাধনা করিতে হয়। শ্রীগুরু-ভগবানের হার্দ্দিক কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয়—"**কাকেরে গরুড় করে ঐছে দয়াময়।**"

দেবত্ব লাভ হইলেই পরদেবতার পূজাধিকার

মাঝে মাঝে গুরু-বৈষ্ণবের দর্শন না পাইলে ভজনপিপাসু ব্যক্তিগণের পক্ষে খুবই মানসিক উদ্বেগ হওয়া স্বাভাবিক। তাঁহাদের কৃপায় আমাদের সুষ্ঠু জীবনধারণ। আমরা কয়েকজন 12th Aug. Link Exp.-এ দিল্লী হইয়া হরিদ্বার যাত্রা করিব। জয়পুর হইয়া মথুরা-বৃন্দাবন যাইব। 29th মথুরা হইতে Dumka যাত্রা করিব। নবদ্বীপে বিরহোৎসবের পর একমাস কলিকাতা থাকিয়া কার্ত্তিক ব্রত পালন করিব।

তোমরা আমার স্নেহাশীস্ লইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- পরমায়ু অল্প হইলে ক্ষতি নাই, কেবল ধৈর্য্যের সহিত সেবাপূজা চালাইয়া যাইতে পারিলেই সর্ব্বৈব মঙ্গল।
- আমরা গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলেই করিয়া থাকি। অর্থাৎ আমাদের প্রকৃতপক্ষে নিজস্ব কোন সহায়-সম্বল নাই।
- ভজন-পিপাসুগণের গুরু-ভগবানের স্মৃতিচারণ ব্যতীত আর অধিক কৃত্য কিছুই নাই। উহাই তাঁহাদের ধ্যান-জ্ঞান, জপ-তপ সব কিছু।
- অপরের নিকট হইতে ভবিষ্যৎ উপকার-চিন্তা লইয়া কাহাকেও সাহায্য-সহানুভূতি করিতে নাই। .....নিঃস্বার্থভাবে সহযোগিতা করাই সৎ ও সাধু-স্বভাব।
- কাহারও বিরূপ মনোভাব ও দুর্ব্যবহারে রুষ্ট হইবে না। দুঃসঙ্গফলে কেহ যদি co-operation না করে, তাহাতে দুঃখিত হওয়া উচিত নয়।
- কখনও কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করিতে নাই। এ সংসারে কেহ কাহাকে জব্দ করিতে পারে না—আবার, চেষ্টা করিয়া স্বর্গসুখও দিতে অক্ষম।
- যাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীরাধা-গোবিন্দের ভজনানন্দে মগ্ন, তাঁহাদের নিকট নিন্দা-স্তুতি সমপর্য্যায়ভুক্ত।
- দৈবীভাব লাভ করিয়াই অপ্রাকৃত বস্তুর আরাধনা করিতে হয়।

পত্র—৭৮

বিষয়—❀ শাসন-বিষয়ে গুরুপাদপদ্মের নিরপেক্ষতা; ❀ অহঙ্কারি-প্রতি দয়াময়ও নির্দ্দয়; ❀ ভক্তিপ্রতিকূল আচরণের ফল; অভিমানী ও দুঃসঙ্গী ব্যক্তির সুষ্ঠভজন অসম্ভব; ❀ ভগবানের ন্যায় গুরুদেবের নির্লিপ্ততা; ❀ মন যোগাইয়া কথা না বলাই সাধুগণের বাৎসল্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ
মিলনপল্লী, শিলিগুড়ি
দার্জ্জিলিং
৩/৬/১৯৯৫

স্নেহাস্পদাসু—

মা----! আমরা গত ৩০/৫/৯৫ তাং বেলা ৭ টায় তিস্তা-তোর্সা Express-এ যাত্রা করিয়া ১২ ঘণ্টা late-এ নিউজলপাইগুড়ি ষ্টেশনে পৌঁছি। গোবিন্দ মহারাজ সেবকগণসহ ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ট্রেণে আমাদের কোনরূপ অসুবিধা হয় নাই। * * *

আমি নিজে স্নেহবঞ্চিত হইতে চাহি না, আবার কাহাকেও স্নেহবঞ্চিত করিতেও আমার ইচ্ছা নাই। অন্যায় করিলে স্নেহার্থী সাজা লইতে প্রস্তুত থাকিবে।

শাসন-বিষয়ে গুরুপাদপদ্মের নিরপেক্ষতা

আমি অভিভাবক হইলেও, অন্যায়ভাবে কাহাকেও শাস্তি দেই না, সেরূপ অবিবেচক সন্তান হইতে আমি ইচ্ছা করি না। কিন্তু অবাধ্য সন্তান নিশ্চয়ই শাস্তি পাইবার যোগ্য, এ-বিষয়ে আমার কোনরূপ অবিবেচনা নাই জানিবে।

শ্রীগুরু-ভগবান্—দয়াময়, সন্দেহ নাই। কিন্তু সেখানেও কি কোনরূপ বিবেচনা থাকিবে না? তাঁহারা অযোগ্যকে যোগ্যতা দান করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার

অহঙ্কারি-প্রতি দয়াময়ও নির্দ্দয়

মধ্যেও নীতি-আদর্শ কার্য্য করে। দুর্ভাগা-হতভাগাদের করুণা করিবার নিমিত্তই শ্রীভগবান ও শ্রীগুরুপাদপদ্ম বসিয়া আছেন। কিন্তু যে অহঙ্কারে মত্ত হয়, তাহার ক্ষেত্রে ভক্ত ও ভগবান্—দুই-ই বিরূপ। যে নিজের দোষ দেখিতে পায় না, তাহার সংশোধন কিরূপে হইবে?

ভক্তিপ্রতিকূল আচরণের ফল

"অস্থির সিদ্ধান্তে, রহিনু মজিয়া, হরিভক্তি রৈল দূরে। এ হৃদয়ে মাত্র, পরহিংসা-মদ, প্রতিষ্ঠা শঠতা স্ফুরে।। এসব আগ্রহ, ছাড়িতে নারিনু, আপন দোষেতে মরি।।"—প্রভৃতি উপদেশামৃতের হিতোপদেশ আমার

জন্যই জানিতে হইবে। ভক্তিপ্রতিকূল সাধনদ্বারা ভগবদানুগত্যে প্রবৃত্তি থাকে না। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে প্রভু হইবার বাসনা বৃদ্ধি পায় এবং ভক্তিমার্গ হইতে পতন হয়। **"গর্হিত আচারে রহিলাম মজি, না করিনু সাধুসঙ্গ।" "শ্রীগুরু-আশ্রয়ে ডাকিব তোমায় কবে বা মিনতি করি'।"**—ইহাই সাধক-সাধিকাগণের বিশেষ অনুধাবনের বিষয়।

অভিমানী ও দুঃসঙ্গী ব্যক্তির সুষ্ঠভজন অসম্ভব

সাংসারিক মান-অভিমান প্রবল হইলে হরিভজন হইতে বহুদূরে থাকিয়া যাইতে হয়। মঠ-মন্দিরে যাতায়াত থাকিলে ও হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে মনোনিবেশ করিলে জীবের ভজনবিষয়ে যত্নাগ্রহ বর্দ্ধিত হয়। যাহারা প্রাকৃত কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগিগণের সহিত অধিক মেলামেশা করে, তাহাদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে দুঃসঙ্গ হইয়া যায়। তাহারা সুষ্ঠুভাবে তাহাদের ভজনের শুদ্ধভাব রক্ষা করিতে পারে না। **ভক্তি-অনুশীলনক্ষেত্রে অনুষ্ঠানের পবিত্রতা সুরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ পাঁচ-মিশালী ভাব আসিয়া মূল ভক্তিবৃত্তিকেই আঘাত করে। তখন মানুষ অন্যাভিলাষী হইয়া সাধন-ভজনের বাস্তব-পন্থা ও ভাবধারা পরিত্যাগ করে।**

আমি ব্যক্তিগতভাবে তোমাকে শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাইবার আদেশ বা নির্দ্দেশ দিতে পারি না। আবার, শ্রীধামদর্শনে যাইতে নিষেধও করিতে পারি না, কারণ সাধু-সজ্জনের সহিত শ্রীধামদর্শন, হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের সুযোগ-ধামবাস প্রভৃতি সৌভাগ্য কাহারও পরিত্যাগ করা উচিত নহে। মূল বিষয়বস্তুকে লইয়াই আমাদের যা কিছু আলাপ-আলোচনা, অনুষ্ঠান, চিন্তা-ভাবনা রক্ষা করা উচিত। কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু বলা বা করা উচিত নয়, যখন আমরা প্রত্যেকটী বিষয়ের মধ্যে সততা খুঁজিয়া পাই। যাহা কিছু কায়, মন, আত্মার পক্ষে অনিষ্টকর, সেইরূপ অনুষ্ঠানই শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হ ই য়াছে। সুতরাং আমার প্রদত্ত বিধি-নিষেধ স্থান-কাল-পাত্র বিচারপূর্ব্বক কার্য্যে পরিণত করাই বুদ্ধিমত্তা বলিয়া বিবেচনা করি।

ভগবানের ন্যায় গুরুদেবের নির্লিপ্ততা

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ যথার্থই অন্তরদর্শী। তাঁহারা কাহারও মন যোগাইয়া কোন কথা বলেন না, কিন্তু ধৈর্য্য ও উৎসাহদানের জন্য সান্ত্বনা বা প্রবোধ দিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের সদ্‌গুণরাশির মধ্যে অন্যতম সদ্‌গুণ। ইহার মধ্যে তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ উদারতা, মহত্ব, বদান্যতা, ভক্তবাৎসল্যাদি প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। বৈষ্ণবের বাস্তবধারণার নিকট অবাস্তব প্রতীতি বা Material ideaর কোনরূপ তুলনাই হইতে পারে না। গুরু-বৈষ্ণব—নিত্য-শুদ্ধ-সনাতনবস্তু, তাঁহাদের অনুগত জনগণও তদ্রূপ; তাঁহাদের ধ্যান-ধারণাও অপ্রাকৃত বাস্তব সত্যাশ্রয়ী।

মন যোগাইয়া কথা না বলাই সাধুগণের বাৎসল্য

তুমি আমার স্নেহাশীস্ লইবে। অন্যান্য সকলকে যথাযোগ্য স্নেহাশীস্ জানাইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি সোধু বামন

পত্রের চুম্বক

- আমি নিজে স্নেহবঞ্চিত হইতে চাহি না, আবার কাহাকেও স্নেহবঞ্চিত করিতেও আমার ইচ্ছা নাই।
- অবাধ্য সন্তান নিশ্চয়ই-শাস্তি পাইবার যোগ্য, এ-বিষয়ে আমার কোনরূপ অবিবেচনা নাই জানিবে।
- দুর্ভাগা-হতভাগাদের করুণা করিবার নিমিত্তই শ্রীভগবান ও শ্রীগুরুপাদপদ্ম বসিয়া আছেন। কিন্তু যে অহঙ্কারে মত্ত হয়, তাহার ক্ষেত্রে ভক্ত ও ভগবান্—দুই-ই বিরূপ।
- ভক্তিপ্রতিকূল সাধনদ্বারা ভগবদানুগত্যে প্রবৃত্তি থাকে না। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে প্রভু হইবার বাসনা বৃদ্ধি পায় এবং ভক্তিমার্গ হইতে পতন হয়।
- সাংসারিক মান-অভিমান প্রবল হইলে হরিভজন হইতে বহুদূরে থাকিয়া যাইতে হয়।
- মঠ-মন্দিরে যাতায়াত থাকিলে ও হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে মনোনিবেশ করিলে জীবের ভজনবিষয়ে যত্নাগ্রহ বর্দ্ধিত হয়।
- যাহারা প্রাকৃত কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগিগণের সহিত অধিক মেলামেশা করে, তাহারা সুষ্ঠুভাবে তাহাদের ভজনের শুদ্ধভাব রক্ষা করিতে পারে না।
- ভক্তি-অনুশীলনক্ষেত্রে অনুষ্ঠানের পবিত্রতা সুরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ পাঁচ-মিশালী ভাব আসিয়া মূল ভক্তিবৃত্তিকেই আঘাত করে। তখন মানুষ অন্যাভিলাষী হইয়া সাধন-ভজনের বাস্তব-পন্থা ও ভাবধারা পরিত্যাগ করে।
- আমার প্রদত্ত বিধি-নিষেধ স্থান-কাল-পাত্র বিচারপূর্ব্বক কার্য্যে পরিণত করাই বুদ্ধিমত্তা বলিয়া বিবেচনা করি।
- শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান কাহারও মন যোগাইয়া কোন কথা বলেন না, কিন্তু ধৈর্য্য ও উৎসাহদানের জন্য সান্ত্বনা বা প্রবোধ দিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের সদ্‌গুণরাশির মধ্যে অন্যতম সদ্‌গুণ।

পত্র—৭৯

বিষয়—❀ ভজনের মূল নরতনুর উপযুক্ত যত্ন কর্ত্তব্য; ❀ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় দোষক্ষমা ও অসাধ্য-সাধন; ❀ ব্রতে ধামবাসের ছলে সেবাব্রত-ত্যাগে কোন ফলই সিদ্ধি নয়; ❀ বাহ্যে বৃন্দাবন-বাস নয়, নিত্য গুরুবৈষ্ণব-সঙ্গই সেবকের কাম্য; ❀ সদ্‌গুরু কাহাকে বলে?

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ
২৮, হালদার বাগান লেন
কলিকাতা-৪
২৫।১০।১৯৯৫

স্নেহাস্পদেষু—

স্নেহের----! আমার স্নেহাশীস্ নিবে। পত্রবাহক মারফত প্রেরিত তোমার পত্রাদি পাইয়াছি। বেশ কয়েকদিন যাবৎ জ্বরে ভুগিয়া বর্ত্তমানে আমি কিছুটা ভাল। সমাগত ভক্তগণের অনুরোধ উপেক্ষা না করিতে পারিয়া গতকাল হইতে পাঠ করিতেছি। নিজের উপর বিশ্বাস নাই—কত দিন এরূপ পাঠ করিতে পারিব, বলিতে পারি না।

বৃন্দাবনে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যাইতে হইবে। নতুবা পুনরায় সমালোচনা হইবে। সেখানে সপ্তাহখানেক অবস্থান করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিব। ভাবিতেছি, বহু গ্রন্থ প্রকাশ করিবার আছে। আবার শরীরের সুস্থতারও স্থিরতা নাই। তাই শ্রীমঠ হইতে অত্যন্ত-প্রয়োজন ব্যতীত অন্যত্র যাতায়াত অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে।

এইবার আমার জন্মদিন আমি (এই) মঠেই কাটাইব—স্থির করিয়াছি। সুতরাং পূর্ব্বে এই সম্পর্কে যে পত্র দেওয়া হইয়াছিল, তাহা পরিবর্ত্তিত হইল জানিবে। ইহাতে মন খারাপ করিবে না। আমার শারীরিক বর্ত্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ অবস্থাও তুমি জান। সুতরাং তোমাকে বুঝাইতে আমাকে উদ্বেগ পাইতে হয় না।

ভজনের মূল নরতনুর উপযুক্ত যত্ন কর্ত্তব্য

আমার পত্র দার্শনিক বিচারে পূর্ণ থাকিলেও তুমি ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করিলেও তত্ত্বসিদ্ধান্ত তোমার যথার্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে। অকিঞ্চন ও শরণাগত ব্যক্তির নিকট শ্রীভগবান্ তাঁহার বাস্তব-স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। সাধন-ভজনোপযোগী **'নরতনু ভজনের মূল'** জানিয়া সাধক-সাধিকা কখনই তাহাকে অবজ্ঞা করেন না। হরিভজনের জন্য ভগবৎপ্রীতি-কামনায় আমরা সেবার উদ্দেশ্যেই শরীর ও মনের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন লইব। তাহা

না করিলে 'আত্মহা' বলিয়া ভাগবতের বাণী আমাদিগকে সর্ব্বদা সাবধান করিবেন। **যাঁহারা ভজনপরায়ণ তাঁহারা কখনই কাহাকেও উদ্বেগ প্রদান করেন না এবং নিজেরাও উদ্বিগ্ন হন না।**

চলার পথে মানুষের কখনও কখনও কিছু ভুল-ভ্রান্তি আসিয়া পড়ে, তাহাতে চিন্তার কোন কারণ নাই। নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাই তাহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করে। তোমার সরলতা ও নিষ্ঠা তোমাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ও শ্রীভগবান্ অন্তরদর্শী। তাঁহাদের অপ্রাকৃত স্নেহ-মমতায় জীব কৃতকৃত্য হয়। শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, নিষ্ঠার দ্বারা অসাধ্য সাধন হইয়া থাকে। সাধক-সাধিকা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত স্নেহ মমতায় জীবন-ধারণ করেন। তাঁহাদের অহৈতুকী করুণার কথা স্মরণপূর্ব্বক সাধনপথে দৃঢ়তা ও আশাবন্ধ পোষণ করেন।

নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় দোষক্ষমা ও অসাধ্য-সাধন

শ্রীঊর্জ্জাব্রত-উদ্‌যাপন শ্রীধামেই করিবার বিধি আছে। সেই সুযোগ তাই বলিয়া সবার পক্ষে প্রতিবারই সম্ভব নয়। যাঁহারা প্রতিনিয়ত হরিনাম-কীর্ত্তনে রত, কৃষ্ণসংসার উদ্দেশ্যেই যাঁহাদের জীবন-নির্ব্বাহ, শ্রীমূর্ত্তিসেবনই যেখানে একমাত্র কর্ম্ম, সেস্থান এবং সেই সেবাব্রত পরিত্যাগ করিলে কোন ব্রতই ফলপ্রসু হয় না। **সংসার-তাপ এড়াইবার ছলে শ্রীবিগ্রহের নিত্যসেবা এড়াইয়া যাওয়া কোনক্রমেই সাধন-ভজনের লক্ষণ নহে। শ্রীধামে যাইয়া দর্শন ও হরিকথা-শ্রবণের নামে যাহারা সেবার দায়িত্ব হইতে ছুটি লন, সেবার নিত্যত্বে বিরক্তি জন্মিয়াছে তাই অবকাশ লইতে চাহেন ও 'চক্ষু'-নামক ইন্দ্রিয়ের আনন্দ বিধান করেন, তাহাদের ধামদর্শন বা হরিকথা-শ্রবণ যথার্থ নহে। "কোটী-জন্মেও করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন। কৃষ্ণপদে তবু না পান কৃষ্ণপ্রেমধন।।"**—ইহার ব্যাখ্যা সর্ব্বদা স্মরণে রাখিবে। তুমি প্রচুর পরিমাণে হরিনাম-গ্রহণ, গ্রন্থানুশীলন এবং শ্রীবিগ্রহের সেবা করিতেছ বলিয়া আমার বিশ্বাস। তাহা হইতে কোনসময়েই বিরত হইবে না। সবকিছু মিলিয়া ভগবৎসেবার পূর্ণতা। এই পূর্ণতা কোনসময়ে কয়েকজন একত্রে মিলিয়া বিধান করেন। আবার লোকের অভাবে একজনকেই সেই পূর্ণসেবার দায়িত্ব লইতে হয়। পূর্ণতার ন্যূনতা না হওয়াই সাধন-ভজন।

ব্রতে ধামবাসের ছলে সেবাব্রত-ত্যাগে কোন ফলই সিদ্ধি নয়

বাহ্যে বৃন্দাবন-বাস না হইলেও, অন্তরদর্শনে সর্ব্বদা বৃন্দাবন-বাসের ব্যাঘাত হয় না। **"যথায় গুরুবৈষ্ণবগণ, সেইস্থান বৃন্দাবন, সেই স্থানে আনন্দ অশেষ।"** গুরুবৈষ্ণবগণের সার্ব্বকালিক সান্নিধ্য লাভ করার জন্যই সাধন-ভজন-প্রচেষ্টা। যাঁহারা বাস্তব ভজনপ্রয়াসী, তাঁহাদের কোনরূপ 'আশঙ্কা' থাকিতে পারে না বা থাকা উচিত নয়।

বাহ্যে বৃন্দাবন-বাস নয়, নিত্য গুরুবৈষ্ণব-সঙ্গই সেবকের কাম্য

গুরুবৈষ্ণবের সঙ্গে থাকিয়া সেবার দায়িত্ব পালন করা বিশ্রম্ভ সেবকের একমাত্র কর্ত্তব্য ও কৃত্য। তাঁহাদের আজ্ঞা-পালনই প্রকৃত সেবা বা দায়িত্ব গ্রহণ। শাস্ত্রে লিখিত আছে—গুরুর অবিচারে আদেশ-নির্দ্দেশ-পালন করাই শিষ্যের জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য ও আদর্শ।

সদ্‌গুরু কাহাকে বলে?

কাহারও অন্যায় আব্দার রক্ষা করিতে গিয়া গুরুদেব অন্য একান্ত শিষ্য বা সেবকের স্বাধীন সেবাচিন্তায় ব্যাঘাতসৃষ্টি করেন না। যিনি তোষামোদকারী নহেন, পরমুখাপেক্ষী নহেন, তিনিই সদ্‌গুরু। যিনি বাস্তব কল্যাণ-বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত, যাঁহার কোন লোকাপেক্ষা নাই, যিনি সেবা-পরিচালন-বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ অর্থাৎ বাস্তবদর্শী, তাঁহাকেই 'সদ্‌গুরু' বলে।

* * * আমার স্নেহাশীস্ লইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- অকিঞ্চন ও শরণাগত ব্যক্তির নিকট শ্রীভগবান্ তাঁহার বাস্তব-স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন।
- হরিভজনের জন্য ভগবৎপ্রীতি-কামনায় আমরা সেবার উদ্দেশ্যেই শরীর ও মনের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন লইব।
- যাঁহারা ভজনপরায়ণ, তাঁহারা কখনই কাহাকেও উদ্বেগ প্রদান করেন না এবং নিজেরাও উদ্বিগ্ন হন না।
- যাঁহারা প্রতিনিয়ত হরিনাম-কীর্ত্তনে রত, কৃষ্ণসংসার-উদ্দেশ্যেই যাঁহাদের জীবন-নির্ব্বাহ, শ্রীমূর্ত্তিসেবনই যেখানে একমাত্র কর্ম্ম, সেস্থান এবং সেই সেবাব্রত পরিত্যাগ করিলে কোন ব্রতই ফলপ্রসু হয় না।
- বাহ্যে বৃন্দাবন-বাস না হইলেও, অন্তরদর্শনে সর্ব্বদা বৃন্দাবন-বাসের ব্যাঘাত হয় না।
- গুরুবৈষ্ণবগণের সার্ব্বকালিক সান্নিধ্য লাভ করার জন্যই সাধন-ভজন-প্রচেষ্টা।
- যিনি বাস্তব কল্যাণ-বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত, যাঁহার কোন লোকাপেক্ষা নাই, যিনি সেবা-পরিচালন-বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ অর্থাৎ বাস্তবদর্শী, তাঁহাকেই 'সদ্‌গুরু' বলে।

পত্র—৮০

বিষয়—❀ শ্রীগুরু-সান্নিধ্যে শ্রীনামভজনই সাধকের ধ্যান ধারণা; ❀ মঠবাসীর জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ উপদেশাবলী; ❀ নিজ-প্রচার বিষয়ে গুরুদেবের অনীহা; ❀ গুরুবাক্য কখনও মিথ্যা নহে; ❀ সিদ্ধিলাভের জন্য অশেষ ধৈর্য্য আবশ্যক।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমাধবজীউ গৌড়ীয় মঠ
১/১, কালীতলা লেন, পোঃ-বৈদ্যবাটী
হুগলী
২৯/৪/১৯৯৯
শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী

স্নেহাস্পদেষু—

----! তোমার ১৬/২/৯৯, ৫/৪/৯৯, ১৭/৪/৯৯ তাং এর স্নেহলিপি যথাসময়ে পাইয়াছি। আশা করি তুমি শারীরিক ও ভজন-কুশলেই আছ। আমি সেবকগণ সহ একপ্রকার আছি।

তুমি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের সান্নিধ্য হইতে বহুদূরে অবস্থান করিতেছ—ইহা কেন ভাবিতেছ? **ভগবদিচ্ছা-ক্রমে আমরা যখন যেখানে থাকি না কেন, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সান্নিধ্যে শ্রীনাম-ভজন করিব—ইহাই সকল সময়ে আমাদের ধ্যান-ধারণা থাকিবে।** তুমি মূল-আশ্রয়বিগ্রহের অধীনে শ্রীশ্যামসুন্দরের আনুগত্যে সেবা করিতেছ। শুদ্ধব্রজবাসীগণ কৃষ্ণকৃপামূর্ত্তি গুরুপাদপদ্মের সর্ব্বদা ভজনশীল। তাঁহারা তাঁহাদের পৃথক্ সত্তা কখনই চিন্তা করিতে পারেন না। তুমি নিজেকে অনাশ্রিত বলিয়া ভাবিবে না। তুমি নিশ্চয়ই সাধনে সিদ্ধিলাভ করিবে। ইহাতে অটুট ধৈর্য্য আবশ্যক।

শ্রীগুরু-সান্নিধ্যে শ্রীনামভজনই সাধকের ধ্যান ধারণা

মঠে-মন্দিরে থাকিতে গেলে কিছু সেবা নিশ্চয়ই করিতে হয়। সকলের সহিত তুমি মিলিয়া মিশিয়া চলিতে না পারিলে কিরূপে চলিবে? মঠ-মন্দিরে সকল সেবকের বুদ্ধি-বিচার ও স্নেহ-মমতা সমান নহে। তাঁহারা সকলকে মানিয়া লইতে পারেন না। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণকে ছাড়িয়া থাকিতে তোমার যদি অসুবিধা হয়, তবে তাঁহাদের বিধি নিষেধও ত' তোমাকে মানিয়া লইতে হয়। **"শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি" অর্থে আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মকেই লক্ষ্য করে। তাঁহাকে ছাড়িয়া আমি কিরূপে চলিব?** মূল

মঠবাসীর জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ উপদেশাবলী

বিচার এই যে, নীতি-আদর্শ লইয়াই চলিতে হইবে। দুর্জ্জনকে মানসিকভাবে বর্জ্জন করিতে হয়। বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে স্বল্প-স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু কম্বলের লোম বাছিতে গিয়া কম্বলই শেষ!—এরূপ বিচারই সৎসিদ্ধান্ত সম্মত নহে।

নিজ-প্রচার বিষয়ে গুরুদেবের অনীহা

তোমার গুরুদেব কোন Publicity চান না। আমার মনে দৃঢ়-বিশ্বাস,—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীগোপেশ্বর মহাদেবও কখনও নিজেকে প্রচার করেন না। জগজ্জীবের কল্যাণের নিমিত্তই সাধু-গুরুবর্গের যাবতীয় প্রচেষ্টা। দুনিয়ার সকলেই কৃষ্ণভজন করুক, ইহাতেই তাঁহাদের বাস্তব কল্যাণ সাধিত হইবে—জগতের প্রতি জগদ্‌গুরুবর্গের ইহাই একমাত্র আশীর্ব্বাদ।

গুরুবাক্য কখনও মিথ্যা নহে

শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ কাহারও অকল্যাণকামী নহেন। এই বিশ্বাস লইয়া তুমি সর্ব্বদা চিত্তস্থির করিবে। তাঁহাদের বাক্য কখনই মিথ্যা বা অসত্য নহে। তাঁহারা ভূত-ভবিষ্যদ্দর্শী। আমরা বহু ক্ষমতাসম্পন্ন ও সমঝ্‌দার বলিয়া যেরূপ অভিমান-অহঙ্কার করি, তাহা সকলই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। গুরু-বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্টভোজী ভৃত্যগণের ভগবৎ- প্রেম-প্রীতিই একমাত্র কাম্য। সেই প্রাপ্তির জন্যই তাঁহাদের সাধন-ভজন।

সিদ্ধিলাভের জন্য অশেষ ধৈর্য্য আবশ্যকতা

তত্ত-বস্তুকে অবিশ্বাস করিলে কাহারও আত্মমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। আবার বাস্তব বিশ্বাস—"**কৃষ্ণে ভক্তি কৈল্লে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়।**" সুতরাং তুমি ধৈর্য্য অবলম্বন কর। সাধন-ভজন বড়-কঠিন। হিমালয়ের মতে ধৈর্য্য ও সহনশীলতা প্রয়োজন। অধৈর্য্য হইলেই আর কিছুই রহিল না। তুমি মাঝে মাঝে পত্র দিবে। আমার স্নেহাশীস্ লইবে। আমরা একপ্রকার আছি। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

পত্রের চুম্বক

- ভগবদিচ্ছা-ক্রমে আমরা যখন যেখানে থাকি না কেন, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সান্নিধ্যে শ্রীনাম-ভজন করিব—ইহাই সকল সময়ে আমাদের ধ্যান-ধারণা থাকিবে।
- শুদ্ধব্রজবাসীগণ কৃষ্ণকৃপামূর্ত্তি গুরুপাদপদ্মের আনুগত্যেই সর্ব্বদা ভজনশীল। তাঁহারা তাঁহাদের পৃথক্ সত্তা কখনই চিন্তা করিতে পারেন না।

- "শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি" অর্থে আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মকেই লক্ষ্য করে। তাঁহাকে ছাড়িয়া আমি কিরূপে চলিব?
- দুর্জ্জনকে মানসিকভাবে বর্জ্জন করিতে হয়।
- বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে স্বল্প-স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে হয়।
- তোমার গুরুদেব কোন Publicity চান না। আমার মনে দৃঢ়-বিশ্বাস,—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীগোপেশ্বর মহাদেবও কখনও নিজেকে প্রচার করেন না।
- শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ কাহারও অকল্যাণকামী নহেন। এই বিশ্বাস লইয়া তুমি সর্ব্বদা চিত্তস্থির করিবে।
- তত্ত-বস্তুকে অবিশ্বাস করিলে কাহারও আত্মমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।
- সাধন-ভজন বড়-কঠিন। হিমালয়ের মতে ধৈর্য্য ও সহনশীলতা প্রয়োজন। অধৈর্য্য হইলেই আর কিছুই রহিল না।

সমাপ্ত

কিছু বিশেষ উপদেশ

- চিন্তার দ্বারাই আন্তর-দর্শন সম্ভব এবং চাক্ষুষ-দর্শন অপেক্ষা ভাবদর্শন অধিকতর বাস্তব। এজন্য মিলন অপেক্ষা বিরহ শ্রেষ্ঠ। (পত্র—৯)
- উপদেশ-নির্দ্দেশ যাহারা মনে প্রাণে পালন করেন, সদ্‌গুরুর যাবতীয় কল্যাণচিন্তা তথায়ই কেন্দ্রীভূত। (পত্র—৯)
- শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্ম ভক্ত নিজের কোন কিছু আছে বলিয়া দাবী করেন না, তিনি জানেন,—তাঁহার বলিয়া কিছুই নাই, সবই গুরুদেবের। (পত্র—২৪)
- আমি যখন তোমাদের সর্ব্বস্ব, তখন তোমাদের মনোবাঞ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হওয়া উচিত ও হইবে। (পত্র—৩০)
- শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের ইচ্ছাপূর্ত্তিই সাধক-সাধিকার ভজন-সাধন।(পত্র—৪০)
- অজ্ঞশিশু যেরূপ মাতা ছাড়া আর কাহাকেও চিনে না, জানে না, তদ্রূপ গুরু-পদাশ্রিত সেবক-সেবিকাও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার একান্ত কৃপার উপর নির্ভরশীল। (পত্র—৫০)
- সবসময় চিন্তা-ভাবনা রাখিবে যে, তুমি আশ্রিত এবং নিরাশ্রয় নহ। (পত্র—৫২)
- শ্রীগুরু ও ভগবান্ ব্যতীত যাঁহার এ পৃথিবীতে আর কেহ নাই, তিনিই প্রকৃত শরণাগত ও বাস্তব ত্যাগী। (পত্র—৬২)
- শ্রীভগবান্ মূল বিষয়বিগ্রহ, তাঁহার স্বরূপশক্তি শ্রীমতী রাধারাণী মূল আশ্রয়বিগ্রহ। শ্রীগুরুপাদপদ্ম মঞ্জরীরূপে মূল আশ্রয়বিগ্রহের অনুগামিনী আশ্রয়স্বরূপা।বিশ্রম্ভ সেবক-সেবিকাগণের নিকট উক্ত তিন বিগ্রহই—স্নেহবিগ্রহ ও স্নেহের দুলাল ও দুলালী। (পত্র—৬৪)
- ভগবদিচ্ছা-ক্রমে আমরা যখন যেখানে থাকি না কেন, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সান্নিধ্যে শ্রীনাম-ভজন করিব—ইহাই সকল সময়ে আমাদের ধ্যান-ধারণা থাকিবে। (পত্র—৮০)

শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণতি-অষ্টক

যতিকেশরি-কেশব-শিষ্যবরং, যতিদণ্ড-বিভূষিত-হাস্যময়ম্।
বরসৌম্য সুকোমল-মূর্ত্তিধরং, প্রভজে প্রভু-বামনদেব-পদম্॥ ১॥
পরিহৃত্য গৃহং শিশু-সৌখ্য-মতিং, হরিগৌর-পরাৎপর-ধামগতম্।
প্রভুপাদ-কৃপাশিষ-ধন্যকুলং, প্রভজে প্রভু-বামনদেব-পদম্॥ ২॥
খলু সজ্জনসেবন-ধর্ম্মপরং, সহজাদ্ভুত-বৈষ্ণবতাঢ্য-তনুম্।
গুরুসেবক-সত্তম-দিব্যগুণং, প্রভজে প্রভু-বামনদেব-পদম্॥ ৩॥
নিগমাগম-ধারক-কোষতুলং, সততঞ্চ সতাং শুচিমার্গচরম্।
ভুবি কেশব-গীত-মহান্তসুরং, প্রভজে প্রভু বামনদেব-পদম্॥ ৪॥
পরদুঃখ-বিমোচন-যত্নযুতং, কুটি-নাটি-কুধর্ম্ম-তমস্তপনম্।
প্রণতেষ্বপি বৎসল-সদ্বরদং, প্রভজে প্রভু-বামনদেব-পদম্॥ ৫॥
গুরু-গৌর-কথামৃত-সিন্ধুনিভং, গুণধর্ম্ম-বিমুক্ত-বিরাগভরম্।
প্রভুরূপ-পদাম্বুজ-ভক্তিপুরং, প্রভজে প্রভু-বামনদেব-পদম্॥ ৬॥
নিগমান্ত-সভাগুণ-বৃদ্ধিকরং, গুরুগোপতি-কাব্য-বিকাশপরম্।
পরমাশ্রয়-বিগ্রহ-দেববরং, প্রভজে প্রভু-বামনদেব-পদম্॥ ৭॥
ভবসাগর-পার-পদাব্জতরীং, হরিণা রতিদায়ক-নিত্যতনুম্।
বৃষভানু-সুতানুচরৈকহৃদং, প্রভজে প্রভু-বামনদেব-পদম্॥ ৮॥
ভবতোঽস্তু বচো মম সেব্যধনং, তদিদং হি সুধীগণ-কৃত্যপরম্।
দিশ দেব! পদাশ্রয়-ভক্তিময়ং, কুরু রূপগণে গণনামধমম্॥ ৯॥

অনুবাদ

যতিগণের মধ্যে সিংহস্বরূপ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামীর শিষ্যগণ-মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সন্ন্যাস-দণ্ডে বিভূষিত হাস্যময় অতিসৌম্য সুকোমল মূর্ত্তিধারী, সেই প্রভু জগদ্‌গুরু শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামীর শ্রীচরণ প্রকৃষ্টরূপে ভজনা করি॥ ১॥

যিনি শৈশবসুখ, শিশুমতি ও গৃহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরহরির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধাম শ্রীমায়াপুর আশ্রয়কারী, যিনি সমগ্র কুলসহ প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর কৃপা ও আশীর্ব্বাদ-লাভে ধন্য, সেই প্রভু শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ প্রকৃষ্টরূপে ভজনা করি॥২॥

যিনি স্বভাবতই হরিভক্ত-সজ্জগণের সেবনধর্ম্মে নিষ্ঠাযুক্ত (যেকারণে তিনি শ্রীসজ্জনসেবক-ব্রহ্মচারী নামান্বিত হইয়াছিলেন), যিনি সহজাত ২৬ প্রকার বৈষ্ণবগুণে ভূষিত মূর্ত্তি, গুরুসেবকের শ্রেষ্ঠ দিব্যগুণে গুণান্বিত, সেই প্রভু শ্রীবামনদেবের শ্রীচরণ প্রকৃষ্টরূপে ভজনা করি॥৩॥

যিনি বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ-আদির ধারণকারী কোষ (dictionary) সদৃশ, যিনি সর্ব্বদা সাধুগণের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পবিত্র-মার্গে বিচরণকারী, জগতে শ্রীকেশব গোস্বামীর দ্বারা ঘোষিত মহান্তদেব, সেই প্রভু শ্রীবামনদেবের শ্রীচরণ প্রকৃষ্টরূপে ভজনা করি॥৪॥

যিনি জীবের কৃষ্ণবিমুখতারূপ মহাদুঃখ-বিমোচনে যত্নযুক্ত, যিনি কুটি (খারাপটী), নাটি (নিষিদ্ধটি) প্রভৃতি কুধর্ম্মরূপ অন্ধকারের পক্ষে সূর্য্যস্বরূপ, এবং অপরদিকে শরণাগত-প্রতি বাৎসল্যভাবযুক্ত ও মঙ্গল বরদাতা; সেই প্রভু শ্রীবামনদেবের শ্রীচরণ প্রকৃষ্টরূপে ভজনা করি॥৫॥

যিনি গুরু-গৌরাঙ্গের কথামৃতের সাগরস্বরূপ, যিনি গুণধর্ম্ম-বিমুক্ত অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্ব-রূপ বিশেষরাগে পূর্ণ, যিনি প্রভু শ্রীরূপ-পদকমল-প্রণীত ভক্তিতত্ত্বের পুর অর্থাৎ প্রাসাদ-স্বরূপ, সেই প্রভু শ্রীবামনদেবের শ্রীচরণ প্রকৃষ্টরূপে ভজনা করি॥৬॥

যিনি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মহিমা বর্দ্ধনকারী, যিনি গুরুগোস্বামিগণের রচিত গ্রন্থ-প্রকাশে অতিনিষ্ঠাযুক্ত, যিনি পরম আশ্রয়বিগ্রহরূপে পরমদেবতা, সেই প্রভু শ্রীবামনদেবের শ্রীচরণ প্রকৃষ্টরূপে ভজনা করি॥৭॥

যাঁহার চরণকমল ভবসাগর-পারের নৌকাস্বরূপ, যিনি শ্রীকৃষ্ণসহ শ্রীকৃষ্ণরতি-প্রদানকারী নিত্য প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি, যিনি বার্ষভানবী-দেবীর অনুগতা-গতৈকপ্রাণ, সেই প্রভু শ্রীবামনদেবের শ্রীচরণ প্রকৃষ্টরূপে ভজনা করি॥৮॥

হে নাথ, আপনার সমস্ত উপদেশাবলী আমার সেব্যধন হউক্ এবং সেটীই সুধীগণের জন্য শ্রেষ্ঠ কৃত্য। হে দেব! এই অধমকে আপনার ভক্তিময় পদাশ্রয় প্রদান করুন এবং শ্রীরূপগণে গণনা করুন॥৯॥

ALL GLORY TO SHRI SHRI GURU AND GOURANGA

(TRIDANDI-SWAMI)

Shri Bhakti Vedanta Baman

President-Acharyya.

Shri Goudiya Vedanta Samiti (Regd.)

Shri Meghalaya Goudiya Math,
P.O.—Tura, Pin : 794001
Dist. West Garo Hills (Meghalaya)

Dated 14. 9.

GLORY TO SHRI SHRI GURU AND GOURANGA

Phone :

...udiya Vedanta Sami...

...RI SHYAM SUNDAR G...

MILA...

...LIGURI

ALL GLORY TO SHRI SHRI GURU AND GOURANGA

(TRIDANDI-SWAMI)

Shri Bhakti Vedanta Baman

President-Acharyya.

Shri Goudiya Vedanta Samiti

(Govt. R...

Shri Siddhabati Goudiya M...
Sidhabari, P.O. Rupnarayanpu...
Dist.—Burdwan (W. B...

Dated 8. 4.

卐 श्रीश्रीगुरुगौरांगौ जयत: 卐

श्रीगौड़ीय वेदान्त...

अध्यक्ष / सभापति
त्रिदण्डि स्वामी श्रीभक्ति वेदान्त
वामन गोस्वामी महाराज

तीसरा मोड़ THIRD FOLD

इस पत्र के भीतर कुछ न रखिए NO ENCLOSURES ALLOWED

...प्रेषक का नाम और पता :— SENDER'S NAME AND ADDRESS :—

Swami B.V. Baman
Shri Nilachal Goudiya Math
Swargadwar (Puri) Orissa.

पिन PIN

Shri Gou...